ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

ব্যাকরণ-কৌমুদী

(চতুর্থ-ভাগ)

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ.

সম্পাদিত।

SOLE AGENTS :
S. C. AUDDY & CO.
Book-sellers and Publishers.
12, Wellington Street.
CALCUTTA
1922

মূল্য এক টাকা] [*Price One Rupee.*

PRINTED BY RADHASHYAM DAS AT THE VICTORIA PRESS,
2, GOABAGAN STREET, CALCUTTA.

উৎসর্গ-পত্রম্ ।

নিখিলশাস্ত্রসাগরপারগায়
বঙ্গসন্তানানুরাগরঞ্জিতহৃৎপটায়
আচার্য্যবর্য্যায় পরমপূজ্যপাদায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহোদয়ায়
উৎসৃষ্টোঽয়ং গ্রন্থঃ

(১)

চন্দ্রার্দ্ধশোভিতললাট মহামহিম্নঃ
কিং ব্রূম ঈশ্বর গুণান্ গুণসাগরস্য ।
ত্বন্নামকীর্ত্তিপরিকীর্ত্তনযত্ন এষ
পাদাব্জরেণুমভিবাঞ্ছতি পূর্ণচন্দ্রঃ ॥

হে ঈশ্বর ! দেখি তব মহিমা অপার,
অর্দ্ধচন্দ্র-সুশোভিত ললাট তোমার ।
গুণের সাগর তুমি হয়েছ যখন,
তখন তোমার গুণ কে করে বর্ণন !
তোমার অতুল কীর্ত্তি, সুমধুর-নাম
রসনা ঘোষণা মোর করে অবিরাম ।

অর্দ্ধচন্দ্র স্থান পায় যদি শীর্ষ-স্থানে,
পূর্ণচন্দ্র স্থান কেন না পায় চরণে!

(২)

অন্তঃশ্বেতাং বহিঃশ্যামাং ত্বামীশ্বরসরস্বতীম্।
দৃষ্ট্বৈবাজানতা প্রোক্তা "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী"॥

জানি হে ঈশ্বর-চন্দ্র! তোমার প্রকৃতি,
তুমিই সাক্ষাৎ সেই দেবী সরস্বতী।
ভিতরে পরম শুভ্র তোমার হৃদয়,
বাহিরের বর্ণ কিন্তু কৃষ্ণ সাতিশয়,—
না জানিয়া এইরূপ তোমার মূরতি
'দণ্ডী' বলেছেন,—"সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী"।
অলঙ্কার-শাস্ত্রে পটু 'দণ্ডী' মহাশয়,
তথাপি তাঁহার কথা কে করে প্রত্যয়?

(৩)

দোষে কর্কশতা গুণে প্রণয়িতা পাপে পরং ভীরুতা
সত্যে নির্ভয়তা বুধে বিনয়িতা বিত্তে পরিত্যাগিতা।
সাধৌ সাদরতা খলে বিমুখতা শাস্ত্রেষু মর্ম্মজ্ঞতা
মন্ত্রী সত্যমতা স্থিতা চ সততং ত্বয্যেব হৈবেশ্বর॥

দেখিলে দোষীর দোষ হইতে বিরস,
দেখিলে গুণীর গুণ হইতে সরস।

যাহা পাপ, তাহে তব ভয় ছিল অতি,
যাহা সত্য, তাহে তব ভয় শূন্য মতি।
পণ্ডিতের প্রতি ছিল বিশেষ বিনয়,
মুক্ত-হস্ত ছিলে তুমি দানের সময়।
সাধুর উপরি ছিল পরম আদর,
খলের উপরি কোপ ছিল নিরন্তর।
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বে ছিল তব জ্ঞান,
শক্তি থাকিতেও তুমি ছিলে ক্ষমাবান্।
শুন হে ঈশ্বর-চন্দ্র! তব একাধারে
এত সব ছিল গুণ,—বর্ণিতে কে পারে!

(৪)

नो मालिन्यं कदाचित् भजति च दिवसे ग्रस्यते केनचिद् वा
नो मेघैश्छाद्यते वा नयनसुखहरैर्दूष्यते वा कलङ्कैः।
नो कुम्भां क्षीयते वा क्वचिदपि समये पीड्यते पीडया वा
धन्यो देवेश्वर त्वं प्रभवति भुवि ते निर्म्मलः कीर्त्तिचन्द्रः॥

ধন্য হে ঈশ্বর-চন্দ্র! তুমি ভাগ্যবান্,
কোথায় কাহার ভাগ্য তোমার সমান?
উঠে বটে চন্দ্র এক নিশায় গগনে,
তার কি তুলনা তব কীর্ত্তি-চন্দ্র সনে?
তব কীর্ত্তি-চন্দ্র দিনে মলিন না হয়,—
রাহুর গ্রাসের ভয় নাহি তার রয়,—
মেঘ-মালা নাহি তারে করে আচ্ছাদন,
কলঙ্কও তার দেহে না করি দর্শন,—

অমাবস্যা-তিথিতেও ক্ষয় তার নাই,
কোনরূপ পীড়া তার দেখিতে না পাই !

(५)

नानादर्शनकाव्यनाटककथाकोषेतिहासस्मृति-
च्छन्दोऽलङ्कृतिशब्दशास्त्रसुपटुः सौभाग्यशाली भवान् ।
विद्यासागरपुण्यनाम भवतो बङ्गेषु देवेश्वर
बालानां वदने विराजतितरां नित्यं सुधास्यन्दनम् ॥

কিবা ব্যাকরণ, কিবা ছন্দঃ, অলঙ্কার,
কিবা কাব্য, ইতিহাস, কিবা কথা আর,
কিবা অভিধান, স্মৃতি, নাটক, পুরাণ,—
এই সব শাস্ত্রে তব ছিল বহু জ্ঞান।
সুধা-সম তব "বিদ্যা-সাগর"-সুনাম,
পরম পবিত্র ইহা বঙ্গে অবিরাম।
এ হেন তোমার নাম, হে ঈশ্বর আজ !
বঙ্গ-সন্তানের মুখে করিছে বিরাজ।

(६)

अव्यापाराः सुरभिसमये कामसक्ता निदाघे
रक्ता वर्षास्वभिनवजले पङ्किले पल्वलानाम् ।
कटूक्लोष्णे शरदि निरताः स्वापशीला हिमर्त्तौ
शीते रात्रिभ्रमणनिपुणास्तेऽरयः सन्तु सर्व्वे ॥

না করে ব্যায়াম যেন বসন্ত-সময়,
গ্রীষ্ম-কালে থাকে যেন সদা কামময় ;
পল্বলের অভিনব পঙ্কিল সলিলে
অনুরক্ত হ'য়ে যেন থাকে বর্ষা-কালে ;
যে বস্তু পরম কটু, অম্ল, উষ্ণ অতি,
শরতে খাইতে তাহা থাকে যেন মতি ;
দিবসে হেমন্ত-কালে যেন নিদ্রা যায়,
শীতে রাত্রি-কালে যেন ঘুরিয়া বেড়ায় ;
এ সব বিষয়ে যেন, হে বিদ্যাসাগর !
রত থাকে শত্রু-গণ তব নিরন্তর ।

(৩)

भृङ्गार्त्तोऽलिः कुसुमजरसं चातको वारिवाहं
तारानाथं स्मरति च यथा शुष्ककण्ठश्चकोरः ।
भ्रान्तो वत्सस्व निजजननीं दुःस्थसाहित्यसेवी
श्रीमन्तं त्वां स्मरति सततं पूर्णचन्द्रस्तथैव ॥

পুষ্প-মধু স্মরে যথা তৃষার্ত্ত ভ্রমর,
জলধরে স্মরে যথা চাতক কাতর ;
পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া চকোর
চন্দ্র-দেবে স্মরে যথা হইয়া বিভোর ;
বৎস-গণ হায় যথা পথ হারাইয়া
নিজ মাতাকেই স্মরে ব্যাকুল হইয়া ;
সদাই সাহিত্য-সেবী এই দুঃস্থ জন
ভক্তি-ভরে স্মরে তথা তব শ্রীচরণ !

(৮)

भास्वरेश्वरचन्द्रस्य श्रीव्याकरणकौमुदी।
स्वान्तध्वान्तानि बालानां निराकुर्य्यान्निरन्तरम्॥

ভাস্বর ঈশ্বর-চন্দ্র! তুমি অনিবার,
সুবিমলা "ব্যাকরণ-কৌমুদী" তোমার
বালক-গণের চিত্ত-গহ্বরে পশিয়া
যত কিছু অন্ধকার দি'ক্ বিনাশিয়া।

(৯)

दृष्टं शिवास्यगुणितं निधिना समेतं
कष्टावतारनिहतं वियदिन्द्रियेण।
यच्छेषितं शरकरेण हृतं तदब्दं
वङ्गेषु शिष्यवदनेषु तवास्तु नाम॥ (১)

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম পবিত্র নাম বঙ্গ-সন্তান-গণের মুখে সহস্র (১০০০) বৎসর কীর্ত্তিত হউক, ইহাই গণিত-শাস্ত্রের একটী সুন্দর কৌশল সহ এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। গণিত-শাস্ত্রের পারদর্শী, পরম-পূজ্য-পাদ মহাপুরুষ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার, মাননীয় বিচার-পতি স্যার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্র-বাচস্পতি, সিদ্ধান্তাগম-চক্রবর্ত্তী, নাইট্; সি, এস্, আই; এম্, এ, ডি, এল্; ডি, এস্, সি; এফ্., আর্, এ, এস্; এফ্., আর্, এস্. ই; এফ্., এ, এস্ মহোদয় উক্ত অঙ্ক বাহির করিবার কৌশলটী কৃপা করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। তৎপরে আমি ইহা সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কৃপা-প্রদর্শনের জন্য আমি তাঁহার নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

[৯]

যে কোনও একটি অঙ্ক গ্রহণ করিয়া
গুণন করহ তারে পাঁচ অঙ্ক দিয়া।
সেই গুণ ফলে নয় অঙ্ক যোগ দিবে,
যোগ-ফলে দশ দিয়া গুণন করিবে।
তাহারে পঞ্চাশ দিয়া করিয়া হরণ,
ভাগ-শেষ লবে তুমি তাহার তখন।
তাহারে পঁচিশ দিয়া গুণন করিলে
যত হবে, তত বর্ষ এই ভূমণ্ডলে
হে "বিদ্যা-সাগর"! তব সুপবিত্র নাম
বঙ্গ-সন্তানের মুখে থাক্ অবিরাম।

(১০)

যদ্গেহে প্রবলা চলাপি কমলা হৃষ্টা মহাঽচঞ্চলা
যৎকীর্ত্তির্বিপুলা মতিশ্চ বিমলা কৃত্যাবলী নির্ম্মলা।
সেবে তং গুণভাগনন্তমহিমশ্রীকৌমুদীমালয়া
ভক্তো গাঙ্গজলেন ভক্তিসহিতং গঙ্গাং যথা সেবতে॥

পরম চঞ্চলা লক্ষ্মী, পরম প্রবলা,—
ছিলেন তোমার গৃহে নিত্য অচঞ্চলা;
বিপুলা তোমার কীর্ত্তি, বুদ্ধি সুবিমলা,
যাবতীয় কার্য্যাবলী পরম নির্ম্মলা;—
শুন হে ঈশ্বর-চন্দ্র! হে "বিদ্যাসাগর"!
মম সম নাহি কেহ ভাগ্য-হীন নর।

নিয়ত তোমার পূজা করিবারে চাই,
কি দিয়া পূজিব কিন্তু,—ভাবিয়া না পাই।
কৌমুদী”-কুসুম-মালা গুণযুতা তব,
অনুপমা এ সামগ্রী ;—কি অধিক কব।
তোমারি সামগ্রী,—ইহা তোমাকেই দিয়া
পূজিতেছি ভক্তি-ভরে প্রণত হইয়া।
ইহার দৃষ্টান্ত দেব! করহ দর্শন,—
গঙ্গা-জলে গঙ্গা-পূজা করে ভক্ত জন।

তদীয়শ্রীচরণাশ্রিতেন
বি,এ-কবিভূষণকাব্যরত্নোদ্ভটসাগরোপাধিকেন
সম্পাদকেন
শ্রীপূর্ণচন্দ্রেণ

मङ्गलाचरणम् ।

(१)

घृष्वोपातकिपापपर्व्वतपवी पापाब्धिपारप्लवौ
पापप्रान्तरपांशुपङ्कपथिकप्राणप्रदौ पादपौ ।
पापप्राज्यपयोदपालिपवनौ पापेभपञ्चाननौ
पादौ पाशुपतौ प्रपश्य परमौ प्राक् पूर्णचन्द्र प्रगे ॥

(२)

जय जय हे शिव दर्पकदाहक दैत्यविघातक भूतपते
दशमुखनाशकशायकदायक कालभयानक भक्तगते ।
त्रिभुवनकारकधारकमारक संहृतिसारक धीरमते
हरिगुणगायक ताण्डवनायक मोक्षविधायक योगरते ॥

(३)

दीर्घाक्षी दीप्रदन्ता दनुजदलदला देवतादुःखदात्री
दिव्यास्त्रैर्दिव्यदेहा दरदवदमना दीप्यमाना दुकूलैः ।
दृप्तानां दर्पदात्र्यै दशदिशि दशकं दृप्तदोषां दधाना
देवी दुर्गा दुरन्तं दलयतु दुरितं दुर्गतिद्रावदक्षा ॥

(४)

यस्याः शिल्पमनल्पकं त्रिभुवनं काव्यञ्च वेदत्रयं
यन्नाथस्त्रिपुरान्तकस्त्रिपथगा यस्याः सपत्नी मता ।
या कालत्रयमीप्सितं सुविपुलं धत्ते च नेत्रत्रयं
सा त्रैगुण्ययुता करोतु कमलं देवी त्रिशूलायुधा ॥

(५)

पतिः पञ्चाननः पुत्रौ षडाननगजाननौ ।
तामन्नदां भजे यस्या अतिथिश्चतुराननः ॥

(६)

हरहृदयविलासा गर्व्विता पार्व्वती साऽ-
नवनितलपदासा मर्त्त्यमुक्त्यप्रयासा ।
श्रितशिवकचपाशा मानशोङ्कारणाशा
दशहरिदयनाशा पातु मां जाह्नवीशा ॥

(७)

या त्रिदोषविनाशाय भर्त्तां निजजलाश्रितम् ।
न लज्जते चतुर्द्दोषं कर्त्तुं तां नौमि जह्नुजाम् ॥

(८)

यो लङ्केशपतिः कुमारजनको योऽसौ गवीशध्वजो
यो गङ्गां धरति स्वयं हिमकरोद्दीप्ताङ्ककान्तिः सदा

यो नित्यं खलु भूविशेषसदनो वामाङ्गसङ्गस्तथा
वन्दे तं प्रथमाक्षरद्वयवशाद् भेशं महेशं पुनः ॥८॥

(९)

शङ्खोऽन्तःकुटिलो बहिश्च धवलश्चक्रञ्च वक्रं तथा
वक्राख्या च गदाऽम्बुजं मलभवं शेषः सहस्रानन:।
वृंचात्मा तुलसी चला च कमला हृत्कौस्तुभः प्रस्तरो
भक्तं दर्शयते वृतोऽपि कुटिलैरेतैर्य ईडे हि तम् ॥

(१०)

सजलजलदकालं प्रेमवापीमरालम्
अभिनववनमालं चेमवल्लीप्रवालम्।
भुवननलिननालं दानवानां करालं
निखिलमनुजपालं नौमि तं नन्दबालम् ॥

(११)

पुलिनवनविहारिन् वल्लवीचित्तहारिन्
दनुजदलनकारिन् योगिहृत्पद्मचारिन्।
भवजलनिधितारिन् पीतकौशेयधारिन्
शमनदरविदारिन् पाहि मां विश्वभारिन् ॥

(१२)

हरिप्रियां भजे मत्तो दीनश्च न हलिप्रियाम्।
न भुक्त्वापि नरः पूर्व्वां मत्तो भुक्त्वैव चापराम् ॥

(१३)

पण्डितानमरण्येऽपि मूर्खान्नं नास्ति कुत्रचित् ।
इति मूर्खे परा प्रीतिर्यस्यास्तां श्रियमाश्रये ॥

(१४)

श्रुत्वापि माधवो भर्त्ता सपत्नी च हरिप्रिया ।
तस्मिन्नेव रता यास्ते तां नमामि सरस्वतीम् ॥

(१५)

यद्भक्तास्त्यक्तनिद्रास्तनुतरतनवो मुष्टिमात्रान्नहेतो-
र्हाहारावप्रभावैर्गतश्रममनसो मेदिनीं स्फोटयन्तः ।
गुप्तस्थाने पृथिव्या विगतरजनिका अन्नपानीयशून्या
वन्देऽहं भारतीं तां गलच्युतवसनः सर्व्वदुःखैकदात्रीम् ॥

(१६)

रथ्यां गच्छन्नपि भुवि निपतन् धारयन् व्योम दोर्भ्यां
संविभ्रश्यत् कटितटवसनं योजयन् मध्यभागम् ।
हस्तस्रस्तं दिशि दिशि मृगयन् लाङ्गलं सम्मुखस्थं
संव्याघूर्णद्रुधिरनयनभाक् पातु मां मत्तरामः ॥

(१७)

सूत्रं पाणिनिबद्धं यो धरन्नुद्वहति स्वयम् ।
सूक्ष्मं वर्णधर्म्मादीन् सुरक्षेश्च नमामि तम् ॥

(१८)

याऽत्रय्यं वीजमेकं जगदखिलगिरां सर्व्वसाफल्यदा या
या रम्यस्निग्धवर्णा मृदुमधुरपदालङ्कृतिस्निग्धमाणा।
या छन्दःसूत्रबद्धा विविधरसगुणा भूरिभावान्विता या
सा भाषा संस्कृताख्या जनुषि जनुषि मे स्वान्तसौख्यं ददातु॥

भगवच्चरणाश्रितस्य

वि.ए-कविभूषणकाव्यरत्नोद्भटसागरोपाधिकस्य

सम्पादकस्य

श्रीपूर्णचन्द्रस्य

বিদ্যাসাগর-মহাশয়-কৃত প্রথম-বারের

বিজ্ঞাপন।

ব্যাকরণকৌমুদীর শেষভাগ প্রচারিত হইল। এই ভাগে নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। অনেকে ব্যাকরণকৌমুদীতে সংস্কৃত সূত্র দিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করেন। ঐ অনুরোধের তাৎপর্য্য এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সূত্র অপেক্ষা অল্পাক্ষরগ্রথিত সংস্কৃত সূত্র অনায়াসে অভ্যাস করা ও স্মরণ রাখা যাইতে পারে। তাঁহাদের অনুরোধ যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়াতে এই ভাগে সংস্কৃত সূত্র সন্নিবেশিত হইল, এবং ঐ হেতু বশতঃ পূর্ব্ব তিন ভাগেও ক্রমে ক্রমে এই প্রণালী অবলম্বিত হইবেক। সকল সূত্র নূতন সঙ্কলিত নহে, অনেক স্থলে পাণিনি-প্রণীত সূত্র অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯১৮। ২০এ মাঘ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

সম্পাদক-কৃত বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ের ৬৭ বৎসর পূর্ব্বে পরম-পূজ্য-পাদ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা"-নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি এই পরমাদৃত গ্রন্থখানি অপ্রতিহত-প্রভাবে চলিয়া আসিতেছে। যে সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে ভট্টাচার্য্য-মহাশয়-গণের চতুষ্পাঠী ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে সংস্কৃত-ভাষার অধ্যাপনা হইত না; যে সময়ে ব্রাহ্মণ-জাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিবার কোনরূপ সুবিধা বা অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না; যে সময়ে মহামুনি পাণিনি-কৃত অষ্টাধ্যায়ী, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, কলাপ, সংক্ষিপ্ত-সার, সুপদ্ম, সারস্বত, মুগ্ধবোধ, প্রয়োগ-রত্ন-মালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন অন্য কোনও ব্যাকরণের সাহায্যে সংস্কৃত-ভাষা-গৃহের বহির্দ্বার-দেশেও উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ছিল; যে সময়ে উক্ত দুর্ব্বোধ প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ গুলির এক খানিতেও ব্যুৎ-পত্তি লাভ করিতে হইলে জীবনের অন্ততঃ দশ বার বৎসর কাল অতি-বাহিত হইত; যে সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশ ঘোর অজ্ঞানতা-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়েই মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত ক্ষুদ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ খানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে সময়ে দূরবর্ত্তী মহানুভব ইংরাজ বাহাদুর সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচারের আদেশ দেন, সেই সময়েই "উপক্রমণিকা"-ব্যাকরণের সৃষ্টি। একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহা আয়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করিতে

যে কি কষ্ট হইত, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বিশেষ-রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। যাহাতে সমগ্র বঙ্গ-সন্তান অল্লায়াসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে একাগ্র-চিত্তে অনন্ত পরিশ্রম ও একান্ত মস্তিষ্ক-বিলোড়ন করিয়া বহুকাল পরে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের ছায়ামাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা সহ উক্ত "উপক্রমণিকা"-ব্যাকরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শিশুগণের পাঠোপযোগী করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে (১লা অগ্রহায়ণ, ১৯০৮ সংবতে) "সংস্কৃত-ব্যাকরণের উপক্রমণিকার" প্রথম সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। এই সংস্করণ শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে (১০ই বৈশাখ, ১৯০৯ সংবতে) তিনি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে (১৫ই ফাল্গুন, ১৯১০ সংবতে) তৃতীয় সংস্করণ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বিশেষ-প্রণিধান-পূর্ব্বক দেখিয়াছিলেন যে, কেবল "উপক্রমণিকা"-ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পাঠার্থিগণ উচ্চ শ্রেণীর মহাকাব্য, নাটক ও দর্শন-শাস্ত্রাদির অধিকার-লাভে সমর্থ হইবেন না। এই হেতু "উপক্রমণিকা"-ব্যাকরণ রচনা করিবার কিছুকাল পরেই, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "ব্যাকরণ-কৌমুদী, প্রথম ভাগের" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে কেবল শব্দরূপ, সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব প্রকরণ থাকায় তিনি ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে "ব্যাকরণ-কৌমুদী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ" রচনা করেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ১ পৃষ্ঠ হইতে ৫২ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সমগ্র "কৃৎ-প্রকরণ" দ্বিতীয় ভাগ, এবং ১ পৃষ্ঠ হইতে ১৬৮ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত "তিঙন্ত-প্রকরণ" তৃতীয় ভাগ নামে অভিহিত ও একখানি পুস্তকেই একত্র সম্বদ্ধ হইয়া পৃথক্ সূত্রাঙ্ক সহ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু "তিঙন্ত-প্রকরণ" অপেক্ষা "কৃৎ-প্রকরণ" ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তিনি ইহা পৃথক্ পুস্তকাকারে না ছাপাইয়া পরবর্ত্তি সংস্ক-

রণে "তিঙন্ত-প্রকরণের" নাম 'দ্বিতীয় ভাগ' এবং "কৃৎ-প্রকরণের" নাম 'তৃতীয় ভাগ' রাখিয়া দুই ভাগই একখানি পুস্তকে বাহির করিয়াছিলেন। এই দুই ভাগে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে) কেবল ধাতু-কাণ্ড থাকায় তিনি "ব্যাকরণ-কৌমুদী, চতুর্থ ভাগের" সৃষ্টি করেন।

সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে কারক, তদ্ধিত, স্ত্রী-প্রত্যয় ও সমাস এই চারিটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এক খানি পৃথগ্ গ্রন্থে এই চারিটী বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই পৃথগ্ গ্রন্থই "ব্যাকরণ-কৌমুদী, চতুর্থ ভাগ।" ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের (১৯১৮ সংবতের) ২০ শে মাঘ তারিখে এই গ্রন্থ খানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত "প্রথম-বারের বিজ্ঞাপন" মদীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে যাহা ছিল, আমি প্রায় তাহা সমস্তই রাখিয়া দিয়াছি। বিভক্তি-নির্ণয় ও কারক, তদ্ধিত, স্ত্রী-প্রত্যয় ও সমাস লইয়াই "ব্যাকরণ-কৌমুদী" (চতুর্থ-ভাগ) লিখিত। এই ৪টী প্রকরণের স্থানে স্থানে অনেক অসঙ্গতি ছিল। সে সমস্ত সুসঙ্গত করিয়া ফুটনোটে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। এজন্য যে যে প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, টীকা ও টিপ্পনী এবং মহাকাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের নামের তালিকা এই গ্রন্থেই সন্নিবেশিত করা গেল। প্রত্যেক প্রকরণের 'সূত্র' ও 'উদাহরণে' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক গুলি ভ্রম বা প্রমাদ ছিল। কেবল কয়েকটী প্রধান ভ্রম বা প্রমাদের কথা নিম্নভাগে উল্লেখ করিলাম :—

১। (১) বিভক্তি-নির্ণয় ও কারক-প্রকরণের যে যে সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রম বা প্রমাদ ছিল, তাহাদের তালিকা :—৭৭ সূত্র (খ) ফুট্‌নোট ; ৮৬ সূত্র (খ) ফুট্‌নোট ; ১০৬ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট।

(২) তদ্ধিত-প্রকরণ—৪ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট ; ৮৪ সূত্র (খ) ফুট্‌নোট ; ৮৮ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট , ১০২ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট ; ১০৩ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট ; ১০৮ সূত্র (ঘ) ফুট্‌নোট ; ২১৬ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট ; ২৭৬ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট ; ২৮৯ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট ।

তদ্ধিত-পরিশিষ্ট-প্রকরণ—৩ সূত্র (খ) ফুট্‌নোট ।

(৩) স্ত্রী-প্রত্যয়-প্রকরণ—৩৫ সূত্র (গ) ফুট্‌নোট ।

(৪) সমাস-প্রকরণ—তৎপুরুষ-সমাসে ৭ সূত্র (ঘ) ফুট্‌নোট ; ১৫ সূত্র (খ) ফুটনোট । সর্ব্ব-সমাস-সাধারণ-বিধিতে ২ সূত্র (ক) ফুট্‌নোট ; ৬ সূত্র (ঘ) ফুট্‌নোট ; ৭ সূত্র (ছ) ফুট্‌নোট ;

২ । উপর্য্যুক্ত ৪টী প্রকরণের প্রায় প্রত্যেক সূত্রের পাদদেশে প্রচুর-পরিমাণে প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের মত, বিচার এবং বহু-সংখ্যক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্য হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে ।

৩ । বিভক্তি-নির্ণয় ও কারকের সংস্কৃত কারিকা গুলি "প্রয়োগ-রত্ন-মালা"-নামক প্রাচীন সংস্কৃত-ব্যাকরণ হইতে গৃহীত হইয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

৪ । বিভক্তি-নির্ণয় ও কারক, তদ্ধিত, স্ত্রী-প্রত্যয় ও সমাস,—এই চারিটী বিষয়ে প্রচুর-পরিমাণে "প্রশ্ন" দেওয়া হইয়াছে ।

৫ । স্ত্রী-প্রত্যয়-প্রকরণের ৬৫ হইতে ৭০ এই ৬টী বিশেষ প্রয়োজনীয় সূত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে না থাকায় তাহা সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি ।

৬ । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে "তদ্ধিত পরিশিষ্ট" পশ্চাদ্ভাগে ছিল । তাহা "তদ্ধিত-প্রত্যয়ের" অব্যবহিত পরেই সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ।

৭ । বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যেক প্রকরণে যে যে "সূত্র" পাণিনি-

-কৃত অষ্টাধ্যায়ী বা কাত্যায়ন-কৃত বার্ত্তিক-সূত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমি "সংখ্যা" সহ উল্লেখ করিয়া দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যে "সূত্র" স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কোন্ কোন্ পাণিনীয় ও বার্ত্তিক-সূত্রের অন্তর্গত, তাহাও "সংখ্যা" সহ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি।

"উপক্রমণিকা" এবং "চারি ভাগ, ব্যাকরণ-কৌমুদীর" সৃষ্টি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি দ্বারা বঙ্গ-সন্তান-গণের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। যিনি জ্ঞানান্ধ বাঙ্গালী বালক-বালিকা-গণের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া স্বীয় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; যিনি সমগ্র বঙ্গ-সন্তানের জ্ঞানোন্নতির উদ্দেশে আজীবন মস্তিষ্ক-বিলোড়ন-পূর্ব্বক দেহপাত করিতেও কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার দুর্জ্জয় প্রভাব সমগ্র বাঙ্গালী বালক-বালিকার ধমনীস্থ প্রত্যেক রক্ত-কণিকার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া নিরন্তর প্রধাবিত হইতেছে, সেই ক্ষণজন্মা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে অনন্ত বঙ্গ সন্তান আজীবন ঋণ-জালে আবদ্ধ।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় আমার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ-প্রকাশ করিতেন, এবং আমিও তাঁহাদিগের প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি-প্রদর্শন করিতাম। সংস্কৃত "উদ্ভট-কবিতা" সংগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা বিশেষ-রূপে বলবতী থাকায় তাঁহাদিগের নিকটে প্রায় সর্ব্বদাই আমাকে যাইতে হইত। সেই সূত্রেই আমি তাঁহাদিগের স্নেহ-ভাজন হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ উভয়ের নিকট হইতেই প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) সংস্কৃত "উদ্ভট-কবিতা" সংগ্রহ করিয়া-

ছিলাম। অদ্যাবধি তাঁহাদিগের কৃপায় প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার সংস্কৃত "উদ্ভট-কবিতা" সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রায় অর্দ্ধেক বাঙ্গালা-পদ্যে অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছি। আমার পদ্যানুবাদ দেখিয়া তাঁহারা আমার প্রতি নিরতিশয় স্নেহ ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। পদ্যানুবাদ করিয়া আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইতাম। তিনিও স্থানে স্থানে ইহার পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়া দিতেন। অবশেষে কবিতাগুলি ভূদেব বাবুর ও রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরামর্শানুসারে "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত করিতাম। বহু বৎসর ব্যাপিয়া "এডুকেশন গেজেটে" আমার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ বহুসংখ্যক সংস্কৃত "উদ্ভট-কবিতা" প্রকাশিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদি"-সংবাদ-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সুপণ্ডিত স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় আমার পরম হিতৈষী সুহৃৎ ছিলেন। "এডুকেশন গেজেটে" মৎ-প্রকাশিত "উদ্ভট-কবিতা"-পাঠে তিনি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়া "হিতবাদি"-পত্রে বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ "উদ্ভট-কবিতা" দিবার জন্য আমাকে সবিশেষ অনুরোধ করেন। তদনুসারে বহু-বৎসর ধরিয়া বহু-সংখ্যক "উদ্ভট-কবিতা" "হিতবাদি"-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমি উক্ত মহাত্মগণের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে "বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা" এবং "উপক্রমণিকা" ও "ব্যাকরণ-কৌমুদী" সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তদুত্তরে কহিয়াছিলেন, "উপক্রমণিকা" ও 'চারি ভাগ, ব্যাকরণ-কৌমুদী' লিখিতে আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইহাদের জন্য যে আমি কত চিন্তা করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়িলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা একান্ত অসম্ভব। দুর্জ্জয় বস্তু লাভ করিতে হইলে দুর্জ্জয় যত্ন ও পরিশ্রম করা চাই।" ইহা

বলিয়াই তিনি নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত "উদ্ভট-কবিতাটি" আবৃত্তি করিয়া আমাকে ইহা লিখিয়া লইতে বলেন। কবিতাটি এই :—

"যদ্যপি বহু নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্।
স্বজনঃ শ্বজনো মা ভূৎ সকলং শকলং সকৃৎ শকৃৎ ॥" (ক)

গুণগ্রাহী ভূদেব বাবু মহাশয় "উপক্রমণিকা" এবং "চারি ভাগ, ব্যাকরণ-কৌমুদীর" পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর 'উপক্রমণিকা' ও 'চারি ভাগ, ব্যাকরণ-কৌমুদী' ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া না গেলেও তাঁহার নাম সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে অক্ষুণ্ণ-ভাবে চিরদিন বিরাজ করিবে। তাঁহার বুদ্ধি যে কিরূপ সূক্ষ্ম, তাহার পরিচয় তাঁহার এই ব্যাকরণগুলিতেই প্রকাশ পাইতেছে।" একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে যে সময়, পরিশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন, তাহা মনে করিলে এবং যে সময়ে এই পুস্তকগুলি রচিত হইয়াছিল, তৎ-সময়ে বাঙ্গালা-প্রদেশে সংস্কৃত-ভাষা-শিক্ষার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে, ভূদেব বাবুর কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ না হইলে "উপক্রমণিকা" ও "চারি ভাগ,ব্যাকরণ-কৌমুদীর" সৃষ্টি হইত না। অগাধ ও অপার মহাসমুদ্রকে গোষ্পদে পরিণত করা এবং প্রাচীন সংস্কৃত

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই কবিতাটীর এইরূপ পাঠ শুনিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক লোকের মুখেও এইরূপ পাঠ শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকটীতে "আর্য্যাচ্ছন্দও" নাই, আর্য্যাচ্ছন্দের "প্রকার-ভেদও" নাই। ছন্দোগ্রন্থের নিয়মানুসারে ইহাতে যে ছন্দোদোষ হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই শ্লোকটী এইরূপ ভাবে রাখিলে নির্দ্দোষ হয় বলিয়া মনে করি :—

"যদ্যপি বহু নাধীষে ব্যাকরণং পঠ তথাপি রে পুত্র।
মা ভূৎ স্বজনঃ শ্বজনঃ সকলঃ শকলঃ সকৃচ্চ শকৃৎ।"—সম্পাদক

ব্যাকরণ ভাঙ্গিয়া "উপক্রমণিকা"-ব্যাকরণ রচনা করা উভয়ই তুল্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বুদ্ধি-কৌশল ধন্য! তিনি যথার্থই মহাপুরুষ!

যে মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বসিয়া ৩৮বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত"উদ্ভট-কবিতা" সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; যে মহাত্মার মুখ-নিঃসৃতা ভাবময়ী কবিতার ব্যাখ্যা শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিতাম; যে প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাপুরুষ আমার প্রতি একভাবে পুত্রবৎ স্নেহ প্রকাশ করিতেন; এবং যাঁহার স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি ও মধুর-বচনের বিষয় মনে পড়িলে অদ্যাপি আমার চক্ষুঃ দিয়া জল আইসে, সেই মহাপুরুষের যথাযোগ্য পূজা করা আমার মত দরিদ্র ও হতভাগ্যের নিতান্ত অসাধ্য। দরিদ্র ভক্ত জন যেরূপ গঙ্গাদেবী হইতেই জলবিন্দু তুলিয়া লইয়া ভক্তি-ভরে গঙ্গা-দেবীকেই পূজা করিয়া থাকেন, আমিও সেইরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই রচিত "ব্যাকরণ-কৌমুদী, চতুর্থ ভাগ" লইয়া তাঁহাকেই ইহা উৎসর্গ করিলাম। তাঁহার পবিত্র স্বর্গীয় আত্মা স্বর্গ হইতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি তাঁহার নিষ্কলঙ্ক গ্রন্থ খানি নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারি।

অতি দুরূহ বিষয় লইয়াই যখন এই গ্রন্থখানি লিখিত, তখন ইহাতে যে কিছু কিছু মুদ্রাঙ্কণ-দোষ কিংবা অন্য কোনরূপ ভ্রম বা প্রমাদ থাকিবে, তাহা বিস্ময়কর নহে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয়-গণ যদি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে আমার অশেষ উপকার হইবে, এবং তাঁহাদিগের চরণে আমি যাবজ্জীবন অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞ থাকিব।

গচ্ছতঃ পতনে ভূমৌ প্রমাদজে ন বিস্ময়ঃ।
হসন্তি দুর্জ্জনাস্তত্রোত্তোলয়ন্তি তু সজ্জনাঃ ॥—উদ্ভটসাগরস্য

এই গ্রন্থখানি লিখিবার সময় আমাকে অনেক মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ৺কাশী-ধাম-নিবাসী দ্বারবঙ্গ-সভা-পণ্ডিত বৈয়াকরণ-কেশরী মহামহোপাধ্যায় ৺শিবকুমার শাস্ত্রী, কলিকাতাস্থ সংস্কৃত-কলেজের

অধ্যাপকচর বৈয়াকরণ-কুল-পতি নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শিরোমণি, বাজে-শিবপুর-বাসী বৈয়াকরণ-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন, নোয়াখালি-নিবাসী বিখ্যাত কলাপ-কেশরী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, সুবিখ্যাত "হিতবাদি"-নামক সংবাদ-পত্রের অধ্যাদক, মদীয় পরম সুহৃৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, এবং সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের সমাধান ও নানা বিষয়ে সুপরামর্শ দান করিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পরিশেষে বিশেষ বক্তব্য এই যে, উক্ত মহাত্মা শিরোমণি মহাশয়ের অনুরূপ পুত্র, কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজের অন্যতম ব্যাকরণাধ্যাপক, বৈয়াকরণ কেশরী, মদীয় কনিষ্ঠ-সোদর-প্রতিম, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার জন্য পরম-প্রীতি-ভরে ও নিঃস্বার্থ-ভাবে এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার না করিলে আমি কিছুতেই এই গ্রন্থ খানির সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম না। উপসংহার-কালে ইহাও উল্লেখ্য যে, মদীয় পরম হিতৈষী সুহৃৎ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ মহাশয়ও অনেক বিষয়ে সুপরামর্শ-দান এবং আনুকূল্য-প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য আমি এই মহাত্মগণের নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভদ্রকালী।
২৯ মাঘ, সোমবার।
১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

সম্পাদক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর।

যে যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, টীকা এবং কাব্য-নাটকাদির প্রমাণ, মত ও উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া এই সংস্করণে দেওয়া হইল, তাহাদের নামের তালিকা—

গ্রন্থ		গ্রন্থকার
অষ্টাধ্যায়ী	...	পাণিনি
বার্ত্তিক	...	কাত্যায়ন (বররুচি)
মহাভাষ্য	...	পতঞ্জলি
মহাভাষ্য-টীকা	...	কৈয়ট
রাবণার্জ্জুনীয় (অর্জ্জুনরাবণীয়)		ভট্টভীম (ভট্টভৌম, ভূমভট্ট)
সিদ্ধান্ত-কৌমুদী	...	ভট্টোজি-দীক্ষিত
প্রৌঢ়-মনোরমা	...	ভট্টোজি-দীক্ষিত
বাল-মনোরমা	...	বাসুদেব-দীক্ষিত
তত্ত্ববোধিনী	...	জ্ঞানেন্দ্র-সরস্বতী
কাশিকা	...	বামন ও জয়াদিত্য
পদমঞ্জরী	...	হরদত্ত
বাক্যপদীয়	...	ভর্ত্তৃহরি
সুবোধিনী	...	জয়কৃষ্ণ
চন্দ্রালোক	...	ভৈরব-মিশ্র
পরিভাষেন্দু-শেখর	...	নাগোজি-ভট্ট
পরিভাষেন্দু-শেখর-টীকা	...	ভৈরব-মিশ্র

গ্রন্থ		গ্রন্থকার
লঘুকৌমুদী	...	বরদরাজ
কলাপ	...	সর্ব্ববর্ম্মা
কলাপ-বৃত্তি ও টীকা	...	দুর্গাসিংহ
পঞ্জী	...	ত্রিলোচন-দাস
কলাপ-টীকা	...	কবিরাজ
কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট	...	শ্রীপতি-দত্ত
সংক্ষিপ্তসার	...	ক্রমদীশ্বর
সংক্ষিপ্তসার-বৃত্তি	...	জুমরনন্দী
সংক্ষিপ্তসার-টীকা	...	গোয়ীচন্দ্র
সুপদ্ম	...	পদ্মনাভ
সুপদ্ম-টীকা	...	বিষ্ণুমিশ্র
মুগ্ধবোধ	...	বোপদেব
মুগ্ধবোধ-টীকা	...	শ্রীরাম-তর্কবাগীশ
” ”	...	দুর্গাদাস
” ”	...	বিদ্যানিবাস
” ”	...	কার্ত্তিক-সিদ্ধান্ত
” ”	...	গঙ্গাধর
” ”	...	মধুসূদন
কবি-কল্প-দ্রুম	...	বোপদেব
কাব্য-কাম-ধেনু	...	বোপদেব
প্রয়োগ-রত্ন-মালা	..	পুরুষোত্তম-বিদ্যাবাগীশ
” গূঢ়প্রকাশিকা-টীকা	...	সিদ্ধনাথ-বিদ্যাবাগীশ

গ্রন্থ		গ্রন্থকার
,, প্রভাপ্রকাশিকা-টীকা	...	জয়কৃষ্ণ-শর্ম্মা
,, পঞ্জিকা	...	জীবেশ্বর-শর্ম্মা
সারস্বত	...	অনুভূতি-স্বরূপাচার্য্য
সারস্বত টীকা (সুবোধিকা)	...	চন্দ্রকীর্ত্তি
মহাভারত	...	বেদব্যাস
রামায়ণ	...	বাল্মীকি
রঘুবংশ	...	কালিদাস
কুমার-সম্ভব	..	,,
মেঘদূত	...	,,
শকুন্তলা	...	,,
বিক্রমোর্ব্বশী	...	,,
কিরাতার্জ্জুনীয়	...	ভারবি
শিশুপাল-বধ	...	মাঘ
নৈষধ-চরিত	..	শ্রীহর্ষ
রত্নাবলী	...	,,
উত্তর-রাম-চরিত	...	ভবভূতি
মৃচ্ছকটিক	...	শূদ্রক
ভট্টিকাব্য	...	ভট্টি
রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, নৈষধ-চরিত, শিশুপাল-বধ ও ভট্টি-কাব্যের টীকা	...	মল্লিনাথ

ব্যাকরণ-কৌমুদী (চতুর্থ-ভাগ)

সূচীপত্র।

ভ্রম-সংশোধন ।

১। ২৩ পৃষ্ঠে ৪৪ সূত্রে (**ক্বচিদ্‌ বিভাষা কর্ত্তরি**) "শিষ্যস্য প্রশংসা গুরুণা গুরোর্বা"—এই উদাহরণটী উঠিয়া যাইবে।

২। ৩০৫ পৃষ্ঠের উপরিভাগে বহুব্রীহি-সমাসে এই সূত্রটী বসিবে ;

"**৪৫। দ্বনন্তাৎ স্ত্রিয়াম্।**"

ব্যাকরণ-কৌমুদী

চতুর্থ ভাগ।

বিভক্তি-নির্ণয়।

১। সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ।

যাহা দ্বারা সংখ্যা ও কারকের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বিভক্তি বলে। যথা—ঘটঃ, ঘটৌ, ঘটাঃ; ঘটম্, ঘটৌ, ঘটান্ ইত্যাদি। এই সকল স্থলে ঘট-শব্দে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের বিভক্তির যোগ থাকাতে এক ঘট, দুই ঘট, বহু ঘট, এইরূপ সংখ্যার প্রতীতি জন্মিতেছে। চন্দ্রং পশ্যতি—এ স্থলে চন্দ্রে দ্বিতীয়া বিভক্তির যোগ থাকাতে চন্দ্র কর্ম্ম কারক, এইরূপ প্রতীতি জন্মিতেছে। (ক)

২। বিভক্তয়ঃ সপ্ত।

প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, এই সাত বিভক্তি।

(ক) সুপ্ ও তিঙ্ প্রত্যয়কে বিভক্তি বলে। এই প্রকরণে যে বিভক্তির কথা বলা হইতেছে, তাহাই সুপ্ বিভক্তি, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

প্রথমা ।

৩ । अभिधेयमात्रे प्रथमा ।

अभिधेयमात्रं बोधयितुं यः शब्दः प्रयुज्यते, तस्मात् प्रथमा स्यात् ।

যে স্থলে ক্রিয়াপদ প্রভৃতি না থাকে, কেবল অভিধেয় (১) বুঝাইবার নিমিত্ত শব্দ প্রয়োগ করা যায়, সে স্থলে সেই শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—**वृक्षः, लता, पुष्पम्, गिरिः, नदी, जलम्, रामः, सीता, लक्ष्मणः, एकः, द्वौ, त्रयः, द्रोणः, खारी, प्रस्थः ।** (ক)

৪ । कर्त्तरि ।

कर्त्तरि वाच्ये कर्त्तृकारके प्रथमा स्यात् ।

কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—**शिशुः क्रीड़ति, गौः शब्दायते, मेघो गर्ज्जति ।**

৫ । सम्बोधने ।

सम्बोधने प्रथमा स्यात् ।

সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—**हे पितः, हे भ्रातरौ, हे पुत्राः ।**

---

(১) যে শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাই সেই শব্দের অভিধেয়।

(ক) ইহাকে অভিধেয়-মাত্রে প্রথমা, প্রাতিপদিকার্থ-মাত্রে প্রথমা, লিঙ্গার্থে প্রথমা, এবং ক্রিয়া-রাহিত্যে প্রথমাও বলা হইয়া থাকে।

৬। **अव्यययोगे च।**

इति-प्रभृतिभिरव्ययैर्योगेऽपि प्रथमा स्यात्।

ইতি প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—**अयोध्यानगरे दशरथ इति ख्यातो नृपतिरासीत्।** “**वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः**”। **पापात्मनां सङ्गः परित्यक्तुं साम्प्रतम्।** “**विषवृक्षोऽपि संवर्द्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्**”। “**मनस्विगर्हितः पन्थाः समारोढुमसाम्प्रतम्**”।

দ্বিতীয়া।

৭। **कर्म्मणि द्वितीया।**

कर्त्तरि वाच्ये कर्म्मणि द्वितीया स्यात्।

কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**पुष्पं चिनोति, अन्नं भुङ्क्ते, जलं पिवति।**

৮। **क्रियाविशेषणे च।**

क्रियाविशेषणं क्लीवलिङ्गं, तत्र द्वितीयाया एकवचनं स्यात्।

ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা একবচনে ও ক্লীবলিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—**सत्वरं धावति, द्रुतं पलायते, मृदु हसति, साधु भाषते।**

৯। **कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (पा २।३।५)**

कालवाचकेभ्यः अध्ववाचकेभ्यश्च शब्देभ्यो द्वितीया स्यात् अत्यन्तसंयोगे गम्यमाने।

অত্যন্ত-সংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি বুঝাইলে, কাল-বাচক (ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, মাস ও বৎসরাদি) এবং অধ্ববাচক (পথের পরিমাণ-বাচক

ক্রোশাদি) শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহাকে ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়াও বলে। যথা, কালবাচক—**দিবসমুপবসতি ; মাসমধীতে।** অধ্ববাচক—**ক্রোশং গিরিঃ স্থিতঃ ; যোজনং ভৃত্যেনানুগতঃ। দিবসং মাসং ক্রোশং যোজনং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ।** (ক)

১০। অভিপরিসর্ব্বোভয়ৈস্তসন্তৈঃ।

অভি, পরি, সর্ব্ব, উভয়—ইত্যেতৈঃ তস্-প্রত্যয়ান্তৈর্যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ।

তস্-প্রত্যয়ান্ত অভি, পরি, সর্ব্ব, উভয়, এই কয় শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**গ্রামমভিতঃ, গৃহং পরিতঃ, উদ্যানং সর্ব্বতঃ, নদীমুভয়তঃ।** (খ)

(ক) "দেশকালাধ্বগন্তব্যাঃ কর্ম্মসংজ্ঞা হ্যকর্ম্মণাম্"। অকর্ম্মক ধাতুর যোগে দেশ-বাচক, কাল-বাচক এবং গন্তব্য-পথ-বাচক শব্দ কর্ম্মকারক হয়। "দেশো নদী-ভূধর-কন্দরাদি রধ্বাধ্বমানং করযোজনাদিঃ। কালো মুহূর্ত্তায়নবৎসরাদিঃ"—শ্রীরাম তর্কবাগীশ। তত্ত্ববোধিনী-মতে এস্থলে দেশ শব্দের অর্থ, কুরু-প্রভৃতি গ্রাম-সমূহ, প্রদেশ-মাত্র নহে ; অতএব তন্মতে নদীমাস্তে, গ্রামং স্বপিতি ইত্যাদির প্রয়োগ হইবে না। দেশের উদাহরণ—কুরূন্ স্বপিতি। কাল—মাসমাস্তে, গোদোহমাস্তে। গন্তব্য পথ—ক্রোশমাস্তে। এইগুলি সিদ্ধান্তকৌমুদীর উদাহরণ। বোপদেবের মতে অকর্ম্মক ধাতুর যোগে দেশ, অধ্বা, কাল এবং ভাব অর্থাৎ ধাত্বর্থ—ইহাদের বিকল্পে কর্ম্ম-সংজ্ঞা হয়। যথা—নদীং বসতি, নদ্যাং বসতি। বনে বসতি, বনং বসতি। ক্রোশান্ ভ্রমতি, ক্রোশেষু ভ্রমতি। অহর্ভ্রমতি, অহ্নি ভ্রমতি। নিশাং ভ্রমতি, নিশি ভ্রমতি। রামো রক্ষোবধং স্থিতঃ ; রক্ষোবধে স্থিতঃ। এইগুলি বোপদেব-সম্মত উদাহরণ। তত্ত্ববোধিনী-মতে যে প্রয়োগ হয় না, বোপদেব-মতে তাহাও হইতে পারে। এই নিয়ম পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসারের মতে নিত্য, কিন্তু বোপদেবের মতে বৈকল্পিক। মতান্তরে সকর্ম্মক ধাতুর যোগেও এই নিয়মানুসারে কার্য্য হয়।

(খ) "অরিষ্টশয্যাং পরিতো বিসারিণা" রঘু ৩।১৫। "রক্ষাংসি বেদীং পরিতো নিরাস্থৎ"।

११। प्रत्यनुधिङ्निकषान्तरान्तरेणयावद्भिः।

एभिर्योगे द्वितीया स्यात्।

প্রতি, অনু, ধিক্, নিকষা, অন্তরা (২), অন্তরেণ (৩), যাবৎ—এই কয় শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—
दीनं प्रति दया, राममनु जातो लक्ष्मणः, कृपणं धिक्, ग्रामं निकषा नदी, स त्वां मां च अन्तरा उपविष्टः, श्रममन्तरेण विद्या न भवति, वनं यावदनुसरति। (ক)

"অঙ্গান্যযাক্ষীদভিতঃ প্রধানম্"।—ভট্টি ১।১২। কারিকা—"উভসর্ব্বতসোঃ কার্য্যা ধিগুপর্য্যাদিষু ত্রিষু। দ্বিতীয়াম্রেড়িতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে।" অর্থাৎ—উভয়তঃ, সর্ব্বতঃ, ধিক্, উপর্য্যুপরি, অধ্যধি, অধোঽধঃ—এই সকল শব্দ-যোগে ২য়া হয়। যথা—উপর্য্যুপরি লোকং হরিঃ, অধ্যধি লোকম্, অধোঽধঃ লোকম্। "নবানধোঽধো বৃহতঃ পয়োধরান্"—মাঘ। শেষোক্ত তিনটী শব্দের সামীপ্য-অর্থ না বুঝাইলে হয় না। যথা—"উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ"—অতিদূরে উপরি চরন্তীত্যর্থঃ। এস্থলে বীপ্সা-অর্থে দ্বিত্ব হইয়াছে, সামীপ্য-অর্থে নহে। সংক্ষিপ্তসার-মতে এস্থলে উপর্য্যুপরি শব্দ পৃথক্ পদ, উপরি বুদ্ধীনাং উপরি চরন্তীত্যর্থঃ।

(২) মধ্য অর্থে। (৩) বিনা অর্থে।

(ক) আরও কতকগুলি শব্দের যোগে ২য়া হয়। যথা—সময়া (সমীপার্থ)—"সময়া মাধবং রমা" (মাধবস্য সমীপে রমা লক্ষ্মীরিত্যর্থঃ)। নিকষা শব্দও সমীপার্থ—"বিলঙ্ঘ্য লঙ্কাং নিকষা হনিষ্যতি"—মাঘ। হা—"হা বিষাদশুগর্ত্তিষু"—ইত্যমরঃ। "হা লোকং কেশবদ্বিষম্"—মুগ্ধবোধ। "কেশবদ্বিষো লোকস্য বিষাদঃ শোকঃ পীড়া চ সর্ব্বদৈব ইত্যর্থঃ"—শ্রীরাম তর্কবাগীশ। অতি, অভি, পরি, প্রতি, অনু ও উপ—অর্থ-বিশেষে এই কয়টী শব্দের যোগে ২য়া হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণে এই গুলিকে "কর্ম্ম-প্রবচনীয়" বলা হইয়াছে। "কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া" (২।৩।৮)—ইহাই পাণিনির সূত্র। অতি প্রভৃতি শব্দগুলি কোন্ কোন্ অর্থে কর্ম্মপ্রবচনীয় হয়, তাহাও ভিন্ন শ্লোকে বলা হইয়াছে। বোপদেব ইহাদের এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—"বীপ্সেত্থম্ভাবচিহ্নেঽভিস্তেষু ভাগে পরিপ্রতী।

তৃতীয়া।

১২। তৃতীয়া করণে।

করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**হস্তেন গৃহ্লাতি, চক্ষুষা পশ্যতি, কর্ণেন শৃণোতি।**

১৩। সহার্থৈঃ।

সহার্থৈঃ শব্দৈর্যোগে তৃতীয়া স্যাৎ।

সহার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**রামঃ**

অনুস্তেষু সহার্থে চ হীনেঽনূপো মতাবিহ"। অভি—বীপ্সা, ইত্থম্ভাব ("কঞ্চিৎ প্রকারস্যাপত্তিঃ"), চিহ্ন-অর্থে। পরি ও প্রতি পূর্ব্বোক্ত তিন অর্থে এবং ভাগ-অর্থে। অনু—পূর্ব্বোক্ত চারি অর্থে, সহার্থে, হীনার্থে এবং হেতু-অর্থে। উপ—হীনার্থে। অতি—অতিক্রমার্থে। যথা—বীপ্সা, ভূতং ভূতমভি প্রভুঃ (প্রভুরীশ্বরঃ ভূতং ভূতমভি, সর্ব্বপ্রাণিষু অস্তীত্যর্থঃ)। ইত্থম্ভাব—ভক্তো বিভুমভি (বিভুবিষয়ে ভক্তিভাবাপন্ন ইত্যর্থঃ)। চিহ্ন—প্রাজ্ঞো গোবিন্দমভি তিষ্ঠতি (গোবিন্দং লক্ষীকৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ)। পরি এবং প্রতিরও এইরূপ উদাহরণ। ভাগ—হরিং পরি অভবৎ লক্ষ্মীঃ (সমুদ্রে মথিতে লক্ষ্মীঃ হরের্ভাগে অভবৎ ইত্যর্থঃ)। হরং প্রতি অভবৎ হলাহলং (বিষং হরস্য ভাগে অভবৎ ইত্যর্থঃ)। বীপ্সাদি অর্থে অনুর উদাহরণও এইরূপ। সহার্থে—বিষ্ণুমনু অর্চ্চ্যতে ভর্গঃ (বিষ্ণুনা সহ ভর্গঃ শিবঃ অর্চ্চ্যতে সদ্ভিরিতি শেষঃ)। হীনার্থে—শক্রাদয়ঃ অচ্যুতম্ অনু, অচ্যুতম্ উপ (অচ্যুতাৎ হীনা ইত্যর্থঃ)। হেতু অর্থে—কন্যামনু শোকঃ। প্রসিদ্ধপ্রয়োগঃ—"মিত্রলাভমনু লাভসম্পদঃ"—ভারবি ১৩।৫২, মিত্রলাভাৎ হীনা ইত্যর্থঃ। "ক্রমেণ সুপ্তামনু সংবিবেশ"—রঘু ২।২৪ (এস্থলে চিহ্ন অর্থ)। "রসনা ত্বামনু মৃতেব লক্ষ্যতে"—রঘু ৮।৫৮, ত্বয়া সহ ইত্যর্থঃ।

"সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্ম্মণি"—(পা ২।৩।২২)। সংপূর্ব্বস্য জানাতেঃ কর্ম্মণি তৃতীয়া বা স্যাৎ। সম্-পূর্ব্বক জ্ঞা-ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ৩য়া হয়। যথা—পিত্রা পিতরং বা সংজানীতে। বোপদেব-মতে স্মরণার্থে ৩য়া হয় না। যথা—শিবং সংজানীহি—স্মর ইত্যর্থঃ। পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসারে স্মরণার্থে নিষেধ উক্ত হয় নাই। "আধ্যানে তু—পিত্রা পিতরং বা

সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ বনং জগাম ; কেনাপি সার্দ্ধং বিরোধো ন কর্ত্তব্যঃ। সহার্থ শব্দের অপ্রয়োগেও তৃতীয়া হয়। যথা—**পিতা পুত্রেণ গচ্ছতি, পুত্রেণ সহেত্যর্থঃ। "ময়ুণা নহি সন্দধ্যাৎ।"** (ক)

১৪। ঊনবারণপ্রয়োজনার্থৈশ্চ।

ঊনার্থৈঃ বারণার্থৈঃ প্রয়োজনার্থৈশ্চ শব্দৈর্যোগে তৃতীয়া স্যাৎ।

ঊনার্থ, বারণার্থ বা প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, ঊনার্থ—**একেন ঊনঃ, বিদ্যয়া হীনঃ, অহঙ্কারেণ শূন্যঃ।** বারণার্থ—**অলং বিবাদেন, কলহেন কিম্।** প্রয়োজনার্থ—**ধনেন প্রয়োজনম্, কোঽর্থঃ কলহেন।** (খ)

সংজানাতি"—তত্ত্ববোধিনী। আধ্যান = স্মরণ। গোয়ীচন্দ্র-মতে স্মরণার্থে "সংজানাতি মাতুঃ মাত্রা মাতরম্"—৬ষ্ঠী, ৩য়া ও ২য়া তিন বিভক্তিই হইতে পারে।

(ক) সহার্থ শব্দ যথা—সহ, সাকম্, সার্দ্ধম্, অমা, সমম্, সত্রা, সজূঃ (এই সাতটি শব্দই অব্যয়)। কারিকা—"সহার্থে স্যুঃ সমং সত্রা সাকং সার্দ্ধমমা সজূঃ"। তুল্যার্থ ও বিদ্যমানার্থ সহ শব্দের প্রয়োগে এবং অপ্রয়োগেও তৃতীয়া হয়। যথা—পিত্রা সহ স্থূলঃ, পিত্রা তুল্য ইত্যর্থঃ; "কো ন্বস্তি দুঃখিততরো ময়া দুষ্কৃতকর্ম্মণা"—(রামায়ণ), ময়া সহ (ময়া তুল্যঃ) ইত্যর্থঃ। "সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দ্দভী", বিদ্যমানেষু দশসু পুত্রেষু ইত্যর্থঃ।

(খ) "অলং মহীপাল তব শ্রমেণ"—রঘু ২।৩৫। "অলং প্রযত্নেন তবাত্র"—রঘু ৩।৫২। "অথবা কৃতং সন্দেহেন,"—শকু। "নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো"—বিষ্ণুপুরাণ। "নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ"—হিতো।" কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ"—কুমার। "তয়া হীনং বিধাতর্মাং কথং পশ্যন্ ন দূয়সে"—রঘু। "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—মনু। "কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ"—হিতোপদেশ। "অপূর্ণমেকেন শতক্রতূপমঃ"—রঘু। পাণিনি বারণার্থক অলং, কিম্ প্রভৃতি শব্দের যোগে ৩য়ার কোন সূত্র করেন নাই। তন্মতে ঐ সকল স্থলে সাধন প্রভৃতি ক্রিয়া উহ্য থাকে এবং ঐ উহ্য ক্রিয়ার করণে ৩য়া

১৫। অধ্বকালাভ্যামপবর্গে।

"অপবর্গে গম্যমানে কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে তৃতীয়া বিভক্তি ভবতি"—কাশিকা (২।৩।৬)

অপবর্গ অর্থাৎ ক্রিয়া-সমাপ্তি ও ফল-প্রাপ্তি বুঝাইলে অধ্ব-বাচক ও কালবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, অধ্ববাচক—**ক্রোশেনানুবাকোঽধীতঃ**। কালবাচক—**ত্রিভিরহোভিঃ জ্ঞাতম্, মাসেন ব্যাকরণমধীতম্**। কিন্তু **মাসং ব্যাকরণমধীতং ন তু স্ফুরতি**,—এ স্থলে অধ্যয়নের ফল-প্রাপ্তি বুঝাইতেছে না, এই হেতু মাস শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হইল না।

১৬। যেনাঙ্গবিকারঃ (পা ২।৩।২০)

"যেনাঙ্গেন বিকৃতেন অঙ্গিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততস্তৃতীয়া স্যাৎ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

যে অঙ্গ বিকৃত হওয়াতে অঙ্গীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গের বাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**চক্ষুষা কাণঃ, পাদেন খঞ্জঃ, কর্ণেন বধিরঃ, পৃষ্ঠেন কুব্জঃ**। (ক)

১৭। ইত্থম্ভূতলক্ষণে (পা ২।৩।২১)

"কঞ্চিৎ প্রকারং প্রাপ্তস্য লক্ষণে তৃতীয়া স্যাৎ"—সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

১। "গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা। অলং শ্রমেণ। শ্রমেণ সাধ্যং নাস্তীত্যর্থঃ। ইহ সাধনক্রিয়াং প্রতি শ্রমঃ করণম্" —সিদ্ধান্তকৌমুদী।

(ক) গৌরীচন্দ্রের মতে প্রকৃতির অন্যথা ভাবকেই বিকার কহে। অতএব বিকার বলিলে যে কেবল কুৎসাই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। কারণ হানি এবং আধিক্য উভ হই

যে লক্ষণ অর্থাৎ চিহ্ন দ্বারা কোনও ব্যক্তি সূচিত হয়, সেই লক্ষণের বোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**জটাভিঃ তাপসমপশ্যম্, ভূষাভিঃ শিশুমদর্শম্, ছত্রেন ছাত্রমদ্রাক্ষম্।** (ক)

১৮। প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ।

প্রকৃত্যাদিশব্দেভ্যস্তৃতীয়া স্যাৎ।

স্থল-বিশেষে প্রকৃতি-প্রভৃতি শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**প্রকৃত্যা চারুঃ, স্বভাবেন সরলঃ, আকৃত্যা সুন্দরঃ, জাত্যা ব্রাহ্মণঃ, গোত্রেণ শাণ্ডিল্যঃ, নাম্না সোমদত্তঃ, প্রায়েণ দুঃখিতঃ, বেগেন গচ্ছতি, ত্বরয়া ধাবতি, যত্নেন লিখতি, সুখেন স্বপিতি, দুঃখেন যাতি, ক্লেশেন বদতি।** (খ)

বিকার বলিয়া গণ্য। এই হেতু "স বাল আসীদ্বপুষা চতুর্ভুজো মুখেন পূর্ণেন্দুনিভস্ত্রিলোচনঃ"—মাঘ। ইত্যাদি প্রয়োগে কুৎসা না বুঝাইলেও এই সূত্রানুসারে ৩য়া হইয়াছে।

(ক) বোপদেবের মতে এই গুলি বিশেষণে তৃতীয়া। যে বিশেষিত করে, তাহাকে বিশেষণ বলে। উক্ত উদাহরণ গুলিতে জটা তাপসকে, ভূষা শিশুকে এবং ছত্র ছাত্রকে বিশেষিত করিতেছে, এজন্য জটা, ভূষা ও ছত্র বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণে তৃতীয়া হয়। "লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈঃ"—রঘু ২।৮। "স তমালক্ষ্য পিতরং শৃঙ্গী স্কন্ধগতেন বৈ। শবেন ভুজগেনাসীৎ ভূয়ঃ ক্রোধসমাকুলঃ"।—মহাভারত। এই তৃতীয়াকে উপলক্ষণে তৃতীয়াও বলে।

(খ) "প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্"—পাণিনীয় বার্ত্তিক। ভাষ্যকারের মতে এইরূপ নিয়ম করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ ঐ সকল প্রয়োগে যথাসম্ভব কর্ত্তায় অথবা করণে তৃতীয়া বলিলেই চলিতে পারে। "প্রকৃত্যা অভিরূপঃ, প্রকৃতিকৃতং তস্যাভিরূপ্যম্। গার্গ্যোঽস্মি গোত্রেণ—এতেনাহং সংজ্ঞায়ে"—ভাষ্য। ভাষ্য-টীকাকার কৈয়ট কহেন "গম্যমানাপি ক্রিয়া করণাদিব্যপদেশনিমিত্তং ভবতি। ইহ চ করণান্তর-

চতুর্থী।

১৯। চতুর্থী সম্প্রদানে।

সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**দরিদ্রায় ধনং দদাতি, ভিক্ষবে ভিক্ষাং দদাতি।**

২০। তাদর্থ্যে।

তাদর্থ্যে চতুর্থী ভবতি।

ব্যুদাসায় প্রকৃতেরেব করণত্বং বিবক্ষিতম্। স্বভাবেনায়ং কৃতোঽভিরূপঃ ন তু বস্ত্রালঙ্করণাদিনা ইত্যর্থঃ"। অর্থাৎ প্রকৃত্যা অভিরূপঃ—এস্থলে 'কৃত' এই ক্রিয়া উহ্য আছে, প্রকৃতি শব্দটী তাহারই করণ, এই জন্য ইহাতে ৩য়া হইয়াছে। কেবল প্রকাশ্য ক্রিয়া হইতেই যে কারক-বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তাহা নহে; গম্যমান অর্থাৎ উহ্য ক্রিয়া হইতেও কারক-বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্ত্র-অলঙ্কার-প্রভৃতি দ্বারাও অভিরূপ করা যায়, কিন্তু এস্থলে তাহার পরিবর্ত্তে প্রকৃতি দ্বারাই অভিরূপ করা হইয়াছে। অতএব করণে তৃতীয়া বলাই সঙ্গত। তত্ত্ববোধিনীরও এই মত। কাতন্ত্র-মতেও এই সকল স্থলে করণে তৃতীয়া। "প্রকৃত্যাদীনামপি করণত্বমস্তি, ভবতের্গম্যমানত্বাৎ; তথাহি অভিরূপভবনে প্রকৃতিঃ করণম্, যাজ্ঞিকভবনে প্রায়ঃ করণং, গার্গ্যস্য ভবনে গোত্রং করণম্"—কাতন্ত্র-টীকা। অর্থাৎ অভিরূপ হওয়ার বিষয়ে প্রকৃতিই করণ—অতএব করণে ৩য়া। সংক্ষিপ্তসারে প্রকৃত্যাদির পরিবর্ত্তে গোত্রাদি উক্ত হইয়াছে। গোয়ীচন্দ্রের মতে গোত্রাদির বিষয় না বলিলেও চলিত। "তস্মাদ্ গোত্রাদেরিতি প্রপঞ্চার্থম্"—গোয়ীচন্দ্র। মুগ্ধবোধ-মতে এই সকল স্থলে ভেদকে ৩য়া। ভেদক=ইতরব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ যে কাহাকেও অন্য কিছু হইতে পৃথক্ করে। প্রকৃতি শব্দ বর্ত্তমান অভিরূপত্বকে বস্ত্রালঙ্কারাদিকৃত অভিরূপত্ব হইতে পৃথক্ করিতেছে, এই হেতু প্রকৃতি শব্দ ভেদক, অতএব ইহাতে ৩য়া হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রয়োগ, যথা—"যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ"—হিতো। "তদনুসরণক্রমেণ ব্যাকুলশ্চলিতঃ"—হিতো। "নাম্না সুতীক্ষ্ণশ্চরিতেন দান্তঃ"—রঘু। "প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা"—কুমার। "স্তম্বেন নীবার ইবাবশিষ্টঃ"—রঘু ৫।১৫। "কালেন গচ্ছতা সোঽথ কালং চক্রে মহীপতিঃ"—বিষ্ণুপুরাণ।।

তাদর্থ্য (ক) বুঝাইলে অর্থাৎ কোনও বস্তু বা ক্রিয়া যাহার নিমিত্ত অভিপ্রেত হয় তাহা বুঝাইলে, তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**যূপায় দারু, কুণ্ডলায় হিরণ্যম্, অশ্বায় ঘাসঃ, রন্ধনায় স্থালী, জ্ঞানায়াধ্যয়নম্, দানায় ধনোপার্জ্জনম্, স্নানায় নদীং যাতি, পাকায় অগ্নিমাহরতি।**

২১। নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তনীয়াৎ।

নিবৃত্তৌ গম্যমানায়াং যো নিবর্ত্তনীয়স্তস্মাৎ চতুর্থী স্যাৎ।

নিবৃত্তি বুঝাইলে নিবর্ত্তনীয়ের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**মশকায় ধূমঃ, মশকনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ; আতপায় ছত্রম্, আতপনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ; পিপাসায়ৈ জলম্, পিপাসা-নিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ; তাপায় স্নানম্, তাপনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ;**

(ক) "তস্মৈ কার্য্যায় ইদং তদর্থং কারণং, তস্য ভাবস্তাদর্থ্যং। ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্।"—তত্ত্ববোধিনী। "তস্মৈ অর্থঃ প্রয়োজনং তদর্থঃ, তদর্থস্য ভাবস্তাদর্থ্যম্"—শ্রীরাম-তর্কবাগীশ। যৎ প্রয়োজনং তস্মাৎ চতুর্থী—দুর্গাদাস। সংক্ষিপ্তসার সূত্র—"তদর্থাৎ" (৯২ সূত্র)। "তদিত্যনেন কিঞ্চিদ্বস্তু পরামৃশ্যতে। অর্থ শব্দঃ প্রয়োজনবাচী। তদর্থস্তৎ প্রয়োজনং তস্মাদুত্তরে ৪র্থী ভবতি। তস্মৈ প্রয়োজনং তদর্থ ইতি ৪র্থী তৎপুরুষঃ। যূপায় দারু ইতি দারুণো যূপঃ প্রয়োজনম্"—গোয়ীচন্দ্র। সাধারণতঃ ইহাকেই নিমিত্তার্থে ৪র্থী বলা হইয়া থাকে। যাহার প্রয়োজন, তাহার উত্তর ৪র্থী হয়। যূপ প্রয়োজন, এইজন্য যূপ শব্দের উত্তর ৪র্থী হইল। অশ্বায় ঘাসঃ—এখানে কেন ৪র্থী হইল? অশ্ব কখনই ঘাসের প্রয়োজন হইতে পারে না। গোয়ীচন্দ্র-মতে এস্থলে অশ্ব শব্দে লক্ষণা দ্বারা অশ্ব-তৃপ্তি বুঝিতে হইবে। অশ্ব-তৃপ্তিই ঘাসের প্রয়োজন। অতএব অশ্ব শব্দে ৪র্থী হইল। প্রসিদ্ধ প্রয়োগ যথা—"সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে"—রঘু ১।৬৯। "ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্। যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্।"—রঘু ১।৭। "স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে"—রঘু ১।২৫।

रोगाय औषधम्, रोगनिवृत्तये इत्यर्थः; पापाय प्रायश्चित्तम्, पापनिवृत्तये इत्यर्थः। (ক)

২২। सम्पद्यमानात् क्लृपाद्यैः।

"क्लृपप्रमृत्यर्थक-धातुप्रयोगे यः सम्पद्यते तत्र चतुर्थी, विकार-वाचकात् चतुर्थीत्यर्थः"। तत्त्वबोधिनी।

কৢপি-প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে সম্পদ্যমানের (খ) উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते** (গ); **ज्ञानं सुखाय सम्पद्यते; धर्म्मः स्वर्गाय भवति; अधर्म्मो नरकाय भवति।**

(ক) গোয়ীচন্দ্র, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাসের মতে এই উদাহরণ গুলিতেও তাদর্থ্যে ৪র্থী। দুর্গাদাস-মতে তাদর্থ শব্দে প্রয়োজন এবং নিবৃত্তি উভয়ই বুঝাইবে। যথা—"অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু"—অমর। গোয়ীচন্দ্র এবং শ্রীরামতর্ক-বাগীশের মতে 'মশক' শব্দেই লক্ষণা-দ্বারা মশক-নিবৃত্তি বুঝাইতেছে, ইহাই ধূমের প্রয়োজন বলিয়া 'মশক' শব্দে ৪র্থী হইল। সমস্ত উদাহরণেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। "নরকায় প্রদাতব্যো দীপঃ সম্পূজ্য দেবতাঃ"—স্মৃতি, নরক-নিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য।

(খ) "সম্পদ্যমানত্বমত্র বিকাররূপাপত্তিঃ"—গোয়ীচন্দ্র। "সম্পত্তিরিহ অভূত-প্রাদুর্ভাবঃ"—তত্ত্ববোধিনী। অভূত অর্থাৎ যাহা ছিল না, তাহার প্রাদুর্ভাব। ভক্তি ছিল জ্ঞান ছিল না, সেই জ্ঞানেরই প্রাদুর্ভাব হইল, এই জন্য জ্ঞান সম্পদ্যমান। ভক্তি বিকৃত অর্থাৎ রূপান্তরিত হইয়া জ্ঞানরূপে পরিণত হইতেছে।

(গ) "ভক্তির্জ্ঞানাত্মনা পরিণমতীত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী। অর্থাৎ ভক্তিই জ্ঞানরূপে পরিণত হইতেছে। এস্থলে ভক্তি প্রকৃতি এবং জ্ঞান বিকৃতি। প্রকৃতি ও বিকৃতির ভেদ-বিবক্ষা-স্থলেই ৪র্থী হয়, অভেদ-বিবক্ষা হইলে ১মা হয়। যথা—ভক্তির্জ্ঞানং কল্পতে। যখন ভক্তি শব্দের অপাদানত্ব বিবক্ষিত হয়, তখনও জ্ঞান শব্দে ১মা হইবে; যথা—ভক্তের্জ্ঞানং কল্পতে। ইহাই তত্ত্ববোধিনীর মত।

২৩। হিত-সুখ-নমোভিঃ।

এভির্যোগে চতুর্থী স্যাৎ।

হিত, সুখ ও নমস্ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**হিতং পুত্রায়, সুখং শিষ্যায়, নমো গুরবে।** ক্রিয়াযোগে বিকল্পে হয়। যথা—**গুরবে নমস্কৃত্য, নারায়ণং নমস্কৃত্য** (ক)।

২৪। স্বস্তি-স্বাহা-স্বধা-বষড্‌ভিঃ।

এভির্যোগে চতুর্থী স্যাৎ।

স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা ও বষট্ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**স্বস্তি প্রজাভ্যঃ, স্বাহা অগ্নয়ে, স্বধা পিতৃভ্যঃ, ইন্দ্রায় বষট্।**

(ক) "নমোযোগে ক্রিয়াশূন্যে চতুর্থী সম্মতা বুধৈঃ। করোত্যাদিবিবক্ষায়াং দ্বিতীয়া তত্র নিশ্চলা"।—দুর্গাদাস। নমস্ শব্দ কোনও স্থলে প্রণতি-বাচক এবং কোনও স্থলে প্রণতিদ্যোতক। গুরবে নমঃ—এস্থলে নমস্ শব্দ প্রণতি-বাচক; নারায়ণং নমস্কৃত্য—এস্থলে কৃ-ধাতুই প্রণতি-বাচক, নমস্ শব্দটী উহার দ্যোতকমাত্র, অতএব নমস্কৃত্য এই ক্রিয়ার কর্ম্ম 'নারায়ণ' শব্দে ২য়া হইল। ফলতঃ প্রণতি-বাচক হইলে নমস্ শব্দযোগে ৪র্থী এবং প্রণতি-দ্যোতক হইলে উহার যোগে ২য়া হয়। ধিক্ শব্দ যোগে ২য়া, সহ শব্দ যোগে ৩য়া, নমস্ শব্দ যোগে ৪র্থী, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শব্দ যোগে যে বিভক্তি হয়, তাহাকে উপপদ-বিভক্তি এবং কারকের উত্তর যে বিভক্তি হয়, তাহাকে কারক-বিভক্তি বলে। "উপপদ-বিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী"। উপপদ-বিভক্তি এবং কারক-বিভক্তির একত্র সম্ভাবনা থাকিলে উপপদ-বিভক্তির পরিবর্ত্তে কারক-বিভক্তিরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই হেতু নমস্করোতি দেবান্—এস্থলে নমস্ শব্দ-যোগে ৪র্থীর পরিবর্ত্তে কর্ম্মকারকে ২য়া হইল। নমস্কুর্ম্মো নৃসিংহায়—নৃসিংহমনুকূলয়িমিত্যর্থঃ—এস্থলে অনুক্ত তুমন্ত ক্রিয়ার কর্ম্মে ৪র্থী। স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য—ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই সিদ্ধান্তকৌমুদীর মত। কুলচন্দ্র-মতে নমস্ শব্দ-পূর্ব্বক কৃ-ধাতুর যোগে বিকল্পে ২য়া হয়।

২৫। সমর্থার্থকৈশ্চ।

সমর্থার্থক-শব্দৈর্যোগে চতুর্থী স্যাৎ।

সমর্থার্থক শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**সমর্থো মল্লো মল্লায, অলং মল্লো মল্লায, শক্তো মল্লো মল্লায, প্রভুর্মল্লো মল্লায** (ক)। সমর্থার্থক ক্রিয়ার যোগেও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—**প্রভবতি মল্লো মল্লায, শক্নোতি মল্লো মল্লায।** (খ)

২৬। মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে বিভাষা।

মন্যতেঃ কর্ম্মণি চতুর্থী বা স্যাৎ অনাদরে।

অবজ্ঞা বুঝাইলে দিবাদিগণীয় মন্ ধাতুর অবজ্ঞাবোধক কর্ম্মে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়। পক্ষে দ্বিতীয়া। যথা—**স ত্বাং তৃণায মন্যতে, তৃণং বা ; নাহং ত্বাং কুক্কুরায মন্যে, কুক্কুরং বা।** শৃগালাদি (ঘ) কর্ম্মে হয় না। যথা—**ত্বামহং শৃগালং মন্যে।** (গ)

(ক) প্রভু শব্দের যোগে ৬ষ্ঠীও হয়। যথা—"প্রভুর্বুভূষুর্ভুবনত্রয়স্য যঃ"—মাঘ। মমায়ং প্রভুঃ। সংক্ষিপ্তসার-মতে সমর্থার্থক শব্দ-যোগে ৪র্থী ও ৬ষ্ঠী উভয়ই হয়। "নাপ্রোর্থীদস্য কশ্চন"—ভট্টি ১৫।৪০

(খ) "দৈত্যেভ্যোঽলং হরিঃ, পূষ্ণে বষট্, সন্ত্যো হিতং সুখম্। স্বাহাগ্নয়ে, স্বধা পিত্রে, স্বস্তি ধাত্রে, নমঃ সতে।"—মুগ্ধবোধ। "নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যম্"—কুমার ২।৪। "স্বস্ত্যস্তু তে নির্গলিতাম্বুগর্ভম্"—রঘু ৫।১৭। "ভবেদপি স্বস্তি চরাচরায় বা"—ভারবি ১৪।৬২। "তস্যালমেষা ক্ষুধিতস্য তৃপ্ত্যৈ"—রঘু ২।৩৯

(ঘ) শৃগাল, কাক, শুক, নৌ, অন্ন। মুগ্ধবোধ-মতে শূক।

(গ) "তৃণায় মত্বা রঘুনন্দনোঽথ"—ভট্টি ২।৩৬। "হরিমপ্যমংসত তৃণায়"—মাঘ ১৫।৬১। তনাদিগণীয় মন্ ধাতুর হয় না। যথা—ন ত্বাং তৃণং মন্বে।

২৭। वा गत्यर्थकर्म्मणि चेष्टायामनध्वनि।

अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्म्मणि चतुर्थी वा स्यात् चेष्टायां गम्यमानायाम्।

চেষ্টা বুঝাইলে গত্যর্থ ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়। পক্ষে দ্বিতীয়া। যথা—**ग्रामाय गच्छति, ग्रामं वा। व्रजाय व्रजति, व्रजं वा।** চেষ্টা না বুঝাইলে হয় না। যথা—**मनसा मथुरां गच्छति।** অধ্ববাচক শব্দ কর্ম্ম হইলে হয় না। যথা—**अध्वानं गच्छति, पन्थानं गच্ছति।** (ক)

পঞ্চমী।

২৮। अपादाने पञ्चमी।

অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—**अश्वात् पतितः, गृहात् चलितः, जलात् उत्थितः।**

২৯। ल्यब्लोपे कर्म्मण्यधिकरणे च।

ल्यप्-प्रत्ययान्ते क्रियापदे गम्यमाने, कर्म्मणि अधिकरणे च पञ्चमी स्यात्।

(ক) অজাং নয়তি, গৃহং প্রবিশতি, গিরিশিখরমারোহতি, সাগরং তরতি প্রভৃতি স্থলে হয় না। গ্রামায় গ্রামং গন্তা, বনায় বনং গমনম্ ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মে ৬ষ্ঠীও হয় না। ইহা বৃত্তিকার ও শ্রীরামতর্কবাগীশের মত। সংক্ষিপ্তসার-মতে 'গ্রামস্য গন্তা' হয় না কিন্তু 'বনস্য গমনম্' হয়। ভাগবৃত্তি-মতে উভয়ই হয়। "কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্"—রঘু ২।৬। "প্রীতঃ প্রতস্থে মুনিরাশ্রমায়"—ভট্টি ১।২৪। "প্রযাস্যতঃ পুণ্যবনায়"—ভট্টি ১।২৫

ল্যপ্-প্রত্যয়ান্ত পদের অপ্রয়োগে কর্ম্মে ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—**প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে, প্রাসাদমারুহ্য ইত্যর্থঃ। আসনাদবলোকয়তি, আসনে উপবিশ্য ইত্যর্থঃ।** (ক)

৩০। কালাধ্বনোরবধৌ।

যতঃ প্রভৃতি কালস্য অধ্বনো বা পরিচ্ছেদ স্তস্মাৎ পঞ্চমী স্যাৎ।

কাল-পরিমাণ ও অধ্ব-পরিমাণ বুঝাইলে অবধি-বোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, কাল-পরিমাণ—**অগ্রহায়ণাৎ পঞ্চমাসাঃ, মাঘাৎ তৃতীয়ে মাসি, বিবাহাৎ সপ্তমে দিনে।** অধ্ব-পরিমাণ—**পাটলিপুত্রাৎ শতং ক্রোশাঃ, প্রয়াগাৎ ত্রিংশৎ ক্রোশাঃ, কুরুক্ষেত্রাৎ দশ যোজনানি।**

৩১। নিকৃষ্টাদেকোৎকর্ষে।

দ্বয়োর্বহূনাং বা মধ্যে একস্যোৎকর্ষে গম্যমানে নিকৃষ্টাৎ পঞ্চমী স্যাৎ।

দুই বা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে নিকৃষ্টের উত্তর

(ক) ল্যপ্ অর্থাৎ যপ্। ক্ত্বা-প্রত্যয়ান্ত পদের অপ্রয়োগেও হয়। যথা—আসনে স্থিত্বা প্রেক্ষতে, আসনাৎ প্রেক্ষতে—তত্ত্ববোধিনী। কর্ম্ম ও অধিকরণ ভিন্ন অন্যত্র হয় না। যথা—বলেন আনয়তি, বলেন আকৃষ্য আনয়তীত্যর্থঃ—এস্থলে করণ-কারকে ৫মী হইল না—সংক্ষিপ্তসার (১০৭ সূত্র)। "গৃহাদগ্নিশ্চ বোদ্ধব্যঃ"—গৃহং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ—মহাভারত। "কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ—পুন্নাগপুষ্পাণি বিহায় ইত্যর্থঃ—রঘুঃ। ৪।৬০ "হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্,"—শঙ্করাচার্য্য।

পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী, চৈত্রো মৈত্রাৎ বলীয়ান্, মাথুরাঃ পাটলিপুত্রকেভ্যঃ আঢ্যতরাঃ। (ক)

৩২। মর্য্যাদাভিবিধ্যোরাযোগে।

মর্য্যাদায়াম্ অভিবিধৌ চ বর্ত্তমানেন আ-শব্দেন যোগে পঞ্চমী স্যাৎ।

মর্য্যাদা ও অভিবিধি (খ) বুঝাইলে, আ এই অব্যয় শব্দের

(ক) বোপদেবের মতে এস্থলে নির্দ্ধারে পঞ্চমী। তাঁহার মতে নির্দ্ধারে ৫মী, ৬ষ্ঠী এবং ৭মী তিনই হয়। পাণিনির মতে বিভক্ত নির্দ্ধারে ৫মী এবং অবিভক্ত নির্দ্ধারে ৬ষ্ঠী ও ৭মী হয়। "ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী" এস্থলে ধন হইতে বিদ্যা পৃথক্—এজন্য বিভক্ত নির্দ্ধার। "পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ"—এস্থলে হিমালয়, পর্ব্বতেরই অন্তর্গত, ইহা হইতে পৃথক্ নহে, অতএব অবিভক্ত নির্দ্ধার।—এজন্য ৬ষ্ঠী অথবা ৭মী হইবে। প্রসিদ্ধ প্রয়োগ—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। "ইমামনূনাং সুরভেরবেহি"—রঘু। সংক্ষিপ্তসার-মতে নির্দ্ধারে শিষ্ট-প্রয়োগানুরোধে কখনও কখনও ৫মী হয় (১৯৭ সূ); যথা—"অজাতমৃত-মূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্"—পঞ্চতন্ত্র। "যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্"—রামায়ণ।

(খ) "বিনা তেনেতি মর্য্যাদা, সহ তেনেত্যভিবিধিঃ"—তত্ত্ববোধিনী। মর্য্যাদা—সীমা,—তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া; অভিবিধি—ব্যাপ্তি—তাহাকে লইয়া। "আ মৃত্যোঃ সেব্যতাং হরিঃ"—মৃত্যু হইলে হরির সেবা সম্ভবপর নহে, অতএব "মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত" এইরূপ অর্থ। "আ মুক্তেঃ সংসারঃ"—মুক্তি হইলে সংসার সম্ভবপর নহে, অতএব "মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত" এইরূপ অর্থ। অতএব এই দুই উদাহরণে আঙের অর্থ মর্য্যাদা। "আ সকলাৎ ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন—অতএব এখানে আঙের অর্থ অভিবিধি। "আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"—শকুন্তলা। "আ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যঃ"—শকুন্তলা।

"অপপরী বর্জ্জনে"—পা ১।৪।৮৮; বর্জ্জনার্থক অপ ও পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়।

যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, মর্য্যাদা—**আ জন্মনঃ, আ হৈমবাত্, আ সমুদ্রাত্, আ হিমাচলাত্।** অভিবিধি—**আ বনাত্ বৃষ্টো দেবঃ (মেঘঃ), বনং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ ; আ সকলাত্ ব্রহ্ম, সকলং ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ।**

২৩। অন্যার্থৈঃ।

অন্যার্থৈঃ শব্দৈর্যোগে পঞ্চমী স্যাত্।

অন্যার্থ শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—**মিত্রাদন্যঃ কঃ পরিত্রাতুং সমর্থঃ ; ঘটঃ পটাদিতরঃ ; ইদমস্মাদ্ ভিন্নম্।** অন্যার্থ ক্রিয়ার যোগেও হয়। যথা—**স্বর্ণং রজতাদ্ ভিদ্যতে।** (ক)

২৪। দিগ্-দেশ-কাল-বাচিভিঃ।

দিগ্বাচকৈঃ দেশবাচকৈঃ কালবাচকৈশ্চ শব্দৈর্যোগে পঞ্চমী স্যাত্।

যথা—"অনন্তাৎ পরি ত্রয়স্তাপাঃ—বিষ্ণোস্ত্যাগাৎ কায়িকবাচিকমানসাস্তাপা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবং অনন্তাৎ অপ ত্রয়স্তাপাঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

"প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ"—পা ১।৪।৯২। প্রতিনিধি অথবা প্রতিদান অর্থ বুঝাইলে প্রতি-শব্দের যোগে ৫মী হয়। যথা, প্রদ্যুম্নঃ কেশবাৎ প্রতি—প্রদ্যুম্নঃ কেশবস্য তুল্য ইত্যর্থঃ। মাষানস্মৈ তিলেভ্যঃ প্রতি যচ্ছতি—পূর্ব্বগৃহীতানাং তিলানাং মাষৈঃ শোধনং করোতীত্যর্থঃ—গোয়ীচন্দ্র। শম্ভোঃ ভক্তেঃ প্রতি অমৃতং—শিবস্য ভক্তেঃ প্রতিদানং মোক্ষ ইত্যর্থঃ।

(ক) অন্য, ভিন্ন, ব্যতিরিক্ত, বিলক্ষণ, ইতর—এই গুলি অন্যার্থ শব্দ। "ন মে ত্বদন্যেন বিসোঢ়মায়ুধম্"—রঘু ৩।৬২। "পরৈস্ত্বদন্যঃ ক ইবাপহারয়েৎ"—ভারবি। "মা দর্শতান্যং ভরতক মত্তঃ"—ভট্টি ৩।১৫

দিগ্বাচক, দেশবাচক ও কালবাচক শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, দিগ্বাচক—**পূর্ব্বা গ্রামাৎ, উত্তরা গৃহাৎ।** দেশবাচক—**চৈত্রো মৈত্রাৎ পূর্ব্বদেশে।** কালবাচক—**চৈত্রাৎ পূর্ব্বঃ ফাল্গুনঃ, ভোজনাৎ প্রাক্, শয়নাৎ পূর্ব্বম্, উত্থানাৎ পরতঃ, প্রস্থানাদনন্তরম্।** (ক)

৩৫। বহিরারাৎপ্রভৃতিভিঃ।

এভির্যোগে পঞ্চমী স্যাৎ।

বহিস্, আরাৎ ও প্রভৃতি শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয় (খ)। যথা—**গৃহাৎ বহিঃ, গ্রামাৎ বহিঃ** (৫), **আরাৎ বনাৎ, আরাৎ উদ্যানাৎ, জন্মনঃ প্রভৃতি, শৈশবাৎ প্রভৃতি।** (গ)

(ক) "পুরাণপত্রাপগমাদনন্তরম্"—রঘু ৩।৭। "অথাস্য গোদানবিধেরনন্তরম্"—রঘু ৩।৩৩। "নূনং মত্তঃ পরং বংশ্যাঃ"—রঘু ১।৬৫। "মৎপরং দুর্লভং মত্বা"—রঘু ১।৬৬। "প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে"—কুমার ২।৪। "বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ"—কুমার ৩।১৮

(খ) মুগ্ধবোধ-মতে আরভ্যার্থ শব্দ-যোগে পঞ্চমী হয়। যথা—ভবাৎ প্রভৃতি, জন্মনঃ আরভ্য শিবঃ অর্চ্চ্যতে। আরভ্যার্থক শব্দ-যোগে 'ভবাৎ' এবং 'জন্মনঃ' এই দুই পদে পঞ্চমী হইল। পাণিনি আরভ্যার্থক শব্দ-যোগে ৫মীর কোনই নিয়ম করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার "কার্ত্তিক্যাঃ প্রভৃতি" এইরূপ প্রযোগ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, প্রভৃতি শব্দ-যোগে ৫মী হয়। ইহাই সিদ্ধান্তকৌমুদীর মত। "প্রাতঃকালং সমারভ্য দপেন্মধ্যদিনাবধি"—এস্থলে "উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্গরীয়সী" এই ন্যায়ানুসারে কর্ম্মকারকে ২য়া হইল। ইহাই দুর্গাদাসের মত।

(৫) ক্রমদীশ্বর, বহিঃ-শব্দের যোগে, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী, উভয় বিভক্তিরই বিধান করিয়াছেন। ৬ষ্ঠীর প্রয়োগও দেখা যায়। যথা,—"করস্য করভো বহিঃ", "বহিরন্তোজবনস্য বানরাঃ"।

(গ) "শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং"—উত্তরচরিত; "জন্মাৎ প্রভৃত্যেব সপত্নাণি"—কুমার ৩।২৭

৩৬। আ-আহিভ্যাঞ্চ।

আ-প্রত্যয়ান্তেন আহি-প্রত্যয়ান্তেন চ শব্দেন যোগে পঞ্চমী স্যাৎ।

আ ও আহি প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—**উদ্যানাদুত্তরা গৃহম্ ; গৃহাদুত্তরাহি সরঃ ; হিমালয়াৎ দক্ষিণা ভারতবর্ষম্ ; প্রয়াগাৎ দক্ষিণাহি বিন্ধ্যঃ।** (ক)

৩৭। ঋতে-যোগে দ্বিতীয়া চ।

ঋতে-শব্দযোগে দ্বিতীয়াপঞ্চম্যৌ স্যাতাম্।

ঋতে শব্দের যোগে পঞ্চমী ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**স্নানাদৃতে, স্নানমৃতে।** (খ)

৩৮। পৃথগ্বিনাভ্যাং দ্বিতীয়াতৃতীয়ে চ।

পৃথক্-শব্দেন বিনা-শব্দেন চ যোগে দ্বিতীয়া-তৃতীয়া-পঞ্চম্যঃ স্যুঃ।

পৃথক্ ও বিনা শব্দের যোগে পঞ্চমী এবং দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**চৈত্রাৎ পৃথক্, চৈত্রং পৃথক্, চৈত্রেণ পৃথক্। শ্রমাৎ বিনা, শ্রমং বিনা, শ্রমেণ বিনা।** (গ)

(ক) "উত্তরাহি বসন্ রামঃ সমুদ্রাদ্রক্ষসাং পুরম্"—ভট্টি।

(খ) "ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ"—কুমার ৪।১১ ; "ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূতং"—কুমার ১।৫১ ; "অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ"—কুমার।

(গ) পাণিনির মতে 'নানা' শব্দযোগেও এইরূপ ২য়া, ৩য়া এবং ৫মী হয়। যথা—রামং নানা, রামেণ নানা, রামাৎ নানা। 'হিরুঙ্ নানা চ বর্জ্জনে" ইত্যমরঃ। "নানা নারীং নিষ্ফলা লোকযাত্রা" ইতি প্রয়োগঃ—তত্ত্ববোধিনী। প্রয়োগ যথা—"বিনা রামেণ

৩৯। **স্তোক-কৃচ্ছ্রাল্প-কতিপয়েভ্যস্তৃতীয়া চ।**

এভ্যস্তৃতীয়াপঞ্চম্যৌ স্যাতাম্।

স্তোক, কৃচ্ছ্র, অল্প ও কতিপয় শব্দের উত্তর পঞ্চমী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়, যথা—**স্তোকান্মুক্তঃ, স্তোকেন মুক্তঃ** (ক); **কৃচ্ছ্রান্মুক্তঃ, কৃচ্ছ্রেণ মুক্তঃ; অল্পান্মুক্তঃ, অল্পেন মুক্তঃ। কতিপয়ান্মুক্তঃ, কতিপয়েন মুক্তঃ।** বিশেষণ হইলে হয় না। যথা—**স্তোকঃ পাকঃ, স্তোকং পচতি।**

৪০। **হেতৌ চ।**

হেতু-বাচকাৎ শব্দাৎ তৃতীয়াপঞ্চম্যৌ স্যাতাম্।

হেতু বুঝাইলে তদ্বোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**ভয়াৎ কম্পঃ, ভয়েন কম্পঃ। হর্ষাৎ নৃত্যতি, হর্ষেণ নৃত্যতি। দুঃখাৎ রোদিতি, দুঃখেন রোদিতি।** (খ)

কোঽন্যো বা দশকণ্ঠবিনাশকৃৎ"। "হরিং বিনা বিনা রামাৎ গোকুলং শোকসঙ্কুলম্"। "শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দবাগ্নিঃ"—রঘু ২।১৪। "বহির্বিকারং প্রকৃতেঃ পৃথগ্ বিদুঃ"—মাঘ।

(ক) "অনায়াসেন মুক্ত ইত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী।

(খ) ঋণ হেতু হইলে তাহার উত্তর ৩য়া হয় না, কেবল ৫মী হয়। যথা—শতাৎ বদ্ধঃ, এখানে শত ঋণ বন্ধনের হেতু, এইজন্য কেবল ৫মী হইল। ঋণ কর্ত্তৃপদ হইলে ৩য়া হইতে পারে। যথা—শতেন বন্ধিতঃ। (পা—২।৩।২৪)। গুণ-বাচক শব্দ হেতু হইলে ৩য়া ও ৫মী দুই হয়। যথা—জাড্যাৎ বদ্ধঃ, জাড্যেন বদ্ধঃ। গুণ-বাচক শব্দ না হইলে হয় না। যথা—ধনেন কুলম্। ধন-শব্দ গুণবাচক নহে, এজন্য এখানে ৫মী হইতে পারে না। ইহাই সিদ্ধান্তকৌমুদীর মত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ধনাৎ কুলম্ ধনেন কুলম্—এইরূপে ধন-শব্দের উত্তর ৩য়া ও ৫মী উভয়ই রাখিয়া উদাহরণ দিয়াছিলেন। ইহা অসঙ্গত বোধ হওয়ায় আমরা উঠাইয়া দিয়াছি।—(পা—২।৩।২৫)। গুণ-বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ

৪১। ষষ্ঠী সম্বন্ধে।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**মম পিতা, তব পুত্রঃ, তস্য ভ্রাতা, মহিষস্য শৃঙ্গম্, গোর্দুগ্ধম্, নদ্যাঃ জলম্, বৃক্ষস্য ছায়া, অগ্নেঃ শিখা, বায়োর্বেগঃ, জলস্য প্রবাহঃ।**

৪২। কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি (পা ২।৩।৬৫)

"কৃদ্‌যোগে কর্ত্তরি কর্ম্মণি চ ষষ্ঠী স্যাৎ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, কর্ত্তায়—**শিশোঃ শয়নম্, অশ্বস্য গতিঃ, তব পিপাসা, মম বুভুক্ষা।** কর্ম্মে—**অন্নস্য পাকঃ, পয়সঃ পানম্, সুখস্য ভোগঃ, ধনস্য দাতা, বৃক্ষস্য ছেদকঃ।** (ক)

হইলে ৫মী হয় না। যথা—বুদ্ধ্যা মুক্তঃ, প্রজ্ঞয়া মুক্তঃ, বিদ্যয়া মুক্তঃ। কোন কোন স্থলে গুণ-বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তরও ৫মী হয়। যথা—ঘটো নাস্তীহ, অনুপলব্ধেঃ। শ্রীরাম তর্কবাগীশের মতে আবন্ত, ঈবন্ত এবং উবন্ত গুণবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে ৫মী হয় না, অতএব অনুপলব্ধি প্রভৃতি শব্দে ৫মী হওয়ার কোনই বাধা নাই। সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে, অগুণবাচক শব্দের উত্তরও কখন কখন হেতু-অর্থে ৫মী হয়। যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এখানে ধূম-শব্দ গুণবাচক নহে, তথাপি ৫মী হইল। বিদ্যয়া যশঃ, ধনেন কুলম্, কন্যয়া শোকঃ, বসনেন রূপং প্রভৃতি স্থলে হেতু-অর্থে কেবল তৃতীয়াই হইতে পারে; পঞ্চমী হইতে পারে না।

(ক) "তস্মিন্ ক্ষণে পালয়িতুঃ প্রজানাম্"—রঘু ২।৬০। "তত্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং ভোক্তারমূর্জ্জস্বলমাত্মদেহম্"—রঘু ২।৫০। "অনভ্রাণাং সমুদ্ধর্ত্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব"—রঘু ৪।৩৭। কোন কোন স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যথা—"ধায়ৈরামোদমুত্তমং"

৪৩। উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি (পা ২।৩।৬৬)

"উভয়োঃ প্রাপ্তির্যস্মিন্ কৃতি তত্র কর্ম্মণ্যেব ষষ্ঠী স্যাৎ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ত্র প্রাপ্তি-সম্ভাবনা হইলে কেবল কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, কর্ত্তায় হয় না। যথা—**গবাং দোহো গোপেন, পয়সঃ পানং শিশুনা, ধনস্য দানং নৃপেণ, জলস্য শোষণং সূর্য্যেণ, অর্থস্য হরণং চৌরেণ।**

৪৪। ক্বচিদ্বিভাষা কর্ত্তরি।

ক্বচিৎ কর্ত্তরি ষষ্ঠী বা স্যাৎ।

কোনও কোনও স্থলে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—**ঘটস্য কৃতিঃ কুম্ভকারেণ কুম্ভকারস্য বা; শিষ্যস্য প্রশংসা গুরুণা গুরোর্বা; শব্দানামনুশাসনম্ আচার্য্যেণ আচার্য্যস্য বা।** (ক)

ভট্টি ৬।৭৯;—এস্থলে "ধায়" এই কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ-যোগে আমোদ এই কর্ম্মে ৬ষ্ঠী হয় নাই। "বুদ্ধিপূর্ব্বং ধ্রুবং ন ত্বা রাজকৃত্বা পিতা খলম্"—ভট্টি ৬।১৩০;—এস্থলে ক্বনিপ্ প্রত্যয়ান্ত রাজকৃত্বন্ শব্দ-যোগে ত্বা এই কর্ম্মে ৬ষ্ঠী হয় নাই।

(ক) কারিকা—"অস্ত্রীবিহিতকৃদ্ভিস্তু যোগে ষষ্ঠী নিযম্যতে। একদা তূভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণ্যেব ন কর্ত্তরি। তব্যাদীনাং প্রয়োগে তু দ্বয়োরেব হি নেষ্যতে॥" যদি সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় হয়, এবং ঐ কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার যোগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। যথা—"হানিঃ সুখানাং দরিদ্রস্য দরিদ্রেণ; পরিচর্য্যা গুরোঃ শিষ্যস্য শিষ্যেণ; জাগর্য্যা রাত্রেঃ ছাত্রস্য ছাত্রেণ; বর্ণনা বিষ্ণোর্ভক্তস্য ভক্তেন; অপ্রয়াণি স্বর্গস্য ব্যাধস্য ব্যাধেন"—দুর্গাদাস। যে সকল অ-প্রত্যয়ান্ত অথবা ণক-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া যায়, তাহাদের যোগে কর্ত্তায় নিত্য ষষ্ঠী হয়। যথা—"ভেদিকা চৈত্রস্য

৪৫। ন খল্বাদিঃ।

খল্বাদিঃ প্রয়োগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ।

কাষ্ঠানাং, চিকীর্ষা মৈত্রস্য কটস্য"—সংক্ষিপ্তসার। এইরূপ "ক্রিয়া জগতঃ কৃষ্ণস্য, জাগরা রাত্রেশ্ছাত্রস্য, ইচ্ছা মুক্তেস্তপস্বিনঃ, কথা কৃষ্ণস্য ভক্তানাং, শ্রদ্ধা ধর্ম্মস্য ধার্ম্মিকাণাম্"—দুর্গাদাস। এই সকল উদাহরণে স্ত্রীলিঙ্গ-বিহিত অ-প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় নিত্য ষষ্ঠী হইয়াছে। শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে স্ত্রী-বিহিত অ ও ণক প্রত্যয় ভিন্ন যে কোন সকর্ম্মক কৃৎ-প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। যথা—শব্দানামনুশাসনমাচার্য্যস্য আচার্য্যেণ ; গবাং দোহো গোপস্য গোপেন। এই বিষয়ে বৈয়াকরণ-গণের মধ্যে বিলক্ষণ মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও সংক্ষিপ্তসারেও এই মত-ভেদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় মূল গ্রন্থে "চন্দ্রস্য দিদৃক্ষা ময়া মম বা" এইরূপ একটী উদাহরণ দিয়াছিলেন। দিদৃক্ষা শব্দটী স্ত্রী-বিহিত অ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন, অতএব ইহার যোগে কর্ত্তায় নিত্য ষষ্ঠী হইবে, তৃতীয়া হইতে পারে না। এই হেতু আমরা এই উদাহরণটী উঠাইয়া দিয়াছি। "একদা উভয়-প্রাপ্তৌ" বলায় "কুশীলবয়োঃ রামায়ণগানম্" ইত্যাদি সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে অগ্রে "রামায়ণস্য (কর্ম্মে ষষ্ঠী) গানম্—রামায়ণগানম্, এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করায় এককালে কর্ত্তায় ও কর্ম্মে উভয়ত্র ষষ্ঠীর প্রাপ্তি না হওয়ায় কর্ত্তা কুশীলবে ষষ্ঠী হইয়াছে। তব্যাদির প্রয়োগে কর্ত্তা এবং কর্ম্ম উভয়ত্রই ষষ্ঠী হয় না। যথা ক্রষ্টব্যা গ্রামং শাখা কপিনা ; নেতব্যা গ্রামমজা নরেণ; অনুশিষ্যঃ শিষ্যো ধর্ম্মমুপাধ্যায়েন ; কাং দিশং গন্তব্যং ময়া"—শ্রীরাম তর্কবাগীশ। "যাচিতব্যঃ কৃষ্ণো মোক্ষং ভক্তেন ; দোহনীয়া গৌর্দুগ্ধং গোপেন ; নেয়ো ভক্তো বৈকুণ্ঠং কৃষ্ণেন, বাহ্যো ভারো গ্রামং ভৃত্যেন ; যাপনীয়ো ভৃত্যো গ্রামং নৃপেণ"—দুর্গাদাস। দ্বিকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে কৃৎ-প্রত্যয় করিলে উভয় কর্ম্মেই ষষ্ঠী হয়। যথা—কৃষ্ণস্য মোক্ষস্য যাচকো ভক্তঃ ; দোগ্ধা দুগ্ধস্য গোঃ কৃষ্ণঃ ; ক্ষীরস্য গবাং দোহঃ কৃষ্ণেন—ইহা বিদ্যানিবাসের মত। সংক্ষিপ্তসার-মতে ঐ স্থলে মুখ্য কর্ম্মেই ষষ্ঠী হয়। গাং দোগ্ধা দুগ্ধস্য গোপঃ। কোন মতে গৌণ কর্ম্মেই ষষ্ঠী হয়। যথা—দোগ্ধা দুগ্ধং গবাং হরিঃ। কারিকা—"কর্ম্মদ্বয়ং দুহাদীনামনুক্তং স্যাৎ কৃতা যদি। কস্যচিত্তত্র সমাচষ্টে ষষ্ঠীং প্রধান-কর্ম্মণি"—সংক্ষিপ্তসার ১৮৬ সূত্র। অকর্ম্মক ধাতুর প্রয়োগে কর্ত্তায় নিত্য ষষ্ঠী হয়, বিকল্পে হয় না। যথা—সাধোর্বৃদ্ধিঃ, শিশোঃ সুপ্তিঃ।

শতৃ, শানচ্, ক্বসু, কানচ্, স্যতৃ ও স্যমান প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা, শতৃ—**গৃহং গচ্ছন্, জলং পিবন্** (৬)। শানচ্—**অন্নং ভুঞ্জানঃ, ব্যাকরণমধীয়ানঃ**। ক্বসু—**ওদনং পেচিবান্, গ্রামং জগ্মিবান্**। কানচ্—**গুরুং ববন্দানঃ, শাস্ত্রং শুশ্রুবাণঃ**। স্যতৃ—**গৃহং গমিষ্যন্, বেদং পঠিষ্যন্**। স্যমান—**গুরুং সেবিষ্যমাণঃ, ধনং দাস্যমানঃ**।

৪৬। ন তুমুনাদেঃ।

তুমুনাদেঃ প্রয়োগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ।

তুমুন্, ক্ত্বা, ল্যপ্ ও ণমুল্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা, তুমুন্—**গৃহং গন্তুম্, চন্দ্রং দ্রষ্টুম্**। ক্ত্বা—**জলং পীত্বা, ফলং গৃহীত্বা**। ল্যপ্—**ব্যাকরণমধীত্য, গৃহমাগত্য**। ণমুল্—**গুরুং সেবং সেবম্, শাস্ত্রং শ্রাবং শ্রাবম্**।

৪৭। নোদন্তস্য।

উকারান্তস্য কৃৎপ্রত্যয়স্য প্রয়োগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ।

উকারান্ত কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা,—**জলং পিপাসুঃ, রিপূন্ জিষ্ণুঃ, শিলাং ক্ষিপ্নুঃ, বিপক্ষং নিরাকরিষ্ণুঃ, ফলং গৃহয়ালুঃ**। (ক)

---

(৬) দ্বিষো বিভাষা। দ্বিষ্ ধাতুর বিকল্পে। যথা,—সুরং দ্বিষন্, সুরস্য দ্বিষন্।

(ক) "সত্যস্য বক্তা নরকস্য জিষ্ণুঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ষষ্ঠী বলিতে হইবে। "স শুশ্রুবাংস্তদ্বচনং মুমোহ—রাজাসহিষ্ণুঃ সুতবিপ্রযোগম্"—ভট্টি ১।২০। "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্"—রঘু ১।২। "রক্ষোগণং ক্ষিপ্নুমবিক্ষতাত্মা"—ভট্টি ২।২১

৪৮। নোক-শীলতৃন্-ভবিষ্যণিনাম্।

এষাং প্রত্যয়ানাং প্রয়োগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ।

উক, শীলার্থ তৃন্ ও ভবিষ্যদর্থ ণিন্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা, উক—**গৃহং গামুকঃ, জলং বর্ষুকঃ, শত্রুং ঘাতুকঃ** (৭)। শীলার্থ তৃন্—**ধনং দাতা, অন্নং ভোক্তা, বিপক্ষং নিরাকর্ত্তা।** ভবিষ্যদর্থ ণিন্—**ধনং দায়ী, ঘৃতং ভোজী, গৃহং গামী।** (ক)

৪৯। ন খলর্থানাম্।

খলর্থ-প্রত্যয়ানাং প্রয়োগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ।

খলর্থ প্রত্যয়ের প্রয়োগে (৮) ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা—**নৈতৎ সুকরং ভবতা; নৈতদ্দুষ্করং তেন; সর্ব্বমীষৎকরং সুধিয়া; ময়া সুমর্ষণঃ শত্রুঃ; ত্বয়া দুঃশাসনো রিপুঃ।** (খ)

---

(৭) কামুক শব্দের প্রয়োগে হয়। যথা, ধনস্য কামুকঃ।

(ক) "ভৌবর্ষুকা পুষ্পচয়ং বভূব"—ভট্টি।

(৮) সু, দুর্ ও ঈষৎ শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর যে অ, খল্ ও অন্ হয়, তাহাদিগকে খলর্থ প্রত্যয় বলে।

(খ) "সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈঃ"—রঘু ২।২৭। "যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভিঃ"—মহাভারত। "পাপিনা দুষ্করো ধর্ম্মঃ সুকরো ধার্ম্মিকেণ সঃ"। শিষ্ট প্রয়োগে এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা "কোষদণ্ডসমগ্রাণাং কিমেষামস্তি দুষ্করম্"। "ইক্ষ্বাকূণাং দুরাপেঽর্থে ত্বদধীনা হি সিদ্ধয়ঃ"—রঘু ১।৭৩। "ত্রিনেত্রবক্ষঃস্থলভং তবাপি যৎ"—কুমার। "মৃগোঽয়ং সম্প্রতি সমদেশবর্ত্তিনস্তে ন দুরাসদো ভবিষ্যতি"—শকুন্তলা; "ইষ্টপ্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য দুঃখানি নূনমতিমাত্র সুদুঃসহানি"—শকুন্তলা; "কিমিবহি দুষ্করমকরুণানাং"—কাদম্বরী। এই সকল উদাহরণে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ষষ্ঠী হইয়াছে। গোয়ীচন্দ্রের মতে কর্ত্তা

৫০। ন নিষ্ঠায়াঃ।

ক্ত-প্রত্যয়স্য ক্তবতু-প্রত্যয়স্য চ প্রযোগে ষষ্ঠী ন স্যাৎ।

নিষ্ঠা-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় না। যথা, ক্ত—**তেন ব্যাকরণমধীতম্; ময়া জলং পীতম্; ত্বয়া চন্দ্রো দৃষ্টঃ।** ক্তবতু—**স গৃহং গতবান্, অহং চন্দ্রং দৃষ্টবান্, ত্বং বেদমধীতবান্।**

৫১। ক্তস্য বর্ত্তমানে।

বর্ত্তমান-কাল-বিহিতস্য ক্ত-প্রত্যয়স্য প্রযোগে কর্ত্তরি ষষ্ঠী স্যাৎ।

বর্ত্তমান-কালে বিহিত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—**রাজ্ঞাং মতঃ, রাজভির্মন্যতে ইত্যর্থঃ। সতাং পূজিতঃ, সদ্ভিঃ পূজ্যতে ইত্যর্থঃ।** (ক)

৫২। অধিকরণবাচিনশ্চ।

অধিকরণে বিহিতস্য ক্ত-প্রত্যয়স্য প্রযোগে ষষ্ঠী স্যাৎ।

অথবা কর্ম্মের উত্তর যে ষষ্ঠীর বিধান করা হইয়াছে, এই সূত্রের দ্বারা সেই ষষ্ঠীরই নিষেধ হইয়াছে। সম্বন্ধে যে ষষ্ঠী হয়, তাহার নিষেধ করা হয় নাই—সংক্ষিপ্তসার ১৬৯ সূত্র। উক্ত শিষ্ট প্রয়োগ-সমূহ দেখিলে বোধ হয় যে, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের মতে খলর্থ প্রত্যয়ের যোগে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়।

(ক) "ন স পুত্রঃ সতাং মতঃ"—মহাভারত। "স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি-পূজিতম্"—বিষ্ণুপুরাণ। "বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন"—রঘু ২।১৬। "প্রমৃজ্য পুণ্যেন পুরস্কৃতঃ সতাম্"—রঘু ৩।৪১। "বিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ"—কুমার। "স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা"—কুমার ১।৫৮। "মহতাং ত্বা মহিতং মহীভৃতাম্"—মাঘ ১৬।১৫।

অধিকরণ-কারকে বিহিত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—**इदमेषां शयितम्, एतदेषामासितम्, इदमेषां गतं, इदमेषां भुक्तम्।** (ক)

৭২। विभाषा भावे।

भावे वाच्ये विहितस्य क्त-प्रत्ययस्य प्रयोगे कर्त्तरि षष्ठी वा स्यात्।

ভাববাচ্য-বিহিত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; পক্ষে তৃতীয়া। যথা—**मम स्नातम्, मया स্নातम्;**

বর্ত্তমান-কালে ক্ত-প্রত্যয়-বিহিত হইলেও শীলিত প্রভৃতি শব্দের যোগে ৬ষ্ঠী হয় না। যথা শম্ভুনা শীলিতঃ, হরিণা রক্ষিতঃ। শ্রীরাম তর্কবাগীশের মতে কান্ত শব্দের যোগে বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। যথা—প্রজাভিঃ কান্তঃ প্রজানাং বা। "কান্তো হরিশ্চন্দ্র ইব প্রজানাম্।" ইচ্ছার্থ, পূজার্থ, জ্ঞানার্থ ও গণপাঠে যে সকল ধাতুতে ঞি অনুবন্ধ থাকে, এবং শীল প্রভৃতি ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান কালে ক্ত প্রত্যয় হয়। সংক্ষিপ্তসারের মতে ঐ সকল ধাতুর উত্তর বর্ত্তমান এবং অতীত উভয় কালেই ক্ত প্রত্যয় হয়। বর্ত্তমানে ক্ত প্রত্যয় হইলে এই সূত্রানুসারে কর্ত্তায় ৬ষ্ঠী হইবে, কিন্তু অতীত কালে ক্ত প্রত্যয় হইলে কর্ত্তায় তৃতীয়াই থাকিবে। শিষ্ট প্রয়োগ যথা—"পূর্ব্বৈঃ প্রহরণমষ্টবিধমিষ্টম্"—বাৎ-সায়ন। "অনুপ্রাসধিয়া গৌড়ৈস্তদিষ্টং বন্ধগৌরবম্"—দণ্ডী। এই সকল প্রয়োগে অতীতে ক্ত প্রত্যয় হওয়ায় কর্ত্তায় তৃতীয়া হইয়াছে। ভাগবৃত্তি-মতে "ত্বয়া জ্ঞাতো ময়া জ্ঞাতঃ" এইরূপ প্রয়োগ অসাধু।—সংক্ষিপ্তসার, ১৭৭ সূত্র। দুর্গাদাস অতীতকালে আরও শিষ্ট প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। যথা—"পরস্পরেণ বিজ্ঞাতস্তেষূপায়নপাণিষু। রাজ্ঞা হিমবতঃ সারো রাজ্ঞঃ সারো হিমাদ্রিণা"—রঘু ৪।৭৯। "জ্ঞাতো লঙ্কেশ্বরকৃচ্ছ্রাদাপ্তনেয়েন তত্ত্বতঃ"—দণ্ডী। "অনৈরবিদিতোবিভাবো ভবানীপতিঃ"—ভারবি। "স পুণ্যকর্ম্মা ভুবি পূজিতো নৃপৈঃ"—সুশ্রুত।

(ক) সকর্ম্মক ধাতুর প্রয়োগে কর্ত্তায় এবং কর্ম্মে উভয়ত্রই ৬ষ্ঠী হয়, যথা—ইদমেষাং ভুক্তমন্নস্ত।

মম স্থিতম্, ময়া স্থিতম্ ; মম শয়িতম্, ময়া শয়িতম্ ; মম জাগরিতম্, ময়া জাগরিতম্।

৫৪। কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা (পা ২।৩।৭১)

কৃত্য-প্রত্যয়ানাং প্রয়োগে কর্ত্তরি ষষ্ঠী বা স্যাৎ।

কৃত্য-প্রত্যয়ের (ক) প্রয়োগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় ; পক্ষে তৃতীয়া। যথা—**পুস্তকং তব পাঠ্যম্, ত্বয়া বা ; চন্দ্রো মম দ্রষ্টব্যঃ, ময়া বা ; গুরুস্তস্যার্চ্চনীয়ঃ ; তেন বা।** (খ)

(ক) তব্য, অনীয় য, ণ্যৎ (ঘ্যণ্), ক্যপ্ এবং কেলিম—এই ছয়টীকে কৃত্য-প্রত্যয় বলে। মুগ্ধবোধ-মতে ইহাদের নাম "ল্য"।

(খ) "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি"—এই সূত্রানুসারে যে কোনও কৃৎ-প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় অথবা কর্ম্মে ৬ষ্ঠী হইতে পারে। কিন্তু তব্য, অনীয় প্রভৃতি যে ছয়টী কৃৎ-প্রত্যয়কে কৃত্য-প্রত্যয় বলা হয়, তাহাদের প্রয়োগে কর্ম্মে ৬ষ্ঠী হয় না এবং কর্ত্তায় বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। অতএব কৃত্য ভিন্ন কৃৎ-প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় অথবা কর্ম্মে ৬ষ্ঠী, এবং কৃত্য প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় বিকল্পে ৬ষ্ঠী ও কর্ম্মে ৬ষ্ঠী নিষেধ—ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ৪২ সূত্রের (ক) চিহ্নিত এবং ৪৪ সূত্রের (ক) চিহ্নিত ফুটনোট দেখ। "বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্"—রঘু ১।১১। "মেনাং মুনীনামপি মাননীয়াম্"—কুমার ১।১৮। ৺রমানাথ সরস্বতী-সঙ্কলিত "ছাত্রবোধ ব্যাকরণে" এই দুইটী "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" এই সূত্রের উদাহরণ-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুইটী "কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা" এই সূত্রের উদাহরণ হওয়াই সঙ্গত। কারণ মাননীয় শব্দটী মান ধাতুর উত্তর অনীয় প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। অনীয় প্রত্যয়টী কৃত্য-প্রত্যয়ের অন্তর্গত। অতএব বিকল্প পক্ষে যথাক্রমে মনীষিভিঃ এবং মুনিভিঃ—এইরূপ দুইটী পদ হইতে পারে।

৫৫। কর্ম্মণি জাস্যাদের্হিংসায়াং বা।

জাস্যাদে: প্রয়োগে হিংসায়াং গম্যমানায়াং কর্ম্মণি ষষ্ঠী বা স্যাৎ।

“জাসয়াদয়ো জাসি-নাটি-প্রণিহন্তি-পিনষ্টয়:। নিপ্রহন্তি-স্তথা ক্রাথি: নিহন্তি: প্রহনোঽপি চ”॥ হিংসা-অর্থ বুঝাইলে জাসি, নাটি, পিষ্, ক্রাথি এবং নি-পূর্ব্বক, প্র-পূর্ব্বক, নি-প্র-পূর্ব্বক অথবা প্র-ণি-পূর্ব্বক হন্ ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—**চৌরস্য উজ্জাসয়তি, চৌরং বা; চৌরস্য নাটয়তি, চৌরং বা,-অধ:পাতয়তীত্যর্থ:; শত্রো: পিনষ্টি, শত্রুং বা। চৌরস্য ক্রাথয়তি চৌরং বা; নিহন্তি প্রহন্তি নিপ্রহন্তি প্রণিহন্তি চৌরস্য, চৌরং বা।** (ক)

৫৬। বা স্মৃত্যর্থদয়েশাং কর্ম্মণি।

স্মরণার্থ-ধাতো: দয়্-ধাতো: ঈশ-ধাতোশ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী বা স্যাৎ।

স্মরণার্থ ধাতু, দয়্ ধাতু ও ঈশ্ ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়; পক্ষে দ্বিতীয়া। যথা—**পুত্রো মাতুরধ্যেতি মাতরং**

(ক) “নিজৌজসোজ্জাসয়িতুং জগদ্দ্রুহাং”—মাঘ। “ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি যেন”—ভট্টি ২।৩৫। “অঘ্নো দ্বিজান্ দেবযজীন্ নিহন্ম” :—ভট্টি ২।৩৪। এই সূত্রে চুরাদিগণীয় জস, নট ও ক্রথ ধাতু গৃহীত হইয়াছে। জাসি, নাটি ও ক্রাথি—এই প্রকার রূপ না থাকিলে হয় না। যথা—দস্যুমনীনটৎ, বিপ্রম্ অচিক্রথৎ। নাটির পরিবর্ত্তে নট ও ক্রাথির পরিবর্ত্তে ক্রথ রহিয়াছে বলিয়া হইল না। হিংসা না বুঝাইলে হয় না। যথা—ধানাঃ পিনষ্টি।

বা,—অধ্যেতি=স্মরতি। পুত্রো মাতুঃ স্মরতি, মাতরং বা; দাতা দরিদ্রস্য দয়তে, দরিদ্রং বা; পিতা পুত্রস্য ঈষ্টে, পুত্রং বা। (ক)

৫৩। তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাষা করণে।

তৃপ্ত্যর্থধাতোঃ করণে ষষ্ঠী বা স্যাৎ।

তৃপ্ত্যর্থ ধাতুর করণ-কারকে বিকল্পে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—**নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্, পক্ষে কাষ্ঠৈঃ। "অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা"—নৈষধ,** পক্ষে অদ্ভিঃ। (খ)

৫৮। অস্তাদস্যাত্যতসুভিঃ।

অস্তাৎ, অসি, আতি ও অতসু প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, অস্তাৎ—**পুরস্তাদুদ্যানস্য, অধস্তাৎ মঞ্চস্য।** অসি—**পুরো নগরস্য, অধো বৃক্ষস্য।** আতি—**উত্তরাৎ সমুদ্রস্য, দক্ষিণাৎ হিমাচলস্য।** অতসু—**দক্ষিণতো গ্রামস্য, উত্তরতো গৃহস্য।** (গ)

(ক) "সসীতয়ো রাঘবয়োরধীয়ন্"-ভট্টি ৩।১৮। "মমৈবাধ্যেতি নৃপতিঃ"-ভারবি ১১।৭৪। "উৎকণ্ঠমানো ভরতো গুরূণাম্"-ভট্টি ৩.২৫। "তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ"-ভট্টি ২।৩৩। "ঈষ্টে তনুজন্মতনোঃ স নূনং"-নৈষধ ৩।৭৯। "মায়ানামীশিষে"-ভট্টি ৯।৫৭

(খ) "ফলানামলমাশিতাঃ"—ভট্টি ৭।৩৮। "ফলৈর্যেষাশিতস্তবম্"—ভট্টি ৪।১১।

(গ) অস্তাৎ প্রভৃতি প্রত্যয় গুলি দিক্, দেশ ও কাল অর্থে হইয়া থাকে। অতএব এই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দযোগে ৩৪ সূত্রানুসারে ৫মী হইবার কথা ছিল। এক্ষণে বিশেষ সূত্রদ্বারা ৬ষ্ঠী বিধান করা হইল। পুরস্তাৎ—পূর্ব্ব+অস্তাৎ; অধস্তাৎ—অধর+অস্তাৎ; পুরঃ—পূর্ব্ব+অসি। অধঃ—অধর+অসি। উত্তর, অধর ও দক্ষিণ শব্দের উত্তর

৫৯। কৃত্বসু-সুচোঃ কালাধিকরণে।

কৃত্বসু-প্রত্যয়স্য সুচ্-প্রত্যয়স্য চ প্রয়োগে কালাধিকরণাত্ ষষ্ঠী স্যাত্।

কৃত্বসু ও সুচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগে কালবাচক শব্দের অধিকরণে ষষ্ঠী বিভক্তি (৯) হয়। যথা, কৃত্বসু—**পঞ্চকৃত্বো দিবসস্যাধীতে, সপ্তকৃত্বো দিবসস্যাগচ্ছতি।** সুচ্—**দ্বির্দিবসস্য ভুঙ্ক্তে, ত্রির্দিবসস্য স্বপিতি।**

৬০। এনপা দ্বিতীয়া চ।

এনপ্-প্রত্যয়ান্ত-শব্দেন যোগে দ্বিতীয়া স্যাত্ ষষ্ঠী চ।

এনপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—**দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকায়াঃ সরঃ, দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাং সরঃ।** (ক)

আতি হয়। উত্তরাৎ, অধরাৎ, দক্ষিণাৎ। দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের উত্তর অতসু হয়। দক্ষিণতঃ, উত্তরতঃ। উর্দ্ধ+রি—উপরি, উর্দ্ধ+রিষ্টাৎ—উপরিষ্টাৎ (পা-৫।৩২৭ হইতে) ইহাদের যোগেও ষষ্ঠী হয়। যথা—উপরি গ্রামস্য, উপরিষ্টাদ্ গ্রামস্য। "তস্যাধস্তাদ্ বয়-মপি রতান্তেষু পর্ণোটজেষু"—উত্তরচরিত। "জ্যোৎস্নোপরিষ্টাত্তবনস্য কান্তা"—রাবণার্জ্জুনীয় ৬।৩৭। "উপর্য্যনল্পা ভবনস্য কীর্ণা"—রাবণার্জ্জুনীয় ৬।৩৮। কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা—"কফোণিঃ কূর্পরাদধঃ।"

(৯) বোপদেব ও ক্রমদীশ্বরের মতে বিকল্পে। পক্ষে ৭মী। পাণিনি-মতে নিত্য।

(ক) "অয়ে দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকামালাপ ইব শ্রূয়তে"—শকুন্তলা। "তত্রাগার-ম্‌ধনপতিগৃহাদুত্তরেণাস্মদীয়ম্"—মেঘদূত। "ধনপতিগৃহাদুত্তরেণ" এইরূপ পাঠে 'উত্তরেণ' পদটি 'উত্তর' শব্দের ন্যায় একবচনান্ত (১৮ সূত্র)—এনপ্ প্রত্যয়ান্ত নহে।

৬১। तुल्यार्थैस्तृतीया च। (ক)

तुल्यार्थैः शब्दैर्योगे तृतीया स्यात्, षष्ठी च।

তুল্যার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—**मम तुल्यः, मया तुल्यः; तव समः, त्वया समः; तस्य सदृशः, तेन सदृशः।** (খ)

৬২। आशिषि कुशलादिभिश्चतुर्थी च। (গ)

आशिषि गम्यमानायां कुशलादिभिर्योगे चतुर्थी स्यात्, षष्ठी च।

আশীর্ব্বাদ বুঝাইলে কুশল প্রভৃতি (১০) শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—**कुशलं देवदत्तस्य भूयात्, कुशलं देवदत्ताय भूयात्; निरामयं देवदत्तस्य भूयात्, निरा-**

(ক) "তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়াঽন্যতরস্যাম্"—(পা ২।৩।৭২)

(খ) "মাং মন্যতেঽন্যৈঃ সদৃশং নূনং শক্র ভবান্ দ্বিজৈঃ"—বিষ্ণু। "প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ, আগমৈঃ সদৃশারম্ভঃ"—রঘু ১।১৫। "কাশ্চিৎ সমা যুবতয়ো নলিনীভিরাসন্"—রাব ৬।৮২। তুলা ও উপমা শব্দের যোগে ৩য়া হয় না, কেবল ৬ষ্ঠী হয়। যথা—"গিরিশস্যোপমা নাস্তি নাস্তি লক্ষ্মীপতেস্তুলা"। কেহ কেহ বলেন, তুলা ও উপমা শব্দ সদৃশবাচক হইলে কেবল ৬ষ্ঠী হয়, সাদৃশ্যবাচক হইলে ৩য়া হইতে পারে। যথা—"তুলাং যদারোহতি দন্তবাসসা"—কুমার ৫।৩৪। "স্ফুটোপমং ভূতিসিতেন শম্ভুনা"। তত্ত্ববোধিনী-মতে এই সকল স্থলে সহার্থে তৃতীয়া।

(গ) "চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্যমদ্রভদ্রকুশলসুখার্থহিতৈঃ"—(পা ২।৩।৭৩)

(১০) কুশলাদি শব্দ যথা,—কুশল, ভদ্র, মদ্র, নিরাময়, হিত, সুখ, শম্, অর্থ, পথ্য, আয়ুষ্য ও এতদর্থক শব্দ।

मयं देवदत्ताय भूयात्; सुखं देवदत्तस्य भूयात्, सुखं देवदत्ताय भूयात्। (क)

६३। दूरान्तिकार्थैः पञ्चमी च। (ख)

दूरार्थैः अन्तिकार्थैश्च योगे पञ्चमी स्यात्, षष्ठी च।
দূরার্থ ও অন্তিকার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা,—**दूरं ग्रामस्य, दूरं ग्रामात्; अन्तिकं नगरस्य, अन्तिकं नगरात्। "ग्रामाद् ग्रामस्य वा वनं दूरं, विप्रकृष्टं, अन्तिकं, अभ्यासं, निकटं समीपं वा"—काशिका।** (ग)

६४। निमित्ताद्धेतुप्रयोगे। (घ)

हेतु-शब्द-प्रयोगे निमित्त-बोधकात् षष्ठी स्यात्।
হেতু-শব্দের প্রয়োগ থাকিলে নিমিত্ত-বোধক শব্দের উত্তর

(ক) "পূরো প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে"—মহা। "ভদ্র মৃগ কুশলং তে"—হিতো। "আয়ুষ্যমস্তু নৃপতেঃ স্বজনায় চাস্তু ভৃত্যব্রজস্য কুশলং সুহৃদে চ ভূয়াৎ। অন্তঃপুরস্য সুখমেব চিরায় চাস্তাং প্রাতর্দ্বিজা জগদুরিত্থমুপেত্য ভূপম্"—রাব ৬।৮৩

(খ) "দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্"—(পা ২।৩।৩৪)

(গ) দূরার্থ-শব্দাঃ—"স্যাদ্ দূরং বিপ্রকৃষ্টকম্। দবীয়শ্চ দবিষ্ঠঞ্চ সুদূরম্"—অমরঃ। অন্তিকার্থ-শব্দাঃ—"সমীপে নিকটাসন্নসন্নিকৃষ্টসনীড়বৎ। সদেশাভ্যাসসবিধসমর্য্যাদ-সবেশবৎ। উপকণ্ঠান্তিকাভ্যর্ণাভ্যগ্রা অপ্যভিতোঽব্যয়ম্"—অমরঃ। "অন্তিকেঽপি স্থিতা পত্যুশ্ছলেনান্যং নিরীক্ষতে"—ভট্টি ৫।১৭। "যস্যোৎসুকায়মানা ত্বং ন প্রতীপায়সেঽন্তিকে"—ভট্টি ৫।৭৪। "দূরং গৃহস্য প্রিয়মীক্ষমাণা···দূরং তথাসৌ ভবনাচ্চ কান্তা"—রাব ৬।৪৪।

(ঘ) "ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে"—(পা ২।৩।২৬)

ষষ্ঠী বিভক্তি হয় (১১)। যথা,—**অন্নস্য হেতোর্বসতি ; "অল্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন্"—রঘু।** (ক)

৫৫। সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া চ (পা ২।৩।২৭)

হেতু-শব্দ-প্রযোগে নিমিত্ত-বোধকাৎ সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া স্যাৎ, ষষ্ঠী চ।

হেতু-শব্দের প্রয়োগ থাকিলে নিমিত্ত-বোধক সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর ষষ্ঠী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয় (১২)। যথা,—**কস্য হেতোঃ স আগতঃ, কেন হেতুনা স আগতঃ।** (খ)

(১১) বোপদেব ও ভট্টোজিদীক্ষিত এই স্থলে তৃতীয়াদি পাঁচ বিভক্তির বিধান করিয়াছেন।

(ক) "কান্তস্য হেতোর্গৃহদেহভূষাং"—রাব ৬।৩১। "হেতুশব্দেন যুক্তাদুত্তরে ষষ্ঠী ভবতি, হেতু-শব্দাদপি"—গোয়ীচন্দ্র, ১৩১ সূত্র। অর্থাৎ যে শব্দ হেতু-শব্দের সহিত যুক্ত, তাহার উত্তর ৬ষ্ঠী হয়, এবং হেতু-শব্দের উত্তরও ৬ষ্ঠী হয়।

(১২) বোপদেব, ক্রমদীশ্বর ও ভট্টোজিদীক্ষিত প্রথমা প্রভৃতি সাত বিভক্তিরই বিধান করিয়াছেন।

(খ) নিমিত্ত-বোধক শব্দের প্রয়োগে সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর সকল বিভক্তি হয়। যথা—কো হেতুঃ, কং হেতুং, কেন হেতুনা ইত্যাদি। কিং নিমিত্তং, কেন নিমিত্তেন ইত্যাদি। কঃ অর্থঃ, কম্ অর্থম্ ইত্যাদি। "স কস্য হেতোঃ সখি নাগতোঽস্য ত্বং হেতুনা কেন চিরাদুপেতা"—রাব ৬।৩২

"সংক্ষিপ্তসার" হইতে ৬ষ্ঠী বিভক্তির আরও কতকগুলি সূত্র নিম্নে লিখিত হইল। দক্ষিণদিকে বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যাগুলিকে সংক্ষিপ্তসারের কারক-প্রকরণের সূত্রাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

১। "কর্ম্মাদিবিষয়েঽপ্যবিবক্ষিতে কর্ম্মাদৌ সম্বন্ধবিবক্ষায়াং ষষ্ঠ্যেব" (১৩০)।—

সপ্তমী।

৫৫। সপ্তম্যধিকরণে (পা ২।৩।৩৬)

অধিকরণে সপ্তমী স্যাৎ।

কর্ম্মাদি-কারক-স্থলেও যদি কর্ম্মাদি বিবক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সেই সেই স্থলে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ৬ষ্ঠীই হইয়া থাকে। যথা—"মাষাণামশ্নীয়াৎ"—ভাষ্য। "ন চ স্নিহ্যতি কস্যচিৎ" —ভট্টি। "সা লক্ষ্মীরুপকুরুতে যয়া পরেষাম্'—ভারবি। "নারায়ণস্যানুকরোতি"। "ঘৃতস্য পূর্ণম্" ; "মধুন ইব তথেবাপূর্ণমস্যাপি ভাতি"—মাঘ। "তস্য পদয়োর্ভজে"—বোপদেব।

২। "গুণোৎকর্ষে কৃঞঃ" (১৪৩)।—গুণান্তরোৎপাদন বুঝাইলে কৃ-ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। যথা—পটস্য উপস্কুরুতে পটং বা।

৩। "রুজার্থস্য স্বার্থকর্তৃত্বে" (১৪৪)।—যদি ভাব-প্রত্যয়ান্ত রোগাদি-পদ কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে রোগার্থক ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। যথা, রোগো রুজতি চৌরস্য চৌরং বা, আমঃ আময়তি চৌরস্য চৌরং বা। রোগাদি-পদ কর্ত্তা না হইলে হয় না। যথা—নদী কূলং রুজতি।

৪। "ন জ্বরি-সন্তাপ্যোঃ" (১৪৫)।—জ্বরি ও সং-পূর্ব্বক তাপি-ধাতুর প্রয়োগে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে কর্ম্মে ৬ষ্ঠী হয় না। যথা—চৌরং জ্বরয়তি জ্বরঃ, চৌরং সন্তাপয়তি সন্তাপঃ। চান্দ্রব্যাকরণ-মতে—চৌরস্য সন্তাপয়তি।

৫। "আশিষি নাথঃ" (১৪৬)।—আশীর্ব্বাদ বুঝাইলে নাথ-ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। যথা—নাথতে পুত্রস্য পুত্রং বা (পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রের প্রার্থনা করিতেছে)। আশীর্ব্বাদ না বুঝাইলে হয় না। যথা,—প্রিয়ং নাথতি যাচতে ইত্যর্থঃ।

৬। "ব্যবহৃপণোঃ সমর্থয়োঃ"—ব্যবহ্বঞ্-পণের্ব্যবহারে" (১৪৭)।—ব্যবহার অর্থাৎ দ্যূত অথবা ক্রয়-বিক্রয় অর্থ বুঝাইলে বি+অব+হৃ ধাতুর এবং পণ-ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। যথা—ব্যবহরতি শতস্য শতং বা, পণতে শতস্য শতং বা। অন্য অর্থে হয় না। যথা, শলাকাং ব্যবহরতি, গণয়তীত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণান্ পণায়তি, স্তৌতীত্যর্থঃ।

৭। "সোপসর্গস্য দিবঃ" (১৫০)।—ব্যবহার-অর্থ বুঝাইলে উপসর্গ-সহিত দিব্-ধাতুর কর্ম্মে বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। যথা—প্রতিদীব্যতি শতস্য শতং বা। উপসর্গ-হীন হইলে নিত্য

অধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**गृहे तिष्ठति, शय्यायां शेते, नद्यां स्नाति।**

৬৭। यस्य च भावेन भावलक्षणम् (পা ২।৩।৩৭)

"यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्" सिद्धान्तकौमुदी।

যাহার ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হয়, তাহার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**रवावस्तं गते गतः, रवेरस्तगमनसमकालं गत इत्यर्थः** (ক); **विधावुदिते समागतः, विधूदयसमकालं समागत इत्यर्थः; रजन्यां प्रभातायां प्रस्थितः, रजनीप्रभातसमकालं प্রস্থিত इत्यर्थः।**

৬ষ্ঠী হয়। যথা—শতস্য দীব্যতি। ব্যবহার ভিন্ন অর্থে হয় না। যথা—ব্রাহ্মণান্ দীব্যতি, স্তৌতীত্যর্থঃ।

৮। "জ্ঞোঽবোধার্থস্য করণে" (১৫২)।—জ্ঞান ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে জ্ঞা-ধাতুর করণ-কারকে বিকল্পে ৬ষ্ঠী হয়। যথা—মধুনো জানীতে মধুনা বা, মধুনা প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। জ্ঞান বুঝাইলে হয় না। যথা—চক্ষুষা জানাতি।

৯। "ণকস্তুমর্থে প্রায়ঃ"—তুম্-প্রত্যয়ের অর্থে বিহিত ণক-প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্মে প্রায়ই ৬ষ্ঠী হয় না। যথা—ভক্তং ভোজকো ব্রজতি, ভোক্তুমিত্যর্থঃ। কোন কোন স্থলে ৬ষ্ঠী হয়। যথা—বর্ষশতস্য পূরকো জীবতি, বর্ষশতং পূরয়িতুমিত্যর্থঃ। পুত্রপৌত্রাণাং দর্শকোঽস্তি।

(ক) এস্থলে রবির অস্ত-গমন-ক্রিয়ার কাল-দ্বারা গমন-ক্রিয়ার কাল নিরূপিত হইতেছে, এই হেতু রবি-শব্দের উত্তর ৭মী হইল, রবির বিশেষণ বলিয়া গত-শব্দেও ৭মী হইল। অন্যান্য উদাহরণেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাকেই 'ভাবে সপ্তমী' বা 'সতি-সপ্তমী' বলে। "বচস্যবসিতে তস্মিন্ সসর্জ গিরমাত্মভূঃ"—কুমার। "তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে"—রঘু। "নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে"—কুমার। "সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্"—

৬৮। साधुनिपुणाभ्यामर्चायाम् । (ক)

प्रशंसायां गम्यमानायां साधु-शब्देन निपुण-शब्देन च योगे सप्तमी स्यात् ।

প্রশংসা বুঝাইলে সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয় (খ)। যথা,—**व्याकरणे साधुः, साहित्ये निपुणः** (১৩)।

৬৯। क्तस्य सेनिना कर्म्मणि । (গ)

इनि-प्रत्यय-सहितस्य क्त-प्रत्ययस्य प्रयोगे कर्म्मणि सप्तमी स्यात् ।

ইনি-প্রত্যয়-সহিত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্ম্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। (ঘ) যথা,—**अधीतमनेन अधीती व्याकरणे ।**

হিতো। "সন্ধ্যাগমে যা দয়িতস্য যাতা সৈকাকিনী তদ্বিরতাবুপৈতি"—রাব ৬।৪৮। "ধনে সুখম্"—ধনে সতি সুখং ভবতীত্যর্থঃ।

(ক) "সাধুনিপুণাভ্যামর্চ্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ"—(২।৩।৪৩)

(খ) প্রতি, অনু ও পরি শব্দের যোগে হয় না। যথা—সাধুর্নিপুণো বা মাতরং প্রতি, পরি অনু বা। প্রশংসা না বুঝাইলে হয় না। যথা—রাজ্ঞো নিপুণঃ সাধুর্বা ভৃত্যঃ।

(১৩) বোপদেব-মতে ষষ্ঠী ও সপ্তমী উভয়ই হয়। কিন্তু শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে প্রশংসার্থে ৭মী এবং অপ্রশংসার্থে ৬ষ্ঠী।

(গ) "ক্তস্যেন্বিষয়স্য কর্ম্মণ্যুপসংখ্যানম্"—(বা ১৪৮৫)।

(ঘ) ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের যাহা কর্ম্ম ছিল, ইনি-প্রত্যয়-যুক্ত ক্ত-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইলে ঐ কর্ম্মে ৭মী হয়। যথা—ব্যাকরণমধীতম্ অনেন—এই বাক্যে অধীত শব্দের উত্তর ইনি প্রত্যয় হওয়ায় 'অধীতী' এইরূপ হইল। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত অধীত-পদের কর্ম্ম ব্যাকরণ। অতএব ব্যাকরণ-শব্দে ৭মী হইল। অন্যান্য উদাহরণেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। "কৃতী শ্রুতী বৃদ্ধমতেষু ধীমান্"—ভট্টি ৩।৫২

৩০। अध्वनो व्यवधौ प्रथमा च। (ক)

व्यवधाने गम्यमाने अध्ववाचकात् प्रथमा स्यात्, सप्तमी च। ব্যবধান বুঝাইলে অধ্ববাচক শব্দের উত্তর সপ্তমী ও প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**ग्रामो वनात् पञ्चसु क्रोशेषु पञ्च क्रोशा वा, पञ्चक्रोशव्यवधाने विद्यते इत्यर्थः ; प्रयागः पाटलिपुत्रात् दशसु योजनेषु दश योजनानि वा, दशयोजनव्यवधाने विद्यते इत्यर्थः।** (খ)

৩১। प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च। (पा २।३।४४)

आभ्यां योगे तृतीया स्यात्, सप्तमी च। প্রসিত ও উৎসুক শব্দের যোগে সপ্তমী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—**धनेषु प्रसितः, धनैः प्रसितः ; धनविषये नित्यं तत्पर इत्यर्थः। विद्यायामुत्सुकः, विद्ययोत्सुकः।** (গ)

(ক) "যতশ্চাধ্বকালনির্ম্মাণং তত্র পঞ্চমী"—(বা ১৪৭৭) ; "তদ্‌যুক্তাদধ্বনঃ প্রথমা-সপ্তম্যৌ"—(বা ১৪৭৯)।

(খ) মুগ্ধবোধ-মতে সীমাদ্বয়-মধ্যবর্ত্তি-মার্গ-পরিমাণ-বাচক শব্দের উত্তর, 'অন্ত' অর্থ বুঝাইলে ১মা ও ৭মী হয়। গ্রামো বনাৎ পঞ্চক্রোশান্তে বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। 'অন্ত' না বুঝাইলে ৭মী হয় না। যথা—গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে কতি ক্রোশাঃ।

(গ) "তৎপরে প্রসিতাসক্তৌ"—ইত্যমরঃ। প্রসিত-শব্দের তৎপর ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে হয় না। অতএব "প্রকর্ষেণ সিতঃ শুক্লঃ" এই অর্থে হইবে না—তত্ত্ববোধিনী। "ইষ্টে অভিযুক্ত উৎসুকঃ"—গোয়ীচন্দ্র। "মনো নিয়োগক্রিয়য়োৎসুকং মে"—রঘু ৫।১১। "অশ্নীত পিবতীয়ন্তৌ প্রসিতা স্মরকর্ম্মণি"—ভট্টি ৫।৯২। "ভবতা পর্য্যুৎসুকত্বম্"—রঘু ৫।৬৭

৩২। ক্রিয়ান্তঃকালাধ্বনোঃ পঞ্চমী চ। (ক)

ক্রিয়াদ্বয়মধ্যবর্ত্তিনঃ কালাত্ অধ্বনশ্চ পঞ্চমী স্যাত্, সপ্তমী চ।

দুই ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী অধ্ব-বাচক ও কাল-বাচক শব্দের উত্তর সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, কাল-বাচক—**অয়মদ্য ভুক্ত্বা দ্ব্যহে দ্ব্যহাদ্বা ভোক্তা**; অধ্ববাচক—**অয়মিহ স্থিত্বা ক্রোশে ক্রোশাদ্বা লক্ষ্যং বিধ্যেত্।** (খ)

৩৩। দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়াতৃতীয়া-পঞ্চম্যশ্চ। (গ)

দূরার্থাত্ অন্তিকার্থাচ্চ দ্বিতীয়া-তৃতীয়া-পঞ্চমী-সপ্তম্যঃ স্যুঃ।
দূরার্থ ও অন্তিকার্থ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**দূরং গ্রামস্য, দূরেণ গ্রামস্য, দূরাত্ গ্রামস্য, দূরে গ্রামস্য; অন্তিকং গৃহস্য, অন্তিকেন গৃহস্য, অন্তিকাত্ গৃহস্য, অন্তিকে গৃহস্য।** বিশেষণ হইলে হয় না। যথা,—**দূরো গ্রামঃ, দূরঃ পন্থাঃ।** (ঘ)

(ক) "সপ্তমীপঞ্চম্যৌ কারকমধ্যে"—(পা ২।৩।৭)

(খ) দুইটী ভোজন-ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী কাল বলিয়া দ্ব্যহ-শব্দে ৫মী ও ৭মী হইল। এইরূপ স্থিতি ও লক্ষ্যবেধ এই দুই ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী পথের পরিমাণ-বাচক ক্রোশ-শব্দে ৫মী ও ৭মী হইল। "প্রাচ্যাং স্থিতঃ শীতকরঃ করাগ্রৈর্ব্যদ্যোতয়ৎ ক্রোশশতে দিগন্তান্। চন্দ্রোদয়ে লোকমনাংসি কামঃ ক্বাপি স্থিতঃ ক্রোশশতাদবিধ্যৎ"।—রাব ৭।৫

(গ) "দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ"—(পা ২।৩।৩৫)

(ঘ) "রজঃকণৈঃ খুরোদ্ধূতৈঃ স্পৃশদ্ভির্গাত্রমন্তিকাৎ"—রঘু ১।৮৫; "অসহ্যবিক্রমঃ

৩৪। ষষ্ঠী চানাদরে (পা ২।৩।৩৮)

ক্রিয়যা অবজ্ঞায়াং গম্যমানায়াম্ অবজ্ঞেয়াত্ ষষ্ঠী-সপ্তম্যৌ স্যাতাম্।

ক্রিয়া দ্বারা অবজ্ঞা বুঝাইলে অবজ্ঞেয়ের (ক) উত্তর ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**রুদতঃ শিশোর্জগাম ; রুদতি শিশৌ জগাম, রুদন্তং শিশুমনাদৃত্যেত্যর্থঃ**। (খ)

৩৫। সাক্ষিপ্রভৃতিভিশ্চ। (গ)

সাক্ষিপ্রভৃতিভির্যোগে ষষ্ঠী-সপ্তম্যৌ স্যাতাম্।

সাক্ষিন্, প্রতিভূ, কুশল, স্বামিন্, ঈশ্বর, অধিপতি, প্রসূত, আয়ুক্ত, দায়াদ,—এই সকল শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**বিবাদস্য সাক্ষী, বিবাদে সাক্ষী ; ব্যবহারস্য**

সহৎ দূরান্মুক্তমুদন্বতা”—রঘু ৪।৫২ ; “বসন্নদূরে খলু চন্দ্রমৌলেঃ”—রঘু ৬।৩৪ ; “অন্তিকেঽপি স্থিতা পত্যুঃ”—ভট্টি ৫।১৭ ; “দূরং ন মেনেঽভ্যধিকম্”—রাব ৬।৪৬

(ক) অবজ্ঞেয় অর্থাৎ যাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়। শিশুর প্রতি অবজ্ঞা করা হইল বলিয়া শিশু-শব্দে ৬ষ্ঠী এবং ৭মী হইল। রুদৎ-শব্দটী শিশুর বিশেষণ বলিয়া ইহাতেও এইরূপ হইল।

(খ) “ব্যাবর্ত্তিষ্ট ক্রোশতঃ সখ্যুরুচ্চৈঃ”—মাঘ ১৮।৬৪ ; ক্রোশন্তং সখায়মনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। জাতবেদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনত্তি নঃ”—কুমার ২।৪৬ ; পশ্যতঃ অস্মান্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। “পশ্যতস্তে মরিষ্যামি রামো যত্ত্বভিষিচ্যতে।”—রামা ; পশ্যন্তং ত্বামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। “নার্য্যা রুদত্যাঃ প্রযযৌ রুষান্ধঃ সখ্যাং নতায়ামপি নৈব তস্থুঃ”—রাব ৬।৪৯ ; রুদতীং নারীং নতাং সখাঞ্চ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ।

(গ) “স্বামীশ্বরাধিপতিদায়াদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রসূতৈশ্চ”—(পা ২।৩।৩৯)

प्रतिभूः, व्यवहारे प्रतिभूः ; मीमांसायाः कुशलः, मीमांसायां कुशलः ; स्त्रियाः प्रसूतः, स्त्रियां प्रसूतः । (क)

৩৬ । यतश्च निर्द्धारणम् (पा २।३।४१)

"जाति-गुण-क्रिया-संज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्-करणं निर्द्धारणम् । यतो निर्द्धारणं ततः षष्ठी-सप्तम्यौ स्तः ।" —सिद्धान्तकौमुदी ।

জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞা দ্বারা সমস্ত সজাতীয় হইতে একের যে পৃথক্-করণ, তাহাকে নির্দ্ধারণ কহে। যাহা হইতে নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহার উত্তর সপ্তমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

(ক) গবাং স্বামী, গোষু স্বামী। সর্ব্বেষাম্ ঈশ্বরঃ, সর্ব্বেষু ঈশ্বরঃ। দায়মাদত্তে ইতি দায়াদো জ্ঞাতিঃ। কৃষ্ণো যাদবানাং যাদবেষু বা দায়াদঃ।—"গবাং গোষু বা দায়াদঃ—গবাত্মকস্য অংশস্য আদাতা ইত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী। সর্ব্বেষাং সর্ব্বেষু বা অধিপতিঃ। প্রতিভূ=জামিন। স তস্য তস্মিন্ বা প্রতিভূঃ। কেবল "তৎপরতা" অর্থ বুঝাইলেই কুশল ও আযুক্ত শব্দের যোগে ৬ষ্ঠী ও ৭মী হয়, তদ্ভিন্ন অর্থে কেবল ৭মী হইয়া থাকে। ভক্তঃ শিবপূজায়াঃ শিবপূজায়াং বা কুশলঃ আযুক্তো বা—তৎপর ইত্যর্থঃ। "আযুক্তো ব্যাপারিতঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। "আযুক্তঃ কটকরণস্য, আযুক্তঃ কটকরণে, ব্যাপৃতস্তৎপর ইত্যর্থঃ"—সংক্ষিপ্তসার। তৎপরতা না বুঝাইলে ৬ষ্ঠী হয় না। যথা—"কলাসু কুশলঃ। রথেনাযুক্তোঽশ্বঃ—নিবদ্ধ ইত্যর্থঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

"রূপেণ দায়াদমিব স্মরস্য শ্রিয়াপি দায়াদমিবোড়ুনাথে ॥ প্রভুর্যথাসৌ ময়ি তদ্বদেনং স্বমানয়ন্তীহ ভব প্রভুর্মে। স এব সাক্ষী ময়ি বল্লভত্বে সাক্ষী চ মে বিদ্ধ্যয়মন্তরাত্মা। ভূয়ঃ করিষ্যামি ন তস্য মানং নমত্র কার্য্যে প্রতিভূর্ম্মম ত্বম্। তথাপি কিং চিন্তয়সি প্রবাহি ত্বয়া সমানঃ প্রতিভূঃ কুতো মে। চিত্তে প্রসূতেন মনোভুবাহং···ইন্দোঃ প্রসূতৈশ্চ ময়ূখপাতৈঃ···।"—রাব ৬।৫২-৫৫

যথা, জাতি দ্বারা—**মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়: শূর:, মনুষ্যাণাং ক্ষত্রিয়: শূর:** ; গুণ দ্বারা—**গোষু কৃষ্ণা বহুক্ষীরা, গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা** ; ক্রিয়া দ্বারা—**অধ্বগেষু ধাবন্ত: শীঘ্রগামিন:, অধ্বগানাং ধাবন্ত: শীঘ্রগামিন:** ; সংজ্ঞা দ্বারা—**ছাত্রেষু মৈত্র: প্রবীণ:, ছাত্রাণাং মৈত্র: প্রবীণ:**। (ক)

৩৩'। নিমিত্তাৎ কর্ম্মযোগে (বা ১৪৯০)

নিমিত্তমিহ ফলম্। "ক্রিয়ায়া নিমিত্তং যদি কর্ম্মণা সংযুক্তং স্যাৎ, তদা তস্মাৎ নিমিত্তাৎ সপ্তমী স্যাৎ"—দুর্গাদাস:।

কর্ম্মের সহিত যোগ থাকিলে নিমিত্ত-বোধক শব্দের উত্তর নিত্য সপ্তমী হয়। যথা,—"**চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্। কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্কলকো হত:॥"—মহাভাষ্যম্। বস্ত্রেষু রজকমবধীৎ কৃষ্ণ:।** (খ)

(ক) বোপদেব-মতে নির্দ্ধারে ৫মী, ৬ষ্ঠী ও ৭মী তিনই হয়। "নরাণাং নরেষু নরেভ্যো বা ক্ষত্রিয়: শূরতম:"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। অন্যান্য উদাহরণেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩১ সূত্রের ফুট্‌নোট্ দেখ। "ঊনং ন সত্ত্বেষধিকো ববাধে"—রঘু ২।১৪; "অর্থ্যামর্ঘ্যপতির্বাচমাদদে বদতাং বর:"—রঘু ১।৫৯; "পুষ্পেষু জাতির্নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণু:। নদীষু গঙ্গা নৃপেষু রাম: কাব্যেষু মাঘ: কবিকালিদাস:।

(খ) বিদ্যাসাগর মহাশয় সূত্রটি এইরূপ করিয়াছিলেন—"নিমিত্তাৎ কর্ম্মসমবায়ে বিভাষা"। আমরা ইহার পরিবর্ত্তে "নিমিত্তাৎ কর্ম্মযোগে" এই ১৪৯০ সংখ্যক পাণিনীয় বার্ত্তিক সন্নিবেশিত করিয়াছি। তাহার কারণ—(১) সূত্রটীকে যদি সরল ও সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহাকে বৃথা বর্দ্ধিত করা উচিত নহে। (২) পাণিনীয় সূত্র ও বার্ত্তিকই সুধীসমাজে সমধিক আদরণীয়। কিন্তু

কারক।

৩৮। ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্।

সূত্রগুলিকে সরল করিবার জন্য অনেক সময়ে ইহাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। (৩) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সূত্রে দোষও রহিয়াছে। দোষের বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, সিদ্ধান্তকৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে—"নিমিত্তাৎ কর্ম্মযোগে" —নিমিত্তমিহ ফলম্, যোগঃ সংযোগসমবায়াত্মকঃ। অর্থাৎ নিমিত্ত-শব্দে এখানে 'ফল' বুঝিতে হই'বে। যোগ অর্থাৎ সংযোগ ও সমবায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল সমবায়ের কথাই বলিয়াছেন, সংযোগের কথা বলেন নাই। সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। নৈয়ায়িকদিগের মতে—"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ। তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" ইহা হইতে জানা যায় যে, অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়। অতএব "চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি" ইত্যাদি প্রয়োগ সঙ্গত হয়, কারণ দ্বীপী অবয়বী এবং চর্ম্ম অবয়ব। দ্বীপীর সহিত চর্ম্মের সমবায়-সম্বন্ধ। চর্ম্মই নিমিত্ত অর্থাৎ দ্বীপিবধের ফল। নিমিত্তের সহিত কর্ম্মের সমবায়-সম্বন্ধ রহিয়াছে, এইজন্য চর্ম্মন্ শব্দে ৭মী হইল। কিন্তু বোপদেব উদাহরণ দিয়াছেন—"বস্ত্রেষু রজকমবধীৎ কৃষ্ণঃ।" এস্থলে রজক কর্ম্ম এবং বস্ত্রই নিমিত্ত অর্থাৎ রজক-বধের ফল। রজকের সহিত বস্ত্রের সংযোগ-সম্বন্ধ, সমবায় নহে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বোপদেবের উদাহরণ অসঙ্গত হইয়া যায়। কিন্তু বোপদেবের উদাহরণ, পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের বিরোধী নহে। বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে সংযোগ-সম্বন্ধ হইলেও ৭মী হইবে, ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিকল্পে ৭মীর বিধান করিয়াছেন। ইহাও পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার এবং মুগ্ধবোধ-বিরুদ্ধ। এই তিন ব্যাকরণের মতেই নিত্য ৭মী হয়। অতএব বিকল্প-বিধানও সঙ্গত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিকল্প-পক্ষে ৪র্থী হইবে। সেই জন্য বিকল্প-পক্ষে "মুক্তাফলায় করিণং" ইত্যাদি উদাহরণ দেখাইয়াছেন, ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ কৈয়ট, ভট্টোজিদীক্ষিত, গোয়ীচন্দ্র ও শ্রীরামতর্কবাগীশ এই জন্য স্পষ্টই বলিয়াছেন—হেতু-অর্থে তৃতীয়ার প্রাপ্তি ছিল, এক্ষণে ৭মীর বিধান করা

ক্রিয়য়া সহ যস্যান্বয়োঽস্তি তৎ কারকসংজ্ঞং স্যাৎ।

হইল। অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যদিও ইহার বিকল্প-পক্ষ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও ৪র্থী হইবে না, হেতু-অর্থে তৃতীয়া হইবে। চতুর্থতঃ, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং ফুট্‌নোটে লিখিয়াছেন—"বৈয়াকরণেরা কেবল ৭মী বিধান করিয়া "মুক্তাফলায় করিণং" ইত্যাদিকে অপপ্রয়োগ বলেন"। বৈয়াকরণেরা যে স্থলে কেবল ৭মী বিধান করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন সে স্থলে বিকল্পে ৭মী বিধান করিলেন, এবং বৈয়াকরণেরা যাহাকে অপপ্রয়োগ বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধু প্রয়োগ মনে করিয়া কেনই বা তাহাকে মূলে সন্নিবেশিত করিলেন, তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি নাই। এইজন্য আমাদিগকে তাঁহার কৃত সূত্রে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

"সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ"—সীমা অণ্ডকোষঃ, পুষ্কলকো গন্ধমৃগঃ। নিমিত্ত-বাচক শব্দ না থাকিলে হয় না। যথা—খড়্গেন রঙ্কুং হন্তি। কর্ম্মের সহিত যোগ না থাকিলে হয় না। যথা—বস্ত্রেণ রজকো মৃতঃ। এস্থলে কর্ম্মই নাই। বেতনেন ধান্যং লুনাতি—এস্থলে বেতনের সহিত ধান্যের সংযোগ নাই বলিয়া হইল না।—কৈয়ট।

"হন্তেঃ কর্ম্মণ্যুপষ্টম্ভাৎ প্রাপ্তুমর্থে তু সপ্তমীম্। চতুর্থীবাধিকামাহুশ্চূর্ণি-ভাগুরি-বাভটাঃ"।—ভর্ত্তৃহরি। অর্থাৎ চূর্ণি, ভাগুরি ও বাভটের মতে হন্-ধাতুর কর্ম্মের সহিত উপষ্টম্ভাখ্য-সংযোগ বুঝাইলে এবং 'প্রাপ্তুম্' এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইলে, হন্-ধাতুর কর্ম্মের সহিত যাহার সংযোগ বুঝাইবে, তাহার উত্তর ৭মী হইবে, এবং এই ৭মী, ৪র্থীর বাধিকা। জগদীশ তর্কালঙ্কার "শব্দশক্তি-প্রকাশিকায়" এই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া বলেন—এই নিয়মানুসারে "চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি" এস্থলে চর্ম্মন্ শব্দে ৭মী হইল; চর্ম্ম প্রাপ্তুং দ্বীপিনং হন্তীত্যর্থঃ। দ্বীপীর সহিত চর্ম্মের উপষ্টম্ভাখ্য সংযোগ আছে। "বিত্তায় বিপ্রং হন্তি"—এস্থলে বিপ্রের সহিত বিত্তের সংযোগ থাকিলেও বিত্ত বিপ্রে উপষ্টব্ধ নহে। কারণ প্রাণিগণের দন্ত, কেশ, ত্বক্ প্রভৃতিতেই উপষ্টম্ভাখ্য সংযোগ স্বীকৃত হইয়া থাকে। "মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়, সিংহং নিহন্তি ভুজবিক্রমসূচনায়। কা নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশবীর শাখামৃগে জয়তি যত্তব বাণমোক্ষঃ।" ইত্যাদি স্থলে মুক্তাফল করীতে উপষ্টব্ধ হইলেও 'প্রাপ্তুম্' এইরূপ অর্থ না থাকায় ৭মী হইল না। এস্থলে "প্রাপ্তুম্" এর পরিবর্ত্তে "আহর্ত্তুম্" এইরূপ অর্থ। ইহাই জগদীশের মত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আংশিক-রূপে এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সুধীসমাজে জগদীশের মত আদৃত হয় নাই।

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে কারক বলে।

বিশেষতঃ "চর্ম্ম প্রাপ্তুম্" এবং "মুক্তাফলম্ আহর্ত্তুম্" এই উভয়বিধ অর্থের প্রভেদ আমরা বুঝিতে পারি নাই। যাঁহারা জগদীশের মতের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মতে বোপদেবের উদাহরণ অসঙ্গত। কিন্তু "কারকচক্র"-প্রণেতা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ এবং তদীয় টীকাকার মাধবের মতে "মুক্তাফলায়" ইত্যাদি অপপ্রয়োগ এবং বোপদেবের প্রয়োগ সাধু। অতএব আমরা কাত্যায়ন, কৈয়ট, ভট্টোজি-দীক্ষিত, জয়াদিত্য, ক্রমদীশ্বর, জুমরনন্দী, গোয়ীচন্দ্র, বোপদেব, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাস,—ইহাঁদের মতাবলম্বন-পূর্ব্বক সূত্র, বৃত্তি ও উদাহরণ প্রদান করিয়াছি।

সপ্তমী বিভক্তির আরও কয়েকটী সূত্র লিখিত হইতেছে :—

১। "নক্ষত্রে চলুপি"—(পা ২।৩।৪৫); "লুবন্তাৎ নক্ষত্রশব্দাৎ তৃতীয়াসপ্তম্যৌ ভবতঃ।" —কাশিকা। "কালবাচিনো নক্ষত্রাৎ অধিকরণে তৃতীয়া স্বাদ্বা"—বোপদেব। কালবাচক নক্ষত্র শব্দের উত্তর অধিকরণে বিকল্পে ৩য়া হয়। অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র-বাচক শব্দের উত্তর কালার্থে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের লুপ্ হয়। লুপ্ হইলে সেই নক্ষত্র-বাচক শব্দ কাল-বাচক হইয়া থাকে। তাহারই অধিকরণে বিকল্পে ৩য়া হয়। যথা—কৃষ্ণঃ রোহিণ্যামভবৎ (৭মী); চণ্ডিকা রোহিণ্যা আসীৎ (৩য়া); রোহিণীনক্ষত্রযুক্তকালে ইত্যর্থঃ। "পুষ্যে পুষ্যেণ বা নবান্নমশ্নীয়াৎ"। "মূলেনাবাহয়েদ্ দেবীং শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ"। পক্ষে মূলে শ্রবণে। কাল না বুঝাইলে হয় না। যথা—রোহিণ্যাং প্রীতিশ্চন্দ্রস্য। অধিকরণ না হইলে হয় না। যথা—অদ্য পুষ্যঃ পুষ্যাযুক্তকাল ইত্যর্থঃ—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

২। "যস্মাদধিকং যস্য স্বামী পরিবারো বা ততশ্চোপাধিভ্যাম্"—সংক্ষিপ্তসার ২০২। উপ এবং অধি শব্দের যোগে যাহা অপেক্ষা অধিক, যাহার স্বামী অথবা পরিবার, তাহাতে ৭মী হয়। যথা—উপ খার্য্যাং দ্রোণঃ, খার্য্যা দ্রোণঃ অধিক ইত্যর্থঃ। বিক্রোগুণা উপ পরার্দ্ধে—পরার্দ্ধাদপ্যধিকা ইত্যর্থঃ। সুরা হরৌ অধি হরিস্বামিকা ইত্যর্থঃ। অধি সুরেষু হরিঃ—সুরাণাং হরিঃ স্বামীত্যর্থঃ। অধি পঞ্চালেষু ব্রহ্মদত্তঃ—পঞ্চলানাং ব্রহ্মদত্তঃ স্বামীত্যর্থঃ। অধি ব্রহ্মদত্তে পঞ্চালাঃ—ব্রহ্মদত্তস্য পঞ্চালাঃ পরিবারা ইত্যর্থঃ। অধি ভুবি রামঃ। অধি রামে ভূঃ।

৩। "অধিক-শব্দেন যোগে সপ্তমীপঞ্চম্যাবিষ্যেতে"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। অধিক-শব্দের যোগে ৫মী ও ৭মী হয়। যথা—লোকাৎ লোকে বা অধিকো হরিঃ।

৭৯। ষট্ কারকাণি। (ক)

অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, এই ছয় কারক।

অপাদান। (খ)

৮০। যতো বিশ্লেষোঽপাদানম্। (গ)

যস্মাৎ বিশ্লেষো ভবতি তৎ কারকমপাদানসংজ্ঞং স্যাৎ।

(ক) ষট্কারক-কারিকা—"তীর্থে বিত্তং স্বহস্তেন কোষাদ্ দদৌ দ্বিজায় সঃ।" —প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

সর্ব্ববিভক্তি-কারিকা—"স্বর্ণপাত্রাৎ সুবর্ণানাং শতং শুদ্ধং স্বপাণিনা। পুণ্য-কালে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সম্প্রদত্তে মহীপতিঃ।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।—"রামো রাজমণিঃ সদা বিজয়তে রামং রমেশং ভজে, রামেণাভিহতা নিশাচরচমূ রামায় তস্মৈ নমঃ। রামান্নাস্তি শুভায়নং পরতরং রামস্য দাসোঽস্ম্যহং, রামে চিত্তলয়ঃ সদা ভবতু মে হে রাম মামুদ্ধর।" —রামস্তোত্রম্।

(খ) পঞ্চমীবিভক্তি-কারিকা :—"যতোঽপায়াদানরক্ষাবারণান্তর্দ্ধিজন্মভীঃ। যশ্চা-সহ্যঃ পরাজেঃ স্যাৎ তদপাদানকারকম্। প্রভুবঃ প্রভবো গঙ্গা হিমাদ্রেঃ প্রভবত্যসৌ।" "জুগুপ্সতেবিরমতেঃ প্রমদেরপি কর্ম্ম যৎ। তদপাদানমিচ্ছন্তি যথা ধর্ম্মাৎ জুগুপ্সতে।" "পঞ্চমী স্যাদপাদানে যথা গ্রামাদপৈতি সঃ।" "ল্যব্‌লোপকর্ম্মাধারাভ্যাং প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে নৃপঃ।" "প্রশ্নে তদুত্তরে চৈষা কুতস্ত্বং নগরাদহম্।" উৎকর্ষস্যাপকর্ষস্যাপ্যবধেঃ পঞ্চমী মতা।" "প্রতিদানং প্রতিনিধির্যস্য প্রতিযুতাৎ ততঃ।" "গুণাদ্ধেতোঃ পঞ্চমী বা স্তোকাদেরবিশেষণাৎ।" "অন্যার্থারাদৃতেপর্য্যপাঙ্‌যুক্তাৎ পঞ্চমী মতা।" "দিক্‌কাল-দেশযোগে তু পঞ্চমী ষষ্ঠ্যপীষ্যতে"। "দূরান্তিকার্থাৎ প্রথমাচতুর্থ্যন্যা বিভক্তয়ঃ"। "পঞ্চম্যাচাহিচোর্যোগে ষষ্ঠী স্যাদতসর্থকৈঃ"। "যতঃ কালাধ্বকথনং কথিতা পঞ্চমী ততঃ" —প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(গ) "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" (পা ১।৪।২৪)

যাহা হইতে বিশ্লেষ হয়, তাহাকে অপাদান-কারক বলে। যথা,— **অশ্বাৎ পতিতঃ, হস্তাদ্ ভ্রষ্টঃ, জলাদ্ উত্থিতঃ, গৃহাৎ প্রস্থিতঃ, বিদেশাৎ প্রত্যাগতঃ।** (ক)

৮১। ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ (পা ১।৪।২৫)

"ভয়ার্থানাং ত্রাণার্থানাঞ্চ প্রয়োগে ভয়হেতুরপাদানং স্যাৎ" —সিদ্ধান্তকৌমুদী।

ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়-হেতু অপাদান হয়। যথা, ভয়ার্থ—**ব্যাঘ্রাদ্ বিভেতি, মহিষাৎ ত্রস্যতি** ; ত্রাণার্থ—**আতপাৎ ত্রায়তে, ভল্লুকাদ্ রক্ষতি।** (খ)

৮২। হেতুরুৎপত্তেঃ। (গ)

জায়মানস্য হেতুরপাদানং স্যাৎ।

(ক) "ভূম্যা দিবং রেণুচয়ঃ প্রয়াতঃ"—রাব ৩।১১ ; "নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাৎ"—ভট্টি ২।১ ; "রথাদবততার চ"—রঘু ; "পুরাচ্চ নিষ্ক্রম্য ততঃ"—বিষ্ণু ; জগ্রাহ স নৃপো গর্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্"—বিষ্ণু।

(খ) "গুরোঃ কৃশানুপ্রতিমাদ্বিভেষি"—রঘু ২।৪৯ ; "রামাদ্বিভ্যতি রক্ষাংসি"—ভট্টি ৫।১৪ ; "দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু"—কুমার ১।১২ ; "তস্মাদাত্মা সংরক্ষিতঃ সুমৈঃ"—রঘু ৪।৩৫ ; "ভয়াৎ ত্রায়স্ব রাঘবম্"—ভট্টি ৫।৫৪ ; "ত্রায়েত তস্মাদচিরাদ্ যদি স্যাৎ"—রাব ৩।১১। "কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে"—রামায়ণের এই প্রয়োগে ৫মী হয় নাই। তত্ত্ববোধিনী-মতে 'কস্য' এই পদের সহিত 'সংযুগে' এই পদের সম্বন্ধ, অতএব ভয়-হেতু হয় নাই বলিয়া ৫মীর পরিবর্ত্তে ৬ষ্ঠী হইল। "তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্"—হিতো ; "যস্য সঞ্জাতকোপস্য ভয়মেতি চরাচরম্"—বিষ্ণু। ইত্যাদি স্থলে সম্বন্ধ বিবক্ষায় ৬ষ্ঠী হইয়াছে।

(গ) "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ" (পা ১।৪।৩০)

উৎপত্তির কারণ অপাদান হয়। যথা,—**वीजादङ्कुरो जायते, पितुः पुत्रो जायते, दुग्धाद् घृतमुत्पद्यते, धर्म्मात् सुखं भवति, अधर्म्माद् दुःखमुद्भवति।**

৮৩। आविर्भवनभूर्भुवः। (ক)

भुवः प्रयोगे आविर्भावभूमिरपादानं स्यात्।

ভূ-ধাতুর প্রয়োগে আবির্ভাব-ভূমি অর্থাৎ প্রকাশ-স্থান অপাদান হয়। যথা,—**हिमवतो गङ्गा प्रभवति** (খ), **वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य, आविर्भवतीत्यर्थः।**

৮৪। विरामार्थानां यतो विरतिः। (গ)

विरामार्थधातूनां प्रयोगे यस्मात् विरतिर्भवति, तदपादानं स्यात्।

যাহা হইতে বিরতি হয়, বিরামার্থক ধাতুর প্রয়োগে, তাহা অপাদান হয়। যথা,—**अध्ययनाद्विरमति, कलहान्निवर्त्तते।** (ঘ)

৮৫। पराजेरसह्यम्। (ঙ)

(ক) "ভুবঃ প্রভবঃ"—(পা ১।৪।৩১)

(খ) "তত্র প্রকাশতে ইত্যর্থঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। "উৎপন্নায়া গঙ্গায়া হিমবান্ প্রথমোপলম্ভস্থানম্"—গোয়ীচন্দ্র। "দিবাকরাদ্ যৎ প্রবভূব তেজঃ"—রাব ৩।১৩

(গ) "জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্"—(বা ১০৭৯)

(ঘ) "বিররাম কর্ম্মণঃ"—রঘু ৮।২৩। "কৃতাকৃতেভ্যঃ ব্যরংসীৎ"—ভট্টি ৩।২১; "রণাৎ নিববৃতে ন চ"—ভট্টি ৫।১০২

(ঙ) "পরাজেরসোঢ়ঃ"—(পা ১।৪।৩৬)

परा-पूर्व्वस्य जि-धातोः प्रयोगे असह्यो विषयः अपादानं स्यात्।

পরা-পূর্ব্বক জি-ধাতুর প্রয়োগে অসহ্য বিষয় অপাদান হয়। যথা,—**अध्ययनात् पराजयते, पापात् पराजयते ; अध्ययनं पापञ्च सोढ़ुमसमर्थः।** 'অসহ্যং' বলা হইল কেন? **शत्रून् पराजयते, अभिभवतीत्यर्थः।** (ক)

৮৬। अन्तर्द्धौ येनादर्शनमिच्छति (पा १।৪।২৮

"व्यवधाने सति यत्कर्त्तृकस्यात्मनो दर्शनस्याभावमिच्छति, तदपादानं स्यात्।"—सिद्धान्तकौमुदी।

অন্তর্ধান-স্থলে যৎ-কর্ত্তৃক স্বীয় দর্শনাভাব ইচ্ছা করা যায়, অর্থাৎ 'যে' দেখিতে না পায় এই ইচ্ছা হয়, 'তাহা' অপাদান হয়। যথা,—**गुरोरन्तर्धत्ते, पितुर्निलीयते, दस्योर्लुक्कायति** (খ); **गुरुः पिता दस्युर्वा न मां पश्येदिति लज्जया भयेन वा तद्दर्शनपथादपसरतीत्यर्थः।** (গ)

(ক) "রেণুচয়াৎ পথি পরাজয়তে স্ম কশ্চিৎ"—রাব ৩।১২

(খ) বিদ্যাসাগর মহাশয় 'লুক্কায়তে' এই আত্মনেপদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্তসারে পরস্মৈপদ আছে (৩১ সূত্র)। এই জন্য আমরাও পরস্মৈপদ রাখিয়াছি। গোয়ীচন্দ্র-মতে—লুন্চ অপনয়নে, লুচ্যতে ইতি ক্বিপ, লুক্ কায়ো যস্য স লুক্কায়ঃ, স আচরতীতি লুক্কায়তি। অথবা কায়-শব্দেন সহ কর্ম্মধারয়ং কৃত্বা তৎ করোতি লুক্কায়তি।

(গ) "অন্তর্দধে রঘুব্যাঘ্রাৎ"—ভট্টি ৫।৩২ ; "অন্তর্দধে করিবরাদপরোঽশ্বসাদী" রাব ৩।১২

৮৭। যতো জুগুপ্সা তদর্থানাম্। (ক)

জুগুপ্সার্থক-ধাতোঃ প্রযোগে যৎ গর্হনীয়ং তদপাদানং স্যাৎ। যাহাতে জুগুপ্সা অর্থাৎ নিন্দা বা ঘৃণা জন্মে, জুগুপ্সার্থক ধাতুর প্রয়োগে, তাহা অপাদান হয়। যথা,—**পাপাজ্জুগুপ্সতে, নরকাদ্ বীভৎসতে।**

৮৮। ত্রপার্থানাং যতস্ত্রপা। (খ)

লজ্জার্থক-ধাতু-প্রযোগে যস্মাৎ লজ্জিতো ভবতি, তদপাদানং স্যাৎ।

যাহার নিকটে লজ্জিত হয়, লজ্জার্থক ধাতুর প্রয়োগে, তাহা অপাদান হয়। যথা,—**গুরোর্লজ্জতে, পিতুস্ত্রপতে, মাতুর্জিহ্রেতি** (গ)।

৮৯। অধীত্যর্থানামধ্যাপয়িতা। (ঘ)

অধ্যয়নার্থ-ধাতু-প্রযোগে অধ্যাপয়িতা অপাদানং স্যাৎ।

অধ্যয়নার্থক ধাতুর প্রয়োগে অধ্যাপয়িতা অপাদান হয়। যথা,—**উপাধ্যায়াদধীতে, গুরোঃ পঠতি।**

৯০। বারণার্থানামীপ্সিতঃ (পা ১।৪।২৭)

(ক) "জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্"—(বা ১০৭৯)

(খ) "ল্যব্লোপে কর্ম্মণ্যধিকরণে চ"—(বা ১৪৭৪-১৪৭৫)

(গ) সিদ্ধান্তকৌমুদীতে এই গুলি ল্যব্-লোপে ৫মী (২৯ সূত্র দেখ)। "শ্বশুরাৎ জিহ্রেতি—শ্বশুরং বীক্ষ্য ইত্যর্থঃ"—সি, কৌ।

(ঘ) "আখ্যাতোপযোগে"—(পা ১।৪।২৯)। "অশিক্ষতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ"—রঘু ৩।৩১; "গুরোরধীতী ন স কৌশলেন"—রাব ৩।১৩

"প্রবৃত্তি-বিঘাতো বারণম্। বারণার্থানাং ধাতূনাং প্রযোগে ঈপ্সিতোঽর্থঃ অপাদানং স্যাত্।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে নিবার্য্যমাণের ঈপ্সিত অপাদান হয়। যথা,—অন্নেভ্যঃ কাকং বারযতি, যবেভ্যস্ছাগং নিষেধতি, ব্যসনাত্ পুত্রং নিবারযতি। (ক)

৫১। শ্রুত্যর্থানাং শ্রাবযিতা। (খ)

শ্রুত্যর্থ-ধাতু-প্রযোগে শ্রাবযিতা অপাদানং স্যাত্।

(ক) বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত অপাদান হয়। কাহার ঈপ্সিত? কর্ত্তার না কর্ম্মের? অর্থাৎ যে বারণ করে, সেই বারয়িতার ঈপ্সিত? অথবা যাহাকে বারণ করা হয়, সেই নিবার্য্যমাণের ঈপ্সিত? প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে কর্ত্তার ঈপ্সিত অপাদান হয়। এই জন্য "সুতাং নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ"—কুমার ৪।৩, এই শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ বলিয়াছেন—"মুনিব্রতস্য মেনকায়া অনীপ্সিতত্বাৎ বারণার্থানামীপ্সিত ইতি নাপাদানত্বম্"। "উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা"—কুমার ১।২৬, এই শ্লোকাংশও সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকাংশের অনুরূপ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মল্লিনাথ-মতে শেষোক্ত স্থলে "বারণার্থানামীপ্সিতঃ" এই সূত্রানুসারেই অপাদান হইল। মুনিব্রত যেমন মেনকার অনীপ্সিত, তপস্যাও সেইরূপ মাতার অনীপ্সিত। সুতরাং প্রথম স্থলে সূত্র খাটিল না, কিন্তু দ্বিতীয় স্থলে খাটিল, ইহার কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, মল্লিনাথ কর্ত্তার ঈপ্সিত অপাদান হয়, ইহা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, কর্ম্মের অর্থাৎ যাহাকে নিবারণ করা যায়, তাহার ঈপ্সিতই অপাদান হয়। সুতরাং কুমারসম্ভবের দুইটী প্রয়োগেই এই সূত্রানুসারে পঞ্চমী হইয়াছে। ভাষ্যকারও তাহাই বলিয়াছেন। যথা—"তস্মাদ্বক্তব্যং কর্ম্মণো যদীপ্সিতমিতি। ঈপ্সিতেপ্সিতমিতি বা"—ভাষ্যকার। "বারয়িতুর্যদীপ্সিতং কর্ম্ম তস্য যদীপ্সিতমিত্যর্থঃ"—কৈয়ট। বারয়িতা অর্থাৎ কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিত, তাহাই বারণার্থক ধাতুর কর্ম্ম, এবং ঐ কর্ম্মের যাহা ঈপ্সিত, তাহাই অপাদান। বারণার্থক-শব্দ—"বারণার্থে নিষেধশ্চ নিরোধনং নিবর্ত্তনম্।"

(খ) "আখ্যাতোপযোগে"—(বা ১।৪।২৯)

শ্রবণার্থক ধাতুর প্রয়োগে শ্রাবয়িতা অপাদান হয়। যথা,—गुरोः शास्त्रं शृणोति, नटाद्गीतिमाकर्णयति (क), कस्मात् श्रुतं भवता, श्रुतमिदं तातात्।

६२। ग्रहणप्राप्त्यर्थानां तत्स्थानम्।

ग्रहणार्थानां प्राप्त्यर्थानाञ्च धातूनां प्रयोगे यथाक्रमं ग्रहण-स्थानं प्राप्तिस्थानञ्च अपादानं स्यात्।
গ্রহণার্থক ও প্রাপ্ত্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে যথাক্রমে গ্রহণ-স্থান ও প্রাপ্তি-স্থান অপাদান হয়। যথা, গ্রহণার্থক—आचार्य्यादुपदेशं गृह्णाति, प्रजाभ्यः करमादत्ते ; প্রাপ্ত্যর্থক—उपाध्यायाद्विद्यां प्राप्नोति, गुरोर्ज्ञानं लभते। (খ)

६३। प्रमादार्थानां यतः प्रमादः।

प्रमादार्थानां धातूनां प्रयोगे यस्मिन् विषये प्रमादस्तत् अपादानं स्यात्। प्रमादः अनवधानता।
যে বিষয়ে প্রমাদ হয়, প্রমাদার্থক ধাতুর প্রয়োগে, তাহা অপাদান

(ক) পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসার-মতে নিয়ম-পূর্ব্বক বিদ্যা প্রভৃতির শ্রবণ না বুঝাইলে হয় না। যথা—নটস্য গীতং শৃণোতি। "আখ্যায়কেভ্যঃ শ্রুতসূনুবৃত্তিঃ"—ভট্টি ২।৪৪; "বৈখানসেভ্যঃ শ্রুতরামবার্ত্তাঃ"—ভট্টি ৩।৪৬; "ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা"—কুমা ২।১৬; "হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিম্প্রভুঃ"—ভারবি ১।৫; "ভবদ্ভ্যো ধর্ম্মং শ্রোতুমিহাগতঃ"—হিতো। "কস্মাৎ শ্রুতং ভবতা"—পঞ্চ, ইত্যাদি স্থলে ল্যব্-লোপে পঞ্চমী,—কং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ।

(খ) "প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ"—রঘু ১।১৮

হয়। যথা,—ধর্ম্মাত্ প্রমাদ্যতি, “ধর্ম্মং নানুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ”। প্রয়োগ-রত্ন-মালা। অধ্যয়নাদনবধানম্। (ক)

সম্প্রদান।

৫৪। যস্মৈ দানং সম্প্রদানম্। (খ)

কিমপি যস্মৈ দীয়তে তত্ সম্প্রদানং স্যাত্।

যাহাকে কোনও বস্তু দেওয়া যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক

(ক) ষষ্ঠীবিভক্তি-কারিকা ঃ—“সম্বন্ধে ষষ্ঠ্যনিষ্ঠাদিকৃদন্তকর্তৃকর্ম্মণোঃ। শ্রিয়ঃ স্বামী ক্ষিতেঃ কর্ত্তা ভজতাং পালকোঽস্তু নঃ”। “স্বস্বামিভাবসামীপ্যবিকারা ভাবযোনয়ঃ। আশ্রয়াশ্রয়িভাবশ্চ পূরণ্যবয়বাদয়ঃ”। “কর্ম্মণি নিত্যং ষষ্ঠী স্যাৎ কর্ত্তরি বোভয়প্রাপ্তৌ। আশ্চর্য্যো হি মহাদ্রেরুদ্ধারোঽয়ং শিশোরপ শিশুনা। শব্দানামনুশাসনমাচার্য্যাণামথাচার্য্যৈঃ। বিচিত্রা সূত্রস্য কৃতিঃ পাণিনেঃ পাণিনিনা বা। কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা কৃত্যানিষ্ঠাদয়োর্দ্বয়োঃ প্রাপ্তৌ। কিং রাজ্ঞো হি সমজ্যাং বিদ্বদ্ভির্ন প্রবেষ্টব্যম্”। “ষষ্ঠীমুভয়ত্রৈব ব্যাখ্যদকারয়োঃ শ্রিয়াং কৃতয়োঃ। ক্তক্তবতুশতৃশানাবুকঞ্‌ক্বন্‌স্বব্যয়ং কিতৃণৌ। ইনকো-ভবিষ্যদুক্তামধমর্ণে ণিন্ খলর্থকোদন্তাঃ। নেষ্টানিষ্ঠাদীনামেতেষাং কর্তৃকর্ম্মণোঃ ষষ্ঠী। শত্রুকঞোঃ প্রতিষেধং দ্বিবিকমিধাতোর্বিভাষয়া প্রাহুঃ॥ অধিকরণবার্ত্তমানিকক্তযোগে সা ভাবে ক্তযোগে বা”। “প্রয়োগে হেতুশব্দস্য হেতৌ ষষ্ঠী মতা যথা। হেতোশ্চতুঃ-পুমর্থস্য যাদবেন্দ্রমুপাস্মহে।” “সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া চ সোঽগমৎ কেন হেতুনা। নিমিত্তাদিষু সর্ব্বাসাং বিভক্তীনাং প্রদর্শনম্”। “স্মৃত্যর্থানাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী স্যাদ্ বা দয়ীশোশ্চ।” “কর্ম্মণ্যুপস্করোতেঃ প্রতিযত্নেঽর্থে বিভাষয়া ষষ্ঠী”। “জানাতেরপ্রমার্থে বা জানতে মাধবস্য তাঃ।” “নাথতেরাশিষি হরিপ্রসাদস্য স নাথতে।” “ব্যবহৃঞ্দিবুপণকর্ম্মণি দ্যূতে ক্রয়বিক্রয়ে চ বা ষষ্ঠী। স ব্যবহরতে দীব্যতি পণতে লক্ষ্যস্য লক্ষং বা”। “জাসে-র্নাটো নাথঃ ক্রাথঃ ক্লাথঃ পিষশ্চ নিপ্রহনাম্। অজ্বরিহিংসার্থানামপি ভাব এব কর্ত্তা চেৎ স্যাৎ।” “ষষ্ঠীতৃতীয়ে ভবতস্তুল্যার্থকপদৈর্যুতাৎ। তৃতীয়াথং পরিত্যাজ্যো ধর্ম্মার্থকতুলোপমে”—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(খ) “কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্”—(বা ১০৮৫)

বলে। যথা,—**दरिद्राय धनं ददाति, भिक्षवे भिक्षां ददाति, सर्व्वस्वं गुरवे दद्यात्।** (ক)

৫৫। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः (पा १।४।३३)

रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे कर्त्ता यस्य प्रीतिं करोति स सम्प्रदानं स्यात्।

রুচ্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ (কর্ত্তা যাহার প্রীতি-সম্পাদন করে) সম্প্রদান হয়। যথা,—**मोदकः शिशवे रोचते, शिशोः प्रीतिं जनयतीत्यर्थः; हरे भक्तं स्वदते।** (খ)

৫৬। स्पृहेरीप्सितः (पा १।४।३६)

स्पृहि-धातोः प्रयोगे कर्त्तुरीप्सितं सम्प्रदानं स्यात्।

স্পৃহি-ধাতুর প্রয়োগে যাহা কর্ত্তার ঈপ্সিত (কর্ত্তা যাহা ইচ্ছা করে) তাহা সম্প্রদান হয়। যথা,—**धनाय स्पृहयति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति।** (গ)

(ক) "সুতা দদে তস্য সুতায় মৈথিলী"—ভট্টি ২।৪৭; "দদৌ তস্মৈ বিশালাক্ষী"—বিষ্ণু; "তস্মৈ হস্তেনেব জয়ং দদৌ"—রঘু ৪।২৫; "দিদেশ কৌৎসায় সমস্তমেব"—রঘু ৫।৩০

(খ) "ইয়মিষ্টগুণায় রোচতাং রুচিরার্থা ভবতেঽপি ভারতী"—ভারবি ২।৫; "যত্তাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব"—কুমা ৩।১৬; "অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা"—নৈষধ ৩।৯৩; "রোচতে মে এষ ময়ূরঃ"—শকু। "কন্যায়ৈ রোচতে রূপং মাত্রে চ মোদতে ধনম্। তাতায় স্বদতে শাস্ত্রং বরস্যোপযমোৎসবে"—উদ্ভটসাগরস্থ।

(গ) "স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতায় অস্মৈ"—শকু; "স্পৃহয়ংস্ত্যাগগুণায় পার্থিবস্য"—রাব ৩।১৬; "মনো মে নির্লজ্জং তদপি বিষয়েভ্যঃ স্পৃহয়তি"—শান্তিশতক।

৫৭। धारेरुत्तमर्णः (पा १।४।३५)

धारि-धातोः प्रयोगे उत्तमर्णः सम्प्रदानं स्यात्।

ধারি-ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণ অর্থাৎ ঋণ-দাতা সম্প্রদান হয়। যথা,—**स तुभ्यं शतं धारयति, त्वं मह्यं सहस्रं धारयसि।** (ক)

৫৮। क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम् (वा १०८५)

यस्य प्रीतिजननादिकमुद्दिश्य क्रिया अनुष्ठीयते स सम्प्रदानं स्यात्।

ক্রিয়াদ্বারা যাহাকে অভিপ্রেত করে, অর্থাৎ যাহার প্রীতি-জননাদির উদ্দেশে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহা সম্প্রদান হয়। যথা,—**शिशवे क्रीडनकमानयति, गुरवे दक्षिणामाहरति, पुत्राय चन्द्रं दर्शयति।**

"तत्तद् भूमिपतिः पत्न्यै दर्शयन् प्रियदर्शनः।
अपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः॥"—रघु। (খ)

(ক) "বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি মে"—শকু।

(খ) পাণিনীয়-বার্ত্তিক-মতে এই ক্রিয়া অকর্ম্মক হওয়া আবশ্যক। পত্যে শেতে, শ্রাদ্ধায় নিগর্হতে, যুদ্ধায় সংনহ্যতে ইত্যাদি অকর্ম্মক ধাতুরই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তসারে সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক উভয়বিধ ধাতুরই উদাহরণ আছে। পাণিনীয় মতে সকর্ম্মক ধাতুর স্থলে চতুর্থীর অন্য সূত্র আছে। ২০ (ক) পৃষ্ঠ ১। ফুট্‌নোট্ দেখ। শিশবে—শিশুং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। ভাষ্যকার ও তত্ত্ববোধিনীর মতে এরূপ নিয়ম করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। "তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী"—কুমা; "কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ"—ভার ১।২

৯৯। ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ (পা ১।৪।৩৭)

"ক্রুধাদ্যর্থানাং প্রযোগে যং প্রতি কোপঃ স সম্প্রদানং স্যাৎ। ক্রোধঃ=অমর্ষঃ, দ্রোহঃ=অপকারঃ, ঈর্ষ্যা=অক্ষমা, অসূয়া=গুণেষু দোষাবিষ্করণম্"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।
ক্রোধার্থক, দ্রোহার্থক, ঈর্ষ্যার্থক ও অসূয়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধাদি প্রকাশ করা যায়, তাহা সম্প্রদান হয়। যথা,—ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি, শত্রবে দ্রুহ্যতি, প্রতিবেশিনে ঈর্ষ্যতি, প্রতিদ্বন্দ্বিনে অসূয়তি। (ক)

১০০। প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্ব্বস্য কর্ত্তা (পা ১।৪।৪০)

"আভ্যাং পরস্য শৃণোতের্যোগে পূর্ব্বস্য প্রবর্ত্তনরূপব্যাপারস্য কর্ত্তা সম্প্রদানং স্যাৎ।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

(ক) কোপ না বুঝাইলে হয় না। যথা—ভার্য্যামীর্ষ্যতি। এস্থলে কোপ ভার্য্যার প্রতি নহে, কিন্তু অন্য পুরুষ ভার্য্যাকে দর্শন করে, ইহা অসহ্য। "অত্র ন কোপজন্যা ঈর্ষ্যা, কিন্তু অন্যপুরুষজন্যেতি নাত্র ভার্য্যাং প্রতি কোপঃ, কিন্তু অন্যপুরুষৈর্দৃশ্যমানাং তাং ন সহতে ইতি ভাবঃ"—শিব-দত্ত-কৃত টিপ্পনী। এইরূপ "ঔষধং দ্বেষ্টি—নাভিনন্দয়তীত্যর্থঃ"—গোয়ীচন্দ্র, এখানেও ৪র্থী হইল না। "চুকোপ তস্মৈ স ভৃশং"—রঘু ৩।৫০; "যাম্যেতি মাং দ্রুহ্যতি মহ্যমেব"—নৈষধ ৩।৭; "ভবতু তস্মৈ কোপিষ্যামি"—উত্তর; "...চুক্রোধ দন্তী প্রতিদন্তিতে বঃ......অদ্রুহ্যতা ভূপতয়ে প্রসহ্য।...নৈবৈর্ষ্যদস্মৈ নৃপ ভৃত্যবর্গঃ...নৈবাভ্যসূয়ামকৃত দ্বিষেহপি; রাব ৩।১৭, ১৮; "দ্বেষ্টি প্রায়ো গুণেভ্যোহপি"—ভট্টি।

প্রতি-পূর্ব্বক ও আঙ্-পূর্ব্বক শ্রু-ধাতুর প্রয়োগে প্রবর্ত্তক অর্থাৎ যাচক সম্প্রদান হয়। যথা,—**দরিদ্রায় ধনং প্রতিশৃণোতি, আশৃণোতি বা, দরিদ্রেণ মহ্যং ধনং দেহীতি প্রবর্ত্তিতঃ প্রতিজানীতি ইত্যর্থঃ।** (ক)

(ক) অনু-পূর্ব্বক এবং প্রতি-পূর্ব্বক গৃ-ধাতুরও প্রবর্ত্তক অর্থাৎ পূর্ব্ব-শংসিতা সম্প্রদান হয়। "অনুপ্রতিগৃণশ্চ"—(পা ১।৪।৪১)। হোত্রে অনুগৃণাতি প্রতিগৃণাতি—হোতা প্রথমং শংসতি তমধ্বর্য্যুঃ প্রোৎসাহয়তীত্যর্থঃ। প্রতি ও আ পূর্ব্বক শ্রু ধাতুর অর্থ অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার। অপরে যাচ্ঞা করিলেই স্বীকার সম্ভবপর। অতএব যাচন-ক্রিয়ার কর্ত্তাই সম্প্রদান—গোয়ীচন্দ্র (২৫ সূ)। "ময়া চাস্মৈ প্রতিশ্রুতম্"—কুমা ২।৫৬, "কামং রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য"—রঘু ২।৬৫

চতুর্থীবিভক্তি-কারিকা।—"সম্প্রদানে চতুর্থী স্যাৎ যথা দত্তে দ্বিজায় গাম্"। "তাদর্থ্যে চ যথা দারুর্য্যূপায় দধি সর্পিষে। উৎপাতেন জ্ঞাপ্যমানাৎ বাতায় কপিলা তড়িৎ॥ কৢপ্ত্যর্থানাং বিকারেভ্যঃ কল্পতে দধি সর্পিষে। উক্তক্রিয়ার্থপ্রযুক্তক্রিয়া কর্ম্মণি সা স্মৃতা॥" "নমঃস্বস্তিস্বধাস্বাহাবষট্শক্তার্থকৈর্যুতাৎ"। "চেষ্টাগত্যর্থধাতূনামকাম্যাধ্বান্যকর্ম্মণি। স্যাৎ দ্বিতীয়া চতুর্থী চ গ্রামায়েতি দ্বিজো যথা"। "নাবাদিপ্রাণিনিতদন্যস্যাপ্রাণিনি মন্যতেঃ। কর্ম্মণ্যনাদরব্যক্তিবিশেষণ উভে স্মৃতে"॥ "অনাদরে চতুর্থী তু যত্র স্যাৎ প্রাণিগোচরে। অপ্রাণিনি দ্বিতীয়ৈব বেদ্যো নাবাদিরেব সঃ॥" "নৌরন্নঞ্চ তথা শ্বা চ তদ্বদন্যাস্থতোঽপি চ। এতে নাবাদয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রয়োগাদপরে পুনঃ"॥ দ্বিতীয়ৈব যথা প্রাণিগোচরা প্রতিপদ্যতে। অপ্রাণিনি চতুর্থী চ নাবাদেরিতরস্তদা॥" "নৌরন্নঞ্চ শৃগালশ্চ শুকঃ কাকশ্চ পঞ্চমঃ। এতে নাবাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সুপ্রসিদ্ধা মতান্তরে। নির্দ্দিষ্টাদপরে চাত্র বেদিতব্যাঃ প্রয়োগতঃ"। "অনাদরঃ পরিভবঃ পরিভাবস্তিরস্ক্রিয়া॥" "অশ্মানং কঠিনং মন্যে মন্যে কাষ্ঠমুদুখলম্। অন্ধায়াস্তং সুতং মন্যে যস্য মাতা ন পশ্যতি"। "ষষ্ঠী চতুর্থী চ বলিহিতার্থসুখরক্ষিতৈঃ। আশিষ্যায়ুষ্যকুশলমদ্রভদ্রৈর্যুতাৎ পুনঃ"। "সম্যগ্দানং যমুদ্দিশ্য রুচ্যর্থে প্রীতিমাংস্তু যঃ। ধারেরৃণপ্রদাতা যো যশ্চেচ্ছাবিষয়ঃ স্পৃহেঃ। ক্রিয়াযোগে যন্নিমিত্তং সম্প্রদানং তদিষ্যতে॥" "যজো বা কর্ম্ম করণং সম্প্রদানস্য কর্ম্মতা। যজতে পশুনা রুদ্রং পশুং রুদ্রায় বা দ্বিজঃ॥" "শ্লাঘহ্নুঙ্স্থাশপাং বিজ্ঞাপনেচ্ছাবিষয়স্তথা।"

করণ। (ক)

১০১। साधकतमं करणम्। (পা ১।৪।৪২)

"क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करण-संज्ञं स्यात्।" —सिद्धान्तकौमुदी।

ক্রিয়া-নিষ্পত্তির যে সর্ব্ব-প্রধান উপায়, তাহাকে করণ-কারক বলে। যথা,—**चक्षुषा पश्यति, कर्णेन शृणोति, हस्तेन गृह्णाति, दात्रेण लुनाति, यष्ट्या प्रहरति, शरेण विध्यति, अश्वेन सञ्चरति, वस्त्रेण आच्छादयति।** (খ)

"ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থযোগে যং প্রতি ক্রুধ্যতি।" "ন সম্প্রদানতা সোপসর্গয়োস্তু ক্রুধদ্রুহোঃ।" "রাধীক্ষোর্যস্য বিবিধপ্রশ্নো দৈবাদিগোচরঃ। ভাতো রাধ্যতি পুত্রায় চিন্তিতো দূরবর্ত্তিনে। ঈক্ষতে তরুণঃ স্ত্রীভ্যঃ কা কীদৃশীতি পৃচ্ছতি।" "প্রত্যানুভ্যামুত্তরস্য গৃণাতেঃ পূর্ব্বশংসিতা।" "প্রত্যাঙ্পূর্ব্বশৃণোতেস্তু যাচিতুঃ সম্প্রদানতা।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(ক) তৃতীয়াবিভক্তি-কারিকা :—"করণং সাধকতমং তমবর্থঃ ফলং প্রতি। ব্যাপারান্তাব্যবহিতং ফলানাশ্রয়কারকম্"। "দীব্যতেঃ করণং কর্ম্ম চাক্ষানক্ষৈশ্চ দীব্যতি।" "পরিক্রয়স্য করণং সম্প্রদানং বিভাষয়া॥" "অপবর্গেঽধ্বকালাভ্যাং তৃতীয়ৈব বিধীয়তে।" "তৃতীয়া কর্তৃকরণহেত্বর্থেষু বিশেষণে। প্রকৃত্যাদৌ সহার্থেন যোগে স্যাদপ্রধানতঃ"। "যেনাঙ্গবিকৃতিস্তস্মাদ্ বা সংজ্ঞানাতি-কর্ম্মণি। অশিষ্টব্যবহারেষু চতুর্থ্যর্থেঽপি সা স্মৃতা। পৃথঙ্নানাবিনাযুক্তাৎ তৃতীয়া পঞ্চমী চ বা। দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ জুহোতেঃ কর্ম্মণি স্মৃতা"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(খ) "যজো বা কর্ম্ম করণং সম্প্রদানস্য কর্ম্মতা। যজতে পশুনা রুদ্রং পশুং রুদ্রায় বা দ্বিজঃ।" প্র-র-মা। যজ্-ধাতুর কর্ম্ম করণ হয় এবং সম্প্রদান কর্ম্ম হয়, ইহা সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতির মতে নিত্য, কিন্তু প্রয়োগরত্নমালা-মতে বিকল্পে। যথা—পশুনা রুদ্রং যজতে—পশুং রুদ্রায় দদাতীত্যর্থঃ। "পরিক্রয়স্য করণং সম্প্রদানং বিভাষয়া"—প্র-র-মা।

অধিকরণ। (ক)

১০২। আধারোঽধিকরণম্ (পা ১।৪।৪৫)

"কর্ত্তৃকর্ম্মদ্বারা তন্নিষ্ঠক্রিয়ায়া আধারঃ কারকমধিকরণ-সংজ্ঞং স্যাত্।"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। (খ)

"শতেন পরিক্রীতো দাসঃ শত্যঃ বা। গুণৈর্গণং পরিক্রীণীতে গুণী গুণেভ্যো বা। স্বীকরণং পরিক্রয়ঃ"—প্র-র-মা।

(ক) সপ্তমীবিভক্তি-কারিকা :—"স্যাদাধারোঽধিকরণং স চাধারশ্চতুর্বিধঃ। সমবায়ী চ সংযোগী বিষয়শ্চৌপচারিকঃ। "সপ্তম্যধিকরণে স্যাদ্ বিহরন্তি বৃন্দাবনে যদুত্তংসঃ।" ইণ্-যুক্তস্য ক্তস্য তু কর্ম্মণো বা যথা স্মৃতৌ জ্ঞাতী"। "ক্রিয়য়া কর্ম্মসম্বন্ধে নিমিত্তাৎ সপ্তমী মতা।" "ভাবে কালে চ সামুখ্যক্রিয়ায়াশ্চেদকারকম্।" "অর্চ্চায়াং সাধুনিপুণাভ্যাং যুক্তাৎ সপ্তমী মতা।" "প্রসিতোৎসুকযোগে তু তৃতীয়া চোৎসুকঃ কচৈঃ।" "নক্ষত্রবাচি-শব্দাদ্লুপ্তাণঃ সপ্তমীতৃতীয়ে স্তঃ। আযুক্তকুশলযুক্তাদাসেবায়াং হি ষষ্ঠীসপ্তম্যৌ।" নির্দ্ধা-রণে চ তে স্যাতাং তচ্চ জাতিক্রিয়াগুণৈঃ। সমুদায়াদেকদেশঃ পৃথক্করণমুচ্যতে।" স্বামী-শ্বরদায়াদপ্রতিভূসাক্ষ্যধিপতিপ্রসূতৈশ্চ। ষষ্ঠীসপ্তম্যৌ স্তোঽনাদরণীয়াদনাদরে গম্যে।" —প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

বিশেষণবিভক্তি-নিয়ম :—"বিশেষণে সমানার্থে বিশেষ্যস্য বিভক্তয়ঃ। অহল্লিঙ্গে তু তল্লিঙ্গং সংখ্যাপ্যুৎসর্গতস্তথা"।"বহুব্রীহৌ বাচ্যলিঙ্গা অব্যয়া অপ্যনব্যয়াঃ। অব্যক্তগুণ-সন্দেহ একতাক্লীবলিঙ্গতে। নপুংসকত্বং বিজ্ঞেয়ম্ অব্যয়স্য বিশেষণে। "অম্ নপুংসক-লিঙ্গত্বে স্যাতাং ক্রিয়াবিশেষণে।" "প্রকৃতিবিকৃত্যোরুক্তৌ প্রকৃতেরনুসারতঃ কৃদাখ্যাতে। বিকৃতিবিবক্ষাধীনা বিকৃতৌ সংখ্যাবগন্তব্যা।" "যেনৈব শব্দে সম্বন্ধে বাক্যাকাঙ্ক্ষা নিব-র্ত্ততে। তদপেক্ষ্য প্রযোক্তব্যাঃ সর্ব্বা এব বিভক্তয়ঃ।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

"বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তীতি ব্যবস্থিতেঃ। বৃক্ষস্য পর্ণং পততীত্যাদয়ো ন বিরুধ্যতে।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(খ) "কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিতামসাক্ষাদ্ধারয়ৎ ক্রিয়াম্। উপকুর্ব্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধি-করণং মতম্"।- ভাগবৃত্তি-টীকা।

কর্ত্তা ও কর্ম্মের যে আধার, তাহাকে অধিকরণ-কারক বলে। আধার ত্রিবিধ,—ঐকদেশিক, বৈষয়িক, অভিব্যাপক। যথা, ঐকদেশিক—**वने वसति, वनैकदेशे इत्यर्थः ; नद्यां स्नाति, नद्या एकदेशे इत्यर्थः ; गृहे स्वपिति, गृहैकदेशे इत्यर्थः ; शय्यायां शिशुं शाययति, शय्यैकदेशे इत्यर्थः** (ক)। বৈষয়িক—**जले इच्छा, जलविषये इत्यर्थः ; विद्यायामनुरागः, विद्याविषये इत्यर्थः** (খ)। অভিব্যাপক—**दुग्धे माधुर्य्यमस्ति, दुग्धस्य सर्व्वानवयवान् व्याप्य इत्यर्थः ; तिलेषु तैलमस्ति, तिलस्य सर्व्वानवयवान् व्याप्य इत्यर्थः ; वह्नौ दाहिका शक्तिरस्ति, वह्नेः सर्व्वानवयवान् व्याप्य इत्यर्थः।** (গ)

কর্ম্ম। (ঘ)

১০২। **क्रिययाक्रान्तं कर्म्म।**

(ক) ইহাকেই 'অবচ্ছেদে সপ্তমী' বলে। এইরূপ—কণ্ঠে পরিষক্তঃ। স মাং করে জগ্রাহ। হস্তয়োর্দণ্ডিনী (মাং) রক্ষেৎ (চণ্ডীকবচ)।

(খ) ইহাকেই "বিষয় সপ্তমী" বলে।

(গ) বোপদেব-মতে আরও একপ্রকার অধিকরণ আছে। যথা—সামীপিক বা ঔপচারিক। উদাহরণ—নদ্যামাস্তে, নদীসমীপে ইত্যর্থঃ। এইরূপ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ, বটেষু গাবো দুহন্তে, আকাশে গন্ধর্ব্বনগরম্, অঙ্গুল্যগ্রে করিশতম্"—প্র-র-মা। "আস্তে কটে দেবদত্তো গগনে বিহগশ্চরেৎ। পুষ্পে গন্ধঃ সুতে প্রীতির্বটে গাবো সুশেরতে।" "রেমে শরদি গোবিন্দো গোপীভিরুদিতে বিধৌ। কালিন্দ্যাং কাননে কেলৌ কুশলঃ সকলে স্থিতঃ।"—বোপদেব

(ঘ) **দ্বিতীয়াবিভক্তি-কারিকা:—"অপ্রাপ্তৌ প্রথমায়া বিজ্ঞাতব্যা দ্বিতীয়াদ্যাঃ। কর্ম্মপ্রবচনযোগেঽভিহিতে প্রথমাপি বাধিতা ভবতি"। "দ্বিতীয়া কর্ম্মণ্যত্যন্তযোগে কালা-**

কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া যদাক্রান্তং ভবতি, তৎ কারকং কর্ম্মসংজ্ঞং স্যাৎ।

কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা যাহা আক্রান্ত হয়, তাহাকে কর্ম্ম-কারক বলে। যথা,—**গৃহং প্রবিশতি, চন্দ্রং পশ্যতি, গ্রামং গচ্ছতি, অন্নং**

ধ্বনোরপি"। "অভিতঃ পরিতঃ সময়ানিকষোভয়তোহন্তরান্তরেণপৃথক্। ধিক্সর্ব্বতো-বিনর্ত্তেহাহধোধোহধ্যধ্যুপর্য্যুপরি। নানাপ্রতিপূর্ব্বোভা চৈভির্যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ। অভিতঃ-প্রভৃতিভির্যোগে তদ্যোগিভ্যো দ্বিতীয়া স্যাৎ"। "অনুঃ সহার্থে হেত্বর্থে হীনে চানুরুপোহপি চ। যাবদ্ ব্যাপ্তৌ পূজনে সুঃ পূজাতিক্রময়োরতি। লক্ষণ ইত্থম্ভূতাখ্যানে ভাগে চ বীপ্সায়াম্। প্রতিপর্য্যনবো ভাগং হিত্বাভিলক্ষণাদ্যর্থে। অন্বাদয়ঃ সহার্থাদৌ কর্ম্ম-প্রবচনীয়কাঃ। এতৈর্যোগে দ্বিতীয়া স্যাদ্ বিষয়ার্থেহধিনাপি চ"। "ঈশ্বরেহনীশ্বরে চাধি-রধিকার্থে উপঃ স্মৃতঃ। আভ্যাং যোগে সপ্তমী স্যাদ্ যথা ময্যধি মাধবঃ।" "যৎ কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যং তৎ কর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্"। "দুহিযাচিরুধিপ্রচ্ছিব্রুবো বহিজিগ্রাহিচিদণ্ডি-নীহৃঞঃ। কৃষিভিক্ষতিশাসিমন্থয়ঃ, কবিনাথ্যায়িষত দ্বিকর্ম্মকাঃ"। "দুহিযাচিরুধি-প্রচ্ছিব্রূনীশাসিচিঞর্থকান্। জিগ্রাহিদণ্ডিমন্থ্যর্থান্ ধাতূনাহুর্দ্বিকর্ম্মকান্"। "গৌণং কর্ম্মা-ভিধেয়ং স্যাৎ ভূয়িষ্ঠানাং দ্বিকর্ম্মণাম্। হৃঞ্‌নীবহিকৃষাং মুখ্যং গত্যাদেরিনি কর্ম্ম যৎ"। "দুহিযাচিরুধিপ্রচ্ছিভিক্ষিচিঞো, ব্রুবিশাসিজিদণ্ডিবৃমন্থিবদঃ। ইতি চোভয়কর্ম্ম দুহাদি বিদুঃ, কৃষিনীবহিহৃপ্রভৃতীতি পরম্।" "দুহিযাচিরুধিপ্রচ্ছিভিক্ষিচিঞো, ব্রুবিশাসিজি-দণ্ডিবৃমন্থিবদঃ। হরতির্নয়তিশ্চ দুহাদিগণঃ, প্রবদন্ত্যপরে তু যথাবগমম্।" "যাচ্ঞার্থ-দুহ-চি-প্রচ্ছ-রুধ্-ব্রূ-শাস-জি-নী-বহঃ। হৃ-দণ্ডি-গ্রহ-কৃষ্-মন্থ-মুষ্-পচাদ্যা ধবো দ্বিগাঃ।" "কালভাবাধ্বগন্তব্যদেশাঃ কর্ম্মাণ্যকর্ম্মণাম্। উপান্বধ্যাঙ্পূর্ব্বকস্য বসতের্বাভিনেবিশঃ"। "অধেঃ পরেষাং শীঙ্স্থাসামাধারঃ কর্ম্ম গীয়তে"। "নিবৃত্ত্যর্থে বা বসতেগ্রামে উপ-বসত্যসৌ"। "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসিতিশব্দার্থানামকর্ম্মকাণাঞ্চ। ইন্যকৃতে যঃ কর্ত্তা স ইনি সতি কর্ম্মসংজ্ঞকঃ স্যাৎ।" "হৃকৃঞোর্বা কর্ণশিরোহহারয়ত্যর্জ্জুনং হরিঃ"। "নিবহৃদিখাদীনাং ন ভবতি ভক্ষেরহিংসায়াম্"। "ক্রন্দিশব্দায়তিহ্বাঞ্চ শব্দায়য়তি বীণয়া"। "অন্যতরস্যাং জ্ঞেয়ং দৃশভিবদোরাত্মনেপদিনোঃ। যথা দর্শয়তে হরিং হরিপরিচারকো লোকান্ লোকৈর্বা।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

ভুঙ্‌ক্তে, জলং পিবতি, পুষ্পং চিনোতি, বস্ত্রং দদাতি, বেদমধীতে, বৃক্ষম্ আরোহতি, শাখাং ছিনত্তি, কাষ্ঠং ভিনত্তি।

১০৪। অধিশীঙ্‌স্থাসাং কর্ম্ম (পা ১।৪।৪৬)

এষামধিকরণস্য কর্ম্মসংজ্ঞা স্যাৎ।

অধি-পূর্ব্বক শী, স্থা ও আস্ ধাতুর অধিকরণ-কারক কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা,—শয্যামধিশেতে, গৃহমধিতিষ্ঠতি, গ্রামমধ্যাস্তে। (ক)

১০৫। উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ (পা ১।৪।৪৮)

"উপাদিপূর্ব্বস্য বসতেরাধারঃ কর্ম্ম স্যাৎ"—সি, কৌ।

উপ, অনু, অধি ও আঙ্ পূর্ব্বক বস্-ধাতুর অধিকরণ-কারক কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা,—গ্রামমুপবসতি (১৪), গৃহমনুবসতি, নগরমধিবসতি, গুরোরালয়মাবসতি। (খ)

১০৬। অভিনিবিশশ্চ (পা ১।৪।৪৭)

"অভি-নি-ইত্যেতৎসংঘাতপূর্ব্বস্য বিশতেরাধারঃ কর্ম্ম স্যাৎ।"
—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

(ক) "রথমধিশিশ্যে"—রঘু ৫।২৮; "পাতালমধিতিষ্ঠতি"—রঘু ১।৮০। "অধ্যাস্ত সর্ব্বর্ত্তুসুখামযোধ্যাম্"—ভট্টি ১।৫

(১৪) "অভুক্ত্যর্থস্য ন" (বা ১০৮৭)। উপবাস-অর্থে হয় না। যথা,—তীর্থে উপবসতি।

(খ) "বাল্যাৎ পরামিব দশাং মদনোঽধ্যুবাস"—রঘু ৫।৬২; "বনৈরধ্যুষিতাস্তস্য"—রঘু ৪।৪৩; "সহাসনং গোত্রভিদাধ্যবাৎসীৎ"—ভট্টি ১।৩; "শূন্যমন্ববসদ্ বনম্"—ভট্টি ৫।৭৫

অভি ও নি এই মিলিত উপসর্গ-দ্বয়ের পরস্থিত বিশ্-ধাতুর অধিকরণ-কারক কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা,—**ধর্ম্মমভিনিবিশতে** (ক)।

১০৭। ক্রুধদ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ কর্ম্ম (পা ১।৪।৩৮)

উপসর্গ-পূর্ব্বয়োঃ ক্রুধদ্রুহোঃ সম্প্রদানং কর্ম্মসংজ্ঞং স্যাৎ। উপসর্গ-পূর্ব্বক ক্রুধ্ ও দ্রুহ্ ধাতুর সম্প্রদান-কারক কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা,—**ভৃত্যমভিক্রুধ্যতি, শত্রুমভিদ্রুহ্যতি** (খ)।

১০৮। বিভাষা দিবঃ করণম্। (গ)

দিব-ধাতোঃ করণং কর্ম্মসংজ্ঞং স্যাদ্বা।

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে বিকল্পে কর্ম্ম-সংজ্ঞার বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার ও মুগ্ধবোধের মতে নিত্য হয়। এজন্য আমরা অবিকল পাণিনির সূত্রই দিলাম। ভট্টোজিদীক্ষিত ও গোয়ীচন্দ্র উভয়েই নিত্য বিধানেরই সমর্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন কোন স্থলে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। যথা—কল্যাণেঽভিনিবেশঃ, পাপে অভিনিবেশঃ, যস্মিন্ যস্মিন্নভিনিবিশতে, কচিদপবাদ-বিষয়েঽপ্যুৎসর্গোঽভিনিবিশতে ইত্যাদি। প্রয়োগরত্নমালা-মতে বিকল্পে হয় (৫ বি, ৬২৪ সূত্র)। এই জন্যই বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিকল্পের বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার ও মুগ্ধবোধের মূল-সূত্রোক্ত মত অবলম্বন করাই যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলাম।

(খ) উত্তরচরিতের ষষ্ঠাঙ্কে লবের উক্তিতে ভবভূতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। যথা—"ময়া পুনরেভ্য এব অভিদ্রুহ্যমজ্জেন"। "সংক্রুধ্যসি মৃষা কিন্ত্বং দিদৃক্ষুং মাং মৃগেক্ষণে"—ভট্টি ৮।৭৬ ; "ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেৎ"—মনু ; "কিঞ্চিদপ্যপরাধ্যন্তং যোঽভিক্রুধ্যাভিদ্রুহ্যতি। ন কিং স নিজপাপানাং ক্ষমাং যাচত ঈশ্বরম্"।

(গ) "দিবঃ কর্ম্ম চ"—(পা ১।৪।৪৩)

দিব্-ধাতুর করণ-কারক বিকল্পে কর্ম্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা,—**অক্ষান্ দীব্যতি, অক্ষৈর্দীব্যতি।** (ক)

১০৬। দ্বে কর্ম্মণী দুহাদেঃ। (খ)

দুহাদয়ো ধাতবো দ্বিকর্ম্মকাঃ।

দুহ্, যাচ্ (১৫), চি, প্রচ্ছ্, নী, মন্থ্ প্রভৃতি (গ) কতকগুলি ধাতুর দুই কর্ম্ম থাকে; একের নাম প্রধান বা মুখ্য, অপরের নাম অপ্রধান বা গৌণ। ক্রিয়ার সহিত প্রধান-ভাবে যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে প্রধান কর্ম্ম, এবং অপ্রধান-ভাবে যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে অপ্রধান কর্ম্ম বলে। যথা,—**গোপো গাং দুগ্ধং দোগ্ধি, দরিদ্রো রাজানং ধনং যাচতে** (ঘ), **মালাকারো বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি,**

(ক) শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে করণ-পক্ষেও দিব্-ধাতুকে সকর্ম্মকই মনে করিতে হইবে। অতএব অক্ষা দীব্যন্তে, অক্ষৈর্দেবয়তে ছাত্রেণ গুরুঃ, অক্ষাণাং দেবকঃ, অক্ষাণাং দেবিতা ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে, কিন্তু অক্ষৈর্দেবয়তে ছাত্রং গুরুঃ, অক্ষৈর্দেবকঃ, অক্ষৈর্দেবিতা ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে না। সংক্ষিপ্তসার-মতে অক্ষৈর্দেবকঃ হয়। এস্থলে বিকল্পে ৬ষ্ঠী।

(খ) "অকথিতঞ্চ"—(পা ১।৪।৫১)

(১৫) যাচ্ঞার্থ ধাতু,—নাথ, ভিক্ষ, যাচ, অর্থ, মৃগি, বৃ প্রভৃতি।

(গ) "দুহ্যাচ্‌দণ্ড্‌রুধিপ্রচ্ছিচিব্রূশাস্‌জিমন্থ্‌মুষাম্। কর্ম্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্‌বহাম্॥" "যাচ্ঞার্থ-দুহ-চি-প্রচ্ছ-রুধ্-ব্রূ-শাস-জি-নী-বহঃ। হৃ-দণ্ডি-গ্রহ-কৃষ্-মন্থ-মুষ্-পচাদ্যা ধবো দ্বিগাঃ॥"—মুগ্ধবোধ

(ঘ) ভিক্ষতে ভিক্ষাং ধার্ম্মিকম্, দেবদত্তং ধনং প্রার্থয়তে, শঙ্করং বরং মৃগয়তে, নৃপং কম্বলং নাথতি, দেবান্ বরং বৃণীতে ইত্যাদি যাচ্ঞার্থ ধাতুর উদাহরণ। যুধিষ্ঠিরং রাজ্যং জয়তি—রাজ্যগ্রহণেন পরাভবতীত্যর্থঃ। গাং ব্রজং রুণদ্ধি—গাং প্রবেশয়ন্ ব্রজমাবৃণোতীত্যর্থঃ। হরতি ধান্যমাগারম্। শাস্তি ধর্ম্মং শিষ্যম্। ধর্ম্মমাচষ্টে ব্রূতে, বক্তি, ভাষতে, গদতি, অভিধত্তে শিষ্যম্। দণ্ডয়তি ধনং কুটুম্বিনম্। কর্ষতি শাখাং ভবনম্। বহতি

শিষ্যো গুরুং ধর্ম্মং পৃচ্ছতি, পিতা পুত্রং গৃহং নয়তি, দেবা জলধিমমৃতং মমন্থুঃ। এ স্থলে দুগ্ধ, ধন, পুষ্প, ধর্ম্ম, পুত্র, অমৃত প্রধান কর্ম্ম; এবং গো, রাজা, বৃক্ষ, গুরু, গৃহ, জলধি অপ্রধান কর্ম্ম। এই অপ্রধান কর্ম্মকেই অকথিত ও অবিবক্ষিত কর্ম্ম বলে; অর্থাৎ উভয় কর্ম্মের মধ্যে যাহাতে কারকান্তর-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে, অথচ বক্তার ইচ্ছা-বিরহ-বশতঃ সেই সকল কারক প্রবৃত্ত না হইয়া কর্ম্ম-কারক প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই অকথিত, অবিবক্ষিত ও অপ্রধান কর্ম্ম বলে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-সমূহে গো প্রভৃতির কর্ম্ম-সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু বিবক্ষা থাকিলে **গোর্দুগ্ধং দোগ্ধি, রাজ্ঞো ধনং যাচতে, বৃক্ষাৎ পুষ্পং চিনোতি, গুরোর্ধর্ম্মং পৃচ্ছতি, পুত্রং গৃহে নয়তি, জলধেরমৃতং মমন্থুঃ**, এই রূপে যথাসম্ভব অপাদানাদি কারক প্রবৃত্ত হইতে পারে।

১১০। কর্ম্মণি বাচ্যে প্রথমা।

"প্রযোগে কর্ম্মবাচ্যস্য কর্ম্মণি প্রথমা ভবেৎ"।

কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে কর্ম্ম-কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**গ্রামো গম্যতে, চন্দ্রো দৃশ্যতে, বৃক্ষ আরুহ্যতে, শত্রুরভিদ্রুয়তে**।

ভারং গ্রামম্। হরতি ভারং গ্রামম্। দধি নবনীতং মথ্নাতি। দেবদত্তং শতং মুষ্ণাতি। তণ্ডুলানোদনং পচতি। "ভাস্বন্তি রত্নানি মহোষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্"—কুমা ১।২; "অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ পিতরম্"—কুমা ৫।৬; "মুনিস্তং কুশলং পপ্রচ্ছ"—রঘু ১।৫৮; "উচ্চিক্যিরে পুষ্পফলং বনানি"—ভট্টি ৩।৩৮

১১১। ন্যাদিঃ প্রধানে।

কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে নী-হৃ-কৃষ্-বহাং প্রধানে কর্ম্মণি প্রথমা স্যাৎ।

কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে নী প্রভৃতি (১৬) ধাতুর প্রধান কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**গৌর্গ্রামং নীয়তে, হ্রিয়তে, কৃষ্যতে, উহ্যতে বা।**

১১২। দুহাদেরপ্রধানে। (ক)

কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে দুহাদীনাম্ অপ্রধানে কর্ম্মণি প্রথমা স্যাৎ।

---

(১৬) নী, হৃ, কৃষ্, বহ্,—এই চারি ধাতুই প্রায় একার্থ-বোধক।

(ক) "গৌণে কর্ম্মণি দুহ্যাদেঃ প্রধানে নী-হৃ-কৃষ্-বহাম্। বুদ্ধি-ভক্ষার্থয়োঃ শব্দ-কর্ম্মকাণাং নিজেচ্ছয়া। প্রযোজ্যকর্ম্মণ্যন্যেষাং ণ্যন্তানাং লাদয়ো মতাঃ।"—সি, কৌ। জ্ঞানার্থক, ভক্ষণার্থক এবং শব্দ-কর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে কর্ম্মবাচ্যে প্রধান অথবা অপ্রধান, যে কোন কর্ম্মেই প্রথমা হইতে পারে। যথা—বোধ্যতে মাণবকং ধর্ম্মঃ মাণবকো ধর্ম্মমিতি বা। মাত্রা পুত্রঃ অন্নং ভোজ্যতে, পুত্রং অন্নং বা। গুরুণা শিষ্যো বেদমধ্যাপ্যতে, শিষ্যং বেদো বা। তদ্ভিন্ন ণিজন্ত ধাতুর প্রযোজ্য কর্ম্মে প্রথমা হয়। যথা—দেবদত্তো গ্রামং গম্যতে। অকর্ম্মক ধাতুর কালাদি কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে কর্ম্ম অথবা ভাববাচ্যেও প্রয়োগ হয়। কর্ম্মবাচ্যে ঐ কর্ম্মে ১মা বিভক্তি হয়। যথা—মাসো মাসং বা আস্যতে দেবদত্তেন। ঐ সকল ধাতু ণিজন্ত হইলে কর্ম্মবাচ্যে উহার প্রযোজ্য কর্ম্মেই ১মা হয়। যথা—মাসমাস্যতে মাণবকঃ। মুগ্ধবোধ-মতে অকর্ম্মক ও গত্যর্থক ধাতু ণিজন্ত হইলে কর্ম্মবাচ্যে মুখ্যকর্ম্মে ১মা হয়। শব্দার্থ, ভক্ষণার্থ, জ্ঞানার্থ ধাতু, গ্রহ্, কৃষ্, শ্রু এবং কৃ ধাতু ণিজন্ত হইলে কর্ম্মবাচ্যে মুখ্য অথবা গৌণ, যে কোন কর্ম্মে ১মা হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মুগ্ধবোধে কেবল গ্রহ্, কৃষ্, শ্রু ও কৃ এই চারিটী ধাতু লইয়াই মতের অনৈক্য হইতেছে। "সর্ব্বত্রৈব ণ্যন্তানাং প্রযোজ্যকর্ম্মৈব উক্তং

কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে দুহ্ প্রভৃতি (১৭) ধাতুর অপ্রধান কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**গৌর্দুগ্ধং দুহ্যতে, রাজা ধনং যাচ্যতে, চৌরঃ শতং দণ্ড্যতে, গুরুর্ধর্ম্মং পৃচ্ছ্যতে, বৃক্ষঃ পুষ্পং চীয়তে, শিষ্যো ধর্ম্মমনুশিষ্যতে, জলধিরমৃতং মমন্থে।**

কর্ত্তা। (খ)

১১২। ক্রিয়াসম্পাদকঃ কর্ত্তা।

যস্য প্রযত্নেন ক্রিয়া সম্পদ্যতে স কর্ত্তৃসংজ্ঞঃ স্যাৎ।

যাহার প্রযত্নে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্ত্তৃ-কারক বলে। যথা,

ভবতীতি পাণিনি-সর্ব্ববর্ম্ম-ক্রমদীশ্বরাঃ"—দুর্গাদাস। "প্রধানকর্ম্মণ্যাখ্যেয়ে লাদীনাহু-দ্বিকর্ম্মণাম্। অপ্রধানে দুহাদীনাং ণ্যন্তে কর্ত্তুশ্চ কর্ম্মণঃ॥"—ভাষ্য। কর্ম্মবাচ্যে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর প্রধান কর্ম্মে এবং দুহাদির অপ্রধান কর্ম্মে ১মা হয়। যে ধাতুর অণিজন্ত-কালের কর্ত্তা ণিজন্ত কালে কর্ম্ম হইয়া যায়, কর্ম্মবাচ্যে সেই কর্ম্মেই ১মা হয়, ইহাই ভাষ্যকারের মত।

"মনীষিতং দ্যৌরপি যেন দুগ্ধা"—রঘু ৫; "যাচিতা তেন তন্বঙ্গী মালাং বিদ্যাধরাঙ্গনা"—বিষ্ণু; "উচ্চিকিষ্যে পুষ্পফলং বনানি"—ভট্টি ৩।৩৮; "দেবাসুরৈরমৃতমম্বুনিধির্মমন্থে"—শ্বার ৫।৩০; "গিরিশেন কাঞ্চীগুণস্থানমঙ্কমারোপিতং"—কুমা ১।৩৭; "অধ্যাপিতস্যোশন-সাঽপি নীতিম্"—কুমা ৩।৬; "পাণ্ডবা ধৃতরাষ্ট্রেণ প্রেষিতা বারণাবতম্"—মহা; "অমুনা জগৎ আজ্ঞাং কারিতং"—কুমা ৪।২৯। বোপদেব-মতে "অমুনা জগৎ আজ্ঞা কারিতা"—এরূপও হইতে পারে।

(১৭) দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ড্, রুধ্, প্রচ্ছ্, চি, ব্রূ, (কথনার্থ—কথ্, বচ্, বদ্, শন্স্, ভাষ্, গদ্, আ+চক্ষ্, অভি+ধা, প্রভৃতি), শাস্, জি, মন্থ্, মুষ্।

(খ) প্রথমাবিভক্তি-কারিকা—"লিঙ্গার্থেঽভিহিতে সম্বোধনে চ প্রথমা মতা"॥ "যস্যোচ্চারণমাত্রেণ কর্ম্মাদ্যর্থানপেক্ষয়া। যোঽর্থঃ প্রতীয়মানঃ স্যাৎ স লিঙ্গার্থ ইতি স্মৃতঃ॥" "যো ভবান্ ধরণীং ধত্তে যস্ত্বং দেবৈঃ প্রণম্যসে। তেন ত্বয়া দয়াসিন্ধো পরিপাল্যামহে বয়ম্॥" "ক্রিয়াসিদ্ধৌ স্বতন্ত্রো যঃ স কর্ত্তা পাতু বো হরিঃ। বিশ্বানি যেন সৃজ্যন্তে তেনাপি সমুজ্জায়িতম্।" "উপচারাদসিদ্ধিস্তে ভিক্ষা বাসয়তে দ্বিজম্।" "কর্ত্তৃপ্রযোজকো

শিশুঃ ক্রীড়তি, গৌঃ হম্বায়তে, মেঘো গর্জ্জতি, গোপো দুগ্ধং দোগ্ধি, মালাকারঃ পুষ্পং চিনোতি, বানরো বৃক্ষমারোহতি, রাজা প্রজাঃ পালয়তি।

১১৪। প্রযোজকশ্চ। (ক)

যোঽন্যং ক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তয়তি সোঽপি কর্ত্তৃসংজ্ঞঃ স্যাৎ।
যে প্রযোজক অর্থাৎ অন্যকে ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকেও কর্ত্তৃ-কারক বলে।

১১৫। তৃতীয়া প্রযোজ্যে। (খ)

প্রযোজ্যে কর্ত্তরি তৃতীয়া স্যাৎ।
ক্রিয়ার অণিজন্ত অবস্থায় যে কর্ত্তা, ণিজন্ত অবস্থায় তাহাকে প্রযোজ্য বলে। প্রযোজ্য কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,— **দেবদত্ত ওদনং পচতি, যজ্ঞদত্তো দেবদত্তেন ওদনং পাচয়তি।** এস্থলে দেবদত্ত পচন-ক্রিয়ার অণিজন্ত অবস্থায় কর্ত্তা ছিল, কিন্তু ণিজন্ত অবস্থায় তাহার প্রযোজ্য সংজ্ঞা ও তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হইল; এবং যজ্ঞদত্ত দেবদত্তকে পচন-ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত করিতেছে, এজন্য সে প্রযোজক, এবং তাহার কর্ত্তৃ-সংজ্ঞা ও তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হইল। এইরূপ রাজা ভৃত্যেন শত্রুং ঘাতয়তি, গৃহী গোপেন গাং রক্ষয়তি ইত্যাদি।

হেতুঃ কর্ত্তা চেত্যুপদিশ্যতে। গুরুণাধ্যাপ্যতে শিষ্যো জীবয়ত্যচ্যুতো জগৎ।" এষামুভয়-প্রাপ্তৌ পরকারকমেব মন্তব্যম্। স্থাল্যাং ভুঙ্‌ক্তে ধনুষা বিধ্যতি বাণো রিপূনিতিবৎ।" —প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(ক) "তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ"—(পা ১।৪।৫৪)

(খ) "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া"—(পা ২।৩।১৮)

১১৬। গত্যর্থানাং কর্ম্মসংজ্ঞা প্রযোজ্যস্য। (ক)

গত্যর্থ-ধাতূনাং প্রয়োগে প্রযোজ্যকর্ত্তুঃ কর্ম্মসংজ্ঞা স্যাৎ। গমনার্থ ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। যথা,—**দেবদত্তো গৃহং গচ্ছতি, যজ্ঞদত্তো দেবদত্তং গৃহং গময়তি।** এইরূপ যাপয়তি, প্রস্থাপয়তি, আটয়তি ইত্যাদি। (খ)

১১৭। জ্ঞানাশনার্থানাঞ্চ।

জ্ঞানার্থানাম্ অশনার্থানাঞ্চ ধাতূনাং প্রয়োগে প্রযোজ্যকর্ত্তুঃ কর্ম্মসংজ্ঞা স্যাৎ।

(ক) "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণিকর্ত্তা স ণৌ"—(পা ১।৪।৫২) "শত্রূনগময়ৎ স্বর্গং বেদার্থং স্বানবেদয়ৎ। আশয়চ্চামৃতং দেবান্ বেদমধ্যাপয়দ্ বিধিম্। আসয়ৎ সলিলে পৃথ্বীং যঃ স মে শ্রীহরির্গতিঃ॥"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

(খ) শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে প্রবেশ, আরোহণ, তরণ ও প্রাপণ—ইহারাও গত্যর্থ। অতএব "প্রাবেশয়ন্মন্দিরমধ্যমেনম্"; "তামঙ্কমারোপ্য সুতাং প্রতস্থে"; "প্রিয়ামুদন্বন্তমতীতর দ্ধরিঃ"; "নন্মু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্"; "রাবণং গময় প্রীতিম্"; "ধৃতনবাতপমুৎসুকতামহো ন কমলং কমলস্ত্বয়নস্তসি"; "অস্ত্রবেদবিদয়ং মরুত্বতা শৈলবাসমনুনীয় লম্ভিতঃ" ইত্যাদি স্থলে অণিজন্ত-কালের কর্ত্তা ণিজন্ত-কালে কর্ম্ম হইয়াছে, বিদ্যানিবাসেরও এই মত। তন্মতে "সিতং সিতিম্না সুতরাং মুনের্বপুর্বিসারিভিঃ সৌধমিবাথ লম্ভয়ন্",-এই মাঘ-প্রয়োগে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেই জন্য 'সিতিম্না' পদে ৩য়া হয় নাই। সংক্ষিপ্তসার-মতে প্রাপণার্থের প্রাধান্য হইলে কর্ম্মসংজ্ঞা হয় না, গত্যর্থের প্রাধান্য হইলেই কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "নন্মু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্"—এস্থলে প্রাপণার্থ অপেক্ষা গত্যর্থেরই প্রাধান্য। প্রাপয়—প্রাপ্তুং গময় ইত্যর্থঃ। মাঘ-প্রয়োগে প্রাপণার্থেরই প্রাধান্য হওয়ায় কর্ম্মসংজ্ঞা হইল না। "গমনান্তর্ভাবে প্রাপণে ন ভবতি"—প্র-র-মা। বোপদেব-মতে গত্যর্থক হইলেও অয়-ধাতুর হয় না। যথা—কপয়ো রক্ষাংসি আয়ন্ত, রামঃ কপিভিঃ রক্ষাংসি আয়য়ৎ—

জ্ঞানার্থ ও অশনার্থ (১৮) ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। যথা, জ্ঞানার্থ—**শিষ্যো ধর্ম্মং বুধ্যতে, গুরুঃ শিষ্যং ধর্ম্মং বোধয়তি**; এইরূপ জ্ঞাপয়তি, বেদয়তি ইত্যাদি (ক)। ভোজনার্থ—**পুত্রোঽন্নমশ্নাতি, মাতা পুত্রমন্নম্ আশয়তি**। এইরূপ ভোজয়তি, অভ্যবহারয়তি, প্রত্যবসায়য়তি, পায়য়তি ইত্যাদি। (খ)

প্রাপিতবান্ ইত্যর্থঃ। নী ও বহ্ ধাতুর হয় না। যথা—নায়য়তি বাহয়তি বা ভারং ভৃত্যেন। বহ্ ধাতুর নিয়ন্তা কর্ত্তা হইলে হয়। তত্ত্ববোধিনী-মতে নিয়ন্তা=পশুপ্রেরক; গোয়ীচন্দ্র-মতে নিয়ন্তা=অস্ফুট-চেতন গবাদির নিরন্তর অধিষ্ঠাতা। যথা—বাহয়তি রথং বাহান্ সূতঃ; বাহয়তি ধান্যং বলীবর্দ্দান্ কৃষকঃ। গোয়ীচন্দ্র-মতে ধারণার্থক বহ্ ধাতুর হয় না। যথা—বাহয়তি হারং দয়িতয়া।

(১৮) অদ্, খাদ্, ভক্ষ্ ভিন্ন।

(ক) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্মরণ প্রভৃতিও জ্ঞানার্থের অন্তর্গত। দর্শয়তি রূপং প্রিয়াম্, শ্রাবয়তি ছাত্রং শ্লোকম্, ঘ্রাপয়তি জায়াং পুষ্পম্, স্পর্শয়তি গাত্রং কামিনীম্, স্মারয়তি মিত্রং পূর্ব্বকথাম্ ইত্যাদি। ইহা গোয়ীচন্দ্র, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাসের মত। কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে এস্থলে জ্ঞান-সামান্যার্থেরই গ্রহণ হইয়াছে, তদ্বিশেষার্থের গ্রহণ হয় নাই, এই হেতু স্মরতি, জিঘ্রতি প্রভৃতির হইবে না। অতএব তন্মতে স্মারয়তি, ঘ্রাপয়তি দেবদত্তেন, এইরূপ প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ভাষ্যকার স্বয়ং প্রয়োগ করিয়াছেন—"স্মারয়ত্যেনং বনগুল্মঃ"। এস্থলে প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়াছে। দৃশ্-ধাতুর দর্শন ভিন্ন অর্থ বুঝাইলেও হয়। যথা—প্রিয়ং প্রীতিং দর্শয়তি—প্রকাশয়তীত্যর্থঃ।

(খ) ভোজনার্থ হইলেও অদ্, খাদ্ ও ভক্ষ্ ধাতুর হয় না। যথা—"আদয়তি দধীনি পান্থৈর্গৃহী", "খাদয়তি কদলীশতং ব্রাহ্মণেন ধনী", "ভক্ষয়তি চৌরং শ্বানং রাজা"। ভক্ষ্ ধাতুর হিংসা ভিন্ন অর্থ বুঝাইলে হয় না। যথা—"ভক্ষয়তি ভক্তং বিপ্রেণ ধার্ম্মিকঃ।" "ভক্ষয়তি বলীবর্দ্দান্ শস্যম্"—সি, কৌ। তত্ত্ববোধিনী-মতে ক্ষেত্রস্থ শস্য-ভক্ষণে শস্যের হিংসা করা হয়, কারণ সেই অবস্থায় ইহা চেতন। ভুজ্-ধাতুর উপভোগ-অর্থ বুঝাইলেও হয়। যথা—"প্রীতোঽহং ভোজয়িষ্যামি ভবতীং ভুবনত্রয়ম্"—ভট্টি।

১১৮। শব্দকর্ম্মকাণামকর্ম্মকাণাঞ্চ।

শব্দকর্ম্মকাণামকর্ম্মকাণাঞ্চ ধাতূনাং প্রযোগে প্রযোজ্যকর্ত্তুঃ কর্ম্মসংজ্ঞা স্যাৎ।

শব্দ-কর্ম্মক (১৯) ও অকর্ম্মক (২০) ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। যথা, শব্দকর্ম্মক—**শিষ্যো বেদমধীতে, গুরুঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়তি**। এইরূপ পাঠয়তি, বাচয়তি, জল্পয়তি, ব্যাহারয়তি, সংলাপয়তি, সংভাষয়তি, বিরাণয়তি ইত্যাদি। অকর্ম্মক—**শিশুঃ শেতে, মাতা শিশুং শায়য়তি। আসয়তি সখায়মাসনে বয়স্যঃ, স্বাপয়তি জাগরয়তি শিশুং মাতা, স্থাপয়তি ধনম্, নাশয়তি পাপম্ ইত্যাদি।** (ক)

(১৯) শব্দাত্মক বিষয়,—পদ, বাক্য, গ্রন্থ, উপদেশ, তিরস্কার, প্রশংসা প্রভৃতি।

(২০) হ্বে, ক্রন্দ্, শব্দায় ভিন্ন। যথা—"হ্বায়য়তি অর্ভকেণ দ্বিজং পিতা, ক্রন্দয়তি বালেন গুরুঃ, শব্দায়য়তি বীণয়া"—প্র-র-মা।

(ক) যে সকল ধাতু স্বভাবতঃ অকর্ম্মক, কিন্তু কোন বিশেষ নিয়মানুসারে সকর্ম্মক-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদিগকেও এই সূত্র-প্রয়োগ-কালে অকর্ম্মক বলিয়া মনে করিতে হইবে। বৈয়াকরণেরা ক্রিয়ার বিশেষণকে কর্ম্ম-কারক বলিয়াছেন, কিন্তু সেই জন্য ঐ ক্রিয়াকে যে সকর্ম্মক মনে করিতে হইবে, তাহা নহে। অতএব "মৃদু শায়য়তি সুতম্"—এস্থলে অকর্ম্মক হওয়ায় প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হইল। "পতির্মাসমধিশেতে" —এস্থলে 'মাসম্' এই কর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও 'অধিশেতে' এই ক্রিয়াটীকে অকর্ম্মকই মনে করিতে হইবে। অতএব "মাসমধিশায়য়তি পতিম্"—এইরূপ হইবে। "স আসনমধ্যাস্তে" —এখানে 'আসনম্' এই কর্ম্মপদ থাকা সত্ত্বেও 'অধ্যাস্তে' এই ক্রিয়াপদটী অকর্ম্মক। অতএব "তম্ আসনমধ্যাসয়তি"—এইরূপ হইল। "ত্রিবর্গপারীণমসৌ ভবন্তমধ্যাসয়ন্নাসনমেকমিন্দ্রঃ"—ভট্টি। মৈত্রশ্চৈত্রং সংক্রুধ্যতি—বিপ্রো মৈত্রং চৈত্রং সংক্রোধয়তি

১১৯। বিভাষা হৃঞকৃঞোঃ। (ক)

হৃঞ্-কৃঞোঃ প্রয়োগে প্রয়োজ্যকর্ত্তুঃ কর্ম্মত্বং স্যাদ্বা

হৃঞ্ ও কৃঞ্ ধাতুর প্রয়োগে প্রয়োজ্য কর্ত্তার বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। যথা,—**ভৃত্যো ভারং হরতি, প্রভুর্ভৃত্যং ভৃত্যেন বা ভারং হারয়তি; কুম্ভকারো ঘটং করোতি, যজ্ঞদত্তঃ কুম্ভকারং কুম্ভকারেণ বা ঘটং কারয়তি।** (খ)

ইত্যাদি। কিন্তু দিব্-ধাতুর করণ-কারক যে পক্ষে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত না হইবে (১০৮ সূত্র), সে পক্ষেও ইহাকে সকর্ম্মক বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। অতএব "হরঃ অক্ষৈর্দীব্যতি"— হরিঃ হরেণ অক্ষৈর্দেবয়তে। এস্থলে প্রয়োজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হইল না।

(ক) "হৃক্রোরন্যতরস্যাম্" (পা ১।৪।৫৩)

(খ) বোপদেব-মতে গ্রহ্ ধাতুরও প্রয়োজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। যথা—শিষ্যঃ অস্ত্রং গৃহ্ণাতি—গুরুঃ শিষ্যম্ অস্ত্রং গ্রাহয়তি। পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসারের মতে এরূপ হয় না। কিন্তু এইরূপ অনেক শিষ্ট-প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"অজিগ্রহৎ তং জনকো ধনুস্তৎ"—ভট্টি; "অযাচিতারং নহি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক"—কুমার। "ভরতস্তত্র গন্ধর্ব্বান্ যুধি নির্জিত্য কেবলম্। আতোদ্যং গ্রাহয়ামাস সমত্যাজয়দায়ুধম্॥"— রঘু ১৫।৮৮;—ইত্যাদি প্রয়োগে গ্রহ্ ধাতুর প্রয়োজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়াছে। এই হেতুই বোপদেব মুগ্ধবোধ-সূত্রে গ্রহ-ধাতুরও উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত রঘুবংশ-শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ বলিয়াছেন—"গ্রহি-ত্যজ্যোর্ণ্যন্তয়োর্দ্বিকর্ম্মকত্বং নিত্যমিত্যনুসন্ধেয়ম্"। অর্থাৎ গ্রহ্ ও ত্যজ্ ধাতু ণিজন্ত হইলে নিত্য দ্বিকর্ম্মক হয়। পাণিনি-বিরুদ্ধ হইলেও মল্লিনাথকে ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। সংক্ষিপ্তসারে উক্ত হইয়াছে—"ইত্যসাধু-রিত্যনুন্যাস-বাভটৌ" (১০ সূত্র)। অর্থাৎ অনুন্যাস ও বাভটের মতে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগ-গুলি অসাধু। ভট্টি-কাব্যের প্রসিদ্ধ টীকাকার জয়মঙ্গলের মতে "অজিগ্রহৎ তং জনকো ধনুস্তৎ" (২।৪২); এস্থলে অজিগ্রহৎ=বোধিতবান্, অতএব জ্ঞানার্থক হওয়ায় প্রয়োজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হইল।

১২০। কর্ম্মভাবয়োস্তৃতীয়া। (ক)

কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে ভাববাচ্য-প্রয়োগে চ কর্ত্তরি তৃতীয়া স্যাৎ।

কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য প্রয়োগে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

এতদ্ভিন্ন মুচ্, ত্যজ্ এবং দা ধাতুরও প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা দেখা যায়। মুচ্-ধাতু—"পুরুহূতদ্বিষো ধুর্যু যুক্তান্ যানস্থ বাজিনঃ। আযুংষি ত্বক্ষু নির্ভিদ্য প্রাশুশ্ননিরমোচয়ৎ॥" ভট্টি ৯।৬৭; "শ্যামপত্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যম্"—মেঘদূত। সংক্ষিপ্তসার-মতে এস্থলে মুচ্-ধাতুর অর্থ মুক্তি-পূর্ব্বিকা গতিঃ। ভট্টি-শ্লোকে অমোচয়ৎ—মোচনেন ভবান্তর-মগময়দিত্যর্থঃ। অতএব ১১৬ সূত্রানুসারে কর্ম্মসংজ্ঞা হইল। ত্যজ্ ধাতু—"মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা"—মেঘদূত; "ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ"—৪।৩৩; "ভরতো গন্ধর্ব্বান্ সমত্যাজয়দায়ুধম্"—রঘু ১৫।৮৮। দা-ধাতু—দেবদত্তং শতং দাপয়তি। সংক্ষিপ্তসারে উক্ত হইয়াছে—"শূরসেনং পৌরুষং ত্যাজয়তি, দেবদত্তং শতং দাপয়তি ইত্যাদয়োঽসাধব ইতি বাভটঃ"। পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার ও মুগ্ধবোধ-মতে পচ্-ধাতুর হয় না (১১৫ সূত্র), কিন্তু প্রয়োগরত্নমালা-মতে দা ও পচ্ ধাতুর বিকল্পে হয়। কারিকা যথা—"গত্যাদেরনিনঃ কর্ত্তুর্নিত্যং স্যাদিনি কর্ম্মতা। অন্যাসাং দানপাকাদিক্রিয়াণাস্তু বিভাষয়া"। "ক্রটিতকর্ণীমমাতৃপিতৃবংশজাং স্ত্রিয়মন্নং ন পাচয়েদিতি" শ্রাদ্ধকল্পে—প্র-র-মা। হৃ-ধাতুর বিকল্পে হয় (১১৯ সূত্র)। কিন্তু ভাষ্যকার ও সংক্ষিপ্তসারের মতে অভি ও অব এই মিলিত উপসর্গ-দ্বয়-পূর্ব্বক হৃ-ধাতু ভোজনার্থক বলিয়া নিত্য হইবে। কিন্তু ন্যাস ও প্রয়োগরত্নমালা-মতে কেবল হৃ-ধাতুর ন্যায় অভ্যব-পূর্ব্বক হৃ-ধাতুরও বিকল্পে।

দৃশ্-ধাতু এবং অভি-পূর্ব্বক চুরাদি-গণীয় বদ্-ধাতুর আত্মনেপদে প্রয়োগ হইলে বিকল্পে প্রযোজ্য-কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। যথা—দর্শয়তে অভিবাদয়তে দেবং ভক্তং ভক্তেন বা। পরস্মৈপদে হয় না। যথা—অভিবাদয়তি দেবং ভক্তেন। পরস্মৈপদে দৃশ্-ধাতুর নিত্য হয়। কোন ধাতু দুইবার ণিজন্ত হইলে দ্বিতীয় বারে হয় না। যথা—শিষ্যো বেদং পঠতি,—পুত্রঃ শিষ্যং বেদং পাঠয়তি—পিতা পুত্রেণ শিষ্যং বেদং পাঠয়তি ইত্যাদি।

(ক) "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" (পা ২।৩।১৮)

যথা, কর্ম্মবাচ্যে—**गोपेन दुग्धं दुह्यते, मालाकारेण पुष्पं चीयते, राज्ञा धनं दीयते**; ভাববাচ্যে—**शिशुना रुद्यते, यूना हस्यते, वृद्धेन सुप्यते।**

১২১। कर्म्मसंज्ञायां प्रयोज्यकर्म्मणोः प्रथमा-द्वितीये।

यत्र प्रयोज्यकर्त्तुः कर्म्मत्वं स्यात्, तत्र कर्म्मवाच्यप्रयोगे प्रयोज्यकर्त्तरि प्रथमा कर्म्मणि च द्वितीया स्यात्।

যে স্থলে প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়, সে স্থলে কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি এবং কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—**शिष्येण वेदोऽधीयते, गुरुणा शिष्यो वेदमध्याप्यते।** এ স্থলে প্রযোজ্য কর্ত্তা শিষ্যে প্রথমা বিভক্তি এবং কর্ম্ম বেদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইল। তদ্ভিন্ন স্থলে **देवदत्तेन ओदनं पच्यते, यज्ञदत्तेन देवदत्तेन ओदनं पाच्यते।**

১২২। निवृत्तौ च प्रवृत्तिवत् क्रियायाः।

क्रियायाः प्रवृत्तौ यथा कारकाणि विधीयन्ते, निवृत्तावपि तथैव।

ক্রিয়া-প্রবৃত্তি-স্থলেই তত্তৎ কারকের বিধান হইয়াছে; কিন্তু ক্রিয়া-প্রবৃত্তির মত ক্রিয়া-নিবৃত্তি-স্থলেও অবিশেষে তত্তৎ কারকের বিধান হইয়া থাকে। যথা,—**अश्वात् पतितः, अश्वान्न पतितः; अध्ययनाद्विरमति, अध्ययनान्न विरमति; भिक्षवे भिक्षां ददाति, भिक्षवे भिक्षां न ददाति; मह्यमिदं स्वदते,**

মদ্যমিদং ন স্বদতে; হস্তেন গৃহ্নাতি, হস্তেন ন গৃহ্নাতি; বস্ত্রেণাচ্ছাদয়তি, বস্ত্রেণ নাচ্ছাদয়তি; গৃহে তিষ্ঠতি, গৃহে ন তিষ্ঠতি; শয্যায়াং শেতে, শয্যায়াং ন শেতে; জলং পিবতি, জলং ন পিবতি; চন্দ্রং পশ্যতি, চন্দ্রং ন পশ্যতি; মেঘো বর্ষতি, মেঘো ন বর্ষতি; নদী বহতি, নদী ন বহতি।

১২৩। বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি। (ক)

"বক্তুমিচ্ছা বিবক্ষা। * * * যদা যাদৃশী বক্তুর্বিবক্ষা ভবতি, তদা তাদৃশং কারকং ভবতি"—গোয়ীচন্দ্রঃ।

যে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, বিবক্ষা-বশতঃ অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছানুসারে, তাহার অন্যথা-ভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা,—**গৃহং গচ্ছতি, গৃহে গচ্ছতি** (খ); **গৃহং প্রবিশতি, গৃহে**

(ক) একত্র একাধিক কারকের সম্ভাবনা থাকিলে প্রকৃত কারক-নির্ণয়ের কারিকা:—(১) "অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকর্ম্মণাম্। কর্ত্তুশ্চান্যোন্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্ত্ততে॥" (২) "কর্ত্তা কর্ম্মাধিকরণং করণং সম্প্রদানকম্। অপাদানঞ্চ সন্দেহে পরং পূর্ব্বেণ বাধ্যতে॥" অর্থাৎ অপাদান ও সম্প্রদানের সন্দেহে সম্প্রদান হইবে। যথা—বিপ্রায় দত্ত্বা বস্ত্রং গৃহ্নাতি। এস্থলে গ্রহ্-ধাতুর অপাদানে ৫মী না হইয়া দা-ধাতুর সম্প্রদানে ৪র্থী হইল। এইরূপ—ধনুষি আরোপ্য শরান্ ক্ষিপতি, উপবিশ্য উত্তিষ্ঠতি পীঠে, গৃহং প্রবিশ্য নিঃসরতি, অন্বেষ্য ঘটঃ পশ্য, পশ্য মৃগো ধাবতি, "পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ" ইত্যাদি। প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি-অনুসারে কর্ত্তা কর্ম্ম ইত্যাদি-ক্রমে কারকের নির্দ্দেশ না করিয়া পাণিনি অপাদানাদি ক্রমেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্" এই সূত্রটি করিয়া সন্দেহ-স্থলে পরবর্ত্তি কার্য্যের প্রাপ্তি হইবে, বলিয়াছেন। তদনুসারেই উক্ত কারিকাদ্বয় রচিত হইয়াছে।

(খ) "গৃহে গচ্ছতি" ইত্যাদি প্রয়োগ ইচ্ছানুসারে করা উচিত নহে। দুর্গাদাস

প্রবিশতি ; পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি, পুষ্পাণি স্পৃহয়তি ; পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহা, পুষ্পেষু স্পৃহা ; অরয়ে কুপ্যতি, অরৌ কুপ্যতি ; গাং দুগ্ধং দোগ্ধি, গোভ্যো দুগ্ধং দোগ্ধি ; নৃপং ধনং যাচতে, নৃপাদ্ধনং যাচতে ; বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি, বৃক্ষাৎ পুষ্পং চিনোতি ; পুত্রং গৃহং নয়তি, পুত্রং গৃহে নয়তি ; জলধিমমৃতং মমন্থুঃ, জলধেরমৃতং মমন্থুঃ ; শিষ্যায় বিদ্যাং বিতরতি, শিষ্যে বিদ্যাং বিতরতি ; হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি, হিমবতি গঙ্গা প্রভবতি। (ক)

বলেন—"ইত্যাদয়ো মহাকবি-প্রয়োগাদ্ বিবক্ষয়া সমাধানীয়াঃ, স্থিতের্গতিশ্চিন্তনীয়া ইতি ন্যায়াৎ। তেন স্বেচ্ছয়া গ্রামে গচ্ছতীত্যাদিপ্রয়োগো ন কর্ত্তব্য ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ"। স্থালী পচতি, স্থাল্যা পচতি, স্থাল্যাং পচতি—তিন প্রকারেই প্রয়োগ হইতে পারে। "ময়ি প্রহর্ত্তুম্"—রঘু ২।৬২ ; "তস্মিন্ প্রজহ্রুঃ"—রঘু ৭।৫৯ ; "ন প্রহর্ত্তুমনাগসি"-শকু ; "প্রচরিষ্যন্ ময়ি মায়য়া"—ভার ১৩।৯ ; "স্বাত্মনি তু প্রহর্ত্তুম্"-নৈ ৩।৭৭ ; "তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেষা" —রঘু ; "মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্"—মহা , "তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যম্"—হিতো ; "সমমব্রাহ্মণে দানম্"—মনু। "কুমার্য্য ইব কান্তস্য ত্রস্যন্তি স্পৃহয়ন্তি চ" ; "মাষাণামশ্নীয়াৎ"—ভাষ্য ; "ন চ স্নিহ্যতি কস্যচিৎ"—ভট্টি ; "সা লক্ষ্মীরুপকুরুতে যয়া পরেষাম্"—ভারবি ; "নারায়ণস্যানুকরোতি"—ইত্যাদি স্থলে সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ৬ষ্ঠী।

(ক) "বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তীতি ব্যবস্থিতেঃ।
বৃক্ষস্য পত্রং পততীত্যাদয়ো ন বিরুধ্যতে।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা

প্রশ্ন (বিভক্তি ও কারক)

১। বিভক্তি ও কারক কাহাকে কহে ? সংস্কৃত ভাষায় কয়টী বিভক্তি ও কয়টী কারক ? বিভক্তি ও কারকের সংখ্যাগত পার্থক্যের কারণ কি, তাহা নির্দ্দেশ কর। "সম্বন্ধ কারক" এরূপ বলা যায় কি না ?

২। কোন্ কোন্ স্থলে প্রথমা বিভক্তি হয় ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। "অভি-ধেয়মাত্রে প্রথমা" কাহাকে বলে ? ইহার অপর নাম কি কি ?

৩। কোন্ কোন্ স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। ক্রিয়ার বিশেষণে কি বিভক্তি হয় ? তিনটী উদাহরণ দাও।

৫। কোন্ কোন্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় ? উদাহরণ দাও।

৬। স্থল-বিশেষে কর্ম্ম-কারকে প্রথমাদি সাতটী বিভক্তিই হইতে পারে। উদাহরণ দিয়া ইহা বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দাও।

৭। কোন্ কোন্ স্থলে অকর্ম্মক ধাতুও সকর্ম্মক-রূপে ব্যবহৃত হয় ? ৫টী উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৮। কোন্ কোন্ স্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হয় ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৯। "মাসং ব্যাকরণমধীতম্", "মাসেন ব্যাকরণমধীতম্"—সূত্রোল্লেখ-পূর্ব্বক এই দুইটী প্রয়োগের অর্থগত প্রভেদ দেখাইয়া দাও।

১০। 'উপলক্ষণে তৃতীয়া', 'অপবর্গে তৃতীয়া' ও 'প্রকৃত্যাদিভ্যঃ তৃতীয়া'—ইহাদের অর্থ কি ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। "প্রকৃত্যাদি" শব্দ গুলির নামোল্লেখ কর। (ক)

১১। "যেনাঙ্গেনাঙ্গিনো বিকারঃ"—এই সূত্রটীর অর্থ কি ? এমন একটী সংস্কৃত শ্লোক বল, যাহাতে অঙ্গীর নানাঙ্গের বিকার দৃষ্ট হয়। (খ)

(ক) "নামাত্মা চরিতং গোত্রং স্বরূপং বিষমং সমম্।
বেগঃ কালঃ সুখং দুঃখং স্বভাবো জাতিরাকৃতিঃ।
সাহস্রং পঞ্চকং যত্নঃ ক্লেশঃ শুম্বস্ত্বরা ক্রমঃ।
প্রায়স্তত্ত্বং পরিণতির্দ্রোণঃ প্রস্থশ্ছলং বয়ঃ।
প্রকৃত্যাদিগণশ্চৈষ জ্ঞেয়া অন্যে প্রয়োগতঃ॥"—উদ্ভটসাগরস্থ

(খ) "পৃষ্ঠেন কুব্জশ্চরণেন খঞ্জো নেত্রেণ কাণো রসনেন মূকঃ।
কায়েন খর্ব্বঃ শ্রবণেন চৈড়ো নসাহবনাটো বিধিবঞ্চিতো যঃ॥"—উদ্ভটসাগরস্থ

১২। 'সহ' এই অব্যয় শব্দের যোগে কি বিভক্তি হয়? 'সহ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ বল (ক)। সহার্থ-বাচক শব্দগুলির নাম কর (খ)। নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলিতে যে 'সহ' শব্দ আছে, তাহাদের অর্থ কি? (১) পুত্রঃ পিত্রা সহ স্থূলঃ"। (২) "কো ঘন্তি দুঃখিততরো ময়া দুষ্কৃতকর্ম্মণা"। (৩) "সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দ্দভী।"

১৩। কতকগুলি উনার্থ ও প্রয়োজনার্থ শব্দের নাম কর (গ)। এতদর্থক শব্দের যোগে কি বিভক্তি হয়?

১৪। কোন্ কোন্ স্থলে চতুর্থী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

১৫। কোন্ কোন্ শব্দের যোগে চতুর্থী হয়? উদাহরণ দাও।

১৬। সমর্থার্থক-শব্দ গুলির নাম কর (ঘ)। এরূপ শব্দের যোগে কি বিভক্তি হয়? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১৭। "সম্পদ্যমানাৎ কৢপ্যাদেঃ"—এই সূত্রের অর্থ কি? 'সম্পদ্যমান' কাহাকে কহে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও?

১৮। "পাপায় প্রায়শ্চিত্তম্"—এস্থলে চতুর্থী হইল কেন? এই বাক্যটীর অর্থ কি?

১৯। 'অলম্' শব্দের বিভিন্ন অর্থ কি? ইহার যোগে কি কি বিভক্তি হয়? (ঙ)

২০। নমস্ শব্দের যোগে কোন্ কো্ স্থলে চতুর্থী হয়, এবং কোন্ কোন্ স্থলে হয় না? ইহার বিশেষ বিবরণ লিখ এবং উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

(ক) "সহশব্দস্তু সাকল্যযৌগপদ্যসমৃদ্ধিষু।
সাদৃশ্যে বিদ্যমানে চ সম্বন্ধেঽপি সহ স্মৃতম্।"—পদ্মলোচন-কোষঃ

(খ) "সাকং সার্দ্ধং সমং সত্রাঽমা সজুশ্চ সহার্থকাঃ"—উদ্ভটসাগরস্য

(গ) "উনঃ শূন্যশ্চ শুন্যশ্চ তুচ্ছো রিক্তোঽল্প এব চ।
বশিকো রহিতো হীন উনার্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"—কবিরত্নস্য
"অর্থঃ প্রয়োজনং কার্য্যং নিমিত্তঞ্চ সমার্থকম্।—কবিরত্নস্য

(ঘ) "শক্তশক্তিষ্ঠশক্তিস্থপ্রভুপ্রোথপ্রভুষ্ণবঃ।
সহক্ষমালংপর্য্যাপ্তাঃ সমর্থার্থপ্রকাশকাঃ।"—উদ্ভটসাগরস্য

(ঙ) "অলং তস্য বিবাদেন বিবাদায়াঽপ্যলং হি যঃ"—উদ্ভটসাগরস্য

২১। ক্রুধ্ ও দ্রুহ্ ধাতুর যোগে কি বিভক্তি হয়? সোপসর্গ হইলে ইহাদের যোগে কি বিভক্তি হইবে? (ক)

২২। কোন্ কোন্ ধাতুর কর্ম্ম-কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়? সূত্রোল্লেখ পূর্ব্বক বিশেষ বিবরণ সহ উদাহরণ দাও।

২৩। রুচ্যর্থ-ধাতুর নাম বল। ইহাদের যোগে কি বিভক্তি হয়? (খ)

২৪। কোন্ কোন্ স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাও।

২৫। "ল্যব্-লোপে পঞ্চমী" কাহাকে বলে? ইহার অপর নাম কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২৬। কোন্ কোন্ শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়? উদাহরণ দাও।

২৭। কি কি অর্থে আ-শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়? মর্য্যাদা ও অভিবিধি শব্দের অর্থ কি? (গ)। "আ বনাদ্ বৃষ্টো মেঘঃ"—এই বাক্যটীর কয় প্রকার অর্থ হইতে পারে?

২৮। হেত্বর্থে এবং পৃথক্, বিনা ও ঋতে শব্দের যোগে কি কি বিভক্তি হয়? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২৯। "বারণার্থানামীপ্সিতঃ"—এই সূত্রটীর অর্থ কি? ঈপ্সিত কাহার? কর্ত্তা বা কর্ম্মের? ইহা বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দাও? "কূপাদ্ অন্ধং বারয়তি," "অগ্নেঃ শিশুং বারয়তি,"—এই দুইটী বাক্যে "কূপাদ্" ও "অগ্নেঃ" এই দুইটী পদে পঞ্চমী বিভক্তি হইল কেন? এই দুই স্থলে "ঈপ্সিতের" উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে কি না, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও। কয়েকটী বারণার্থক শব্দের নাম কর। (ঘ)

৩০। 'আরাৎ'—শব্দের বিভিন্ন অর্থ কি? ইহার যোগে কি বিভক্তি হয়? (ঙ)

(ক) "কমলশ্রীহরশ্চন্দ্রঃ পূর্ণচন্দ্রস্ততোঽধিকম্।
অভিক্রুধ্যসি তং তস্মাৎ কিং মাতঃ কমলালয়ে" ।—উদ্ভটসাগরস্য

(খ) "কন্যায়ৈ রোচতে রূপং মাত্রে চ মোদতে ধনম্।
তাতায় স্বদতে শাস্ত্রং বরস্যোপযমোৎসবে ।"—উদ্ভটসাগরস্য

(গ) "মর্য্যাদাঽভিবিধিস্তেন বিনা তেন সহ ক্রমাৎ ।"—উদ্ভটসাগরস্য
"আ মৃত্যোঃ সেব্যতামীশ আ বিশ্বাদস্তি যঃ সদা ।"—উদ্ভটসাগরস্য

(ঘ) "বারণার্থে নিষেধশ্চ নিরোধনং নিবর্ত্তনম্ ।"—উদ্ভটসাগরস্য

(ঙ) "পণ্ডিতঃ পণ্ডিতাদারাদপণ্ডিতাদ্ রমেত চ" ।—উদ্ভটসাগরস্য

৩১। 'অন্যার্থক' শব্দের যোগে কি বিভক্তি হয়? কতকগুলি 'অন্যার্থক' শব্দের নাম কর। (ক)

৩২। কোন্ কোন্ স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাও।

৩৩। সম্বন্ধ-বিবক্ষায় ষষ্ঠীর পাঁচটী উদাহরণ দাও।

৩৪। কোন্ কোন্ স্থলে কর্ত্তায় ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় না? উদাহরণ দাও।

৩৫। কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠীর কি কি সূত্র আছে? প্রত্যেকের তিনটী করিয়া উদাহরণ দাও।

৩৬। বিদ্যাসাগর মহাশয় "কচিদ্ বিভাষা কর্ত্তরি" এই সূত্রে "চন্দ্রস্য দিদৃক্ষা ময়া মম বা; শিষ্যস্য প্রশংসা গুরুণা গুরোর্বা" এই দুইটি উদাহরণ দিয়াছিলেন। ইহাতে কোনও ব্যাকরণ-দোষ হইয়াছে কি না, তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩৭। কর্ত্তা ও কর্ম্ম এই উভয়ে ষষ্ঠীর সম্ভাবনা থাকিলে কোথায় ষষ্ঠী হইবে উদাহরণ দাও।

৩৮। কর্ম্মে বিকল্পে ষষ্ঠীর কি কি সূত্র আছে? উদাহরণ দাও।

৩৯। করণ-কারক কাহাকে কহে? হেতু ও করণে প্রভেদ কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। করণ-কারকে ষষ্ঠীর কি বিশেষ সূত্র আছে? উদাহরণ দাও।

৪০। 'তুল্যার্থ' শব্দের যোগে কি কি বিভক্তি হয়? কতকগুলি 'তুল্যার্থ' শব্দের নাম কর (খ)। কোন্ কোন্ শব্দ উত্তর পদে থাকিলে তুল্যার্থ-বাচক হয় (গ)? কুশলাদি শব্দ কি কি? ইহাদের যোগে কি কি বিভক্তি হয়? এস্থলে কুশলাদি শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষণ? উদাহরণ দাও।

৪১। কোন্ কোন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দিয়া ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।

(ক) "অন্যমেকমিতরদ্ ভিন্নং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণম্।
বুধৈরন্যতরজ্ জ্ঞেয়মন্যার্থস্য প্রকাশকম্ ॥"—উদ্ভটসাগরস্য

(খ) "তুল্যঃ সমানঃ সদৃক্ষঃ সরূপঃ সদৃশঃ সমঃ।
সাধারণসধর্ম্মাণৌ সবর্ণঃ সন্নিভঃ সদৃক্ ॥"—হেমচন্দ্রঃ

(গ) "স্যুরুত্তরপদে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমো নিভঃ।
ভূতরূপোপমাঃ কাশঃ সং-নী-প্র-প্রতিভঃ পরঃ ॥"—হেমচন্দ্রঃ

৪২। অধিকরণে ষষ্ঠী ও নিমিত্তার্থে সপ্তমী,—ইহাদের প্রত্যেকের ২।৩টী করিয়া উদাহরণ দাও।

৪৩। কোন্ কোন্ স্থলে ৭মী বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাও।

৪৪। 'ভাবে ৭মী' কাহাকে বলে? ইহার অপর নাম কি? উদাহরণ দাও।

৪৫। কোন্ কোন্ শব্দের যোগে ৬ষ্ঠী ও ৭মী উভয় বিভক্তিই হয়? উদাহরণ দাও।

৪৬। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে কি কি বিভক্তি হয়? এ বিষয়ে কি কি মতান্তর আছে, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। "পিতৃদ্রোহস্য নিপুণঃ পুত্রঃ", "মাতৃদোহস্য সাধ্বী কন্যা"—এই দুই স্থলে ষষ্ঠী হইল কেন?

৪৭। কিরূপ স্থলে প্রথমা ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই হইয়া থাকে? উদাহরণ দাও।

৪৮। পঞ্চমী ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই কিরূপ স্থলে হয়? উদাহরণ দাও।

৪৯। 'উৎসুক' শব্দ যোগে কি বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাও।

৫০। কতকগুলি দূরার্থ ও অন্তিকার্থ শব্দের নাম কর।

৫১। 'অনাদর' অর্থে কি কি বিভক্তি হয়? উদাহরণ দাও।

৫২। "চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি",—এস্থলে 'চর্ম্মণি' এই পদে সপ্তমী হইল কেন? "মুক্তাফলায় করিণম্" ইত্যাদি প্রয়োগ সাধু কি না বল, এবং কারণ দেখাও।

৫৩। 'কুশল' ও 'আযুক্ত' শব্দের যোগে কি কি অর্থে কি কি বিভক্তি হয়? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৫৪। নিম্ন-লিখিত ধাতুগুলি প্রয়োগ করিয়া অপাদান-কারকের উদাহরণ দাও:— প্র+ভূ, বি+রম্, পরা+জি, নি+সিধ্, প্র+মদ্।

৫৫। নিম্ন-লিখিত ধাতুগুলি প্রয়োগ করিয়া সম্প্রদান কারকের উদাহরণ দাও:— রুচ্, স্পৃহ্, ধারি, ক্রুধ্, প্রতি+শ্রু।

৫৬। 'আধার' কয় প্রকার? প্রত্যেকের ২।৩টী করিয়া উদাহরণ দাও।

৫৭। 'নির্দ্ধার' কাহাকে কহে? ইহা কয় প্রকার? কোন্ নির্দ্ধারে কি বিভক্তি হয়?

৫৮। "যতশ্চ নির্দ্ধারণম্" এবং "নিকৃষ্টাদেকোৎকর্ষে"—এই দুইটী সূত্রের বিষয়-ভেদ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৫৯। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত "নিমিত্তাৎ কর্ম্ম-সমবায়ে বিভাষা" এই সূত্রে কি দোষ আছে, তাহা বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দাও।

৬০। কোন্ কোন্ ধাতুর অধিকরণ, কোন্ কোন্ ধাতুর সম্প্রদান, এবং কোন্ ধাতুর করণ কারকের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬১। কাল-বাচক ও অধ্ব-বাচক শব্দের উত্তর কোন্ কোন্ স্থলে কি কি বিভক্তি হয়, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৬২। দিগ্-বাচক শব্দের যোগে কি বিভক্তি হয়? যে যে স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহাদের নাম উল্লেখ কর।

৬৩। দ্বিকর্ম্মক ধাতুগুলির নাম বল। তাহাদের মধ্যে যে কোন ৫টী ধাতু লইয়া এক একটী বাক্য রচনা কর।

৬৪। "অকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে সকর্ম্মক এবং সকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে দ্বিকর্ম্মক হয়", কিন্তু দ্বিকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে ত্রিকর্ম্মক হয় কি না? যদি হয়, তাহা হইলে কোন্ কোন্ স্থলে এরূপ হইতে পারে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৬৫। কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে দ্বিকর্ম্মক ধাতুর কোন্ কর্ম্মে প্রথমা হয়? উদাহরণ দাও।

৬৬। প্রযোজ্য কর্ত্তা কাহাকে কহে? কোন্ কোন্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্ম-সংজ্ঞা হয়? উদাহরণ দাও।

৬৭। ভক্ষণার্থ, গত্যর্থ ও শব্দ-কর্ম্মক ধাতুর মধ্যে কোন্ কোন্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ম্মসংজ্ঞা হয় না? উদাহরণ দাও। গ্রহ্-ধাতুর সম্বন্ধে কি নিয়ম? ইহা দ্বিকর্ম্মক কি না, তাহা বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দাও।

৬৮। কোন্ কোন্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্ত্তার বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা হয়? উদাহরণ দাও।

৬৯। কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে ণিজন্ত ধাতুর কোন্ কর্ম্মে প্রথমা হয়? উদাহরণ দাও।

৭০। "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি"—এই সূত্রটী ব্যাখ্যা কর। যে যে স্থলে এই সূত্রের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহাদের উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দাও।

৭১। এমন কতকগুলি অকর্ম্মক ধাতুর নাম কর, যাহারা উপসর্গ-যোগে সকর্ম্মক হয়। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৭২। "হেতুরূৎপত্তেঃ" এবং "আবির্ভবনভুর্ভবঃ" এই দুইটী সূত্রের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৭৩। নিম্ন-লিখিত উদাহরণ গুলির ' ' এই চিহ্ন-বিশিষ্ট পদসমূহে যে যে বিভক্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম ও কারণ নির্দ্দেশ কর :—

(১) মনস্বিগর্হিতঃ 'পন্থাঃ' সমারোঢ়ুমসাম্প্রতম্। (২) 'মাসম'ধীতে। (৩) 'নদীমু'ভয়তঃ। (৪) 'গ্রামং' নিকষা নদী। (৫) কোঽর্থঃ 'পুত্রেণ' জাতেন। (৬) 'একেন' উনঃ। (৭) ত্রিভি'রহোভিঃ' কৃতম্। (৮) 'অক্ষ্ণা' কাণঃ। (৯) 'ভূষাভিঃ' শিশুমদর্শম্। (১০) 'যত্নেন' লিখতি। (১১) 'জাত্যা' ব্রাহ্মণঃ। (১২) 'আতপায়' ছাত্রম্। (১৩) 'মূত্রায়' সম্পদ্যতে যবাগূঃ। (১৪) প্রভবতি মল্লো 'মল্লায়'। (১৫) নাহং ত্বাং 'তৃণায়' মন্যে। (১৬) 'গ্রামায়' গচ্ছতি। (১৭) 'প্রাসাদাৎ' প্রেক্ষতে। (১৮) 'বায়সাৎ' কোকিলঃ কৃষ্ণঃ। (১৯) আ 'সকলাদ্' ব্রহ্ম অস্তি। (২০) ইদ'মস্মাদ্' ভিদ্যতে। (২১) 'জন্মনঃ' প্রভৃতি। (২২) 'সতাং' পূজিতঃ। (২৩) 'সজূঃ' পিত্রা। (২৪) 'শত্রোঃ' পিনষ্টি। (২৫) 'মাতুঃ' স্মরতি। (২৬) নাগ্নিস্তৃপ্যতি 'কাষ্ঠানাম্'। (২৭) অধো 'বৃক্ষস্য'। (২৮) দ্বি'র্দিবসস্য' ভুঙ্‌ক্তে। (২৯) 'গ্রামাৎ' বিপ্রকৃষ্টম্। (৩০) 'অল্পস্য' 'হেতো'র্বহু হাতুমিচ্ছতি। (৩১) 'বেদে'ঽধীতী। (৩২) গ্রামো বনাৎ পঞ্চসু 'ক্রোশেষু'। (৩৩) 'বিদ্যয়া' উৎসুকঃ। (৩৪) 'দূরে' গ্রামস্য। (৩৫) রুদতি 'শিশৌ' জগাম। (৩৬) 'গবাং' কৃষ্ণা বহুক্ষীরা। (৩৭) 'বিবাদস্য' সাক্ষী। (৩৮) জিহ্রেতি 'শ্বশুরাদ্' বধূঃ। (৩৯) শতক্রতু'স্তবৈ'কস্যাঃ স্মর'ত্যহ্নো' রঘূত্তমঃ। (৪০) 'যয়া' বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা। বাগধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ 'বাণ্যৈ' নমো নমঃ ॥ (৪১) অহমেব মতো 'মহীপতে'রিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ৎ। (৪২) তবা'র্হতো' নাভিগমন-তৃপ্তং মনো 'নিয়োগক্রিয়য়ো'ৎসুকং মে। (৪৩) সর্ব্বত্র নো বার্ত্তমবেহি রাজন্, 'নাথে' কুত'স্ত্বয্য'শুভং প্রজানাম্। 'সূর্য্যে' তপত্যাবরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত 'লোকস্য' কথং তমিস্রা ॥ (৪৪) পর্য্যায়পীতস্য সুরৈ'র্হিমাংশো' কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরো হি 'বৃদ্ধেঃ' ॥ (৪৫) স্বস্ত্যস্তু 'তে' নির্গলিতাম্বুগর্ভং শরদ্ঘনং নার্দ্দতি চাতকোঽপি ॥ (৪৬) প্রতিশুশ্রাব কাকুৎস্থ'স্তেভ্যো' বিঘ্নপ্রতিক্রিয়াম্। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থৈব প্রবৃত্তির্ভু'বি 'শার্ঙ্গিণঃ' ॥ (৪৭) নীচৈর্'াখ্যং 'গিরিম'-ধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতোঃ। (৪৮) ন মৈথিলেয়ঃ স্পৃহয়াম্বভূব 'ভর্ত্রে' দিবো নাপ্যনকেশ্বরায়। (৪৯) ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং 'পাতালম'ধিতিষ্ঠতি। (৫০) 'তৃণায়' মত্বা রঘুনন্দনোঽথ বাণেন রক্ষঃ প্রধনান্নিরাস্থৎ। (৫১) হরিমপ্যমংস্তত 'তৃণায়'। (৫২) শম্বুকো নাম বৃষলঃ 'পৃথিব্যাং' তপ্যতে 'তপঃ'। শীর্ষচ্ছেদ্যঃ স 'তে' রামস্তং হত্বা জীবয় দ্বিজম্ ॥ (৫৩) গতা স্যাদবচিন্বানা 'কুসুমান্যা'শ্রমদ্রুমান্। আ যত্র 'তাপসান্' 'ধর্ম্মং' সুতীক্ষ্ণঃ শাস্তি তত্র সা ॥ (৫৪) ন 'মাসে' প্রতিপত্তাসে মাং চেন্মর্ত্তাসি মৈথিলি। (৫৫) ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা

"লক্ষ্মণায়' ন রোচতে। জননী জন্মভূমিশ্চ 'স্বর্গাদপি' গরীয়সী॥ (৫৬) অলং মহীপাল! তব 'শ্রমেণ' প্রযুক্তমপ্যস্ত্রমিতো বৃথা স্যাৎ। (৫৭) তত্রাগারং 'ধনপতিগৃহাণু'ত্তরেণাস্মদীয়ম্। (৫৮) 'দুরক্ষান্' দীব্যতা রাজ্ঞা রাজ্যমাত্মা বয়ং বধূঃ। নীতানি 'পণতাং' নূনমীদৃশী ভবিতব্যতা॥ (৫৯) নাগ্নিস্তৃপ্যতি 'কাষ্ঠানাং' নাপগানাং মহোদধিঃ। নান্তকঃ সর্ব্বভূতানাং 'ধনানাং' ন ধনী কচিৎ॥ (৬০) 'একাদশীমু'পবসন্তি নিরম্বুভক্ষাঃ।

৭৪। ৭৩ প্রশ্নে ' ' এই চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যে যে পদে অন্য বিভক্তি হইতে পারে, তাহাদের নাম উল্লেখ কর, এবং অন্য কি কি বিভক্তি হইতে পারে, তাহাও বল।

৭৫। নিম্ন-লিখিত শব্দ গুলি প্রয়োগ করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর:— পরিতঃ নিকষা, অন্তরা, অন্তরেণ, ঊন, প্রভু, আ, আরাৎ, পৃথক্, দক্ষিণেন, উৎসুক, নিপুণ, ঈশ্বর, অলম্।

৭৬। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও :—

(১) পুরাবিদস্তাম্ অপর্ণামিতি বদন্তি। (২) সাধুমুক্তং ভবতা। (৩) উদ্যানস্য সর্ব্বতঃ। (৪) শ্রমেণ ঋতে বিদ্যা ন ভবতি। (৫) শ্রমেণ অন্তরেণ বিদ্যা ন ভবতি। (৬) তস্য সহ বিবাদায় অলম্। (৭) পিতরং নমঃ। (৮) রামো রাবণেন অলম্। (৯) ত্বামহং শৃগালায় মন্যে। (১০) মনসা মথুরায়ৈ গচ্ছতি। (১১) পথে গচ্ছতি। (১২) গৃহস্য উত্তরঃ। (১৩) চৈত্রস্য পৃথক্। (১৪) জলস্য পিপাসুঃ। (১৫) বিপক্ষাণাং নিরাকরিষ্ণুঃ। (১৬) বৃক্ষাদধঃ। (১৭) তৃপ্তো মৎস্যান্ন মার্জ্জারঃ। (১৮) ব্যাঘ্রং বিভেতি। (১৯) অধ্যয়নে বিরমতি। (২০) পাপং জুগুপ্সতে। (২১) ধর্ম্মে প্রমাদ্যতি। (২২) বিড়ালো মৎস্যায় রোচতে। (২৩) স মাং কুপ্যতি। (২৪) ত্বং মে অভিক্রুধ্যসি। (২৫) স মাং দ্রুহ্যতি। (২৬) ত্বং মহ্যম্ অভিদ্রুহ্যসি। (২৭) দরিদ্রং ধনং প্রতিশৃণোতি। (২৮) শয্যায়ামধিশেতে। (২৯) ত্বমাসনে অধিতিষ্ঠসি। (৩০) স বৃক্ষে অধ্যাস্তে। (৩১) শিবঃ কৈলাসে অধ্যুবাস। (৩২) নেতব্যঃ অজাং গ্রামো দেবদত্তেন। (৩৩) রাজানং যাচ্যতে ভূমিঃ। (৩৪) গুরুং ধর্ম্মঃ পৃচ্ছ্যতে। (৩৫) গাং দুগ্ধং দুহ্যতে। (৩৬) বৃক্ষং পুষ্পাণি চীয়তে। (৩৭) শিষ্যং ধর্ম্মোঽনুশিষ্যতে। (৩৮) জলধিনামৃতং মমন্থে। (৩৯) গৃহী পাচকম্ অন্নং পাচয়তি। (৪০) রাজা সৈনিকং শত্রুং ঘাতয়তি। (৪১) গৃহী গোপং গাং দোহয়তি। (৪২) মাতা পুত্রমন্নমাদয়তি। (৪৩) গৃহী বটুমন্নং ভক্ষয়তি। (৪৪) রাবণো রাক্ষসৈর্বানরান্ ভক্ষয়তি। (৪৫) রাজা চৌরং

খানং খাদয়তি। (৪৬) পিতা ভৃত্যং পুত্রমাহ্বায়য়তি। (৪৭) বালকঃ শিশুং ক্রন্দয়তি। (৪৮) বীণাং শব্দায়য়তি। (৪৯) পিতা পুত্রেণ ছাত্রং পাঠয়তি। (৫০) পান্থেন জলং পায়য়তি। (৫১) মার্জ্জারস্য রোচতে মৎস্যঃ। (৫২) ত্বং মাং সহস্রং ধারয়সি। (৫৩) গুরুঃ শিষ্যেণ ধর্ম্মং বোধয়তি। (৫৪) জলস্য পিপাসুঃ স নদ্যা অবতীর্ণঃ। (৫৫) বিনয়েন ঋতে বিদ্যা নিষ্ফলা। (৫৬) অকার্য্যকারিণে তুভ্যং ধিক্। (৫৭) শ্রমাদন্তরেণ কার্য্যং ন ভবতি। (৫৮) অস্য ব্যাকরণমধীতম্। (৫৯) মম দুষ্করমেতৎ কর্ম্মম্। (৬০) অস্মাদ্ গ্রামাদ্ দক্ষিণতো গচ্ছ। (৬১) সাহিত্যেনাতিমাত্রং নিপুণোঽসৌ। (৬২) যথাহং রাঘবস্যান্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে। তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি। (৬৩) শোণিতার্দ্রমিমং বীরং প্রাণৈঃ প্রিয়তরং মম। পশ্যতো মম কা শক্তির্যোদ্ধুং পর্য্যাকুলাত্মনঃ॥ (৬৪) চর্ম্মণে দ্বীপিনং হন্তি দন্তাভ্যাং হন্তি কুঞ্জরম্। কেশেভ্যশ্চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ। (৬৫) লক্ষ্মীং কামুকো হরিঃ। (৬৬) স্বর্ণং ভিদ্যতে রজতস্য। (৬৭) বৃক্ষম্ উপরিষ্টাৎ পক্ষিণ উড্ডয়ন্তে। (৬৮) গৃহস্য বহির্বৃক্ষং তিষ্ঠতি। (৬৯) শৈশবস্য প্রভৃতি পোষিতেয়ং ময়া। (৭০) দুষ্কস্য পিপাসুস্তক্রান্ন তৃপ্যতি।

৭৭। একাধিক কারকের সম্ভাবনা থাকিলে কিরূপে যথার্থ কারক নির্ণয় করিতে হয়, তৎ-সম্বন্ধে দুই একটী কারিকা বল।

৭৮। নিম্ন-লিখিত প্রত্যেক বাক্যে একাধিক কারকের সম্ভাবনা থাকিলে বিহিত কারকের নামোল্লেখ ও কারণ নির্দ্দেশ কর :—

(১) পশ্য চৌরঃ পলায়তে। (২) গঙ্গাং গত্বা দ্বিজঃ স্নাতি। (৩) গৃহং প্রবিশ্য নিঃসরতি। (৪) নিঃসৃত্য গৃহং প্রবিশতি। (৫) বরমাহূয় কন্যাং দদাতি। (৬) কন্যাং দাতুং বরং আহ্বয়তি। (৭) বিপ্রায় বস্ত্রং দত্বা গৃহ্লাতি। (৮) উপবিশ্য উত্তিষ্ঠতি পীঠে।

৭৯। নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য ও তাহার কারণ দেখাও :— (১) ক্রোশম্ উপাখ্যানং শ্রুতম্, ক্রোশেন উপাখ্যানং শ্রুতম্। (২) ভার্য্যাং ঈর্ষ্যতি পতিঃ, ভার্য্যায়ৈ ঈর্ষ্যতি পতিঃ। (৩) হা লোক ঈশ্বরাভক্ত, হা লোকং ঈশ্বরাভক্তম্। (৪) প্রদ্যুম্নঃ কেশবং প্রতি, প্রদ্যুম্নঃ কেশবাৎ প্রতি। (৫) নটাৎ গীতং শৃণোতি, নটস্য গীতং শৃণোতি। (৬) বৃক্ষাৎ পত্রং পততি, বৃক্ষস্য পত্রং পততি। (৭) ভক্তির্জ্ঞানং কল্পতে, ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে। (৮) দাস্যৈ দদাতি প্রভুঃ, দাস্যা দদাতি প্রভুঃ। (৯) বিবাদেন অলম্, বিবাদায় অলম্। (১০) রজকায় বস্ত্রং দদাতি, রজকস্য বস্ত্রং

দদাতি। (১১) মূত্রায় যবাগূঃ সম্পদ্যতে, যবাগূঃ মূত্রং সম্পদ্যতে, মূত্রং যবাগ্বাঃ সম্পদ্যতে। (১২) মূর্খং পরাজয়তে পণ্ডিতঃ, মূর্খাৎ পরাজয়তে পণ্ডিতঃ। (১৩) তীর্থম্ উপবসতি সাধুঃ, তীর্থে উপবসতি সাধুঃ। (১৪) ধনং দাতা, ধনস্য দাতা। (১৫) ঘৃতং ভোক্তা, ঘৃতস্য ভোক্তা। (১৬) মাসং ব্যাকরণমধীতম্, মাসেন ব্যাকরণমধীতম্। (১৭) পুষ্পাণি স্পৃহয়তি বালকঃ, পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি বালকঃ। (১৮) মূর্খো দ্বেষ্টি পণ্ডিতম্, মূর্খো দ্বেষ্টি পণ্ডিতায়। (১৯) গুরুঃ শিষ্যং ধর্ম্মং বক্তি, গুরুঃ শিষ্যং ধর্ম্মং শাস্তি। (২০) ধিক্ লোকমীশ্বরাভক্তম্, ধিক্ লোক ঈশ্বরাভক্ত।

৮০। "বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি"—এই সূত্রটীর অর্থ কি? ৫টী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৮১। এমন একটী সংস্কৃত শ্লোক বল, যাহাতে ছয়টী কারকেরই প্রয়োগ আছে।

৮২। এমন দুইটী সংস্কৃত শ্লোক বল, যাহাতে সকল বিভক্তিই সন্নিবেশিত হইয়াছে। (ক)

৮৩। "পরাজেরসহ্যম্"—এই সূত্রটির অর্থ কি? ৫টী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৮৪। নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলিতে ' ' চিহ্নিত পদে যে যে বিভক্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম বল ও কারণ নির্দ্দেশ কর। যেখানে অন্য বিভক্তির সম্ভাবনা, তাহারও নামোল্লেখ কর। (১) গৃহীত ইব 'কেশেষু' 'মৃত্যুনা' ধর্ম্মমাচরেৎ। (২) রামাদর্শনজঃ শোকঃ 'প্রাণানা'রুজতীব মে। (৩) ইয়ং ন কথং 'পিষ্টং' পিনষ্টি। (৪) 'অপাং' হি 'তৃপ্তায়' ন বারিধারা স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা। (৫) তস্যালমেষ ক্ষুধিতস্য 'তৃপ্ত্যৈ'। (৬) দক্ষিণেন 'বৃক্ষবাটিকামা'লাপ ইব শ্রূয়তে। (৭) মনুষ্যাণাং 'সহস্রেষু' কশ্চিদ্ যততি 'সিদ্ধয়ে'। (৮) স্পৃহয়ামি খলু দুর্ললিতা'য়াস্মৈ'। (৯) পিতেব পুত্রং ধর্ম্মজ্ঞ ত্রাতুমর্হসি 'কিল্বিষাৎ'। (১০) বৃক্ষসেচনে দ্বে ধারয়সি 'মে'। (১১) ভুজঙ্গ-পিহিতদ্বারং 'পাতালম'ধিতিষ্ঠতি। (১২) 'সপ্তরাত্রা'দিতো নেতা যমস্য 'সদনং' প্রতি। (১৩) হা 'মাতাপিতরৌ' যাভ্যাং ন 'বিদ্যাং' গ্রাহিতঃ সুতঃ। (১৪) হরতি 'নিমেষাৎ' কালঃ

(ক) "নস্যং ভূসুরসূরিসেবিতমলং নস্যং সুসেবে স্বয়ং
নস্যেনৈব বিকাশতে কবিকুলং নস্যায় তস্মৈ নমঃ।
নস্যাৎ শস্যতরং ন চাস্তি ভুবনে নস্যস্য বশ্যোঽস্ম্যহং
নস্যে মে নিয়তং বিরাজতু মনো হে নস্য মামুদ্ধর।"—উদ্ভটসাগরস্য

সর্ব্বম্। (১৫) জটাধরঃ সন্ জুহধীহ 'পাবকম্'—ভারবি। (১৬) মাত'র্মে' ভোজনং দেহি। 'রামেণ' 'বাণেন' হতো দশাস্যঃ—রামা। (১৭) 'বিষবৃক্ষো'ঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্—রঘু। (১৮) বিচচার 'দাবম্'—রঘু। (১৯) 'অযোধ্যাম্' অধ্যাস্ত—ভট্টি। (২০) নিজং দর্শয়তে 'মূর্ত্তিং' চাভিবাদয়তে 'পরান্'। কাং গতিং স্বয়মাপ্নোঽসৌ মুক্তিং যোঽস্য দিৎসতি। (২১) স উবাস চিরং 'কালম্'—বিষ্ণু। (২২) ক্রহি 'তত্ত্বেন' লক্ষ্মণ—রামা। (২৩) 'শত্রুণা' নহি সন্দধ্যাৎ—হিতো। (২৪) 'প্রণয়েনা'গতং পুত্রং কস্ত্যজেদ্ জগতীতলে। (২৫) কৃতং 'সন্দেহেন'। (২৬) 'পশ্যতস্তে' মরিষ্যামি যদি 'রামো'ঽভিষিচ্যতে। (২৭) যো যত্র কুশলঃ 'কার্য্যে' তং তত্র বিনিবেশয়েৎ। (২৮) গুরুঃ 'শিষ্যায়' চপেটং দদাতি। (২৯) "যথা দুগ্ধঘৃতাদ্যন্নং তুষ্টয়ে পুষ্টয়েঽপি চ। সাধুভিঃ সহ সংসর্গঃ ধর্ম্মায় চ সুখায় চ"। (৩০) "সাহিত্যং রোচতেঽত্যর্থং 'কস্মৈচিদ্' গণিতং পরম্। 'যস্মৈ' তু স্বদতে সর্ব্বং শাস্ত্রং ধন্যঃ স হি ক্ষিতৌ"। (৩১) "দ্রুহ্যতি 'প্রতিবেশিভ্যো' মুহু-'র্ভৃত্যায়' কুপ্যতি। ঈর্ষ্যতি 'ভূরিভাগ্যেভ্যো' ধনাঢ্যশ্চেদশিক্ষিতঃ। (৩২) "বারয়েদ্ গা যথা 'শস্যাদ্' মার্জ্জারঞ্চামিষাদ্' যথা। আন্তরং রিপুবর্গং ত্বং 'চেতসো' বারয়েৎ তথা॥ (৩৩) "গরীয়সী 'ধনাদ্' বিদ্যা বিদ্যায়া বুদ্ধিরুত্তমা। বুদ্ধেরপ্যুত্তমা ভক্তির্হরির্ল'ভ্যো যয়ৈকয়া।"—মহাভারত। (৩৪) "পিতা পুত্রঃ সমাবত্র সমাহূতো যমেন তু। পিতা ন প্রতি 'পুত্রাদ্' বা ন পুত্রো বা 'পিতুঃ' প্রতি।" (৩৫) 'সম্পদাং' নহি তৃপ্যন্তি ভোগতৃষ্ণাতুরা জনাঃ"। (৩৬) "সুধায়াঃ" পরিতৃপ্তেন 'গুড়ং' কেনাভিনন্দ্যতে।" (৩৭) "প্রণমত্যুন্নতিহেতো-'র্জীবনহেতো' বিমুঞ্চতি প্রাণান্। দুঃখীয়তি 'সুখহেতোঃ' কো মূঢ়ঃ "সেবকাদন্যঃ"। (৩৮) "নরো যাতি যমাহূতঃ 'সুহৃদাং' রুদতামপি" (৩৯) "দিনস্য' পঞ্চকৃত্বো যঃ সুখং সহেত ভোজনম্। দ্বিরপি নৈব 'রাত্রেঃ' স শ্রমানুসারিণী ক্ষুধা॥" (৪০) "পিনষ্টি 'চৌরস্য' নিহন্তি 'হস্ত', রুন্নাটয়ত্যুদ্দমবঞ্চকস্য। 'দস্যো'শ্চ নির্ব্বাসয়তি প্রহন্তি, শান্তিবিভাত্যাঙ্গল-রাজ্যকালে।"

৮৫। (ক) নারায়ণং নমস্কৃত্য গচ্ছতি, নারায়ণায় নমস্কৃত্য গচ্ছতি। (খ) "নদীম্ অবগাহ্য উত্তিষ্ঠতি", "নদ্যাঃ অবগাহ্য উত্তিষ্ঠতি",—এই দুইটী বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে কোন্‌টী ব্যাকরণ-সঙ্গত, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও।

তদ্ধিত।

১। তদ্ধিতঃ। (ক)

এই প্রকরণে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইতেছে, তাহাদের নাম তদ্ধিত।

২। ণিতি বৃদ্ধিরাদ্যস্য। (খ)

মূর্দ্ধন্য ণ ইৎ হয়, এরূপ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা—বিষ্ণু+ষণ্=বৈষ্ণবঃ।

৩। সুভগাদেরুভয়োঃ। (গ)

মূর্দ্ধন্য ণ ইৎ হয়, এরূপ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে সুভগা, দুর্ভগা, অধিদেব, অধিভূত, ইহলোক, পরলোক, সর্ব্বলোক, সর্ব্বপুরুষ, সর্ব্বভূমি, অকুশল (ঘ), পরস্ত্রী প্রভৃতি প্রাতি-

(ক) "তদ্ধিতাঃ"-(পা। ৪।১।৭৬)

(খ) "তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ" (পা ৭।২।১১৭)

(গ) "হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ"—(৭।৩।১৯); "অনুশতিকাদীনাঞ্চ"-(পা ৭।৩।২০১)

(ঘ) "ভগ-জঙ্গল-হৃৎ-সিন্ধু-ধেনু-বলজদোত্তরাঃ"—অর্থাৎ ভগান্ত, জঙ্গলান্ত, হৃদন্ত, সিন্ধ্বন্ত, ধেন্বন্ত ও বলজান্ত শব্দ সুভগাদির অন্তর্গত। "অনীশ্বরোঽশুচিশ্চৈবাক্ষেত্রজ্ঞাকুশলৌ মতৌ।" অকুশল, অনীশ্বর, অশুচি, অক্ষেত্রজ্ঞ, অনিপুণ প্রভৃতি শব্দ বিকল্পে সুভগাদি, অর্থাৎ একবার সুভগাদি, আর একবার সুপঞ্চালাদিগণের অন্তর্গত। অতএব ইহাদের বিকল্পে উভয় পদেরই বৃদ্ধি হয়। যথা—আকৌশলম্ অকৌশলম্; আনৈশ্বর্য্যম্ অনৈশ্বর্য্যম্, ইত্যাদি।

পদিকের অন্তর্গত উভয় পদেরই আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা,—
সুভগা + ষণ্ = সৌভাগ্যম্।

৪। সুপঞ্চালাদের্দ্বিতীয়স্য।

মূর্দ্ধন্য ণ ইৎ হয়, এরূপ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে সুপঞ্চাল, অর্দ্ধপঞ্চাল, গুরুলঘু, পিতৃপিতামহ, অগ্নিদেবতা, পিতৃদেবতা, দ্বিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, চতুর্বর্ষ, পঞ্চবর্ষ (ক) প্রভৃতি প্রাতিপদিকের

(ক) সংখ্যা-পূর্ব্বক বর্ষ শব্দ সুপঞ্চালাদির অন্তর্গত। যথা—দ্বিবার্ষিকঃ, ত্রিবার্ষিকঃ, চতুর্বার্ষিকঃ ইত্যাদি ভবিষ্যৎ-অর্থ বুঝাইলে হয় না। যথা—ত্রীণি বর্ষাণি ব্যাপ্য ভাবী= ত্রৈবর্ষিকঃ (২ সূত্র)। সুভগাদির মধ্যে ইহাদের উল্লেখ না থাকায় 'ত্রৈবার্ষিক' হইতে পারে না। সংখ্যা-পূর্ব্বক 'সংবৎসর' শব্দও সুপঞ্চালাদির অন্তর্গত। যথা—দ্বিসাংবৎসরিকঃ।

"বর্ষস্যাভবিষ্যতি"—(পা ৭।৩।১৬); সংখ্যায়া উত্তরস্য বর্ষ-শব্দস্য অচামাদেরচো বৃদ্ধির্ভবতি। দ্বিবর্ষে অধীষ্টো ভৃতো ভূতো বা দ্বিবার্ষিকঃ, ত্রিবার্ষিকঃ। অভবিষ্যতীতি কিম্? "যস্য ত্রৈবর্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভৃত্যবৃত্তয়ে। অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি।" "ত্রীণি বর্ষাণি ভাবীতি ত্রৈবর্ষিকম্"—ইতি কাশিকা। অর্থাৎ সংখ্যাবাচক শব্দের পরস্থিত বর্ষ শব্দে যতগুলি স্বরবর্ণ আছে, তাহাদের মধ্যে আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা—দ্বিবার্ষিকঃ, ত্রিবার্ষিকঃ। ভবিষ্যৎ-অর্থে হয় না। যথা—ত্রৈবর্ষিকং ধান্যম্।

সিদ্ধান্তকৌমুদীতেও ঐরূপ আছে। উক্ত সূত্রের বৃত্তি:—"উত্তরপদস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ। দ্বিবার্ষিকঃ। ভবিষ্যতি তু দ্বৈবর্ষিকঃ।" এইরূপ উদাহরণ আছে।

সংক্ষিপ্তসারে সন্ধিপাদে (৪৩ সূত্র)—"বর্ষস্যাভবিষ্যতি"। "দ্বে বর্ষে অধীতো গ্রন্থঃ দ্বিবার্ষিকঃ। ভবিষ্যতি তু দ্বে বর্ষে ভাবি দ্বৈবর্ষিকম্"—বৃত্তিতে এইরূপ আছে। এই সূত্রের টীকায় গোয়ীচন্দ্র বলেন—"ণিৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে সংখ্যাবাচক শব্দের পরস্থিত বর্ষ-শব্দের আদি-স্বরের বৃদ্ধি হয়, যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ভবিষ্যৎ ভিন্ন অর্থে বিহিত হয়। দ্বিবার্ষিক—পূর্ব্ববৎ টিকণ্ * * * 'যস্য ত্রৈবর্ষিকং ধান্যং স সোমং পাতুমর্হতি'—এস্থলে ভবিষ্যৎ-অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়াছে"।

অন্তর্গত দ্বিতীয় পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা—সুপঞ্চাল + কণ্ = সুপাঞ্চালকঃ।

৫। ন ণিৎকার্য্যং সর্ব্বত্র।

মূর্দ্ধন্য ণ ইতের আদ্য-স্বর-বৃদ্ধি-রূপ যে কার্য্য বিহিত হইল, তাহা সর্ব্বত্র হয় না। যথা—পদ + কণ্ = পদকঃ।

৬। যয়োর্লোপো যস্বরয়োঃ।

তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের

একখানি মুদ্রিত সুপদ্ম-ব্যাকরণের বৃদ্ধি-প্রকরণে "দিশঃ পরস্যামদ্রাণাম্"—১০ সূত্রের বৃত্তিতে "দ্বৈবার্ষিকং ভক্তম্, ত্রৈবার্ষিকং ধান্যম্"—এইরূপ উদাহরণ আছে। একখানি মুদ্রিত কলাপ-ব্যাকরণের চতুষ্টয়-বৃত্তিতেও "বৃদ্ধিরাদৌ সণে"—৪৩৩ সূত্রের টীকায় "ভাবিন্যর্থে তু দ্বে বর্ষে ভাবি দ্বৈবার্ষিকম্" এইরূপ উদাহরণ আছে। কিন্তু উভয় ব্যাকরণেই এই দুই স্থলে লিপিকর-প্রমাদ-বশতঃ এইরূপ হইয়াছে। নতুবা অভবিষ্যৎ-অর্থে সংখ্যা-পূর্ব্বক বর্ষ-শব্দের উত্তর-পদ-বৃদ্ধির বিধান করিয়া ভবিষ্যৎ-অর্থে প্রত্যুদাহরণ-কালে পুনরায় তাহারই উত্তর-পদে বৃদ্ধি নিতান্ত অসঙ্গত হয়। বিশেষতঃ সুভগাদির মধ্যে ইহার উল্লেখ নাই। আরও ইহাতে কাশিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদী, সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ-টীকাকার শ্রীরামতর্কবাগীশ এবং কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন-কৃত বৃহন্মুগ্ধবোধের মতের সহিত বিরোধ হয়।

"যস্য ত্রৈবর্ষিকম্" এই শ্লোকটী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ষষ্টিতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারদের প্রতি নারায়ণের উক্তি। এই মূল পুস্তকে 'ত্রৈবার্ষিকং' এইরূপ পাঠ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও "উত্তররাম-চরিতের" প্রথমাঙ্কে "সোমপীতী" পদের ব্যাখ্যায় এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিও 'ত্রৈবার্ষিকং' এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। মনুসংহিতার ১১শ অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে "ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং" এইরূপ পাঠ আছে। অতএব ইহার রহস্য সুধীগণের বিবেচ্য।

অন্তস্থিত অ-বর্ণ ও ই-বর্ণের লোপ হয়। যথা, শিব+ষণ্ = শৈবঃ, অগ্নি+ষেয়ণ্ = আগ্নেয়ঃ (ক)

৩। গুণো উবর্ণস্য। (খ)

তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত উ-বর্ণের গুণ হয়। যথা, বিষ্ণু+ষণ্ = বৈষ্ণবঃ (গ)

৪। ওদৌদৃতো যঃ স্বরবৎ।

ও-কার, ঔ-কার ও ঋ-কারের পরস্থিত তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য স্বর-কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যথা, গো+য = গব্যম্, নৌ+য = নাব্যম্, পিতৃ+য = পিত্র্যম্ (ঘ)।

৫। টের্লোপো ডিতি। (ঙ)

ড-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের টির (২১) লোপ হয় (চ)। যথা, কিম্+ডতম = কতমঃ।

(ক) প্রিয়+ইষ্ঠ = প্রেষ্ঠঃ, প্রশস্য+ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠঃ, ইত্যাদি স্থলে হয় না।

(খ) "ওর্গুণঃ"—(পা ৬।৪।১৪৬)

(গ) স্বয়ম্ভু+ষণ্ = স্বায়ম্ভুবঃ—১৭ সূত্র দেখ। "তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ"—কুমার ২।১

(ঘ) স্বরকার্য্য নির্ব্বাহ করায় যথাক্রমে ও-কারের স্থানে অব্, ঔ-কারের স্থানে আব্ এবং ঋ-কারের স্থানে র্ হইল।

(ঙ) "টেঃ"—(পা ৬।৪।১৪৩)

(২১) অন্ত্য স্বর ও তদবধি বর্ণকে টি বলে।

(চ) অন্ত্যস্বর এবং তাহার পরবর্ত্তী বর্ণ উভয়কেই 'টি' বলে। যথা—রাজন্ শব্দের 'অন্'—এই ভাগকে 'টি' বলে। যদি অন্ত্য স্বরের পরে আর কোন বর্ণ না থাকে, তাহা হইলে কেবল অন্ত্য স্বরকেই 'টি' বলা হয়। যথা—'হরি' শব্দের ই-কারই 'টি'।

১০। নৈর্বিংশতেঃ। (ক)

ড-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে বিংশতি-শব্দের তি এই ভাগের লোপ হয়। যথা, বিংশতি+ডট্=বিংশঃ।

১১। স্বুথুবৌ যবযোরাদ্যচঃ পদান্তে ণিতি। (খ)

ণ-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত আদ্য-স্বর-স্থান জাত য-স্থানে ইয়্, ব-স্থানে উব্ হয়। যথা, ব্যশ্ব+ষ্ণিণ্ =বৈয়শ্বিঃ; স্বশ্ব+ষ্ণিণ্=সৌবশ্বিঃ। (গ)

১২। দ্বারাদীনাঞ্চ (পা ৭।৩।৪)

ণ-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে দ্বার প্রভৃতি (২২) প্রাতিপদিকের আদ্য য ও ব স্থানে ইয়্ ও উব্ হয়। যথা,

(ক) "তি বিংশতের্ডিতি"—(পা ৬।৪।১৪২)

(খ) "ন য্বাভ্যাং পদান্তাভ্যাং পূর্ব্বৌ তু তাভ্যামৈচ্"—(পা ৭।৩।৩)

(গ) ব্যশ্ব=বি+অশ্ব। ১১ সূত্রানুসারে য স্থানে ইয়্ হওয়ায় 'বিয়শ্ব' হইল। পরে ২ সূত্রানুসারে বৈয়শ্বিঃ হইল। এইরূপ সু+অশ্ব=স্বশ্ব। ব-স্থানে উব্ হওয়ায় 'সুবশ্ব' হইল। পরে ২ সূত্রানুসারে 'সৌবশ্বিঃ' হইল। আদি স্বরের স্থানে জাত না হইলে হয় না। যথা দধিপ্রিয়ঃ অশ্বঃ=দধ্যশ্বঃ, দধ্যশ্ব+ষ্ণিণ্=দাধ্যশ্বিঃ; মধুপ্রিয়ঃ অশ্বঃ=মধ্বশ্বঃ, মধ্বশ্ব+ষ্ণিণ্=মাধ্বশ্বিঃ। য ও ব দ্বিতীয়-স্বর স্থানে জাত হওয়ায় ইয়্ ও উব্ হইল না। পদের অন্তস্থিত না হইলে হয় না। যথা—ই ধাতু+শতৃ=যৎ, যৎ+ষ্ণণ্=যাতম্। পদের অন্তস্থিত না হওয়ায় ইয়্ হইল না।

(২২) দ্বার, স্বর, স্বাধ্যায়, ব্যল্কশ, স্বস্তি, স্বর, স্বকৃত, স্বাদুমৃদু, শ্বস্, শ্বন্, স্ব। বোপদেব-মতে 'স্বগ্রাম' শব্দও ইহার অন্তর্গত।

द्वार + षिकण् = दौवारिकः, स्वर् + षण् = सौवरम्, स्व + षण् = सौवम्। (ক)

१३ । न स्वागतादीनाम् । (খ)

স্বাগত প্রভৃতি (২৩) প্রাতিপদিকের আদ্য য ও ব স্থানে ইয়্ ও উব্ হয় না। स्वागत + षिकण् = स्वागतिकः, व्यवहार + षिकण् = व्यावहारिकः ।

१४ । वा श्वापदन्यङ्क्वोः । (গ)

ণ-কারেৎ তদ্ধিত-প্রত্যয় পরে থাকিলে শ্বাপদ, ন্যঙ্কু, এই দুই প্রাতিপদিকের য ও ব স্থানে বিকল্পে ইয়্ ও উব্ হয়।

१५ । अव्ययाश्चितः ।

যে সমস্ত তদ্ধিত প্রত্যয়ের চ ইৎ হয়, তদন্ত শব্দ সকল অব্যয় হইয়া থাকে। द्वि + सुच् = द्विः, बहु + चशस् = बहुशः ।

१६ । अपत्ये ।

বক্ষ্যমাণ প্রত্যয় সকল অপত্যার্থে বিহিত হয়।

(ক) শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে ধনার্থক স্ব-শব্দ হইতে 'সৌবম্' এবং আত্মার্থক স্ব-শব্দ হইতে 'স্বকীয়ম্' ও 'স্বীয়ম্' পদ হয়। বামন ও ধর্ম্মদাসের মতে আত্মার্থক স্ব-শব্দ হইতেও 'সৌবম্' এই পদ হয়।

(খ) "স্বাগতাদীনাঞ্চ"—(পা ৭।৩।৭)

(২৩) স্বাগত, স্বধ্বর, স্বঙ্গ, ব্যঙ্গ, ব্যড়, ব্যবহার, স্বপতি। বোপদেব-মতে 'ব্যায়াম' শব্দও ইহার অন্তর্গত।

(গ) "পদান্তস্যান্যতরস্যাম্"—(পা ৭।৩,৯)

১৭। অদন্তাত্ ষিণ্ (ক)

অপত্যার্থে অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ষিণ্ হয়, ষ্ ণ্ ইৎ, ই থাকে। যথা,—শূরস্যাপত্যং শৌরিঃ, দশরথস্যাপত্যং দাশরথিঃ (খ), দ্রোণস্যাপত্যং দ্রৌণিঃ, গবল্গণস্যাপত্যং গাবল্গণিঃ, যুধিষ্ঠিরস্যাপত্যং যৌধিষ্ঠিরিঃ, অর্জ্জুনস্যাপত্যম্ আর্জ্জুনিঃ, বিকর্ণস্যাপত্যং বৈকর্ণিঃ, কুষীতকস্যাপত্যং কৌষীতকিঃ, মণ্ডূকস্যাপত্যং মাণ্ডকিঃ, কৃষ্ণস্যাপত্যং কার্ষ্ণিঃ, প্রদ্যুম্নস্যাপত্যং প্রাদ্যুম্নিঃ।

১৮। বাহ্বাদিভ্যশ্চ।

অপত্যার্থে বাহু প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষিণ্ হয়।

(ক) ব্যাকরণ-কৌমুদীর—

প্রত্যয়	পাণিনি	মুগ্ধবোধ	সংক্ষিপ্তসার	কলাপ
ষিণ্	ইঞ্	ঞি	ইণ্	ইণ্
ষেয়ণ্	ঢক্, ঢঞ্	ঞেয়	এয়ণ্	এয়ণ্
ষ্যণ্	যঞ্	ঞ্য	ণ্য	ণ্য, যণ্
ষায়নণ্	ফক্, ফঞ্	ঞায়ন	ণায়ন	
ঈয়ণ্	ছণ্	ণীয়	ঈয়	ঈয়
ষিকণ্	ঠক্	ঞিক	ণিক	ইকণ্
ষণ্	অণ্	ঞ	ণট্	অণ্
চশস্	শস্	চশস্	শস্	শস্
কৃত্বস্চ্	কৃত্বসুচ্	চকৃত্বস্	কৃত্বস্	কৃত্বস্
সাতিচ্	সাতি	চসাৎ	সাৎ	সাতি

(খ) "প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী"—মহানাটক।—এস্থলে 'দশরথস্য অয়ম্' এই বাক্যে জন্যজনকতা-সম্বন্ধে ষণ্ প্রত্যয় হইয়াছে (৬৮ সূত্র)।

যথা,—বাহোরপত্যং বাহবিঃ (ক), উপবাহোরপত্যম্ ঔপবাহবিঃ, উপবিন্দোঃ অপত্যম্ ঔপবিন্দবিঃ, বৃষল্যা অপত্যং বার্ষলিঃ, বৃকলায়া অপত্যং বার্কলিঃ; ছাগলায়া অপত্যং ছাগলিঃ, সুমিত্রায়া অপত্যং সৌমিত্রিঃ, দুর্ম্মিত্রায়া অপত্যং দৌর্ম্মিত্রিঃ উদঞ্চোরপত্যম্ ঔদঞ্চবিঃ।

১৯। ডকো ব্যাস-সুধাত্রোঃ ষিণি।

ষিণ্ প্রত্যয় হইলে ব্যাস, সুধাতৃ, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ডক হয়, ড্ ইৎ, অক থাকে। যথা,—ব্যাসস্যাপত্যং বৈয়াসকিঃ, সুধাতুঃ অপত্যং সৌধাতকিঃ।

২০। নড়াদিভ্যঃ ষায়নণ্। (খ)

অপত্যার্থে নড় প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষায়নণ্ হয়, ষ্ ণ্ ইৎ, আয়ন থাকে। যথা,—নড়স্যাপত্যং নাড়ায়নঃ, চরস্যাপত্যং চারায়ণঃ, মুঞ্জস্যাপত্যং মৌঞ্জায়নঃ, সম্মলস্যাপত্যং সাম্মলায়নঃ, নরস্যাপত্যং নারায়ণঃ, দাসস্যাপত্যং দাসায়নঃ, কাতলস্যাপত্যং কাতলায়নঃ, শকটস্যাপত্যং শাকটায়নঃ, জলন্ধরস্যাপত্যং জালন্ধরায়ণঃ, দ্রোণস্যাপত্যং দ্রৌণায়নঃ, পর্ব্বতস্যাপত্যং পার্ব্বতায়নঃ, যুগন্ধরস্যাপত্যং যৌগন্ধরায়ণঃ, অশ্বলস্যাপত্যং আশ্বলায়নঃ, বদরস্যাপত্যং বাদরায়ণঃ, উডুম্বরস্যাপত্যম্ ঔডুম্বরায়ণঃ, দক্ষস্যাপত্যং দাক্ষায়ণঃ।

(ক) "বাহুনামকস্ত কস্যচিদপত্যম্" ইত্যর্থে বাহু+ষিণ্—বাহবিঃ (৭ সূত্র)।

(খ) "নড়াদিভ্যঃ ফক্" (পা ৪।১।৯৯)

২১। গর্গাদিভ্যঃ ষ্যণ্। (ক)

অপত্যার্থে গর্গ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষ্যণ্ হয়, ষ ণ্ ইৎ, য থাকে। যথা,—**গর্গস্যাপত্যং গার্গ্যঃ, বৎসস্যাপত্যং বাৎস্যঃ, অগস্তেরপত্যম্ আগস্ত্যঃ, পুলস্তেরপত্যং পৌলস্ত্যঃ, বিশ্বাবসোরপত্যং বৈশ্বাবসব্যঃ, লোহিতস্যাপত্যং লৌহিত্যঃ, বভ্রোরপত্যং বাভ্রব্যঃ, মণ্ডোরপত্যং মাণ্ডব্যঃ, মধোরপত্যং মাধব্যঃ, জিগীষোরপত্যং জৈগীষব্যঃ, কুণ্ডিন্যা অপত্যং কৌণ্ডিন্যঃ, যজ্ঞবল্কস্যাপত্যং যাজ্ঞবল্ক্যঃ, শাণ্ডিলস্যাপত্যং শাণ্ডিল্যঃ, চণকস্যাপত্যং চাণক্যঃ, চুলুকস্যাপত্যং চৌলুক্যঃ, মুদ্গলস্যাপত্যং মৌদ্গল্যঃ, জমদগ্নেরপত্যং জামদগ্ন্যঃ, পরাশরস্যাপত্যং পারাশর্য্যঃ, জাতূকর্ণস্যাপত্যং জাতূকর্ণ্যঃ, অশ্বরথস্যাপত্যম্ আশ্বরথ্যঃ, পূতিমাষস্যাপত্যং পৌতিমাষ্যঃ, উলূকস্যাপত্যম্ ঔলূক্যঃ অগ্নিবেশস্যাপত্যম্ আগ্নিবেশ্যঃ, দিতেরপত্যং দৈত্যঃ, অদিতেরপত্যম্ আদিত্যঃ, প্রজাপতেরপত্যং প্রাজাপত্যঃ।**

২২। শিবাদিভ্যঃ ষণ্। (খ)

অপত্যার্থে শিব প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষণ্ হয়, ষ্ ণ্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**শিবস্যাপত্যং শৈবঃ, ককুৎস্থস্যাপত্যং কাকুৎস্থঃ, কুপিঞ্জলস্যাপত্যং কৌপিঞ্জলঃ, বিশ্রবণস্য অপত্যং বৈশ্রবণঃ, রবণস্যাপত্যং রাবণঃ, ঊর্ণনাভস্যাপত্যম্ ঔর্ণনাভঃ,**

(ক) "গর্গাদিভ্যো যঞ্." (পা ৪।১।১০৫)

(খ) "শিবাদিভ্যোঽণ্." (পা ৪।১।১১২)

পৃথায়া অপত্যং পার্থঃ, যস্কস্যাপত্যং যাস্কঃ, দ্রুহ্যস্যাপত্যং দ্রৌহ্যঃ, লহ্যস্যাপত্যং লাহ্যঃ, অয়ঃস্থূণস্যাপত্যম্ আয়ঃস্থূণঃ, ইলায়া অপত্যম্ ঐলঃ, সপত্ন্যা অপত্যং সাপত্নঃ।

২৩। বিদাদেঃ। (ক)

অপত্যার্থে বিদ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষণ্ হয়। যথা,—বিদস্যাপত্যং বৈদঃ, ঊর্ব্বস্যাপত্যম্ ঔর্ব্বঃ, কশ্যপস্যাপত্যং কাশ্যপঃ, কুশিকস্যাপত্যং কৌশিকঃ, ভরদ্বাজস্যাপত্যং ভারদ্বাজঃ, উপমন্যোঃ অপত্যম্ ঔপমন্যবঃ, বিশ্বানরস্যাপত্যং বৈশ্বানরঃ, ঋষ্টিষেণস্য অপত্যম্ আর্ষ্টিষেণঃ, শরদ্বতোঽপত্যং শারদ্বতঃ, শুনকস্যাপত্যং শৌনকঃ, অর্কলূষস্যাপত্যম্ আর্কলূষঃ, পুনর্ভ্বা অপত্যং পৌনর্ভবঃ, পুত্রস্যাপত্যং পৌত্রঃ, দুহিতুরপত্যং দৌহিত্রঃ।

২৪। ভৃগ্বাদেশ্চ।

অপত্যার্থে ভৃগু প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষণ্ হয়। যথা,—ভৃগোরপত্যং ভার্গবঃ, মরীচেরপত্যং মারীচঃ, বশিষ্ঠস্যাপত্যং বাশিষ্ঠঃ, কুৎসস্যাপত্যং কৌৎসঃ, গোতমস্যাপত্যং গৌতমঃ, অঙ্গিরসোঽপত্যম্ আঙ্গিরসঃ, বিশ্বামিত্রস্যাপত্যং বৈশ্বামিত্রঃ, ধৃতরাষ্ট্রস্যাপত্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ, পাণ্ডোরপত্যং পাণ্ডবঃ, বসুদেবস্যাপত্যং বাসুদেবঃ, যদোরপত্যং যাদবঃ, পূরোরপত্যং পৌরবঃ, রঘোরপত্যং রাঘবঃ, কুরোরপত্যং কৌরবঃ, মনোরপত্যং মানবঃ, দ্রুপদস্যাপত্যং দ্রৌপদঃ, পর্ব্বতস্যাপত্যং পার্ব্বতঃ।

(ক)…"বিদাদিভ্যোঽঞ্" (পা ৪।১।১০৪)

২৫। ऐक्ष्वाक-कौरव्य-मनुष्य-मानुषाः।

ঐক্ষ্বাক, কৌরব্য, মনুষ্য, মানুষ, এই চারি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**इक्ष्वाकोरपत्यम् ऐक्ष्वाकः, कुरोरपत्यं कौरव्यः, मनोरपत्यं मनुष्यः मानुषः।** (ক)

২৬। मातुर्डुर् संख्यायाः।

ষণ্ প্রত্যয় হইলে সংখ্যা-বাচক শব্দের পরবর্ত্তী মাতৃ-শব্দের উত্তর ডুর্ হয়; ড্ ইৎ, উর্ থাকে। যথা,—**द्वयोर्मात्रोरपत्यं द्वैमातुरः, षण्णां मातॄणामपत्यं षाण्मातुरः।** (২৪)

২৭। कन्यायाः कनीन च (पा ४।१।११६

ষণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে কন্যা-শব্দ-স্থানে কনীন হয়। যথা,—**कन्याया अपत्यं कानीनः।** (খ)

২৮। स्त्रीभ्यः षेयण्। (গ)

অপত্যার্থে স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ষেয়ণ্ হয়, ষ্

(ক) জাতি বুঝাইলেই 'মনুষ্য' ও 'মানুষ' এই দুইটি শব্দ হয়। 'কেকয়' শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ষণ্ প্রত্যয় করিলে য স্থানে ইয় হয়। যথা—কৈকেয়ী। গোয়ীচন্দ্রের মতে কেকয়-সমানার্থ কীকয় শব্দ হইতে কৈকয়ী, এবং কেকয় শব্দে তদ্দেশ-জাত স্ত্রীর উপচার করিয়া তাহার উত্তর নদাদিত্ব (বা গৌরাদিত্ব) প্রযুক্ত ঈপ্ প্রত্যয় করিলে কেকয়ী পদও হইয়া থাকে।

(২৪) সম্ ও ভদ্র শব্দের পরে থাকিলেও হয়। যথা—সাংমাতুরঃ, ভাদ্রমাতুরঃ।

(খ) "কানীনো ব্যাসঃ কর্ণশ্চ—অনূঢ়ায়া এবাপত্যমিত্যর্থঃ"—সি, কৌ।

(গ) "স্ত্রীভ্যো ঢক্" (পা ৪।১।১২০)

ণ্ ইৎ, এয় থাকে। যথা,—**गङ्गाया अपत्यं गाङ्गेयः, राधाया अपत्यं राधेयः, विनताया अपत्यं वैनतेयः, ताड़काया अपत्यं ताड़केयः, सरमाया अपत्यं सारमेयः, सुपर्णाया अपत्यं सौपर्णेयः, भगिन्या अपत्यं भागिनेयः, मद्र्या अपत्यं माद्रेयः, कुन्त्या अपत्यं कौन्तेयः, रोहिण्या अपत्यं रौहिणेयः, रुक्मिण्या अपत्यं रौक्मिणेयः, कुमारिकाया अपत्यं कौमारिकेयः, अम्बिकाया अपत्यम् आम्बिकेयः, गोधाया अपत्यं गौधेयः** (ক)।

২৯। गौधेर-गौधारौ। (ক)

'**गोधाया अपत्यम्**' এই অর্থে **गौधेर** ও **गौधार** এই দুই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

३०। शुभ्रादिभ्यश्च (पा ४।१।१२३)

অপত্যার্থে শুভ্র প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঢেয়ণ্ হয়। যথা,—**शुभ्रस्यापत्यं शौभ्रेयः, अत्रेरपत्यम् आत्रेयः, पाण्डोरपत्यं पाण्डवेयः, विमातुरपत्यं वैमात्रेयः, शकुनेरपत्यं शाकुनेयः, शतलस्यापत्यं शातलेयः, इतरस्यापत्यम् ऐतरेयः**।

३१। लोपः षेयण्युवर्णस्य। (খ)

ঢেয়ণ্ প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত উ-বর্ণের লোপ হয়। যথা,—**मृकण्डोरपत्यं मार्कण्डेयः, कमण्डल्वा अपत्यं कामण्डलेयः**।

(ক) "গোধায়া ঢ্রক্" (পা ৪।১।১২৯) ; "আরগুদীচাম্" (পা ৪।১।১৩০)

(খ) "ঢে লোপোঽকদ্র্বাঃ" (পা ৬।৪।১৪৭)

৩২। ন পাণ্ডুকদ্রোঃ।

পাণ্ডু ও কদ্রু শব্দের উ-বর্ণের লোপ হয় না। যথা,—**পাণ্ডোরপত্যং পাণ্ডবেয়ঃ, কদ্র্বা অপত্যং কাদ্রবেয়ঃ।**

৩৩। সুভগাদেরিন্ ষেয়ণি।

ষেয়ণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে সুভগা প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ইন্ হয়। যথা—**সুভগায়া অপত্যং সৌভাগিনেয়ঃ** (ক), **দুর্ভগায়া অপত্যং দৌর্ভাগিনেয়ঃ, বন্ধক্যা অপত্যং বান্ধকিনেয়ঃ, কনিষ্ঠায়া অপত্যং কানিষ্ঠিনেয়ঃ, মধ্যমায়া অপত্যং মাধ্যমিনেয়ঃ, পরস্ত্রিয়া অপত্যং পারস্ত্রৈণেয়ঃ।** (খ)

৩৪। কুলটায়া বা (পা ৪।১।১২৭)

ষেয়ণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে কুলটা-শব্দের (২৫) উত্তর

(ক) সুভগা + ষেয়ণ্ = সুভগা + এয় = সৌভাগা + এয় (৩ সূত্র) = সৌভাগা + ইন্ + এয় (৩৩ সূত্র) = সৌভাগা + ইনেয় = সৌভাগিনেয়ঃ (৬ সূত্র)।

(খ) "পরস্য স্ত্রীতি ষষ্ঠী-সমাসঃ। পারস্ত্রৈণেয়ঃ পরভার্য্যায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী। 'পরস্ত্রী' শব্দ বিদাদি-মধ্যেও পঠিত হইয়াছে। ইহার উত্তর ষণ্ প্রত্যয় এবং পরস্ত্রী-শব্দের স্থানে 'পরশু' আদেশ হয়। "পরা চাসৌ স্ত্রী চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। পরস্ত্রিয়া অপত্যং পারশবঃ। ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রায়াং তেনৈবোঢ়ায়ামুৎপন্নঃ। সা চ জাত্যন্তরযোগাৎ পরস্ত্রী"—তত্ত্ববোধিনী। ব্রাহ্মণ যদি কোন শূদ্রাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং শূদ্রার গর্ভে যে সন্তান হইবে, তাহাকে 'পারশব' বলা হয়।

(২৫) এস্থলে কুলটা-শব্দের অর্থ, সতী ভিক্ষোপজীবিনী স্ত্রী; ব্যভিচারিণী স্ত্রী নহে। 'ব্যভিচারিণীর পুত্র' এই অর্থে কৌলটেরঃ, কৌলটেয়ঃ,—এই দুই পদ হয়।

বিকল্পে ইন্ হয়। যথা,—**कुलटाया अपत्यं कौलटिनेयः कौलटेयः** (ক)।

৩৫। स्वस्रादिभ्य ईयण्। (খ)

অপত্যার্থে স্বসৃ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঈয়ণ্ হয়; ণ্ ইৎ, ঈয় থাকে। যথা,—**स्वसुरपत्यं स्वस्रीयः**। (গ)

৩৬। पितृमातृष्वस्रोः षेयण् वा ऋलोपश्च। (ঘ)

পিতৃষ্বসৃ ও মাতৃষ্বসৃ শব্দের উত্তর বিকল্পে ষেয়ণ্ হয়, ষেয়ণ্ হইলে ঋ-কারের লোপ হয়। পক্ষে ঈয়ণ্। যথা,—**पितृष्वसुरपत्यं पैतृष्वसेयः, पैतृष्वस्रीयः ; मातृष्वसुरपत्यं मातृष्वसेयः, मातृष्वस्रीयः**।

৩৭। रेवत्यादिभ्यः षिकण्। (ঙ)

অপত্যার্থে রেবতী প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ষিকণ্ হয়, ষ্ ণ্ ইৎ, ইক থাকে। যথা,—**रेवत्या अपत्यं रैवतिकः, अश्वपाल्या अपत्यम् आश्वपालिकः, कर्णग्राहस्यापत्यं कार्णग्राहिकः, दण्डग्राहस्यापत্যं दाण्डग्राहिकः**।

(ক) "অথ বান্ধকিনেয়ঃ স্যাদ্বন্ধুলশ্চাসতীসুতঃ। কৌলটেরঃ কৌলটেয়ো ভিক্ষুকী তু সতী যদি। তদা কৌলটিনেয়ঃ স্যাৎ কৌলটেয়োঽপি চাত্মজঃ।—ইত্যমরঃ।

(খ) "স্বসুশ্চ" (পা ৪।১।১৪৩)

(গ) বৃদ্ধি হইল না (৫ সূত্র)।

(ঘ) "পিতৃষ্বসুশ্ছণ্" (পা ৪।১।১৩২); "ঢকি লোপঃ" (পা ৪।১।১৩৩); "মাতৃষ্বসুশ্চ" (পা ৪।১। ৩৪)

(ঙ) "রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্" (পা ৪।১।১৪৬)

३८। लोपो गर्गादेर्बहुवचने।

বহুবচনে গর্গাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—**गर्गस्यापत्यानि गर्गाः, वत्सस्यापत्यानि वत्साः, अगस्तेरपत्यानि अगस्तयः, विश्वावसोरपत्यानि विश्वावसवः, बभ्रोरपत्यानि बभ्रवः, मुद्गलस्यापत्यानि मुद्गलाः, जमदग्नेरपत्यानि जमदग्नयः, जातूकर्णस्यापत्यानि जातूकर्णाः, पूतिमाषस्यापत्यानि पूतिमाषाः।**

३९। यस्कादेः। (ক)

বহুবচনে যস্কাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—**यस्कस्यापत्यानि यस्काः, लह्यस्यापत्यानि लह्याः, द्रुह्यस्यापत्यानि द्रुह्याः, तृणकर्णस्यापत्यानि तृणकर्णाः, जङ्घारथस्यापत्यानि जङ्घारथाः।**

४०। विदादेः। (ক)

বহুবচনে বিদাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—**विदस्यापत्यानि विदाः, उर्व्वस्यापत्यानि उर्व्वाः, कश्यपस्य अपत्यानि कश्यपाः, कुशिकस्यापत्यानि कुशिकाः, भरद्वाजस्य अपत्यानि भरद्वाजाः, उपमन्योरपत्यानि उपमन्यवः, विश्वानरस्य अपत्यानि विश्वानराः, ऋतभागस्यापत्यानि ऋतभागाः, हर्य्यश्वस्यापत्यानि हर्य्यश्वाः, शरद्वतोऽपत्यानि शरद्वतः, शुनकस्य अपत्यानि शुनकाः।**

(ক) "যস্কাদিভ্যো গোত্রে" (পা ২।৪।৬৩); "যঞঞোশ্চ" (পা ২।৪।৬৪)

৪১। অত্র্যাদিস্ব। (ক)

বহুবচনে অত্র্যাদির উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—**অত্রেরপত্যানি অত্রয়ঃ, ভৃগোরপত্যানি ভৃগবঃ, কুৎসস্য অপত্যানি কুৎসাঃ, বশিষ্ঠস্যাপত্যানি বশিষ্ঠাঃ, গোতমস্যাপত্যানি গোতমাঃ, অঙ্গিরসোঽপত্যানি অঙ্গিরসঃ।**

৪২। রাজসংজ্ঞাভ্যো বিভাষা। (খ)

বহুবচনে রাজসংজ্ঞা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত অপত্য-প্রত্যয়ের বিকল্পে লোপ হয়। যথা,—**রঘোরপত্যানি রঘবঃ, রাঘবাঃ; কুরোরপত্যানি কুরবঃ, কৌরবাঃ; যদোরপত্যানি যদবঃ, যাদবাঃ; ইক্ষ্বাকোরপত্যানি ইক্ষ্বাকবঃ, ঐক্ষ্বাকাঃ; বৃষ্ণেরপত্যানি বৃষ্ণয়ঃ, বার্ষ্ণেয়াঃ; নিমেরপত্যানি নিময়ঃ, নৈমেয়াঃ।** (গ)

(ক) "অত্রিভৃগুকুৎসবশিষ্ঠগোতমাঙ্গিরোভ্যশ্চ" (পা ২।৪।৬৫)

(খ) "তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্" (পা ২.৪।৬২)

(গ) "তদ্রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্" (পা ২।৪।৬২); "তদ্রাজসংজ্ঞস্য প্রত্যয়স্য বহুষু বর্ত্তমানস্য অস্ত্রীলিঙ্গস্য লুগ্ ভবতি, তেনৈব চেদ্ গোত্রপ্রত্যয়েন কৃতং বহুত্বং ভবতি" —কাশিকা। বহুবচনে তদ্রাজ-সংজ্ঞক তদ্ধিত-প্রত্যয়ের লুক্ হয়, যদি বহুত্ব গোত্র-প্রত্যয় দ্বারা কৃত হয়। যে সকল জনপদ-বাচক শব্দ ক্ষত্রিয়বাচক হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর যথোক্ত নিয়মানুসারে অঞ্, অণ্, ঞ্যঙ্, ণ্য ও ইঞ্ প্রত্যয় হয়। এই প্রত্যয়গুলিকে তদ্রাজ-সংজ্ঞক প্রত্যয় বলা হইয়াছে। অতএব যে সকল শব্দ জনপদ-বাচক হইয়াও ক্ষত্রিয়বাচক হয়, সেই সকল শব্দের উত্তর পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয় করিলে, বহুবচনে তাহাদের নিত্য লুক্ হয়। একবচনে বা দ্বিবচনে হয় না এবং স্ত্রীলিঙ্গেও হয় না। ইহাই পাণিনি-সূত্রের মর্ম্ম।

৪৩। ন স্ত্রিয়াম্।

স্ত্রীলিঙ্গে অপত্য-প্রত্যয়ের লোপ হয় না। যথা,—**যস্কস্যাপত্যানি স্ত্রিয়ঃ যাস্ক্যঃ, বিদস্যাপত্যানি স্ত্রিয়ঃ বৈদ্যঃ, অত্রেরপত্যানি স্ত্রিয়ঃ আত্রেয্যঃ, রঘোরপত্যানি স্ত্রিয়ঃ রাঘব্যঃ।**

৪৪। অর্থবিশেষে চাপত্যানি।

অপত্যার্থে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইল, তাহারা অর্থ-বিশেষেও হইয়া থাকে। (ক)

৪৫। ঈয়-কণ্-নীন-ষীকণশ্চ।

অর্থ-বিশেষে ঈয়, কণ্, নীন, ষীকণ্ এই সকল প্রত্যয়ও যথাসম্ভব

সংক্ষিপ্তসার এবং মুগ্ধবোধেরও এই মত। "কৌরব্যাঃ পশবঃ"—বেণীসংহার; "তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে"—রঘু ৪।৪৯। এই দুইটী প্রয়োগে বহুবচনেও তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ হইল না কেন? কৌরবে সাধবঃ, পাণ্ডৌ সাধবঃ, এই বাক্যে 'তত্র সাধুঃ' এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। অতএব এই যৎ-প্রত্যয় তদ্রাজ-সংজ্ঞক নয় বলিয়া লোপ হইল না। "রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে", "নিরুধ্যমানা যদুভিঃ কথঞ্চিৎ"—এই দুইটী প্রয়োগে রঘু ও যদু শব্দ জনপদ-বাচক ক্ষত্রিয় নহে, অতএব এখানে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ হইল কেন? এই দুই স্থলে রঘু ও যদু শব্দে লক্ষণা দ্বারা যথাক্রমে 'রঘুর অপত্য' ও 'যদুর অপত্য' বুঝাইতেছে। এই জন্য এস্থলে অপত্য-প্রত্যয়ের উৎপত্তিই হয় নাই—সি, কৌ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ সূত্র করিয়াছেন, তাহা পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার ও মুগ্ধবোধ-বিরুদ্ধ।

(ক) প্রসিদ্ধ প্রয়োগানুসারে অর্থ-বিশেষে শব্দ-বিশেষের উত্তর ঐ সকল প্রত্যয় হয়, বুঝিতে হইবে। কিন্তু স্বেচ্ছানুসারে যে কোনও শব্দের উত্তর যে কোনও প্রত্যয় করিলে চলিবে না।

হইয়া থাকে। কণের ণ্ ইৎ, ক থাকে; ণীনের ণ্ ইৎ, ঈন থাকে, ষীকণের ষ্ ণ্ ইৎ, ঈক থাকে। (ক)

৪৬। तदधीते तद्वेद (পা ৪।২।৫৯)

'तद् वेत्ति, तद् अधीते' এই দুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা—**तर्कं वेत्ति अधीते वा तार्किकः, न्यायं वेत्ति अधीते वा नैयायिकः, वेदान्तं वेत्ति अधीते वा वैदान्तिकः, पुराणं वेत्ति अधीते वा पौराणिकः, वेदं वेत्ति अधीते वा वैदिकः, अलङ्कारं वेत्ति अधीते वा आलङ्कारिकः, ज्योतिषं वेत्ति अधीते वा ज्यौतिषिकः, व्याकरणं वेत्ति अधीते वा वैयाकरणः, क्रमं वेत्ति अधीते वा क्रमकः, पदं वेत्ति अधीते वा पदकः।** (খ)

৪৭। ह्रस्वोऽन्त्यः शिक्षादेः।

শিক্ষা প্রভৃতি প্রাতিপদিকের অন্ত্য স্বর হ্রস্ব হয়। যথা,—

(ক)

কৌমুদীর প্রত্যয়		পাণিনি		মুগ্ধবোধ
ইয়	...	ঘ	...	ইয়
কণ্	...	বুক্, বুন্, বুঞ্	...	কণ্
ণীন	...	খ, খঞ্	...	ণীন
ষীকণ্	...	ঈকক্	...	ষ্ণীক

(খ) 'তদ্ অধীতে' এই অর্থে ছন্দস্-শব্দের উত্তর বিকল্পে ইয় হয়, এবং সেই ইয় প্রত্যয় পরে থাকিলে ছন্দস্-শব্দ স্থানে 'শ্রোত্র' আদেশ হয়। যথা—ছন্দোঽধীতে শ্রোত্রিয়ঃ ; পক্ষে ছান্দসঃ।

शिक्षां वेत्ति अधीते वा शिक्षकः, मीमांसां वेत्ति अधीते वा मीमांसकः। (क)

৪৮। तेन प्रोक्तम् (पा ४।३।१०१)

'**तेन प्रोक्तम्**' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**ऋषिणा प्रोक्तम् आर्षम्, मनुना प्रोक्तं मानवम्, मानवीयम्; विष्णुना प्रोक्तं वैष्णवम्, पतञ्जलिना प्रोक्तं पातञ्जलम्, कणादेन प्रोक्तं काणादम्, पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्, जैमिनिना प्रोक्तं जैमिनीयम्, अत्रिणा प्रोक्तम् आत्रेयम्, उशनसा प्रोक्तम् औशनसम्, अङ्गिरसा प्रोक्तम् आङ्गिरसम्, पराशरेण प्रोक्तं पाराशरीयम्, बृहस्पतिना प्रोक्तं बार्हस्पत्यम्, नारदेन प्रोक्तं नारदीयम्, वाल्मीकिना प्रोक्तं वाल्मीकीयम्, बौधायनेन प्रोक्तं बौधायनीयम्।**

৪৯। तेन कृतम्। (খ)

'**तेन कृतम्**' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**कायेन कृतं कायिकम्, वाचा कृतं**

(ক) ক প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত আ, ঈ ও উ হ্রস্ব হয়। (২৪০ ও ২৪১ সূত্র দেখ)। আ—কন্যা, কন্যকা। ঈ—কুমারী, কুমারিকা। উ—ব্রহ্মবন্ধু, ব্রহ্মবন্ধুকা। "কেঽণঃ" (পা ৭।৪।১৩)। বহুব্রীহি-সমাসে কপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে হয় না। বহুকুমারীকঃ, বহুবধূকঃ। "ন কপি" (পা ৭।৪।১৪)। বহুব্রীহি-সমাসে কপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গ-বিহিত আপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিকল্পে হ্রস্ব হয়। যথা—সুকন্যকঃ, সুকন্যাকঃ। "আপোঽন্যতরস্যাম্" (পা ৭।৪।১৫)

(খ) "সংজ্ঞায়াম্" (পা ৪।৩।১১৭); "ক্ষুদ্রাভ্রমরবটরপাদপাদঞ্" (পা ৪।৩।১১৯)

वाचिकम् (ক), **वचनेन कृतं वाचनिकम्, सहसा कृतं साहसम्, पुरुषेण कृतं पौरुषेयम्, मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकम् (मधु), क्षुद्राभिः कृतं क्षौद्रम् (मधु)।**

৫০। तेन रक्तं रागात् (पा ৪।২।১)

'**तेन रक्तम्**' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**कषायेण रक्तं काषायम्, कुसुम्भेन रक्तं कौसुम्भम्, नील्या रक्तं नीलम्, हरिद्रया रक्तं हारिद्रम्, मञ्जिष्ठया रक्तं माञ्जिष्ठम्, लाक्षया रक्तं लाक्षिकम्, रोचनया रक्तं रौचनिकम्, पीतेन रक्तं पीतकम्।**

৫১। सास्य देवता (पा ৪।২।২৪)

'**सा अस्य देवता**' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথা-সম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**शिवोऽस्य देवता शैवः, विष्णुरस्य देवता वैष्णवः, शक्तिरस्य देवता शाक्तः, गणपतिरस्य देवता गाणपतयः, प्रजापतिरस्य देवता प्राजापतयः, वायुरस्य देवता वायव्यः, अग्निरस्य देवता आग्नेयः, सोमोऽस्य**

(ক) পাণিনির মতে 'বাচা কৃতম্' এই অর্থে 'বাচিকম্' হয় না। তাঁহার মতে যদি এক জনের কথা আর এক জন বলে, তাহা হইলে সেই স্থলেই 'বাচিক' শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—বাচিকং কথয়তি। অন্য অর্থে হয় না। যথা—মধুরা বাক্ দেবদত্তস্য। এস্থলে 'বাচিক' শব্দের প্রয়োগ হয় না। কিন্তু বোপদেবের মতে 'বাচা কৃতম্' এই অর্থে 'বাচিকম্' হইতে পারে। "কায়িকং বাচিকং তৎ স্যাদ্ বাচা কায়েন যৎ কৃতম্"—হেমসূরি। কিন্তু "সন্দেশবাগ্ বাচিকং স্যাৎ"—অমর।

देवता सौम्यः, द्यावापृथिव्यौ अस्य देवते द्यावापृथिवीयं द्यावापृथिव्यम्, अग्नीषोमावस्य देवते अग्नीषोमीयम् अग्नीषोम्यम्।

५२। तस्य समूहः (पा ४।२।३७)

'तस्य समूहः' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—भिक्षाणां समूहः भैक्षम्, अङ्गाराणां समूहः आङ्गारम्, मयूराणां समूहः मायूरम्, धेनूनां समूहः धैनुकम्, कलापानां समूहः कालापकम्, राजन्यानां समूहः राजन्यकम्, राजपुत्राणां समूहः राजपुत्रकम्, मनुष्याणां समूहः मानुष्यकम्, अपूपानां समूहः आपूपिकम्, गणिकानां समूहः गाणिक्यम्, ब्राह्मणानां समूहः ब्राह्मण्यम्।

५३। समूहे खण्ड-काण्ड-तलः। (ক)

সমূহার্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব খণ্ড, কাণ্ড (ক) এবং তল্ প্রত্যয় হয়। তল্ প্রত্যয়ের ল্ ইৎ হয়, ত থাকে। যথা,—कमलानां समूहः कमलखण्डम्, कुमुदानां समूहः कुमुदखण्डम्; दूर्व्वाणां समूहः दूर्व्वाकाण्डम्, कर्म्मणां समूहः कर्म्मकाण्डम्। তল্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা, जनानां समूहः जनता, बन्धूनां समूहः बन्धुता। (খ)

(ক) "ইনিত্রকট্যচশ্চ" (পা ৪।২।৫১)। "কমলাদিভ্যঃ খণ্ডচ্ প্রত্যয়ো ভবতি" (বা)। "পূর্ব্বাদিভ্যঃ কাণ্ডঃ প্রত্যয়ো ভবতি" (বা)। "কুমুদবনমপশ্রি শ্রীমদম্ভোজখণ্ডম্"—মাঘ ৯।১১, ৬৪

(খ) "গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্"—(পা ৪।২।৪৩); "গজসহায়াভ্যাং চেতি বক্তব্যম্"—(বা ২৭২১)। "জনবন্ধুগজগ্রামসহায়েভ্যস্তলং বিদুঃ"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

৫৪। তত্র ভবঃ (পা ৪।৩।৫৩)

'তত্র ভবঃ' (২৬) এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**মথুরায়াং ভবঃ মাথুরঃ, কলিঙ্গে ভবঃ কালিঙ্গঃ, গ্রামে ভবঃ গ্রাম্যঃ গ্রামীণঃ, নগরে ভবঃ নাগরিকঃ, বর্ষাসু ভবঃ বার্ষিকঃ, শরদি ভবঃ শারদঃ** (ক), **বসন্তে ভবঃ বাসন্তিকঃ, হেমন্তে ভবঃ হৈমন্তিকঃ হৈমন্তঃ** (খ), **সমুদ্রে ভবঃ সামুদ্রিকঃ, দ্বীপে ভবঃ দ্বৈপায়নঃ দ্বৈপ্যঃ, অকালে ভবঃ আকালিকঃ, শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতিকঃ, কুলে ভবঃ কুলীনঃ, দুষ্কুলে ভবঃ দৌষ্কুলেয়ঃ দুষ্কুলীনঃ, প্রাচি ভবং প্রাচ্যম্, দিশি ভবং দিশ্যম্, বর্গে ভবং বর্গ্যম্, কণ্ঠে ভবং কণ্ঠ্যম্, দন্তে ভবং দন্ত্যম্, তালৌ ভবং তালব্যম্, ওষ্ঠে ভবম্ ওষ্ঠ্যম্, জিহ্বামূলে ভবং জিহ্বামূলীয়ম্, অন্তরে ভবম্ আন্তরম্, অরণ্যে ভবঃ আরণ্যকো মনুষ্যঃ আরণ্যঃ পশুঃ** (গ), **কোশে ভবং কৌশেয়ম্, ইহ ভবম্ ঐহিকম্, লোকে ভবং লৌকিকম্, ভূমৌ ভবঃ ভৌমঃ,**

---

(২৬) এ স্থলে 'ভব'-শব্দে জাত, স্থিত, সংক্রান্ত, আবির্ভূত প্রভৃতি অনেক অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

(ক) 'শরদ্' শব্দের উত্তর 'শ্রাদ্ধ' এই অর্থে ষিকণ্ হয়। যথা—শারদিকং শ্রাদ্ধম্। রোগ ও আতপ বুঝাইলে ষিকণ্ ও ষণ্ উভয়ই হয়। শারদিকো রোগঃ আতপশ্চ, পক্ষে শারদঃ।

(খ) নিশা—নৈশিকম্, নৈশম্। প্রদোষ—প্রাদোষিকম্, প্রাদোষম্।

(গ) আরণ্যকো মনুষ্যঃ ন্যায়ঃ বিহারঃ অধ্যায়ঃ হস্তী চ। মনুষ্য প্রভৃতি অর্থে আরণ্যক, অন্যত্র আরণ্য। যথা—আরণ্যাঃ পশবঃ। গোময়-অর্থে দুই প্রকারই হয়। যথা—আরণ্যকো গোময়ঃ আরণ্যশ্চ।

दिवि भवः दिव्यः, अग्रे भवम् अग्र्यम् (ক), आदौ भवम्, आद्यम्, अन्ते भवम् अन्त्यम्, वेश्मे भवा वेश्या, सर्व्वकाले भवं सार्व्वकालिकम् (খ), कदाचिद्भवं कादाचित्कम्, सम्प्रति भवं साम्प्रतिकम्, अध्यात्मं भवम् आध्यात्मिकम्, अधिभूतं भवम् आधिभौतिकम्, अधिदैवं भवम् आधिदैविकम्, मध्यन्दिने भवं माध्यन्दिनम्। (গ)

৫৫। टिलोपोऽकस्माद्बहिषोः।

অকস্মাৎ, বহিস্, এই দুই প্রাতিপদিকের টির লোপ হয়। যথা,—अकस्माद्भवम् आकस्मिकम्, बहिर्भवम् बाह्यं बाहीकम्।

৫৬। स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्।

স্ত্রী ও পুম্স্ শব্দের উত্তর ভব প্রভৃতি অর্থে নঞ্ হয়, ঞ্ ইৎ, ন থাকে। যথা, स्त्रीषु भवं स्त्रैणम्, पुंसु भवं पौंस्नम्।

(ক) 'অগ্রিয়' এবং 'অগ্রীয়'ও হয়।

(খ) "শার্ব্বরস্য তমসো নিষিদ্ধয়ে"—কালিদাস। "অনুদিতৌষসরাগা"—ভারবি। সমানকালীনম্, প্রাক্‌কালীনম্ ইত্যাদি শিষ্টপ্রয়োগ দেখা যায়। সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে এই গুলি অপপ্রয়োগ। "অপভ্রংশ এবৈত ইতি প্রামাণিকাঃ"—সি, কৌ।

(গ) "পর্ব্বতাচ্চ" (পা ৪।২।১৪৩)—'পর্ব্বত' শব্দের উত্তর ছ (ঈয়) প্রত্যয় হয় (মনুষ্য-অর্থে)। যথা—পর্ব্বতীয়ো রাজা, পর্ব্বতীয়ঃ পুরুষঃ। "বিভাষাঽমনুষ্যে" (পা ৪।২।১৪৪)—মনুষ্য-ভিন্ন-অর্থে 'পর্ব্বত' শব্দের উত্তর ছ এবং অণ্ উভয়ই হয়। যথা— পর্ব্বতীয়ানি পার্ব্বতানি বা ফলানি। তত্ত্ববোধিনী-মতে "তত্র জন্যং রঘোর্ঘোরং পার্ব্বতীয়ৈর্গণৈরভূৎ" এই রঘু-প্রয়োগে 'পর্ব্বতীয়স্য রাজ্ঞ ইমে' এই অর্থে প্রথমে ছ (ঈয়) প্রত্যয়, পরে ইদমর্থে অণ্। গ্রামে ভবঃ গ্রামেয়কঃ (ণেয়ক প্রত্যয়), গ্রামীণঃ, গ্রাম্যঃ। গ্রীবা+ণেয়ক=গ্রৈবেয়কং (কণ্ঠভূষা), কুক্ষি—কৌক্ষেয়কঃ (খড়্গঃ)।

৫৭। हैमन-शौवस्तिक-पौनःपुनिकाः।

হৈমন, শৌবস্তিক ও পৌনঃপুনিক, এই তিন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**हेमन्ते भवं हैमनम्, श्वो भवं शौवस्तिकम्, पुनःपुनर्भवं पौनःपुनिकम्।**

৫৮। प्रतीच्योदीच्य-तिरश्चीनाः।

প্রতীচ্য, উদীচ্য, তিরশ্চীন, এই তিন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**प्रतीचि भवं प्रतीच्यम्, उदीचि भवम् उदीच्यम्, तिरश्चि भवं तिरश्चीनम्।**

৫৯। तत्र साधुः।

'तत्र साधुः' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**सभायां साधुः सभ्यः, समाजे साधुः सामाजिकः, अतिथौ साधुः आतिथेयः, वेदे साधुः वैदिकः, संग्रामे साधुः सांग्रामिकः, संयुगे साधुः सांयुगीनः, वितण्डायां साधुः वैतण्डिकः, संकथायां साधुः सांकथिकः, संग्रहे साधुः सांग्रहिकः।**

৬০। देये कालादवश्यम्भावे।

অবশ্যম্ভাব বুঝাইলে দেয়-অর্থে কালবাচক প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**मासे देयं मासिकम्, वर्षे देयं वार्षिकम्, अब्दे देयम् आब्दिकम्,**

संवत्सरे देयं सांवत्सरिकम्, अग्रहायणी देयम् आग्रहायणिकम्, श्रावणी देयं श्रावणिकम्।

६१। निर्वृत्ते च। (ক)

নির্বৃত্ত (নিষ্পন্ন) অর্থেও হয়। যথা,—दिनेन निर्वृत्तं दैनिकम्, मासेन निर्वृत्तं मासिकम्, वर्षेण निर्वृत्तं वार्षिकम्।

६२। अह्नोऽह्नः। (ক)

অহন্-শব্দ-স্থানে অহ্ন হয়। যথা,—"अह्ना निर्वृत्तम् आह्निकम्।" —सिद्धान्तकौमुदी।

६३। व्याप्तौ च। (খ)

ব্যাপ্তি-অর্থেও হয়। যথা,—दिनं व्याप्य स्थितं दैनिकम्, मासं व्याप्य स्थितं मासिकम्, वर्षं व्याप्य स्थितं वार्षिकम्, चतुरो मासान् व्याप्य स्थितं चातुर्मास्यम्।

६४। वयसि च। (গ)

বয়স্-অর্থেও হয়। যথা,—द्वे वर्षे अस्य वयः द्विवर्षीणः, द्विवर्षीयः; द्विवार्षिकः, द्विवर्षः; पञ्च वर्षाण्यस्य वयः पञ्चवर्षीणः, पञ्चवर्षीयः, पञ्चवार्षिकः, पञ्चवर्षः; षोड़श वर्षाण्यस्य वयः षोड़शवर्षीणः, षोड़शवर्षीयः, षोड़शवार्षिकः, षोड़शवर्षः। (ঘ)

(ক) "তেন নির্বৃত্তম্" (পা ৫।১।৭৯)।

(খ) "তমধীষ্টো ভৃতো ভূতো ভাবী (পা ৫।১।৮০); "দ্বিগোর্যপ্" (পা ৫।১।৮২)

(গ) "বর্ষাল্লুক্ চ" (পা ৫।১।৮৮); "চিত্তবতি নিত্যম্" (পা ৫।১।৮৯)

(ঘ) দ্বিবর্ষ প্রভৃতি স্থলে তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। 'চেতন' অর্থে নিত্য লোপ হয়। যথা—দ্বিবর্ষো বালকঃ। "চিত্তবতি নিত্যম্" (পা ৫।১।৮৯)

६५। तत आगतः (पा ४।३।७४)

'तत आगतः' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—मथुराया आगतः माथुरः, नगरादागतः नागरिकः, आपणादागतः आपणिकः, उपाध्यायादागतम् औपाध्यायकम्, पितामहादागतं पैतामहकम्, मातुरागतम् मातृकम्, सवितुरागतं सावित्रम्, भ्रातुरागतं भ्रातृकम्, पितुरागतं पैतृकं पित्र्यम्, स्त्रिया आगतं स्त्रैणम्, पुंस आगतं पौंस्नम्।

६६। तदर्हति। (क)

'तद् अर्हति' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—छेदमर्हति छेद्यः, भेदमर्हति भेद्यः, दण्डमर्हति दण्ड्यः, अर्घमर्हति अर्घ्यः, वधमर्हति वध्यः, यज्ञमर्हति यज्ञियः (খ), दक्षिणामर्हति दक्षिणीयः दक्षिण्यः।

६७। तस्मादनपेतम्। (গ)

'तस्माद् अनपेतम्' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—धर्म्मादनपेतं धर्म्यम्, न्यायादनपेतं न्याय्यम्, अर्थादनपेतं अर्थ्यम्, पथोऽनपेतं पथ्यम्, शास्त्रादनपेतं शास्त्रीयम्, विधेरनपेतं वैधम्।

(ক) "তদর্হম্" (পা ৫।১।১১৭)

(খ) "যজ্ঞমর্হতি যজ্ঞকর্ম্মার্হতি বা যজ্ঞিয়ো ব্রাহ্মণঃ দেশশ্চ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "ঋত্বিজমর্হতি ঋত্বিক্‌কর্ম্মার্হতি বা আর্ত্বিজীনঃ যজমানঃ ঋত্বিক্ চ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(গ) "ধর্ম্মপথ্যর্থন্যায়াদনপেতে" (পা ৪।৪।৯২)

৬৮। तस्येदम् (पा ४।३।१२०)

'तस्य इदम्' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—विष्णोरिदं वैष्णवम्, शिवस्येदं शैवम्, जनपदस्येदं जानपदम्, तस्येदं तदीयम्, एतस्येदम् एतदीयम्, देवस्येदं दैवम्, असुरस्येदम् आसुरम्, सम्राज इदम् साम्राज्यम्, इन्द्रस्येदम् ऐन्द्रम्, महेन्द्रस्येदं माहेन्द्रम्, मनस इदं मानसम्, शरीरस्येदं शारीरम्, पितुरिदं पित्र्यम्, गोरिदं गव्यम्, महिषस्येदं माहिषम्, वेणोरिदं वैणवम्, पलाशस्येदं पालाशम्, खदिरस्येदं खादिरम्, विल्वस्येदं वैल्वम्, मुञ्जानामिदं मौञ्जम्, स्त्रिया इदं स्त्रैणम्, पुंस इदं पौंस्नम्, गङ्गाया इदं गाङ्गम्, हिमवत इदं हैमवतम्, पशुपतेरिदं पाशुपतम्, शङ्करस्येदं शाङ्करम्, चन्द्रस्येदं चान्द्रम्, वेदस्येदं वैदिकम्, उपनिषद इदम् औपनिषदम्, पृथिव्या इदं पार्थिवम्, जलस्येदं जलीयम्, तेजस इदं तैजसम्, वायोरिदं वायवीयम्, शत्रोरिदं शात्रवम्, रुरोरिदं रौरवम्, न्यङ्कोरिदं नैयङ्कवं न्याङ्कवम्, श्वापदस्येदं शौवापदं श्वापदम्, भरतस्येदं भारतम्, भारतवर्षस्येदं भारतवर्षीयम्, युष्माकमिदं युष्मदीयम्, अस्माकमिदम् अस्मदीयम्।

৬৯। त्वन्मदावेकवचने। (ক)

তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে একবচনে যুষ্মদ্-শব্দ-স্থানে ত্বদ্ ও

(ক) "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পা ৭।২।৯৮)

অস্মদ্-শব্দ-স্থানে মদ্ হয়। যথা,—**তব ইদং ত্বদীয়ম্, মম ইদং মদীয়ম্।**

৩০। যুষ্মাকাস্মাকৌ খীন-ষণোঃ। (ক)

খীন ও ষণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে যুষ্মদ্-শব্দ-স্থানে যুষ্মাক ও অস্মদ্-শব্দ-স্থানে অস্মাক হয়। যথা,—**যুষ্মাকমিদং যৌষ্মাকীণং যৌষ্মাকম্, অস্মাকমিদম্ আস্মাকীনম্ আস্মাকম্।**

৩১। তবক-মমকাবেকবচনে (পা ৪।৩।৩)

খীন ও ষণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে একবচনে যুষ্মদ্-শব্দ-স্থানে 'তবক' ও অস্মদ্-শব্দ-স্থানে 'মমক' হয়। যথা,—**তব ইদং তাবকীনং তাবকম্, মম ইদং মামকীনং মামকম্।**

৩২। কন্ পরাদেরীয়ণি। (খ)

ঈয়ণ্ প্রত্যয় হইলে পর, স্ব, রাজন্ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর কন্ হয়, ন্ ইৎ, ক থাকে। যথা,—**পরস্যেদং পরকীয়ম্।** স্ব শব্দের উত্তর বিকল্পে হয়। যথা,—**স্বস্যেদং স্বকীয়ং, স্বীয়ম্।** (গ)

৩৩। সৌর-সারব-স্বায়ম্ভুবাঃ।

সৌর, সারব ও স্বায়ম্ভুব শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—

(ক) "যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্চ" (পা ৪।৩।১)

(খ) "কুগ্ জনস্য পরস্য চ" (গ সূ ৮৯) ; "দেবস্য চ ইতি বক্তব্যম্" (গ সূ ৯০) ; "রাজ্ঞঃ ক চ" (পা ৪।৩।১৪০)

(গ) এইরূপ, দেব—দেবকীয়ঃ, রাজন্—রাজকীয়ঃ, জন—জনকীয়ঃ। বামন ও ধর্ম্মদাসের মতে 'স্বস্যেদং' এই বাক্যে 'সৌবম্'।

सूर्य्यस्येदं सौरं दिनम्, सरय्वा इदं सारवं जलम्, स्वयम्भुव इदं स्वायम्भुवं धाम।

৩৪। भवदीयान्यदीयौ। (ক)

ভবদীয় ও অন্যদীয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—भवत इदं भवदीयम्, अन्यस्येदं अन्यदीयम्।

৩৫। तस्य विकारः (पा ४।३।१३४)

'तस्य विकारः' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—सुवर्णस्य विकारः सौवर्णः, रजतस्य विकारः राजतः, सीसस्य विकारः सैसः, दारोर्विकारः दारवः, देवदारोर्विकारः दैवदारवः, पयसां विकारः पायसः, अग्नेः विकारः आग्नेयः, मुद्गस्य विकारः मौद्गः, इक्षोर्विकारः ऐक्षवः, गुड़स्य विकारः गौड़ः, पिष्टस्य विकारः पैष्टः, तिलस्य विकारः तैलम्।

৩৬। तदस्य पण्यम् (पा ४।४।५१)

'तद् अस्य पण्यम्' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—लवणमस्य पण्यं लावणिकः, तैलमस्य पण्यं तैलिकः, अपूपा अस्य पण्यम् आपूपिकः, तण्डुलोऽस्य पण्यं ताण्डुलिकः, मोदका अस्य पण्यं मौदकिकः, उशीरमस्य पण्यम् औशीरिकः, ताम्बूलमस्य पण्यं ताम्बूलिकः।

৩৭। तदस्य प्रहरणम्। (খ)

(ক) "ভবতষ্ঠক্ছসৌ" (পা ৪।২।১১৫); "গহাদিভ্যশ্চ" (পা ৪।২।১৩৮)

(খ) "প্রহরণম্" (পা ৪।৪।৫৭); "শক্তিযষ্ট্যোরীকক্" (পা ৪।৪।৫৯)

'তৎ অস্য প্রহরণম্' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথা-সম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**ধনুরস্য প্রহরণং ধানুষ্কঃ, অসিঃ অস্য প্রহরণম্ আসিকঃ, প্রাসোঽস্য প্রহরণং প্রাসিকঃ, পরশ্বধম্ অস্য প্রহরণং পারশ্বধিকঃ, পরশুরস্য প্রহরণং পারশবিকঃ, তরবারিরস্য প্রহরণং তারবারিকঃ, শক্তিরস্য প্রহরণং শাক্তীকঃ, যষ্টিরস্য প্রহরণং যাষ্টীকঃ।**

৩৮। তদস্য প্রয়োজনম্। (ক)

'তদ্ অস্য প্রয়োজনম্' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**স্বর্গঃ প্রয়োজনমস্য স্বর্গ্যম্, যশঃ প্রয়োজনমস্য যশস্যম্, আয়ুঃ প্রয়োজনমস্য আয়ুষ্যম্, কামঃ প্রয়োজনমস্য কাম্যম্, গৃহপ্রবেশনং প্রয়োজনমস্য গৃহপ্রবেশনীয়ম্, অনুপ্রবচনং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনীয়ম্, সংবেশনং প্রয়োজনমস্য সংবেশনীয়ম্।**

৩৯। তদস্য শীলম্। (খ)

'তদ্ অস্য শীলম্' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**তপোঽস্য শীলং তাপসঃ, গুরোঃ দোষাণামাবরণং ছত্রম্ ছত্রমস্য শীলং ছাত্রঃ, ভিক্ষাস্য শীলং ভৈক্ষঃ, প্ররোহোঽস্য শীলং প্রারোহঃ, চুরা অস্য শীলং চৌরঃ।**

(ক) "প্রয়োজনম্" (পা ৫।১।১০৯)।

(খ) "শীলম্" (পা ৪।৪।৬১); "ছত্রাদিভ্যো ণঃ" (পা ৪।৪।৬২)

৮০। তদস্য প্রাপ্তং কালাৎ। (ক)

'তদ্ অস্য প্রাপ্তম্' এই অর্থে কালবাচক প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**সময়োঽস্য প্রাপ্তঃ সাময়িকঃ, কালোঽস্য প্রাপ্তঃ কালিকঃ, ঋতুরস্য প্রাপ্তঃ আর্ত্তবঃ।**

৮১। অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে।

গ্রন্থ বুঝাইলে **'অধিকৃত্য কৃতম্'** এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**রামমধিকৃত্য কৃতম্ রামায়ণম্, ভগবন্তমধিকৃত্য কৃতং ভাগবতম্, ভরতানধিকৃত্য কৃতং ভারতম্, বাক্যং পদঞ্চাধিকৃত্য কৃতং বাক্যপদীয়ম্, রাঘবান্ পাণ্ডবাংশ্চাধিকৃত্য কৃতং রাঘবপাণ্ডবীয়ম্, কিরাতমর্জ্জুনঞ্চাধিকৃত্য কৃতং কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, অনুশাসনমধিকৃত্য কৃতম্ আনুশাসনিকম্, অশ্বমেধমধিকৃত্য কৃতম্ আশ্বমেধিকম্, আশ্রমবাসমধিকৃত্য কৃতম্ আশ্রমবাসিকম্, মুষলমধিকৃত্য কৃতং মৌষলম্।** (খ)

(ক) "সময়স্তদস্য প্রাপ্তম্" (পা ৫।১।১০৪)

(খ) "অধিকৃত্য আরভ্য অভিপ্রেত্য ইত্যর্থঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "লুবাখ্যায়িকাভ্যো বহুলম্"—বার্ত্তিক। আখ্যায়িকা-অর্থ বুঝাইবার জন্য যে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাহার প্রায়ই লোপ হয়। "আখ্যায়িকা নাম গদ্যরূপো গ্রন্থবিশেষঃ"—তত্ত্ববোধিনী। যথা—বাসবদত্তামধিকৃত্য কৃতা আখ্যায়িকা বাসবদত্তা। সুমনোহরা। কোন কোন স্থলে হয় না। যথা—ভৈমরথী।

৮২। तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः (पा ५।१।१०१)

'तस्मै प्रभवति' এই অর্থে 'সন্তাপাদি' প্রাতিপদিকের উত্তর যথা-সম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः, सन्नाहाय प्रभवति सान्नाहिकः, संग्रामाय प्रभवति सांग्रामिकः, संघाताय प्रभवति सांघातिकः, उत्पाताय प्रभवति औत्पातिकः** ।

৮৩। कार्म्मुकं धनुषि। (ক)

'ধনুঃ-অর্থে' কার্ম্মুক-শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**कर्म्मणे प्रभवति कार्म्मुकं धनुः।**

৮৪। तस्मै हितम् (पा ५।१।५)

'तस्मै हितम्' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**यज्ञाय हितं यज्ञियम्, ब्रह्मणे हितं ब्रह्मण्यम्** (খ), **विश्वजनेभ্यो हितम् विश्वजनीनम्,**

(ক) "কর্ম্মণ উকঞ্" (পা ৫।১।১০৩)

(খ) বিদ্যাসাগর মহাশয় 'ব্রহ্মণে হিতং ব্রাহ্মণ্যম্' এই উদাহরণ দিয়াছিলেন। কিন্তু "খল-যব-মাষ-তিল-বৃষ-ব্রহ্মণশ্চ" (পা ৫।১।৭) এই পাণিনির সূত্রানুসারে 'ব্রহ্মন্' শব্দের উত্তর 'তস্মৈ হিতম্' এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়। যৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব 'ব্রহ্মণ্যম্' এইরূপ হওয়াই উচিত। পাণিনীয় ব্যাকরণেও 'ব্রহ্মণ্য' এইরূপ উদাহরণই আছে। তত্ত্ববোধিনী ও কাশিকার মতে 'ব্রাহ্মণেভ্যো হিতম্' এইরূপ বাক্য। খল প্রভৃতি শব্দের উত্তরও এই অর্থে যৎ প্রত্যয় হয়। যথা—খল্যম্, যব্যম্, মাষ্যম্, তিল্যম্, বৃষ্যম্।

सर्व्वजनेभ्यो हितं सर्व्वजनीनम् (क), आत्मने हितम् आत्मनीनम् (ख)।

৮৫। काले नक्षत्रात्तद्योगे। (গ)

কাল ও নক্ষত্র-যোগ বুঝাইলে নক্ষত্র-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—विशाखया नक्षत्रेण युक्तो मासः वैशाखः, राधया नक्षत्रेण युक्तो मासः राधः, ज्येष्ठया नक्षत्रेण युक्तो मासः ज्यैष्ठः, आषाढ़या नक्षत्रेण युक्तो मासः आषाढ़ः, श्रवणया नक्षत्रेण युक्तो मासः श्रावणः श्रावणिकः, भद्रया नक्षत्रेण युक्तो मासः भाद्रः, भद्रपदया नक्षत्रेण युक्तो मासः भाद्रपदः, अश्विन्या नक्षत्रेण युक्तो मासः आश्विनः, अश्वयुजा नक्षत्रेण युक्तो मासः आश्वयुजः, कृत्तिकया नक्षत्रेण युक्तो मासः कार्त्तिकः कार्त्तिकिकः, अग्रहायण्या नक्षत्रेण युक्तो मासः आग्रहायणः आग्रहायणिकः, मृग्या नक्षत्रेण युक्तो मासः मार्गः, मृगशीर्षेण नक्षत्रेण युक्तो मासः मार्गशीर्षः, मघया नक्षत्रेण युक्तो

(ক) 'তত্র সাধু' এই অর্থে খঞ্ (ীন) প্রত্যয় দ্বারা 'বৈশ্বজনীন' 'সার্ব্বজনীন' এইরূপ পদও হয়। "প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্" (পা ৪।৪।৯৯)। 'তস্মৈ হিতম্' এই অর্থে 'সার্ব্বজনিক'—এইরূপ পদও হয়। সর্ব্বজন ও বিশ্বজন শব্দ কর্ম্মধারয়-সমাস-নিষ্পন্ন হইলে 'তস্মৈ হিতম্' এই অর্থে "সর্ব্বজনীনং, সার্ব্বজনিকং, বিশ্বজনীনম্" এইরূপ পদ হয়। বহুব্রীহি অথবা তৎপুরুষ সমাসে "বিশ্বজনীয়ম্, সর্ব্বজনীয়ম্" এইরূপ পদও নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।—তত্ত্ববোধিনী

(খ) যে সকল শব্দের শেষে 'ভোগ' শব্দ থাকে, তাহাদেরও এইরূপ হয়। যথা—মাতৃভোগীণঃ, পিতৃভোগীণঃ, আচার্য্যভোগীনঃ (এস্থলে ণত্ব হয় না)।

(গ) "নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ" (পা ৪ ২।৩)

मासः माघः, फल्गुन्या नक्षत्रेण युक्तो मासः फाल्गुनिकः, चित्रया नक्षत्रेण युक्तो मासः चैत्रः चैत्रिकः। (ক)

৮৬। यलोपस्तिष्य-पुष्ययोः। (খ)

'নক্ষত্র-যুক্ত-কাল' এই অর্থে বিহিত ষণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে তিষ্য ও পুষ্য শব্দের য-কারের লোপ হ। যথা,—तिष्येण नक्षत्रेण युक्तो मासः तैषः, पुष्येण नक्षत्रेण युक्तो मासः पौषः।

৮৭। तद्वहति।

'তদ্ বহতি' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা—धुरं वहति धुर्य्यः धौरेयः (গ), सर्व्वधुरां वहति सर्व्वधुरीणः (ঘ), चतुर्धुरां वहति चतुर्धुरीणः, हलं वहति हालिकः, सीरं वहति सैरिकः, रथं वहति रथ्यः, युगं वहति युग्यः, शकटं वहति शाकटः।

৮৮। तेन जीवति। (ঙ)

(ক) এই সূত্রানুসারে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা—অদ্য পুষ্যঃ, অদ্য মঘা। কিন্তু কাল-বিশেষ বুঝাইলে হয় না। যথা—পৌষী রাত্রিঃ, পৌষমহঃ। দিন অথবা রাত্রি এইরূপ কাল-বিশেষ বুঝাইতেছে, এই জন্য হইল না। "লুববিশেষে" (পা ৪।২।৪)

(খ) "সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যমৎস্যানাম্ য উপধায়াঃ" (পা ৬।৪।১৪৯), "তিষ্যপুষ্যয়োর্নক্ষত্রাণি যলোপ ইতি বাচ্যম্" (বা ৪২০০)

(গ) শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে ঈন প্রত্যয় দ্বারা 'ধুরীণঃ' পদও নিষ্পন্ন হয়।

(ঘ) 'একধুরা' শব্দের উত্তর ঈন প্রত্যয়ের লোপও হয়। যথা—একধুরীণঃ, একধুরঃ।

(ঙ) "বেতনাদিভ্যো জীবতি" (পা ৪।৪।১২)

'তেন জীবতি' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**বেতনেন জীবতি বৈতনিকঃ, বাহনেন জীবতি বাহনিকঃ, জালেন জীবতি জালিকঃ, উপদেশেন জীবতি ঔপদেশিকঃ, ধনুষা জীবতি ধানুষ্কঃ** (ক), **ক্রয়বিক্রয়াভ্যাং জীবতি ক্রয়বিক্রয়িকঃ, আয়ুধেন জীবতি আয়ুধিকঃ আয়ুধীয়ঃ।**

৮৯। তদস্মিন্ দীয়তে। (খ)

'তদ্ অস্মিন্ দীয়তে' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**পঞ্চাস্মিন্ বৃদ্ধিঃ আয়ঃ লাভঃ শুল্কঃ উপদা বা দীয়তে পঞ্চকঃ। শত্যঃ, শতিকঃ, সাহস্রঃ** —বৃদ্ধি প্রভৃতির দান-স্থলেই হইয়া থাকে। (গ)

৯০। তাদর্থ্যে। (ঘ)

'তাদর্থ্য' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—**পাদার্থমুদকং পাদ্যম্, অর্ঘার্থমুদকম্ অর্ঘ্যম্,**

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে 'ধানুষিকঃ' এইরূপ পদ উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদী ও কাশিকায় 'ধানুষ্কঃ' এইরূপ পদ আছে।

(খ) "তদস্মিন্ বৃদ্ধ্যায়লাভশুল্কোপদা দীয়তে" (পা ৫।১।৪৭)

(গ) "উত্তমর্ণেন মূলাতিরিক্তং গ্রাহ্যং বৃদ্ধিঃ (সুদ)। গ্রামাদিষু স্বামিগ্রাহ্যো ভাগ আয়ঃ (খাজনা)। বিক্রেত্রা মূল্যাদধিকং গ্রাহ্যং লাভঃ। রক্ষানির্বেশো রাজভাগঃ শুল্কঃ (রক্ষা করিবার জন্য রাজা যাহা গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ট্যাক্স)। উৎকোচ উপদা"—সি, কৌ

(ঘ) "পাদার্ঘাভ্যাঞ্চ" (পা ৫।৪।২৫); "অনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চকার, যথাদর্শনমন্যত্রাপি প্রত্যয়ো ভবতি"—(কাশিকা)

অতিথয়ে ইদম্ আতিথ্যম্, অগ্নিদেবতায়ৈ ইদম্ অগ্নিদৈবত্যম্, পিতৃদেবতায়ৈ ইদং পিতৃদৈবত্যম্।

৫১। স্বার্থে। (ক)

স্বার্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অর্থের বৈলক্ষণ্য ঘটে না, পূর্ব্ব অর্থই অবিকৃত থাকে। যথা,—বন্ধুরেব বান্ধবঃ, চোর এব চৌরঃ, চণ্ডাল এব চাণ্ডালঃ, মন এব মানসম্, দেবতৈব দৈবতম্, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ, কুতুকমেব কৌতুকম্, কুতূহলমেব কৌতূহলম্, মরুদেব মারুতঃ, রক্ষ এব রাক্ষসঃ, ভেষজমেব ভৈষজ্যম্, ইতিহৈব ঐতিহ্যম্, ত্রিলোকী এব ত্রৈলোক্যম্, করুণা এব কারুণ্যম্, দ্বিগুণাবেব দ্বৈগুণ্যম্, ত্রিগুণা এব ত্রৈগুণ্যম্, ষড়্গুণা এব ষাড়্গুণ্যম্, চত্বারো বর্ণা এব চাতুর্বর্ণ্যম্, সেনা এব সৈন্যম্, সন্নিধিরেব সান্নিধ্যম্, সমীপমেব সামীপ্যম্, উপমা এব ঔপম্যম্; সুখমেব সৌখ্যম্, সোদর এব সোদর্য্যঃ, এক এব এককঃ, অত্যয় এব আত্যয়িকঃ, সুর এব সূর্য্যঃ, মর্ত্ত এব মর্ত্ত্যঃ, সমানমেব সামান্যম্, যাব এব যাবকঃ, বাল এব বালকঃ, নৌরেব নৌকা, নবমেব নব্যম্। (খ)

(ক) "প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ" (পা ৫।৪।৩৮) ইত্যাদি।

(খ) "নশ্চ পুরাণে প্রাৎ" (বা ৩৩২৮)। "পুরাণার্থে বর্ত্তমানাৎ প্রশব্দাদ্ নো বক্তব্যঃ। চাৎ পূর্ব্বোক্তাঃ।"—ভট্টোজিদীক্ষিতঃ

'পুরাণ' অর্থে প্র-শব্দের উত্তর ন, ত্নপ্, তনপ্ ও ঈন প্রত্যয় হয়। যথা—প্রণম্, প্রত্নম্, প্রতনম্, প্রীণম্।

৫২। দৈবাত্তল্ (পা ৫।৪।২৭)

স্বার্থে দেব-শব্দের উত্তর তল্-প্রত্যয় হয়। যথা,—**দেব এব দেবতা**। (ক)

৫৩। ভাগ-রূপ-নামভ্যো ধেয়ঃ (বা ৩৩৩০)

স্বার্থে ভাগ, রূপ, নামন্, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ধেয় প্রত্যয় হয়। যথা,—**ভাগ এব ভাগধেয়ঃ ভাগধেয়ম, রূপমেব রূপধেয়ম্, নামৈব নামধেয়ম্**।

৫৪। মৃদস্তিকন্ (পা ৫।৪।৩৯)

'স্বার্থে' মৃদ্-শব্দের উত্তর তিকন্ প্রত্যয় হয়। যথা,—**মৃদেব মৃত্তিকা**। (খ)

৫৫। স-স্নৌ প্রশংসায়াম্ (পা ৫।৪।৪০)

'প্রশংসা' বুঝাইলে স্বার্থে মৃদ্-শব্দের উত্তর স ও স্ন প্রত্যয় হয়। যথা,—**প্রশস্তা মৃৎ মৃৎসা, মৃৎস্না**।

৫৬। নূন-নূতনৌ। (গ)

(ক) ল্ ইৎ, ত থাকে। তল্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

(খ) স্বার্থিক প্রত্যয়ান্ত শব্দ গুলি মূল শব্দেরই লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। মৃদ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এই জন্য তিকন্-প্রত্যয়ান্ত মৃত্তিকা শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ হইল। কখন কখন এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা—ত্রিলোকী এব ত্রৈলোক্যম্।

(গ) 'নব' শব্দের উত্তর স্বার্থে ত্নপ্, তনপ্ ও খ প্রত্যয়, এবং নিপাতনে নু আদেশ হয়। "নবস্য নু (আদেশঃ) ত্নপ্-তনপ্-খাশ্চ (প্রত্যয়া বক্তব্যাঃ)" (বা ৩৩২৭)। যথা, নূত্নম্, নূতনম্, নবীনম্।

নূত্ন ও নূতন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—নবমেব নূত্নং, নূতনম্।

৫৭। ঔপয়িকশ্চ। (ক)

ঔপয়িক শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, উপায় এব ঔপয়িকঃ।

৫৮। সোঽস্য নিবাসোঽভিজনো বা। (খ)

'সঃ অস্য নিবাসঃ' (২৮), 'সঃ অস্যাভিজনঃ' (২৯), এই দুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—মথুরা অস্য নিবাসঃ মাথুরঃ, মিথিলা অস্য নিবাসঃ মৈথিলঃ, কম্বোজোঽস্য নিবাসঃ কাম্বোজঃ, কশ্মীরোঽস্য নিবাসঃ কাশ্মীরঃ, গন্ধারোঽস্য নিবাসঃ গান্ধারঃ, কলিঙ্গোঽস্য নিবাসঃ কালিঙ্গঃ, উৎকলোঽস্য নিবাসঃ ঔৎকলঃ, সিন্ধুরস্য নিবাসঃ সৈন্ধবঃ, তক্ষশিলাস্য নিবাসঃ তাক্ষশিলঃ, বিদেহোঽস্য নিবাসঃ বৈদেহঃ, পঞ্চালোঽস্য নিবাসঃ পাঞ্চালঃ, মগধোঽস্য নিবাসঃ মাগধঃ, অযোধ্যা অস্য নিবাসঃ আযোধ্যিকঃ, মদ্রোঽস্য নিবাসঃ মাদ্রঃ, অঙ্গোঽস্য নিবাসঃ আঙ্গঃ, বঙ্গোঽস্য নিবাসঃ বাঙ্গঃ। অভিজন-অর্থেও এইরূপ। যথা,—গন্ধারোঽস্যাভিজনঃ গান্ধারঃ ইত্যাদি।

(ক) "বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্" (পা ৫।৪।৩৪); "উপায়াদ্ হ্রস্বত্বঞ্চ" (বা)

(খ) "সোঽস্য নিবাসঃ" (পা ৪।৩।৮৯); "অভিজনশ্চ" (পা ৪।৩।৯০)

(২৮) নিবাসো নাম যত্র সম্প্রত্যুষ্যতে। "যত্র স্বয়ং বসতি স নিবাসঃ"—বিবেকঃ।

(২৯) অভিজনো নাম যত্র পূর্ব্বৈরুষিতম্। "যত্র পূর্ব্বৈরুষিতং সোঽভিজনঃ"—বিবেকঃ।

৯৯। **लोपो बहुवचने।** (ক)

বহুবচনে 'নিবাস' ও 'অভিজন' অর্থে বিহিত প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—**अङ्ग एषां निवासः अङ्गाः, वङ्ग एषां निवासः वङ्गाः, कलिङ्ग एषां निवासः कलिङ्गाः, विदेह एषां निवासः विदेहाः, उत्कल एषां निवासः उत्कलाः, कम्बोज एषां निवासः कम्बोजाः, मगध एषां निवासः मगधाः, पञ्चाल एषां निवासः पञ्चालाः, कश्मीर एषां निवासः कश्मीराः।** (খ)

১০০। **न स्त्रियाम्।** (ক)

স্ত্রীলিঙ্গে হয় না। যথা,—**मगध आसां निवासः मागध्यः, पञ्चाल आसां निवासः पाञ्चाल्यः, विदेह आसां निवासः वैदेह्यः, कलिङ्ग आसां निवासः कालिङ्ग्यः।**

১০১। **सोऽस्य राजेत्येवम्।**

'**सः अस्य राजा**' এই অর্থেও এইরূপ; অর্থাৎ '**सोऽस्य निवासः**' '**सोऽस्याभिजनः**' এই দুই অর্থে যে প্রত্যয় ও কার্য্য হয়, '**सोऽस्य राजा**' এই অর্থেও সেইরূপ হয়। যথা,—**कश्मीरस्य राजा काश्मीरः, कलिङ्गस्य राजा कालिङ्गः, विदेहस्य राजा वैदेहः, पञ्चालस्य राजा पाञ्चालः, मगधस्य राजा मागधः, निषधस्य राजा नैषधः।** বহুবচনে—**कश्मीराः, कलिङ्गाः, विदेहाः, पञ्चालाः, मगधाः, निषधाः।**

(ক) "তদ্‌রাজস্য বহুষু তেনৈবাস্ত্রিয়াম্" (পা ২।৪।৬২)

(খ) ৪২ সূত্র ও তাহার ফুট্‌নোট্ দেখ।

১০২। तस्य भाव:।

'तस्य भाव:' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—कुमारस्य भाव: कौमारम्, शिशो-र्भाव: शैशवम्, वृद्धस्य भाव: वार्द्धकम्, स्थविरस्य भाव: स्थाविरम्, गुरो: भाव: गौरवम्, लघोर्भाव: लाघवम्, सुष्ठु (शोभनस्य) भाव: सौष्ठवम् (क), ऋजो: भाव: आर्जवम्, मृदोर्भाव: मार्दवम्, पटोर्भाव: पाटवम्, सुरभे: भाव: सौरभम्, रमणीयस्य भाव: रामणीयकम्, कमनीयस्य भाव: कामनीयकम्, स्थिरस्य भाव: स्थैर्य्यम्, धीरस्य भाव: धैर्य्यम्, गम्भीरस्य भाव: गाम्भीर्य्यम्, कृशस्य भाव: कार्श्यम्, जड़स्य भाव: जाड्यम्, शीतस्य भाव: शैत्यम्, उष्णस्य भाव: औष्ण्यम्, दृढ़स्य भाव: दार्ढ्यम्, मन्दस्य भाव: मान्द्यम्, सुभगस्य भाव: सौभाग्यम्, दुर्भगस्य भाव: दौर्भाग्यम्, मधुरस्य भाव: माधुर्य्यम् माधुरी (ख), मूर्खस्य भाव: मौर्ख्यम्, विषमस्य भाव: वैषम्यम्, समस्य भाव: साम्यम्, कातरस्य भाव: कातर्य्यम्, कर्कशस्य भाव: कार्कश्यम्, बालस्य भाव: बाल्यम्, शुक्लस्य भाव: शौक्ल्यम्, सुमनसो भाव: सौमनस्यम्, दुर्मनसो

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় "সুষ্ঠোর্ভাবঃ সৌষ্ঠবম্" এইরূপ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 'সুষ্ঠু' শব্দ নিত্য অব্যয় বলিয়া ইহার রূপ হইতে পারে না। এজন্য আমরা "সুষ্ঠু (শোভনস্য) ভাবঃ সৌষ্ঠবম্" এইরূপ করিলাম।

(খ) স্ত্রীলিঙ্গ-বিহিত ঈ পরে থাকিলে ষ্যণ্ এই তদ্ধিত প্রত্যয়ের য-কারের লোপ হয়। যথা—মাধুর্য্য + ঈ = মাধুরী। এইরূপ সমগ্র—সামগ্রী, চতুর—চাতুরী, মিত্র—মৈত্রী, উচিত—ঔচিতী ইত্যাদি।

भाव: दौर्मनस्यम्, विमनसो भाव: वैमनस्यम्, प्रवीणस्य भाव: प्रावीण्यम्, उदासीनस्य भाव: औदासीन्यम्, कृपणस्य भाव: कार्पण्यम्, मध्यस्थस्य भाव: माध्यस्थ्यम्, उदारस्य भाव: औदार्य्यम्, विगुणस्य भाव: वैगुण्यम्, सुजनस्य भाव: सौजन्यम्, स्थूलस्य भाव: स्थौल्यम्, अधिकस्य भाव: आधिक्यम्।

१०३। तस्य भाव: कर्म्म च।

'तस्य भाव:,' 'तस्य कर्म्म' এই দুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর যথাসম্ভব উক্ত প্রত্যয় সকল হয়। যথা,—ब्राह्मणस्य भाव: कर्म्म वा ब्राह्मण्यम्, चोरस्य भाव: कर्म्म वा चौर्य्यम्, अलसस्य भाव: कर्म्म वा आलस्यम्, सेनापतेर्भाव: कर्म्म वा सैनापत्यम्, अधिपतेर्भाव: कर्म्म वा आधिपत्यम्, सख्युर्भाव: कर्म्म वा सख्यम्, शूरस्य भाव: कर्म्म वा शौर्य्यम्, दूतस्य भाव: कर्म्म वा दूत्यं दौत्यम्, पुरोहितस्य भाव: कर्म्म वा पौरोहित्यम्, सुहितस्य भाव: कर्म्म वा सौहित्यम्, सारथेर्भाव: कर्म्म वा सारथ्यम्, आस्तिकस्य भाव: कर्म्म वा आस्तिक्यम्, नास्तिकस्य भाव: कर्म्म वा नास्तिक्यम्, पण्डितस्य भाव: कर्म्म वा पाण्डित्यम्, वणिजो भाव: कर्म्म वा वाणिज्यम् वणिज्यम्, शुचेर्भाव: कर्म्म वा शौचम्, अशुचेर्भाव: कर्म्म वा अशौचम् आशौचम् (क), मुनेर्भाव: कर्म्म वा मौनम्, अकुशलस्य भाव: कर्म्म वा आकौशलम् अकौशलम्, अनुकूलस्य

(ক) ৩ সূত্রের ফুট্‌নোট্‌ দেখ।

ভাব: কর্ম্ম বা আনুকূল্যম, প্রতিকূলস্য ভাব: কর্ম্ম বা প্রাতিকূল্যম্, পুরুষস্য ভাব: কর্ম্ম বা পৌরুষম্, সুভ্রাতুর্ভাব: কর্ম্ম বা সৌভ্রাত্রম্, দুর্ভ্রাতুর্ভাব: কর্ম্ম বা দৌর্ভ্রাত্রম্, সুহৃদো ভাব: কর্ম্ম বা সৌহার্দ্দম্ (ক), দুর্হৃদো ভাব: কর্ম্ম বা দৌর্হার্দ্দম, অনৃশংসস্য ভাব: কর্ম্ম বা আনৃশংস্যম্, কুশলস্য ভাব: কর্ম্ম বা কৌশল্যং কৌশলম্, চপলস্য ভাব: কর্ম্ম বা চাপল্যং চাপলম্, নিপুণস্য ভাব: কর্ম্ম বা নৈপুণ্যম্ নৈপুণম্, পিশুনস্য ভাব: কর্ম্ম বা পৈশুন্যং পৈশুনম্, সহায়স্য ভাব: কর্ম্ম বা সাহায্যং সাহায়কম্, চতুরস্য ভাব: কর্ম্ম বা চাতুর্য্যং চাতুরী।

১০৪। ইতরেষ্বপি দৃশ্যন্তে।

ষিণ্ প্রভৃতি প্রত্যয় সকল অপত্য প্রভৃতি যে সকল অর্থে

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় এস্থলে 'সুহৃদো ভাবঃ কর্ম্ম বা' এই অর্থে 'সৌহৃদম্' এইরূপ পদ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে 'সৌহৃদ' শব্দটী 'সুহৃদয়' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। যৎ ও অণ্ প্রত্যয় এবং লেখ ও লাস শব্দ পরে থাকিলে হৃদয়-শব্দ-স্থানে হৃদ্ আদেশ হয়। "হৃদয়স্য হৃল্লেখযদণ্লাসেষু" (পা ৬।৩।৫০);—এই সূত্রানুসারে হৃদয় শব্দ স্থানে হৃদ্ আদেশ হইল। পরে সুহৃদ্ শব্দের কেবল পূর্ব্বপদের আদিস্বরের বৃদ্ধি হওয়ায় 'সৌহৃদ' হইল। মিত্র-বাচক সুহৃদ্ শব্দের উভয় পদের বৃদ্ধি হয়। যথা—সুহৃদো ভাবঃ সৌহার্দ্দম্। অতএব সুহৃদয় শব্দ হইতে 'সৌহৃদ' এবং মিত্রবাচক সুহৃদ্ শব্দ হইতে 'সৌহার্দ্দ' হয়। কুমার-সম্ভবের ৪র্থ সর্গে ৬ষ্ঠ শ্লোকে "ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ" এই অংশের টীকায় মল্লিনাথও তাহাই বলিয়াছেন। "অণি হৃদ্ভাবাৎ ন উভয়-পদ-বৃদ্ধিঃ, হৃদ্ভ্ তস্য অণ্-বিধানে তু উভয়পদবৃদ্ধিঃ স্যাৎ"—মল্লিনাথ। বামনও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"সৌহৃদ-দৌর্হৃদ-শব্দৌ অণি হৃদ্ভাবাৎ"। সুহৃদ্-শব্দেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। "সুহৃদো ভাবঃ সৌহার্দ্দং দৌর্হার্দ্দং ইহ মুখ্যস্য গ্রহণাৎ। আদিষ্টস্য তু সৌহৃদ্যং সৌহৃদমিতি"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

প্রদর্শিত হইল, তদ্ভিন্ন নানা অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কতিপয় স্থলে উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—**ধর্ম্মং চরতি** (ক) **ধার্ম্মিকঃ** (খ), **চাতুর্ম্মাস্যানি ব্রতানি চরতি চাতুর্ম্মাসী চাতুর্ম্মাসিকঃ, বশং গতঃ বশ্যঃ, পন্থানং গচ্ছতি পথিকঃ, পৃথিব্যা ঈশ্বরঃ পার্থিবঃ, সর্ব্বভূমেরীশ্বরঃ সার্ব্বভৌমঃ, চক্ষুষা গৃহ্যতে চাক্ষুষং রূপম্, শ্রবণেন গৃহ্যতে শ্রাবণঃ শব্দঃ, রসনয়া গৃহ্যতে রাসনো রসঃ, ত্বচা গৃহ্যতে ত্বাচঃ স্পর্শঃ, চক্ষুষা নিষ্পন্নং চাক্ষুষম্ প্রত্যক্ষম্, শ্রবণেন নিষ্পন্নম্ শ্রাবণম্, রসনয়া নিষ্পন্নং রাসনম্, ত্বচা নিষ্পন্নম্ ত্বাচম্, পারং গতবান্ পারীণঃ, পারাবারং গতবান্ পারাবারীণঃ, অর্থেন ক্রীতঃ আর্থঃ, বিদ্যয়া লব্ধং বৈদ্যম্, বিদ্যায়াং কুশলঃ বৈদ্যঃ, স্ত্রিয়া জিতঃ স্ত্রৈণঃ, দ্বারি নিযুক্তঃ দৌবারিকঃ** (গ), **ভাণ্ডাগারে নিযুক্তঃ**

(ক) "চরণমত্র সেবা, তেন কদাচিদাচরণে মা ভূৎ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(খ) "ধর্ম্মং চরতি" (পা ৪।৪।৪১); "বশং গতঃ" (পা ৪।৪।৮৬); "তস্যেশ্বরঃ" (পা ৫।১।৪২); "অবারপারাত্যন্তানুকামংগামী" (পা ৫।২।১১); "তেন ক্রীতম্" (পা ৫।১।৩৭); "তত্র নিযুক্তঃ" (পা ৪।৪।৬৯); "চরতি" (পা ৪।৪।৮); "পক্ষিমৎস্য-মৃগান্ হন্তি" (পা ৪।৪।৩৫); "স্বরূপস্য পর্য্যায়াণাং বিশেষাণাং চ গ্রহণম্"। "নৌবয়ো-ধর্ম্মবিষমূলমূলসীতাতুলাভ্যস্তার্য্যতুল্যপ্রাপ্যবধ্যানাম্যসমসমিতসম্মিতেষু" (পা ৪।৪।৯১); "সমানতীর্থে বাসী" (পা ৪।৪।১০৭); "সমানোদরে শয়িত ও চোদাত্তঃ" (পা ৪।৪। ১০৮); "সোদরাদ্ যঃ" (পা ৪।৪।১০৯); "ওজঃ সহোঽম্ভসা বর্ত্ততে" (৪।৪।২৭); "অগ্রাদ্ যৎ" (পা ৪।৪।১১৭); "ঘচ্ছৌ চ" (পা ৪।৪।১১৭); "আপ্রপদং প্রাপ্নোতি" (পা ৫।২।৮); "তৎ সর্ব্বাদেঃ পথ্যঙ্গকর্ম্মপত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি" (পা ৫।২।৭); অনুপদ-সর্ব্বান্নায়ানয়ং বদ্ধাভক্ষয়তিনেয়েষু" (পা ৫।২।৯); অভ্যমিত্রাচ্ছ চ" (পা ৫।২।১৭)

(গ) কিন্তু দ্বারি নিযুক্তঃ দ্বারিকঃ।

भाण्डागारिकः, हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा, विदूरात् प्रभवति वैदूर्य्यो मणिः, रथेन सञ्चरते रथिकः, अश्वेन सञ्चरते आश्विकः, शकुनीन् हन्ति शाकुनिकः, शकुन्तान् हन्ति शाकुन्तिकः, सहसा वर्त्तते साहसिकश्चौरः, अनुकूलं वर्त्तते आनुकूलिकः, प्रतिकूलं वर्त्तते प्रातिकूलिकः, नावा तार्य्या नाव्या नदी, वयसा तुल्यः वयस्यः, तुलया सम्मितं तुल्यम्, गृहपतिना संयुक्तः गार्हपत्योऽग्निः, समाने तीर्थे गुरौ वसति सतीर्थ्यः, समाने उदरे शयितः समानोदर्य्यः, अग्रे दीयते अग्रियम् अग्रीयम्, लोके विदितः लौकिकः, सर्व्वलोके विदितः सार्व्वलौकिकः, नित्यं क्रियते दीयते वा नैत्यं नैत्यकं नैत्यिकम्, निमित्तेन क्रियते दीयते वा नैमित्तिकम्, प्रवेशने दीयते प्रावेशनं प्रावेशनिकम्, सर्व्वाङ्गानि व्याप्नोति सर्व्वाङ्गीनस्तापः आप्रपदं प्राप्नोति आप्रपदीनः पटः (क), अनुपदं बद्धा अनुपदीना उपानत् पदप्रमाणा इत्यर्थः, अभ्यमित्रं अलंगामी अभ्यमित्रीयः अभ्यमित्रीणः, अभ्यमित्र्यः—अमित्राभिमुखं अलंगच्छतीत्यर्थः (খ), सप्तभिः पदैरवाप्यते साप्तपदीनं सख्यम्, इन्द्रस्य आत्मनो लिङ्गम् इन्द्रियम् (গ),

---

(ক) "যৎ পাদাগ্রপর্য্যন্তং পততি তৎ আপ্রপদীনম্। যৌগিকত্বাৎ আপ্রপদীনং মাল্যাদি চ"—ইত্যমর-টীকা।

(খ) "ভবিষ্যন্নির্দ্দেশো বৈচিত্র্যার্থঃ, গন্তৃমাত্রে প্রত্যয়ঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। ঈয়, ঈন ও য প্রত্যয়।

(গ) "ইন্দ্র আত্মা, স চক্ষুরাদিনা করণেনানুমীয়তে, নাকর্ত্তৃকং করণমস্তি"—(কাশিকা ৪।২।৯৩)। করণ থাকিলে তাহার একজন কর্ত্তা অবশ্যই থাকিবে। চক্ষুরাদি করণ, অতএব এই চক্ষুরাদি দ্বারা একজন কর্ত্তার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। ইন্দ্র অর্থাৎ আত্মাই সেই কর্ত্তা। অতএব ইন্দ্রের লিঙ্গ এই অর্থে 'ইন্দ্রিয়'। লিঙ্গ—অর্থাৎ চিহ্ন।

कुशाग्रमिव कुशाग्रीया बुद्धिः, काकतालमिव (३०) काकतालीयम् (क), प्राक् सम्भूतः प्राचीनः, अवाक् सम्भूतः अवाचीनः, सुस्नातं पृच्छति सौस्नातिकः, सुखशयनं पृच्छति सौखशायनिकः, परदारान् गच्छति पारदारिकः, याचितेन निर्वृत्तं याचितकम्, अर्थं गृह्णाति आर्थिकः, आपणस्य धर्म्म्यम् आपणिकम्, नरस्य धर्म्म्या नारी, वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्, पित्तस्य शमनं कोपनं वा पैत्तिकम्, सन्निपातस्य शमनं कोपनं वा सान्निपातिकम्, अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य आस्तिकः, नास्ति परलोक इति मतिर्यस्य नास्तिकः, अस्ति दिष्टमिति मतिर्यस्य दैष्टिकः, आमलक्याः फलम् आमलकम्, बदर्य्याः फलं बादरम्, अश्वत्थस्य फलम् आश्वत्थम्, न्यग्रोधस्य फलं नैयग्रोधम्।

१०५। लोपः क्वचित् प्रत्ययस्य। (খ)

কোনও কোনও স্থলে প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—व्रीहीणां फलानि व्रीहयः, यवानां फलानि यवाः, माषाणां फलानि

(৩০) काकागमनमिव तालपतनमिव काकतालम्।

(ক) "সমাসাচ্চ তদ্বিষয়াৎ" (পা ৫।৩।১০৬)। যদি ইবার্থ সমাসের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই সমাসের উত্তর অপর ইবার্থে ছ (ঈয়) প্রত্যয় হয়। যথা—"কাকতালীয়ো দেবদত্তস্য বধঃ।" এস্থলে 'কাকতাল' এই সমাসের অর্থ কাকতাল-সমাগম-সদৃশ চৌর-সমাগম এবং প্রত্যয়ের অর্থ কাক-মরণ-সদৃশ। "আগচ্ছতঃ কাকস্য অকস্মাৎ তালপতনাদ্ যথা বধঃ, তথৈব চাকস্মিকচৌরসমাগমাদ্ দেবদত্তবধঃ। এবমজায়া আগচ্ছন্ত্যাঃ কৃপাণপতনাদ্ যথা বধঃ, তৎসদৃশং মরণমিতি ফলিতোঽর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী। এইরূপ অজাকৃপাণীয়ঃ, অন্ধকবর্ত্তিকীয়ঃ (অন্ধজনের হস্তে সহসা শকুনিপতন)।

(খ) "ফলে লুক্" (পা ৪।৩।১৬৩)

माषाः, मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका, मालत्याः पुष्पं मालती, करवीरस्य पुष्पं करवीरम्, पाटलस्य पुष्पं पाटलम्, जात्याः पुष्पं जाती, यूथ्याः पुष्पं यूथी।

१०६। जम्ब्वा वा (पा ४।३।१६५)

জম্বূ-শব্দের উত্তর বিকল্পে। যথা,—**जम्ब्वाः फलम् जम्बुः** (ক), **जाम्बवम्।**

१०७। हैयङ्गवीनाद्यश्वीनौ।

হৈয়ঙ্গবীন ও অদ্যশ্বীন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**ह्योगोदोहाद् उद्भवति हैयङ्गवीनम्** (খ), **अद्य श्वो वा घटते अद्यश्वीनं मरणम्, अद्यश्वीनो वियोगः, अद्य श्वो वा प्रसूते अद्यश्वीना स्त्री आसन्नप्रसवा इत्यर्थः** (গ)।

१०८। पान्थ-साक्षि-वार्द्धुषिकाः।

পান্থ, সাক্ষিন্ ও বার্দ্ধুষিক শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**पन्थानं नित्यं गच्छति पान्थः** (ঘ), **साक्षात् द्रष্টা साक्षी, वृद्धया जीवति वार्द्धुषिकः।**

(ক) ফলবাচক হওয়ায় ক্লীবলিঙ্গ হইল; ক্লীবলিঙ্গ হওয়ায় হ্রস্ব হইল। "ফলে জম্ব্বা জম্বুঃ স্ত্রী জম্বু জাম্ববম্"।

(খ) হ্যোগোদোহ+খঞ্ (ঈন)—হৈয়ঙ্গবীন, নিপাতনে হিয়ঙ্গু আদেশ। "হৈয়ঙ্গবীনং সংজ্ঞায়াম্" (পা ৫।২।২৩)। "তত্তু হৈয়ঙ্গবীনং যৎ হ্যোগোদোহোদ্ভবং ঘৃতম্"।—ইত্যমরঃ

(গ) "অদ্যশ্বীনাবষ্টব্ধে" (পা ৫।২।১৩)

(ঘ) "পন্থো ণ নিত্যম্" (পা ৫।১।৭৬)। 'নিত্যং গচ্ছতি' এই অর্থে পথিন্ শব্দের উত্তর ণ প্রত্যয় হয়, এবং পথিন্-শব্দ-স্থানে 'পন্থ' আদেশ হয়। যথা—পন্থানং নিত্যং

১০৯। आमुष्मिकामुष्यायणौ। (ক)

ষিকণ্ ও ষায়নণ্ প্রত্যয়-যুক্ত অস্মদ্-শব্দ-স্থানে যথাক্রমে আমুষ্মিক ও আমুষ্যায়ণ, এই দুই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—अमुष्मिन् (परलोके) हितम् आमुष्मिकम्, अमुष्य (मृतस्य) पुत्र आमुष्यायणः।

১১০। पौनःपुन्यम्।

পৌনঃপুন্য শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—पुनः पुनरनुष्ठानं सङ्घटनं वा पौनःपुन्यम्।

১১১। नस्य लोपोऽन्त्यस्य।

তদ্ধিত-প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—अग्निशर्म्मणोऽपत्यम् आग्निशर्म्मिः, उडुलोम्नोऽपत्यम् औडुलोमिः, राज्ञां समूहः राजकम्, हस्तिनां समूहः हास्तिकम्, पन्थानं गच्छति पथिकः, सर्व्वकर्म्मसु कुशलः सर्व्वकर्म्मीणः, नामैव नामधेयम्, द्वयोरह्नोर्भवः द्व्यहीनः, साम वेत्ति अधीते वा सामकः, आत्मन इदम् आत्मीयम्।

১১২। नानन्तस्य षणि। (খ)

গচ্ছতি পান্থঃ, স্ত্রীলিঙ্গে পান্থা। 'পন্থানং গচ্ছতি' এই বাক্যে পথিন্+ষ্কন্—পথিকঃ, স্ত্রীলিঙ্গে পথিকী। "পথঃ ষ্কন্" (পা ৫।১।৭৫)

(ক) "আমুষ্যায়ণামুষ্যপুত্রিকেত্যুপসংখ্যানম্" (বা ৩৮৯৮); "আমুষ্যকুলিকেতি চ বক্তব্যম্" (বা ৩৮৯৯)।

(খ) "অন্" (পা ৬।৪।১৬৭)

ষণ্ প্রত্যয় হইলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের ন্-কারের লোপ হয় না। যথা,—**যূনো ভাবঃ যৌবনম্, মঘোন ইদং মাঘবনম্, যূনাং সমূহঃ যৌবনম্, পর্ব্বণি ক্রিয়তে দীয়তে বা পার্ব্বণম্, সামনি কুশলঃ সামনঃ, সুত্বন ইদং সৌত্বনম্, যজ্বনোঽপত্যং যাজ্বনঃ, চর্ম্মণা পরিবৃতঃ চার্ম্মণঃ, কর্ম্মাস্য শীলং কার্ম্মণঃ, ভস্মনো বিকারঃ ভাস্মনঃ।**

১১৩। যে চ ভাবকর্ম্মবর্জ্জে। (ক)

তদ্ধিতের য পরে থাকিলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের ন্-কারের লোপ হয় না। যথা,—**সামনি সাধুঃ সামন্যঃ, ব্রহ্মণি সাধুঃ ব্রহ্মণ্যঃ, অধ্বনি সাধুঃ অধ্বন্যঃ, রাজনি সাধুঃ রাজন্যঃ, কর্ম্মণি প্রভবতি কর্ম্মণ্যঃ, মূর্দ্ধ্নি ভবঃ মূর্দ্ধন্যঃ।** কর্ম্ম ও ভাব অর্থে ন-কারের লোপ হয়। যথা,—**রাজ্ঞো ভাবঃ কর্ম্ম বা রাজ্যম্।**

১১৪। নাধ্বাত্মনোর্খীনি। (খ)

খীন প্রত্যয় হইলে অধ্বন্ ও আত্মন্ এই দুই প্রাতিপদিকের ন্-কারের লোপ হয় না। যথা,—**অধ্বনি সাধুঃ অধ্বনীনঃ, আত্মনি স্থিতম্ আত্মনীনম্।**

১১৫। মনন্তস্যাপত্যষণি। (গ)

অপত্যার্থে বিহিত ষণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে মন্-ভাগান্ত প্রাতি-

(ক) "যে চাভাবকর্ম্মণোঃ" (পা ৬।৪।১৬৮)

(খ) "আত্মাধ্বানৌ খে" (পা ৬।৪।১৬৯)

(গ) "ন মপূর্ব্বোঽপত্যেঽবর্ম্মণঃ" (পা ৬।৪।১৭০)

পদিকের ন-কারের লোপ হয়। যথা,—**সুসাম্নোঽপত্যং সৌসামঃ, দুর্নাম্নোঽপত্যং দৌর্নামঃ, কৃতনাম্নোঽপত্যং কার্ত্তনামঃ।** (ক)

১১৬। **বা হিতনাম্নঃ।**

'হিতনামন্' এই প্রাতিপদিকের বিকল্পে। যথা,—**হিতনাম্নোঽপত্যং হৈতনামঃ হৈতনামনঃ।**

১১৭। **হৈমাশ্মনোর্বিকারে।** (খ)

বিকারার্থ-বিহিত যণ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে হেমন্, অশ্মন্ এই দুই প্রাতিপদিকের ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—**হেম্নো বিকারঃ হৈমঃ, অশ্মনো বিকার আশ্মঃ।**

১১৮। **চর্ম্মণঃ কোষে।** (গ)

কোষ-অর্থে চর্ম্মন্-শব্দের ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—**চর্ম্মণো বিকারঃ চার্ম্মঃ কোষঃ।**

১১৯। **ব্রহ্মণোঽজাতৌ।** (ঘ)

জাতি ভিন্ন অর্থে ব্রহ্মন্-শব্দের ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—**ব্রহ্মাস্য দেবতা ব্রাহ্মম্ অস্ত্রম্, ব্রাহ্মং হবিঃ, ব্রাহ্মী ওষধিঃ,**

(ক) অপত্য ভিন্ন অর্থে হয় না। যথা—চর্ম্মণা পরিবৃতো রথঃ চার্ম্মণঃ। অপত্যার্থ প্রত্যয় পরে থাকিলেও বর্ম্মন্ শব্দের হয় না। যথা—চক্রবর্ম্মণোঽপত্যম্ চাক্রবর্ম্মণঃ।

(খ) "অশ্মনো বিকারে টিলোপো বক্তব্যঃ (বা ৪১৮৫)

(গ) "চর্ম্মণঃ কোষ উপসংখ্যানম্" (বা ?)

(ঘ) "ব্রাহ্মো জাতৌ" (পা ৬।৪।১৭১)

ব্রহ্ম উপাস্তে ব্রাহ্মঃ, ব্রহ্মণ ইদং ব্রাহ্মী তনুঃ। জাতি অর্থে হয় না। যথা,—**ব্রহ্মণোঽপত্যং ব্রাহ্মণঃ জাতিবিশেষঃ।** (ক)

১২০। নেনন্তস্য ষণি। (খ)

ষণ্ প্রত্যয় হইলে ইন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের ন-কারের লোপ হয় না। যথা,—**বলিন ইদং বালিনম্, হস্তিন ইদং হাস্তিনম্, মেধাবিন ইদং মৈধাবিনম্, স্রগ্বিণ ইদং স্রাগ্বিণম্।** অপত্য-অর্থে হয়। যথা,—**মেধাবিনোঽপত্যং মৈধাবঃ, মায়াবিনোঽপত্যং মায়াবঃ।** গাথিন্ প্রভৃতির হয় না। যথা,—**গাথিনোঽপত্যং গাথিনঃ, কৈশ্মিনোঽপত্যং কৈশ্মিনঃ।** ইন্-সংযুক্ত বর্ণে মিলিত হইলে হয় না। যথা,—**স্রগ্বিণোঽপত্যং স্রাগ্বিণঃ তপস্বিনোঽপত্যং তাপস্বিনঃ, চক্রিণঃ অপত্যং চাক্রিণঃ।**

১২১। তস্য ভাবস্ত্ব-তলৌ (পা ৫।১ ১১৯)

'তস্য ভাবঃ' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর ত্ব ও তল্ হয়; ল্ ইৎ, ত থাকে। ত্ব-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এবং তল্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—**প্রভোর্ভাবঃ প্রভুত্বম্, প্রভুতা; ভীরোর্ভাবঃ ভীরুত্বম্, ভীরুতা; মনুষ্যস্য ভাবঃ**

(ক) সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে অপত্য-ভিন্ন-অর্থে বিহিত অন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে 'ব্রহ্ম' এই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—ব্রাহ্মং হবিঃ। যদি অপত্য-অর্থে অন্ প্রত্যয় হয় এবং জাতি বুঝায়, তাহা হইলে ব্রহ্মন্ শব্দের টিলোপ হয় না। যথা ব্রহ্মণোঽপত্যং ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মী ওষধিঃ—এখানে অপত্যার্থে প্রত্যয় হয় নাই, এই জন্য টি-লোপ হইল। "ব্রাহ্মোঽজাতৌ" (পা ৬।৪।১৭১)

(খ) "ইনণ্যনপত্যে" (পা ৬।৪।১৬৪)

মনুষ্যত্বম্, মনুষ্যতা; অমরস্য ভাবঃ অমরত্বম্, অমরতা; পশোর্ভাবঃ পশুত্বম্, পশুতা; শূরস্য ভাবঃ শূরত্বম্, শূরতা; কাতরস্য ভাবঃ কাতরত্বম্, কাতরতা; চপলস্য ভাবঃ চপলত্বম্, চপলতা; নাস্তিকস্য ভাবঃ নাস্তিকত্বম্, নাস্তিকতা; অলসস্য ভাবঃ অলসত্বম্, অলসতা; অন্ধস্য ভাবঃ অন্ধত্বম্, অন্ধতা; মূর্খস্য ভাবঃ মূর্খত্বম্, মূর্খতা; মূকস্য ভাবঃ মূকত্বম্, মূকতা; রাজ্ঞো ভাবঃ রাজত্বম্ রাজতা; যূনো ভাবঃ যুবত্বম্, যুবতা; ন্যূনস্য ভাবঃ ন্যূনত্বম্, ন্যূনতা।

১২২। বা নীলাদেরিমনিঃ। (ক)

'তস্য ভাবঃ' এই অর্থে নীল প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ইমনি হয়; ই ইৎ, ইমন্ থাকে; পক্ষে ত্ব ও তল্ হয়। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ। যথা,—**নীলস্য ভাবঃ**

(ক) "পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্ বা" (পা ৫।১।১২২), "বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ" (পা ৫।১।১২৩)। পৃথ্বাদিগণঃ—'পৃথু-মৃদু-পটু-ক্ষিপ্র-বহুল-ক্ষুদ্র-সাধবঃ। বহ্বকিঞ্চন-খণ্ডাশ্চ লঘু-স্বাদু-প্রিয়ং জবঃ"। দৃঢ়াদিগণঃ—"চণ্ডো বালো গুরুর্মন্দো বৎসঃ পাকস্তনুর্মহান্। আশু-হ্রস্বোরু-দীর্ঘঞ্চ হোড়ঃ সর্ব্বে দৃঢ়াদয়ঃ"।—শ্রীরামতর্কবাগীশ

'স্থূল' ও 'মলিন' শব্দের উত্তর 'ইমন্' প্রত্যয় হয় কি না, তাহা সুধীগণের বিশেষ বিবেচ্য। কোনও প্রাচীন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণে 'স্থবিমা' ও 'মলিনিমা' পদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সারস্বত-ব্যাকরণ-কর্ত্তা অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য 'স্থবিমা' পদ উদাহরণ দিয়াছেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রথম মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে 'স্থবিমা' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,—"যং বক্তুং মুকুরা ইবেন্দ্রিয়মনোমায়াঃ পরাগ্-দৃশ্যতাং, নিন্যুস্তং 'স্থবিমা' দিনাপি চ বিরাট্সূত্রেশভাবং গতম্। তং প্রত্যাগ্ দৃগদৃশ্যমক্ষরমণুং ত্যক্তোপনেত্রত্রয়াঃ, শ্রীগোপালমুপাস্মহে শ্রুতিশিরোবংশীরবৈর্দর্শিতম্"। 'মলিনিমা' পদের প্রয়োগ শিশুপালবধে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"মলিনিমালিনি মাধবযোষিতাম্"—(মাঘ ৬।৪), কিন্তু সংক্ষিপ্তসারের বৃত্তিকার জুমরনন্দী এই প্রয়োগ অসাধু বলিয়াছেন।

নীলিমা, নীলত্বম্, নীলতা ; পীতস্য ভাবঃ পীতিমা, পীতত্বম্, পীততা ; রক্তস্য ভাবঃ রক্তিমা, রক্তত্বম্, রক্ততা ; শুক্লস্য ভাবঃ শুক্লিমা, শুক্লত্বম্, শুক্লতা ; বক্রস্য ভাবঃ বক্রিমা, বক্রত্বম্, বক্রতা ; শীতস্য ভাবঃ শীতিমা, শীতত্বম্, শীততা ; উষ্ণস্য ভাব উষ্ণিমা, উষ্ণত্বম্, উষ্ণতা ; জড়স্য ভাবঃ জড়িমা, জড়ত্বম্, জড়তা ; মধুরস্য ভাবঃ মধুরিমা, মধুরত্বম্, মধুরতা।

১২৩। ওর্লোপোঽন্যসঃ। (ক)

ইমনি প্রত্যয় হইলে শব্দের অন্তস্থিত উবর্ণের লোপ হয় (৩১)। যথা,—**লঘোর্ভাবঃ লঘিমা, লঘুত্বম্, লঘুতা ; অণোর্ভাবঃ অণিমা, অণুত্বম্, অণুতা ; তনোর্ভাবঃ তনিমা, তনুত্বম্, তনুতা ; স্বাদোর্ভাবঃ স্বাদিমা, স্বাদুত্বম্, স্বাদুতা ; পটোর্ভাবঃ পটিমা, পটুত্বম্, পটুতা ; ঋজোর্ভাবঃ ঋজিমা, ঋজুত্বম্, ঋজুতা।**

১২৪। ঋতো রঃ পৃথ্বাদেঃ। (খ)

ইমনি প্রত্যয় হইলে পৃথু, মৃদু, দৃঢ়, কৃশ, ভৃশ, পরিবৃঢ়, এই সকল শব্দের ঋ-স্থানে র হয় (৩১)। যথা,—**পৃথোর্ভাবঃ প্রথিমা, পৃথুত্বম্, পৃথুতা ; মৃদোর্ভাবঃ ম্রদিমা, মৃদুত্বম্,**

(ক) "টেঃ" (পা ৬।৪।১৫৫)

(৩১) ইষ্ঠ ও ঈয়স্ স্থলেও এই সূত্রের কার্য্য হয়।

(খ) "র ঋতো হলাদের্লঘোঃ" (পা ৬।৪।১৬১)

मृदुता; दृढ़स्य भावः द्रढ़िमा दृढ़त्वम, दृढ़ता; कृशस्य भावः क्रशिमा, कृशत्वम्, कृशता; भृशस्य भावः भ्रशिमा, भृशत्वम्, भृशता; परिवृढ़स्य भावः परिव्रढ़िमा, परिवृढ़त्वम्, परिवृढ़ता।

१२५। प्रिय-महतोः प्र-महौ। (ক)

ইমনি প্রত্যয় হইলে প্রিয়-শব্দ-স্থানে প্র এবং মহৎ-শব্দ-স্থানে মহ হয় (৩১)। যথা,—**प्रियस्य भावः प्रेमा, प्रियत्वम्, प्रियता; महतो भावः महिमा, महत्त्वम्, महत्ता।**

१२६। गुरु-ह्रस्व-दीर्घाणां गर-ह्रस-द्राघाः। (ক)

ইমনি প্রত্যয় হইলে গুরু-শব্দ-স্থানে গর, হ্রস্ব-শব্দ-স্থানে হ্রস এবং দীর্ঘ-শব্দ-স্থানে দ্রাঘ হয় (৩১)। যথা,—**गुरोर्भावः गरिमा, गुरुत्वम्, गुरुता; ह्रस्वस्य भावः ह्रसिमा, ह्रस्वत्वम्, ह्रस्वता; दीर्घस्य भावः द्राघिमा, दीर्घत्वम्, दीर्घता।**

१२७। भूमा। (খ)

বহু-শব্দের উত্তর ইমনি হইলে ভূমন্ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**बहोर्भावः भूमा।**

१२८। औपम्ये वतिच्। (গ)

(ক) "প্রিয়স্থিরস্ফিরোরুবহুলগুরুবৃদ্ধতৃপ্রদীর্ঘবৃন্দারকাণাং প্রস্থস্ফববর্বংহিগর্বর্ষিত্রব্-দ্রাঘিবৃন্দাঃ" (পা ৬।৪।১৫৭)

(৩১) ইষ্ঠ ও ঈয়স্ স্থলেও এই সূত্রের কার্য্য হয়।

(খ) "বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ" (পা ৬।৪।১৫৮)

(গ) "তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদ্বতি" (পা ৫।১।১১৫)

সাদৃশ্য বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর বতিচ্ হয় ; ই, চ্ ইৎ, বৎ থাকে। যথা,—चन्द्र इव मुखं चन्द्रवन्मुखम्, हिममिव शीतलम् हिमवच्छीतलम्, समुद्र इव गम्भीरः समुद्रवद्गम्भीरः, पर्व्वत इव उन्नतः पर्व्वतवदुन्नतः, ब्राह्मण इव अधीते ब्राह्मणवदधीते, क्षत्रिय इव युध्यते क्षत्रियवद्युध्यते, पितरमिव पूजयति पितृवत् पूजयत्युपाध्यायम्, गृहे इव वसति गृहवद्वसति वने, शय्यायामिव शेते शय्यावत् शेते भूतले, देवदत्तस्येव भवनं देवदत्तवद्भवनं यज्ञदत्तस्य, रामस्येव पितृभक्तिः रामवत् पितृभक्तिर्भरतस्य, राजेव राजवत्, आत्मेव आत्मवत्।

१२९। तेन वित्तश्चुञ्चु-चणौ। (ক)

'तेन वित्तः' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর চুঞ্চু ও চণ হয়। যথা,—अर्थेन वित्तः अर्थचुञ्चुः, अर्थचणः ; विद्यया वित्तः विद्याचुञ्चुः, विद्याचणः ; ज्ञानेन वित्तः ज्ञानचुञ्चुः, ज्ञानचणः ; मायया वित्तः मायाचुञ्चुः, मायाचणः ; अस्त्रेण वित्तः अस्त्रचुञ्चु, अस्त्रचणः ; कर्म्मणा वित्तः कर्म्मचुञ्चुः, कर्म्मचणः।

१३०। तदस्यास्मिन् वा संजातं तारकादिभ्य इतः। (খ)

(ক) "তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্ চণপৌ" (পা ৫।২।২৬)

(খ) "তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্" (পা ৫।২।৩৬)

তারকাদিগণঃ—"ফল-পুষ্পাঙ্কুর-পল্লব-গর্ব্বং, কণ্টক-কর্দ্দম-শর-কল্লোলম্। হর্ষ-কুতূহল-কিসলয়-গন্ধং, হস্তক-কঞ্চুক-সুখ-সীমন্তম্। তন্দ্রা তিলকং শৈবল-রোগং, কজ্জল-কুট্মল-কোরক-বেগম্। নিদ্রা-মুদ্রা-মৃণাল-রোষং, কন্দর-কন্দল-কুসুম-তরঙ্গম্। সংজ্ঞা-তারক-মূত্র-পুরীষং, পুলক-বিচারং ব্রণ-শৃঙ্গারম্। স্তবক-পিপাসা-লজ্জা-দোহং, নিষ্ক্রমণ-

'तद् अस्य संजातम्' 'तद् अस्मिन् संजातम्' এই দুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর ইত প্রত্যয় হয়। যথা,—**तारका अस्मिन् संजाता: तारकितं नभ:, पल्लवा अस्य संजाता: पल्लवितस्तरु:, फलानि अस्य संजातानि फलितो वृक्ष:, पुष्पाण्यस्या: संजातानि पुष्पिता लता, तरङ्गा अस्या: संजाता: तरङ्गिता नदी, उत्कण्ठा अस्मिन् संजाता उत्कण्ठितं मन:, अन्धकारमस्मिन् संजातम् अन्धकारितं जगत्, कलङ्कोऽस्य सञ्जात: कलङ्कितश्चन्द्र:, कर्द्दमोऽस्मिन् संजात: कर्द्दमित: पन्था:, पुलकान्यस्मिन् संजातानि पुलकितं शरीरम्, अङ्कुरमस्य संजातम् अङ्कुरितं धान्यम्, व्याधिरस्य संजात: व्याधितो मनुष्य:।** এইরূপ,—**मञ्जरी मञ्जरित:, कुड्मलं कुड्मलित:, स्तवक: स्तवकित:, किसलयं किसलयित:, मुकुलं मुकुलित:, कुवलयं कुवलयित:, कोरकं कोरकित:, निद्रा निद्रित:, मुद्रा मुद्रित:, बुभुक्षा बुभुक्षित: पिपासा पिपासित:, सुखं सुखित:, दु:खं दु:खित:, व्रणं व्रणित:, तिलकं तिलकित:,**

জ্বর-দুঃখ-তন্দ্রাহম্। ঋজীষাঙ্গার-রোমাঞ্চ-প্রবাল-ব্যাধি-চন্দ্রকাঃ। পণ্ডোৎকর্ষং বুভুক্ষা চ স্বরোৎকণ্ঠে চ মঞ্জরী।"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

"তারকা-পুষ্প-কল্লোল-তরঙ্গ-শর-পল্লবাঃ। ঋজীষ-কণ্টকাঙ্গার-শৃঙ্গার-জ্বর-কন্দরাঃ। বিচার-গর্ব্ব-রোমাঞ্চ-হর্ষোৎকর্ষ-কুতূহলাঃ। গর্ভনিষ্ক্রমণোৎকণ্ঠাতন্দ্রোহদোহাভ্রচন্দ্রকাঃ। নিদ্রা কুবলয়ঃ শ্রদ্ধা রাগ-কোরক-কুট্মলাঃ। কুসুম-স্তবকোচ্চার-প্রবাল-পুলক-ব্রণাঃ। কর্দ্দম-ব্যাধি-সীমন্ত-সুখ-কঞ্চুক-হস্তকাঃ। পিপাসা-মঞ্জরী-পিণ্ডা বুভুক্ষা-দুঃখ-কজ্জলাঃ। বেগঃ কিসলয়স্তন্দ্রা-মুদ্রা-তিলক-শৈবলাঃ। মূত্রং পুরীষং রোগশ্চ সূত্রঞ্চ মুকুলং তথা। রাগ-কেশাদয়শ্চান্যে তারকাদ্যাঃ প্রয়োগতঃ।"—গোয়ীচন্দ্র।

"নমু বুভুক্ষাপিপাসা-শব্দৌ কিমর্থমিহ পঠ্যেতে, সনন্তাৎ ক্তে সতি বুভুক্ষিতঃ পিপাসিত ইতি ভবিষ্যতি? নৈতদস্তি; এতয়োঃ সকর্ম্মকত্বাৎ কর্ত্তরি ক্ত এব নাস্তি; কর্ম্মণি চ ক্তে সতি বুভুক্ষিতঃ ওদনঃ, পিপাসিতং জলমিতি ভবতি। অনেন ইতে কৃতে বুভুক্ষিতঃ পিপাসিতো মৈত্র ইতি ভবতি। ইত্যুভয়োরর্থভেদো মহান"—গোয়ীচন্দ্র।

गर्व्वः गर्व्वितः, हर्षः हर्षितः, क्षुध् क्षुधा क्षुधितः, सीमन्तः सीमन्तितः, ज्वरः ज्वरितः, रोगः रोगितः, रोमाञ्चः रोमाञ्चितः, पण्डा पण्डितः, कज्जलः कज्जलितः, तृष् तृषा तृषितः, कल्लोलः कल्लोलितः, शैवलः शैवलितः, कन्दलं कन्दलितः, बिम्बः बिम्बितः, प्रतिबिम्बः प्रतिबिम्बितः, मूर्च्छा मूर्च्छितः, दीक्षा दीक्षितः।

१३१। प्रमाणे मात्र-दघ्न-द्वयसटः। (ক)

পরিমাণার্থে প্রাতিপদিকের উত্তর মাত্রট্, দঘ্নট্ ও দ্বয়সট্ প্রত্যয় হয়। ট্ ইৎ; মাত্র, দঘ্ন ও দ্বয়স থাকে। যথা,—**हस्तः प्रमाणमस्य हस्तमात्रम्, हस्तदघ्नम्, हस्तद्वयसम्; जानुः प्रमाणमस्य जानुमात्रम्, जानुदघ्नम्** (খ), **जानुद्वयसम्; ऊरुः प्रमाणमस्य ऊरुमात्रम्, ऊरुदघ्नम्, ऊरुद्वयसम्; वितस्तिः प्रमाणमस्य वितस्तिमात्रम्, वितस्तिदघ्नम्, वितस्तिद्वयसम्; तालः प्रमाणमस्य तालमात्रम्, तादलघ्नम्, तालद्वयसम्; गजः प्रमाणमस्य गजमात्रम्, गजदघ्नम्, गजद्वयसम्।**

१३२। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् (पा ५।२।३९)

পরিমাণার্থে যদ্, তদ্, এতদ্, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর বতুপ্ হয়; উ প্ ইৎ, বৎ থাকে।

१३३। आ दः। (গ)

(ক) "প্রমাণে দ্বয়সজ্-দঘ্নঞ্-মাত্রচঃ" (পা ৫।২।৩৭)

(খ) "জানুদঘ্নেন পয়সা উত্তীর্য্য শিপ্রাম্।"—কাদম্বরী

(গ) "আ সর্ব্বনাম্নঃ" (পা ৬।৩।৯১)

বতুপ্ হইলে যদ্, তদ্, এতদ্, ইহাদের দ্ স্থানে আ হয়। যথা,—**यत् परिमाणमस्य यावान्, तत् परिमाणमस्य तावान्, एतत् परिमाणमस्य एतावान्** ।

১৩৪। **কিয়দিয়তী**। (ক)

কিম্ ও ইদম্ শব্দের উত্তর বতুপ্ হইলে যথাক্রমে কিয়ৎ, ইয়ৎ, এই দুই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**किं परिमाणमस्य कियान्, इदं परिमाणमस्य इयान्** ।

১৩৫। **किमः संख्यापरिमाणे डतिः**। (খ)

সংখ্যা-পরিমাণ বুঝাইলে কিম্-শব্দের উত্তর ডতি হয়; ড্ ইৎ, অতি থাকে। যথা,—**का संख्या परिमाणमेषां कति**। কতি শব্দ বহুবচনান্ত।

১৩৬। **अवयवे तयट् संख्यायाः**। (গ)

অবয়বার্থে সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর তয়ট্ হয়; ট্ ইৎ, তয় থাকে। যথা,—**चत्वारोऽवयवा अस्य चतुष्टयम्, पञ्च अवयवा अस्य पञ্चतयम्, शतमवयवा अस्य शततयम्, सहस्र-मवयवा अस्य सहस्रतयम्** ।

১৩৭। **डयट् वा द्वित्रिभ्याम्**। (ঘ)

(ক) "কিমিদংভ্যাং বো ঘঃ" (পা ৫।২।৪০)

(খ) "কিমঃ সংখ্যাপরিমাণে ডতি চ" (পা ৫।২।৪১)

(গ) "সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্" (পা ৫।২।৪২)

(ঘ) "দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্ বা" (পা ৫।২।৪৩)

অবয়বার্থে দ্বি, ত্রি, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ডয়ট্ হয়; ড ট্ ইৎ, অয় থাকে; পক্ষে তয়ট্। যথা,—**द्वौ अवयवौ अस्य द्वयं द्वितयम्, त्रयोऽवयवा अस्य त्रयं त्रितयम्।**

১৩৮। उभाद् यः। (ক)

অবয়বার্থে 'উভ' এই প্রাতিপদিকের উত্তর য হয়। যথা,—**उभौ अवयवौ अस्य उभयम्।**

১৩৯। तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः (পা ৫।২।৪৫)

'**तद् अस्मिन् अधिकम्**' এই অর্থে দশন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ড হয়; ড্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**एकादश अधिका अस्मिन् एकादशं शतम्, द्वादशं शतम्, त्रयोदशं शतम्, चतुर्दशं शतम्।**

১৪০। शदन्त-विंशतेश्च (পা ৫।২।৪৬)

'**तद् अस्मिन् अधिकम्**' এই অর্থে শৎ-ভাগান্ত ও বিংশতি শব্দের উত্তর ড হয়। যথা,—**त्रिंशत् अधिका अस्मिन् त्रिंशं शतम्, चत्वारिंशं शतम्, पञ्चाशं शतम्; एकत्रिंशं शतम्, चतुश्चत्वारिंशं शतम्, पञ्चपञ्चाशं शतम्; विंशतिरधिका अस्मिन् विंशं शतम्, एकविंशं शतम्, द्वाविंशं शतम्।**

১৪১। संख्यायाः पूरणे डट्। (খ)

(ক) "উভাদুদাত্তো নিত্যম্" (পা ৫।২।৪৪)

(খ) "তস্য পূরণে ডট্" (পা ৫।২।৪৮)

পূরণার্থে সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ডট্ হয়; ড্ ট্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**একাদশানাং পূরণঃ একাদশঃ**। এইরূপ, **দ্বাদশঃ, ত্রয়োদশঃ, চতুর্দশঃ, পঞ্চদশঃ, ষোড়শঃ, সপ্তদশঃ, অষ্টাদশঃ**।

১৪২। নান্তাদসংখ্যাদের্মট্ (পা ৫।২।৪৯)

পূরণার্থে ন্-কারান্ত সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর মট্ হয়; ট্ ইৎ, ম থাকে। যথা,—**পঞ্চানাং পূরণঃ পঞ্চমঃ, সপ্তানাং পূরণঃ সপ্তমঃ, অষ্টানাং পূরণঃ অষ্টমঃ, নবানাং পূরণঃ নবমঃ, দশানাং পূরণঃ দশমঃ**। অন্য সংখ্যা-বাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে হয় না। যথা,—**একাদশানাং পূরণঃ একাদশঃ**। এইরূপ **দ্বাদশঃ, ত্রয়োদশঃ**।

১৪৩। থট্ চতুর্-ষষ্-কতিভ্যঃ। (ক)

পূরণার্থে চতুর্, ষষ্, কতি, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর থট্ হয়; ট্ ইৎ, থ থাকে। যথা,—**চতুর্ণাং পূরণঃ চতুর্থঃ, ষষ্ণাং পূরণঃ ষষ্ঠঃ, কতীনাং পূরণঃ কতিথঃ** (৩২)।

১৪৪। দ্বেস্তীয়ঃ (পা ৫।২।৫৪)

পূরণার্থে দ্বি শব্দের উত্তর তীয় হয়। যথা,—**দ্বয়োঃ পূরণঃ দ্বিতীয়ঃ**। (খ)

(ক) "ষট্-কতি-কতিপয়-চতুরাং থুক্" (পা ৫।২।৫১)

(৩২) কতিপয় শব্দের উত্তরও হয়। যথা,—**কতিপয়ানাং পূরণঃ কতিপয়থঃ**।

(খ) "পূরণার্থত্বাভাবাদেকশব্দান্ন প্রত্যয়ঃ"—সংক্ষিপ্তসার। 'এক' শব্দ কোনও

১৪৫। তৃতীয়-তুর্য্য-তুরীয়াঃ।

পূরণার্থে তৃতীয়, তুর্য্য, তুরীয় শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**ত্রয়াণাং পূরণঃ তৃতীয়ঃ, চতুর্ণাং পূরণঃ তুর্য্যঃ, তুরীয়ঃ।**

১৪৬। বিংশত্যাদেস্তমট্ বা। (ক)

পূরণার্থে বিংশতি প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে তমট্ হয়; ট্ ইৎ, তম থাকে; পক্ষে ডট্। যথা,—**বিংশতেঃ পূরণঃ বিংশতিতমঃ, বিংশঃ।** এইরূপ **একবিংশতিতমঃ, একবিংশঃ; দ্বাবিংশতিতমঃ, দ্বাবিংশঃ; ত্রয়োবিংশতিতমঃ, ত্রয়োবিংশঃ; ত্রিংশত্তমঃ, ত্রিংশঃ; চত্বারিংশত্তমঃ, চত্বারিংশঃ; পঞ্চাশত্তমঃ, পঞ্চাশঃ।**

১৪৭। নিত্যং শতাদেঃ। (খ)

শত প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য তমট্ হয়। যথা,—**শতস্য পূরণঃ শততমঃ, সহস্রস্য পূরণঃ সহস্রতমঃ, অযুতস্য পূরণঃ অযুততমঃ** (৩৩)।

সংখ্যাকে পূর্ণ করে না বলিয়া ইহার উত্তর পূরণার্থে কোনও প্রত্যয় হয় না। অনেকে 'প্রথম' শব্দটিকে 'এক' শব্দের পূরণার্থে নিষ্পন্ন বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। প্রথ-ধাতুর উত্তর অমচ্ প্রত্যয় করিয়া ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। "প্রথেরমচ্"—পাণিনীয় উণাদি সূত্র। (৭৪৬)

(ক) "বিংশত্যাদিভ্যস্তমডন্যতরস্যাম্" (পা ৫।২।৫৬)

(খ) "নিত্যং শতাদিমাসার্দ্ধমাসসংবৎসরাচ্চ" (পা ৫।২।৫৭)

(৩৩) মাস, অর্দ্ধমাস, সংবৎসর, এই তিনের উত্তরও হয়। যথা,—**মাসস্য পূরণঃ মাসতমঃ, অর্দ্ধমাসস্য পূরণঃ অর্দ্ধমাসতমঃ, সংবৎসরস্য পূরণঃ সংবৎসরতমঃ।**

১৪৮। **षष्ट्यादेश्चासंख्यादेः** (পা ৫ ২।৫৮)
ষষ্টি প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য তমট্ হয়। যথা—**षष्टेः पूरणः षष्टितमः**। এইরূপ, **सप्ततितमः**, **अशीतितमः**, **नवतितमः**। অন্য সংখ্যা-বাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে হয় না; তখন ১৪৬ সূত্রের অনুসারে কার্য্য হইবে। যথা,—**एकषष्टेः पूरणः एकषष्टितमः**, **एकषष्टः** ; **द्विषष्टितमः**, **द्विषष्टः**।

১৪৯। **बहु-गण-पूग-संघेभ्यस्तिथक्**। (ক)
পূরণার্থে বহু, গণ, পূগ, সংঘ, এই চারি প্রাতিপদিকের উত্তর তিথক্ হয়; ক্ ইৎ, তিথ থাকে। যথা,—**बहूनां पूरणः बहुतिथः**, **गणानां पूरणः गणतिथः**, **पूगानां पूरणः पूगतिथः**, **संघानां पूरणः संघतिथः**।

১৫০। **वत्वन्तादिथक्**। (খ)
পূরণার্থে বতু-প্রত্যয়ান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ইথক্ হয়; ক্ ইৎ, ইথ থাকে। যথা,—**यावतां पूरणः यावतिथः**। এইরূপ **तावतिथः**, **एतावतिथः**, **कियतिथः**, **इयतिथः**।

১৫১। **तदस्यास्मिन् वास्ति मतुप्**। (গ)
'तद् अस्य अस्ति', **'तद् अस्मिन् अस्ति'** এই দুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর মতুপ্ হয়; উ প্ ইৎ, মৎ থাকে। যথা,—**मतिरस्यास्ति मतिमान्**, **बुद्धिरस्यास्ति बुद्धिमान्**, **धीरस्यास्ति**

(ক) "বহুপূগগণসঙ্ঘস্য তিথুক্" (পা ৫।২।৫২)
(খ) "বতোরিথুক্" (পা ৫।২।৫৩)
(গ) "তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্" (পা ৫।২।৯৪)

ধীমান্, শ্রীরস্যাস্তি শ্রীমান্, অংশবোঽস্য সন্তি অংশুমান্, পিতা অস্যাস্তি পিতৃমান্, ধনুরস্যাস্তি ধনুষ্মান্, বপুরস্যাস্তি বপুষ্মান্, অগ্নিরস্মিন্নস্তি অগ্নিমান্, বায়ুরস্মিন্নস্তি বায়ুমান্, নদ্যোঽস্মিন্ সন্তি নদীমান্ দেশঃ, গাবোঽস্যাং সন্তি গোমতী শালা। (ক)

(ক) "ভূম-নিন্দা-প্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নে। সংসর্গেঽস্তিবিবক্ষায়াং মত্বাদয়ো ভবন্ত্যমী"—দুর্গসিংহ। নিম্ন-লিখিত অর্থের সহিত অস্ত্যর্থের বিবক্ষা হইলে মতুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়:—(১) ভূমা অর্থাৎ বাহুল্য—যথা, ধনবান্। (২) নিন্দা—যথা, পাপী। (৩) প্রশংসা—যথা, রূপবান্। (৪) নিত্যযোগ—যথা, ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ। (৫) অতিশায়ন—যথা, উদরবতী কন্যা। (৬) সংসর্গ—যথা, দণ্ডী পান্থঃ। (৭) অস্তি-বিবক্ষা—যথা, গোমতী শালা।

'অস্ত্যর্থে' যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে মত্বর্থীয় প্রত্যয় বলে। "ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ"। যদি বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়, তাহা হইলে কর্ম্মধারয়-সমাস-নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয় হয় না। যথা—শোভনা বুদ্ধির্যস্য স সুবুদ্ধিঃ। এ স্থলে বহুব্রীহি সমাস দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি হইল। অতএব শোভনা বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিঃ, এই বাক্যে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া তাহার উত্তর মতু প্রত্যয় করিলে 'সুবুদ্ধিমান্' এই পদ অসাধু হইবে। কিন্তু কোন কোন বৈয়াকরণের মতে 'বাহুল্য' প্রভৃতি বিশেষ অর্থ বুঝাইলে কর্ম্মধারয়ের উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয় হয়; অতএব তাঁহাদের মতে 'যাহার সুন্দর বুদ্ধি বহু-পরিমাণে আছে' এই অর্থে 'সুবুদ্ধিমান্' হইতে পারে। "আ কৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ"—মেঘদূত। "অভূমাদ্যর্থলাভাৎ কর্ম্মধারয়াদপি মত্বর্থীয়ঃ"—অমরকোষ-টীকাকার।—"ন বিরেচ্যো নবজ্বরী।" "বর্জ্জয়েদ্ দ্বিদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসং ক্ষয়ী স্ত্রিয়ম্। দ্রবমন্নমতীসারী সর্ব্বঞ্চ তরুণজ্বরী"।—আয়ুর্ব্বেদ

"মতৌ বহ্বচোঽনজিরাদীনাম্" (পা ৬।৩।১১৯)—সংজ্ঞা বুঝাইলে, মতুপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে অজিরাদি ভিন্ন বহু-স্বর-বিশিষ্ট শব্দের অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা—অমরাবতী, চম্পকাবতী, পুষ্করাবতী। অজিরাদির অজিরবতী ইত্যাদি। অজিরাদি যথা—অজির, খদির, পুলিন, হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক। সংজ্ঞা না বুঝাইলে—বলয়বতী। "শরাদীনাঞ্চ" (পা ৬।৩।১২০)। সংজ্ঞা বুঝাইলে শর প্রভৃতি শব্দেরও দীর্ঘ হয়। যথা—শরাবতী। সংজ্ঞা না বুঝাইলে—শরবতী। শরাদি যথা—শর, বংশ, ধূম, অহি, কপি, মণি, মুনি, শুচি, হনু। কেহ কেহ শরাদিগণে 'হনু' শব্দ পাঠ করেন না; এইজন্য হনূমান্, হনুমান্ দ্বিবিধ পদই হয়। যথা—"হনূমন্তং দন্তৈর্দশতি কুপিতো রাক্ষসগণঃ।" "এবমুক্ত্বা গতো হনুমান্ মহাত্মা"—রামায়ণ।

১৫২। **অবর্ণান্তাদ্ বঃ।** (ক)

অ-বর্ণান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয়। যথা,—**জ্ঞানমস্যাস্তি জ্ঞানবান্, ধনমস্যাস্তি ধনবান্, বলম্ অস্যাস্তি বলবান্, বিদ্যা অস্যাস্তি বিদ্যাবান্, দয়া অস্যাস্তি দয়াবান্, ক্ষমা অস্যাস্তি ক্ষমাবান্।**

১৫৩। **স্পর্শান্তাৎ।** (খ)

যে সকল প্রাতিপদিকের অন্তে স্পর্শ-বর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয়। যথা,—**বিদ্যুৎ অস্মিন্নস্তি বিদ্যুত্বান্, সম্পদস্যাস্তি সম্পদ্বান্, দৃষদঃ সন্ত্যস্যাং দৃষদ্বতী নাম নদী, কিমস্যাস্তি কিংবান্, ইদমস্যাস্তি ইদংবান্, যম্ অস্যাস্তি যংবান্।**

১৫৪। **অবর্ণোপধাৎ।** (খ)

যে সকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে অ-বর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয়। যথা,—**দ্বাঃ অস্যাস্তি দ্বার্বান্, ভাসোঽস্য সন্তি ভাস্বান্।**

১৫৫। **মকারোপধাচ্চ।** (খ)

যে সকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে ম্ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয়। যথা,—**লক্ষ্মীরস্যাস্তি লক্ষ্মীবান্, যমী অস্মিন্নস্তি যমীবান্, দাড়িমী অস্যাস্তি দাড়িমীবান্।**

(ক) "মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽয়বাদিভ্যঃ" (পা ৮।২।৯)

(খ) "ঝয়ঃ" (পা ৮।২।১০); "সংজ্ঞায়াম্" (পা ৮।২।১১)

१५६ । न यवादेः । (ক)

'যব' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত মতুপের ম স্থানে ব হয় না। যথা,—**यवमान्, क्रुञ्चामान्, वशामान्, द्राक्षामान्, गरुत्मान्, हरित्मान्, ककुद्मान्, ऊर्म्मिमान्, भूमिमान्, कृमिमान् ।**

१५७ । उदन्वदादयः संज्ञायाम् । (খ)

মতুপ্ প্রত্যয় হইলে এবং 'সংজ্ঞা' বুঝাইলে উদন্বৎ প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**उदकमस्मिन्नस्ति उदन्वान् समुद्रः ऋषिश्च, अन्यत्र उदकवान्; राजा अस्मिन्नस्ति राजन्वान् शोभनराजयुक्तो देशः, अन्यत्र राजवान्; चर्म्म अस्यामस्ति चर्म्मण्वती नाम नदी, अन्यत्र चर्म्मवती; अस्थि अस्मिन्नस्ति अष्ठीवान् जानूरुसन्धिः, अन्यत्र अस्थिमान्; चक्रमस्यास्ति चक्रीवान् नाम राजा, अन्यत्र चक्रवान्; कक्ष्या अस्यास्ति कक्षीवान् नाम ऋषिः, अन्यत्र कक्ष्यावान्; लवणमस्मिन्नस्ति रुमण्वान् नाम पर्व्वतः, अन्यत्र लवणवान् ।**

१५८ । महिष-कुमुद-नड़-वेतसेभ्यो ड्मतुप् । (গ)

(ক) "মাদুপ......" (পা ৮।২।৯)

'যবাদি' শব্দের উত্তর বতুপ্ প্রত্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও বতুপ্ প্রত্যয় না হইয়া মতুপ্ প্রত্যয় হয়। যবাদি-গণ—যথা, "যবস্তিমিঃ কৃমিভূর্ম্মিদ্রাক্ষা ক্রুঞ্চা হারদ্ গরুৎ। উর্ম্মি-ক্ষ্মামি-ককুদ্-রশ্মি-দ্রুম-দ্রুম-ধুরন্ধরাঃ। কান্তাক্ষু-বসু-সানূনি ভানু-সন্ধ্যাংশু-বিন্দবঃ। বস্তু চারু হনু প্রোক্তং শেষং শিষ্টপ্রয়োগতঃ॥"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(খ) "উদন্বানুদধৌ চ" (পা ৮।২।১৩); "রাজন্বান্ সৌরাজ্যে" (পা ৮।২।১৪); "আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎকক্ষীবদ্রুমণ্বচ্চর্ম্মণ্বতী" (পা ৮।২।১২)

(গ) "কুমুদনড়বেতসেভ্যো ড্মতুপ্" (পা ৪।২।৮৭); "মহিষাচ্চ ইতি বক্তব্যম্" (বা ১৭৬১)

মহিষ, কুমুদ, নড়, বেতস, এই চারি প্রাতিপদিকের উত্তর ড্বতুপ্ হয়; ড্ উ প্ ইৎ, বৎ থাকে। যথা,—**মহিষা অস্মিন্ সন্তি মহিষ্মান্, কুমুদান্যস্মিন্ সন্তি কুমুদ্বান্, নড়ান্যস্মিন্ সন্তি নড্বান্, বেতসান্যস্মিন্ সন্তি বেতস্বান্।**

১৫৯। অস্-মায়া-মেধা-স্রজো বিনির্বা। (ক)

অস্-ভাগান্ত, মায়া, মেধা, স্রজ্, এই সকল প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে বিনি হয়; ই ইৎ, বিন্ থাকে। পক্ষে মতুপ্। যথা,—**যশোঽস্যাস্তি যশস্বী, যশস্বান্; তেজোঽস্যাস্তি তেজস্বী, তেজস্বান্; পয়োঽস্যা অস্তি পয়স্বিনী, পয়স্বতী ধেনুঃ; মায়া অস্যাস্তি মায়াবী, মায়াবান্; মেধা অস্যাস্তি মেধাবী, মেধাবান্; স্রক্ অস্যাস্তি স্রগ্বী, স্রগ্বান্।**

১৬০। নিত্যং তপসঃ। (খ)

তপস্-শব্দের উত্তর নিত্য বিনি হয়। যথা,—**তপোঽস্যাস্তি তপস্বী।**

১৬১। ইনির্বা নৈকস্বরাদবর্ণাৎ। (গ)

একাধিক-স্বর-বিশিষ্ট অ-বর্ণান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে

(ক) "অস্ মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ" (পা ৫।২।১২১)

(খ) "তপঃসহস্রাভ্যাং বিনীনী" (পা ৫।২।১০২)

(গ) "অত ইনিঠনৌ" (পা ৫।২।১১৫); "একাক্ষরাৎ কৃতো জাতেঃ সপ্তম্যাং চ ন তৌ স্মৃতৌ"—কাশিকা

ইনি হয়; ই ইৎ, ইন্ থাকে। পক্ষে যথাসম্ভব মতুপ্ ও বিনি হয়। যথা,—**ज्ञानमस्यास्ति ज्ञानी, ज्ञानवान्; बलमस्यास्ति बली, बलवान्; धनमस्यास्ति धनी, धनवान्; शिखा अस्यास्ति शिखी, शिखावान्; चूड़ा अस्यास्ति चूड़ी, चूड़ावान्; माया अस्यास्ति मायी, मायावी; साहसम् अस्यास्ति साहसी, साहसवान्; विवेकोऽस्यास्ति विवेकी, विवेकवान्; उत्साहः अस्यास्ति उत्साही, उत्साहवान्।**

१६२। नित्यं सुखादेः। (ক)

সুখ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা,—**सुखम्, अस्यास्ति सुखी, दुःखमस्यास्ति दुःखी, प्रणयोऽस्यास्ति प्रणयी, कृच्छ्रमस्यास्ति कृच्छ्री।**

१६३। हस्त-कराभ्यां जातौ। (খ)

জাতি বুঝাইলে হস্ত, কর, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা,—**हस्तोऽस्यास्ति हस्ती गजः, करोऽस्यास्ति करी गजः।** অন্যত্র **हस्तोऽस्यास्ति हस्तवान् पुरुषः।**

१६४। वर्णाद् ब्रह्मचारिणि (पा ५।२।१३४)

'ব্রহ্মচারী' এই অর্থ বুঝাইলে বর্ণ-শব্দের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা,—**वर्णः अस्यास्ति वर्णी ब्रह्मचारी**; অন্যত্র **वर्णवान्।**

(ক) "সুখাদিভ্যশ্চ" (পা ৫।২।১৩১)

(খ) "হস্তাজ্জাতৌ" (পা ৫।২।১৩৩)

১৬৫। पुष्करादिभ्यो देशे (पा ५।२।१३५)

'স্থান' বুঝাইলে পুষ্কর প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা,—**पुष्कराण्यस्यां सन्ति पुष्करिणी दीर्घिका, पद्मान्यस्यां सन्ति पद्मिनी**। এইরূপ **उत्पलिनी, पङ्कजिनी, सरोजिनी, सरोरुहिणी, अरविन्दिनी, अम्भोजिनी, अब्जिनी, कमलिनी, कुमुदिनी, कैरविणी, बिसिनी; मृणालिनी, तमालिनी, नलिनी, तरङ्गिणी, कल्लोलिनी, प्रवाहिणी**।

১৬৬। अर्थात् याचके। (ক)

'যাচক' বুঝাইলে 'অর্থ' এই প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা,—**अर्थोऽस्यास्ति अर्थी याचकः**। অন্যত্র **अर्थवान्**।

১৬৭। अर्थान्तेभ्यश्च। (খ)

'অর্থান্ত' প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য ইনি হয়। যথা,—**विद्यारूपोऽर्थः प्रयोजनमस्यास्ति विद्यार्थी**। এইরূপ **धनार्थी, धान्यार्थी, हिरण्यार्थी, गुरुदक्षिणार्थी**।

১৬৮। मांसादेर्लो विभाषा। (গ)

'মাংস' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ল হয়। পক্ষে মতুপ্। যথা,—**मांसमस्यास्ति मांसलः, श्रीरस्यास्ति श्रीलः,**

(ক) "অর্থাচ্চাসন্নিহিতে" (বা ৩২২৭)

(খ) "তদন্তাচ্চ" (বা ৩২২৮)

(গ) "সিধ্মাদিভ্যশ্চ" (পা ৫।২।৯৭)

পক্ষ্ম অস্যাস্তি পক্ষ্মলঃ, স্নেহোऽস্যাস্তি স্নেহলঃ, শীতো গুণোऽস্যাস্তি শীতলঃ, শ্যামো গুণোऽস্যাস্তি শ্যামলঃ, পিঙ্গো গুণোऽস্যাস্তি পিঙ্গলঃ। এইরূপ **পিত্তলঃ, পুষ্কলঃ, পৃথুলঃ, মৃদুলঃ, মঞ্জুলঃ, বটুলঃ, কপিলঃ, গ্রন্থিলঃ, কুশলঃ, পাংশুলঃ, শ্লেষলঃ, পেশলঃ, কুণ্ডলঃ, অংশুলঃ, বৎসলঃ।** পক্ষে মাংসবান্ ইত্যাদি।

১৬৯। **ফেনাদিলশ্চ।** (ক)

'ফেন' এই প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ল ও ইল হয়। যথা,—**ফেনোऽস্মিন্নস্তি ফেনলঃ ফেনিলঃ।** পক্ষে **ফেনবান্।**

১৭০। **লোমাদেঃ শঃ।** (খ)

'লোমন্' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর শ হয়। যথা,—**লোমান্যস্য সন্তি লোমশঃ।** এইরূপ **রোমশঃ, গিরিশঃ, কর্কশঃ, কপিশঃ।**

১৭১। **পিচ্ছা-পঙ্কাভ্যামিলঃ।** (খ)

পিচ্ছা, পঙ্ক, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ইল হয়। যথা,—**পিচ্ছা অস্যাস্তি পিচ্ছিলঃ।** এইরূপ **পঙ্কিলঃ।**

১৭২। **দন্তাদুরঃ।** (গ)

(ক) "ফেনাদিলচ্চ" (পা ৫।২।৯৯)

(খ) "লোমাদি-পামাদি-পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ" (পা ৫।২।১০০)

(গ) "দন্ত উন্নত উরচ্" (পা ৫।২।১০৬)

'দন্ত' এই প্রাতিপদিকের উত্তর উর হয়। যথা,—**উন্নতা দন্তাঃ সন্ত্যস্য দন্তুরঃ। অন্যত্র দন্তবান্।**

১৩৩। ঊষ-সুষি-মুষ্ক-মধুভ্য রঃ। (ক)

ঊষ, সুষি, মুষ্ক, মধু, এই সকল প্রাতিপদিকের উত্তর র হয়। যথা,—**ঊষরঃ, সুষিরঃ, মুষ্করঃ মধুরঃ।**

১৩৪। মুখাদিভ্য। (খ)

'মুখ' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর র হয়। যথা,—**মুখমস্যাস্তি মুখরঃ, কুঞ্জরঃ, নগরম্, পাণ্ডুরঃ।**

১৩৫। নড়-শাদাভ্যাং ড্বলপ্। (গ)

'নড়' 'শাদ' এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ড্বলপ্ হয়; ড্ প্ ইৎ, বল থাকে। যথা,—**নড়া অস্মিন্ সন্তি নড্বলঃ, শাদা অস্মিন্ সন্তি শাদ্বলঃ।**

১৩৬। কৃষ্যাদের্বলঃ। (ঘ)

'কৃষি' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বল হয়।

১৩৭। দীর্ঘোঽন্ত্যঃ। (ঙ)

(ক) উষসুষিমুষ্কমধো রঃ" (পা ৫।২।১০৭)

(খ) "রপ্রকরণে খমুখকুঞ্জেভ্য উপসংখ্যানম্" (বা ৩১৯৮)

(গ) "নড়শাদাড্ড্বলচ্" (পা ৪।২।৮৮)

(ঘ) "রজঃকৃষ্যাসুতিপরিষদো বলচ্" (পা ৫।২।১১২)

(ঙ) "বলে" (পা ৬।৩।১১৮)

'বল' প্রত্যয় হইলে অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—**কৃষিরস্যাস্তি কৃষীবলঃ**। এইরূপ **পরিষদ্বলঃ, পর্ষদ্বলঃ, রজস্বলা, ঊর্জ্জস্বলঃ, দন্তাবলো হস্তী, শিখাবলো ময়ূরঃ**।

১৭৮। কেশাদের্বঃ সংজ্ঞায়াম্। (ক)

'সংজ্ঞা' বুঝাইলে কেশ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ব হয়। যথা,—**কেশাঃ সন্ত্যস্য কেশবঃ বিষ্ণুঃ, মণিরস্যাস্তি মণিবঃ নাগবিশেষঃ, অজগঃ অস্যাস্তি অজগবং পিনাকঃ, গাণ্ডিরস্যাস্তি গাণ্ডিবম্ অর্জ্জুনস্য ধনুঃ**। ই-কার দীর্ঘও হয়, **গাণ্ডীবম্**।

১৭৯। স্বাদামিন্নৈশ্বর্য্যে। (খ)

'ঐশ্বর্য্য' বুঝাইলে স্ব এই প্রাতিপদিকের উত্তর আমিন্ হয়। যথা,—**স্বম্ ঐশ্বর্য্যম্ অস্যাস্তি স্বামী**।

১৮০। শীতোষ্ণাভ্যামালুরসহনে। (গ)

'অসহন' অর্থে শীত, উষ্ণ, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর আলু হয়। যথা,—**শীতং ন সহতে শীতালুঃ, উষ্ণং ন সহতে উষ্ণালুঃ**।

১৮১। বাতাতীসারাভ্যাং রোগে কিন্। (ঘ)

(ক) "কেশাদ্বোঽন্যতরস্যাম্" (পা ৫।২।১০৯); "অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে" (বা ৩২১০); "গাণ্ড্যজগাৎ সংজ্ঞায়াম্" (পা ৫।২।১১০)

(খ) "স্বামিন্নৈশ্বর্য্যে" (পা ৫।২।১২৬)

(গ) "শীতোষ্ণতৃপ্রেভ্যস্তদসহনে" (বা ৩২১৭)

(ঘ) "বাতাতীসারাভ্যাং কুক্ চ"—(পা ৫।২।১২৯); "রোগে চায়মিষ্যতে"।

'রোগ' বুঝাইলে বাত, অতীসার, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর কিন্ হয়। যথা,—**বাতোঽস্যাস্তি বাতকী, অতীসারোঽস্যাস্তি অতীসারকী।**

১৮২। বল্যাদের্ভঃ। (ক)

'বলি' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ভ হয়। যথা,—**বলয়োঽস্মিন্ সন্তি বলিভং মধ্যম্।**

১৮৩। অর্শ-আদেরৎ। (খ)

'অর্শস্' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর অৎ হয়; ৎ ইৎ, অৎ থাকে। যথা,—**অর্শাংসি অস্য সন্তি অর্শসঃ, উরোঽস্যাস্তি উরসঃ, পলিতম্ অস্যাস্তি পলিতঃ, জটা অস্য সন্তি জটঃ, অম্লো গুণোঽস্যাস্তি অম্লঃ, অঘমস্যাস্তি অঘঃ, লবণো রসোঽস্যাস্তি লবণঃ।**

১৮৪। অহম্-শুভম্ভ্যাং যুঃ। (গ)

অহম্, শুভম্, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর যু হয়। যথা,—**অহম্ অস্যাস্তি অহংযুঃ অহঙ্কারবান্, শুভম্ অস্যাস্তি শুভংযুঃ শুভান্বিতঃ।** (ক)

(ক) "তুন্দিবলিবটের্ভঃ" (পা ৫।২।১৩৯)

(খ) "অর্শআদিভ্যোঽচ্" (পা ৫।২।১২৭)

(গ) "অহংশুভমোর্যুস্" (পা ৫।২।১৪০); "অহংযুনাথ ক্ষিতিপঃ শুভংযুঃ।" ভট্টি ১।২০

१८५। ज्योत्स्नादयः। (ক)

'জ্যোৎস্না' প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**ज्योतिरस्या अस्ति ज्योत्स्ना; तमोऽस्या अस्ति तमिस्रा; शृङ्गमस्यास्ति शृङ्गिणः, मलमस्या अस्ति मलिना, मलीमसः; अर्णांसि अस्मिन् सन्ति अर्णवः समुद्रः।**

१८६। वाग्मिन्-वाचाल-वाचाटाः। (খ)

বাগ্মিন্, বাচাল, বাচাট নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**वाचोऽस्य सन्ति वाग्मी** (গ); **यः कुत्सितं बहु भाषते स वाचालः वाचाटः।**

१८७। मूले जाहः कर्णादिः। (গ)

'মূল' অর্থে কর্ণ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর জাহ হয়। যথা,—**कर्णस्य मूलं कर्णजाहम्** (ঘ), **अक्ष्णो मूलम् अक्षिजाहम्, भ्रूजाहम्, नखजाहम्, केशजाहम्, पादजाहम्, शृङ्गजाहम्, दन्तजाहम्।**

१८८। पक्षात्तिः (पा ५।२।२५)

'মূল' অর্থে পক্ষ এই প্রাতিপদিকের উত্তর তি হয়। যথা,—**पक्षस्य मूलं पक्षतिः** (ঙ)।

(ক) "জ্যোৎস্নাতমিস্রাশৃঙ্গিণোর্জস্বিন্নূর্জস্বলগোমিন্মলিনমলীমসাঃ" (পা ৫ ২।১১৪)

(খ) "বাচো গ্মিনিঃ" (পা ৫।২।১২৪); "আলজাটচৌ বহুভাষিণি" (পা ৫।২।১২৫)

(গ) তত্ত্ববোধিনীর মতে বাগ্মী পদ হয় না; বাগ্‌গ্মী, বাগ্‌গ্‌গ্মী, এই দুই পদ হয়।

(ঘ) "তস্য পাকমূলে পীল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণব্জাহচৌ" (পা ৫।২।২৪); "দধানা বলিভং মধ্যং কর্ণজাহবিলোচনা।"—ভট্টি ৪।১৬

(ঙ) "চন্দ্রলেখেব পক্ষতৌ"—ভট্টি ৪:১৬

১৮৯। মাতৃ-পিতৃভ্যাং ডুল-ব্যৌ ভ্রাতরি। (ক)

'ভ্রাতৃ' অর্থে মাতৃ এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডুল, এবং পিতৃ এই প্রাতিপদিকের উত্তর ব্য হয়; ড্ ইৎ, উল থাকে। যথা,—**মাতুর্ভ্রাতা মাতুলঃ, পিতুর্ভ্রাতা পিতৃব্যঃ।**

১৯০। ডামহঃ পিত্রোঃ। (ক)

'পিতৃ' ও 'মাতৃ' অর্থে মাতৃ, পিতৃ এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ডামহ হয়; ড্ ইৎ, আমহ থাকে। যথা,—**মাতুঃ পিতা মাতামহঃ, পিতুঃ পিতা পিতামহঃ, মাতুর্মাতা মাতামহী, পিতুর্মাতা পিতামহী।**

১৯১। ঠঃ কর্ম্মণঃ কুশলে। (খ)

'কুশল' অর্থে কর্ম্মন্ এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঠ হয়। যথা,—**কর্ম্মণি কুশলঃ কর্ম্মঠঃ।** (খ)

১৯২। পূর্ব্বাদিনিস্তৃতীয়ার্থে। (গ)

তৃতীয়ার অর্থে পূর্ব্ব এই প্রাতিপদিকের উত্তর ইনি হয়; ই ইৎ, ইন্ থাকে। যথা,—**পূর্ব্বমনেন কৃতং ভুক্তং পীতং গতং বা পূর্ব্বী, কৃতং পূর্ব্বমনেন কৃতপূর্ব্বী কটম্, ভুক্তং পূর্ব্বমনেন ভুক্তপূর্ব্বী ওদনম্, পীতং পূর্ব্বমনেন পীতপূর্ব্বী পয়ঃ, গতং পূর্ব্বমনেন গতপূর্ব্বী গৃহম্।**

(ক) "পিতৃব্যমাতুলমাতামহপিতামহাঃ" (পা ৪।২।৩৬)

(খ) "কর্ম্মণি ঘটোঽঠচ্" (পা ৫।২।৩৫); "স কর্ম্মঠঃ কর্ম্মসু তানুবন্ধম্"—ভট্টি ১.১১

(গ) "পূর্ব্বাদিনিঃ" (৫।২।৮৬); "সপূর্ব্বাচ্চ" (৫।২।৮৭)

১৫৩। ইষ্টাদিভ্যশ্চ (পা ৫।২।৮৮)

তৃতীয়ার অর্থে ইষ্ট প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ইনি হয়। যথা,—**ইষ্টমনেন ইষ্টী যজ্ঞে, অধীতমনেন অধীতী শাস্ত্রে, শ্রুতমনেন শ্রুতী বেদে, গৃহীতমনেন গৃহীতী উপদেশে, আম্নাতমনেন আম্নাতী ইতিহাসে, আসেবিতমনেন আসেবিতী গুরৌ, নিরাকৃতমনেন নিরাকৃতী শত্রৌ, উপকৃতমনেন উপকৃতী মিত্রে।** (ক)

১৫৪। অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ (পা ৫।৩।৫৫)

বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর তমপ্ ও ইষ্ঠন্ হয়। তমপের প্ ইৎ, তম থাকে, এবং ইষ্ঠনের ন্ ইৎ, ইষ্ঠ থাকে। যথা,—**অয়মেষামতিশয়েন পটুঃ পটুতমঃ, পটিষ্ঠঃ; অয়মেষামতিশয়েন লঘুঃ লঘুতমঃ লঘিষ্ঠঃ; অয়মেষামতিশয়েন গুরুঃ গুরুতমঃ গরিষ্ঠঃ।** এইরূপ **প্রিয়তমঃ, প্রেষ্ঠঃ; দীর্ঘতমঃ, দ্রাঘিষ্ঠঃ; দৃঢ়তমঃ, দ্রঢ়িষ্ঠঃ; মৃদুতমঃ, ম্রদিষ্ঠঃ; কৃশতমঃ, ক্রশিষ্ঠঃ।** (খ)

(ক) "কৃতী শ্রুতী বৃদ্ধমতেষু ধীমান্"—ভট্টি ৩.৫২

(খ) "অত্যর্থপ্রত্যয়ান্তাদপি পুনরতিশয়েঽর্থে সরূপপ্রত্যয়ো নেষ্যতে, বিরূপস্ত্বিষ্যত এব"—সংক্ষিপ্তসার। অতিশায়ন-অর্থে কোনও প্রত্যয় করিলে তাহার উত্তর পুনর্ব্বার অতিশায়ন-অর্থে সেই প্রত্যয় হইবে না; কিন্তু অন্য প্রত্যয় হইতে পারে। যথা—"যুধিষ্ঠিরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ কুরূণাম্।" "সরূপপ্রত্যয়ান্তেভ্যঃ সরূপপ্রত্যয়ান্তরম্। নাস্তি বৃত্তৌ সমানায়াং তত্ত্ববস্তিকণো বিনা"। প্র-র-মা

ইষ্ঠন্, ঈয়সুন্ ও ইমনি প্রত্যয় করিলে কোন্ শব্দের স্থানে কি আদেশ হয়, তদ্বিষয়ে কারিকা:—"প্রিয়স্য প্র, স্থিরস্য স্থ, স্ফিরস্য স্ফ, উরোর্ব্বর। বৃদ্ধস্য বর্ষ, দীর্ঘস্য দ্রাঘ, তৃপ্‌, ত্রপ্‌, গুরোর্গর। বহুলস্য তু বংহ স্যাদ্, বৃন্দ বৃন্দারকস্য তু। ইষ্ঠেয়স্বিমনি প্রেষ্ঠঃ

১৯৫। द्वयोस्तरबीयसुनौ। (ক)

দুই এর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর তরপ্ ও ঈয়স্নু্ন্ হয়। তরপ্ এর প্ ইৎ, তর থাকে ; ঈয়স্নু্ন্ এর উ ন্ ইৎ, ঈয়স্ থাকে। যথা,—**अयमनयोरतिशयेन पटुः पटुतरः पटीयान् ; अयमनयोरतिशयेन लघुः लघुतरः, लघीयान्**। এইরূপ **गुरुतरः, गरीयान् ; प्रियतरः, प्रेयान् ; दीर्घतरः, द्राघीयान् ; दृढतरः, द्रढीयान् ; मृदुतरः, म्रदीयान् ; क्षमतरः क्षमीयान्**। (খ)

১৯৬। श्र-ज्यौ प्रशस्यस्य। (গ)

ইষ্ঠন্ ও ঈয়স্নু্ন্ প্রত্যয় হইলে প্রশস্য শব্দের স্থানে শ্র ও জ্য হয়। যথা,—**अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः, ज्येष्ठः ; अयमनयोः अतिशयेन प्रशस्यः श्रेयान्**।

১৯৭। आ ज्यादीयसुनः। (ঘ)

:প্রয়ান্ প্রেমৈবমাদয়ঃ। বহোর্ভূ চেবর্ণলুক্ ষ্ঠে য়িট্ চ, ভূয়িষ্ঠ আদরঃ। জ্যশ্রৌ স্যাতাং প্রশস্যস্য, জ্যেষ্ঠোঽয়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যপি। বৃদ্ধস্য জ্য, জ্যাদীয়ন্সোরীকারস্যাত্বমাদিশেৎ। বাঢ়স্য সাধোঽন্তিকস্য নেদঃ, কন্ বা যুবাল্পয়োঃ।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা। "কন্ বিকল্পপক্ষে স্থূলদূরযুবহ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রস্য লুপ্যতে"—গূঢ়-প্রকাশিকা।

(ক) "দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ" (পা ৫।৩।৫৭)

(খ) বোপদেব-মতে দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে ইষ্ঠ ও ঈয়সু এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলেও ইষ্ঠ এবং ঈয়সু উভয়ই হয়।

(গ) "প্রশস্যস্য শ্রঃ" (পা ৫।৩।৬০) ; "জ্য চ" (পা ৫।৩।৬১)

(ঘ) "জ্যাদাদীয়সঃ" (পা ৬।৪।১৬০)

'জ্য' এই আদেশের পরবর্ত্তী ঈয়সুনের ঈ-স্থানে আ হয়। যথা,—**জ্যায়ান্।**

১৯৮। **বর্ষ-জ্যৌ বৃদ্ধস্য** (ক)

ইষ্ঠন্ ও ঈয়সুন্ পরে থাকিলে বৃদ্ধ শব্দের স্থানে বর্ষ ও জ্য হয়। যথা,—**অয়মেষামনয়োর্ব্বা অতিশয়েন বৃদ্ধঃ বর্ষিষ্ঠঃ, বর্ষীয়ান্; জ্যেষ্ঠঃ, জ্যায়ান্।**

১৯৯। **অন্তিক-বাঢ়য়োর্নেদ-সাধৌ** (পা ৫।৩।৬৩)

'অন্তিক' শব্দের স্থানে নেদ এবং 'বাঢ়' শব্দের স্থানে সাধ হয়। যথা,—**নেদিষ্ঠঃ, নেদীয়ান্; সাধিষ্ঠঃ, সাধীয়ান্।**

২০০। **অল্পস্য কন্ বিভাষা।** (খ)

'অল্প' শব্দের স্থানে বিকল্পে কন্ হয়। যথা,—**কনিষ্ঠঃ, কনীয়ান্; অল্পিষ্ঠঃ, অল্পীয়ান্।**

২০১। **যূনঃ কন্-যবৌ।** (গ)

'যুবন্' শব্দের স্থানে কন্ ও যব্ হয়। যথা,—**কনিষ্ঠঃ, কনীয়ান্; যবিষ্ঠঃ, যবীয়ান্।**

২০২। **স্থূল-দূরয়োঃ স্থব-দবৌ।** (গ)

(ক) "বৃদ্ধস্য চ" (পা ৫।৩।৬২)

(খ) "যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্" (পা ৫।৩।৬৪)

(গ) "স্থূলদূরযুবহ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ" (৬।৪।১৫৬)

'স্থূল' শব্দের স্থানে স্থব ও 'দূর' শব্দের স্থানে দব হয়। যথা,—**স্থবিষ্ঠঃ, স্থবীয়ান্; দবিষ্ঠঃ, দবীয়ান্।**

২০৩। উরু-ক্ষুদ্রয়োর্বর-ক্ষোদৌ। (ক)

'উরু' শব্দের স্থানে বর ও 'ক্ষুদ্র' শব্দের স্থানে ক্ষোদ হয়। যথা,—**বরিষ্ঠঃ, বরীয়ান্** (খ); **ক্ষোদিষ্ঠঃ, ক্ষোদীয়ান্।** (গ)

২০৪। ক্ষিপ্র-বহুলয়োঃ ক্ষেপ-বংহৌ। (ক)

'ক্ষিপ্র' শব্দের স্থানে ক্ষেপ এবং 'বহুল' শব্দের স্থানে বহ হয়। যথা,—**ক্ষেপিষ্ঠঃ, ক্ষেপীয়ান্; বংহিষ্ঠঃ, বংহীয়ান্।**

২০৫। স্থিরস্য স্থঃ। (ক)

'স্থির' শব্দের স্থানে স্থ হয়। যথা,—**স্থেষ্ঠঃ, স্থেয়ান্।**

২০৬। বিন্মতুপোর্লুক্ (পা ৫।৩।৬৫)

ইষ্ঠন্ ও ঈয়স্থন্ পরে থাকিলে বিন্ ও মতুপ্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—**অয়মেষামতিশয়েন মায়াবী মায়িষ্ঠঃ, মায়ীয়ান্; অয়মেষামতিশয়েন বলবান্ বলিষ্ঠঃ, বলীয়ান্।**

২০৭। ভূয়োভূয়িষ্ঠৌ। (ঘ)

(ক) "প্রিয়স্থিরস্ফিরোরুবহুলগুরুবৃদ্ধতৃপ্রদীর্ঘবৃন্দারকাণাং প্রস্থস্ফবর্বংহিগর্বর্ষিত্রব্দ্রাঘিবৃন্দাঃ" (৬।৪।১৫৭)

(খ) "পুত্রং জ্যেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ যদুমিত্যব্রবীদ্বচঃ"—মহাভারত। "পুরো ত্বং মে প্রিয়ঃ পুত্রস্ত্বং বরীয়ান্ ভবিষ্যসি"—মহাভারত

(গ) "বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।"—মাঘ

(ঘ) "বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ" (পা ৬।৪।১৫৮); "ইষ্ঠস্য যিট্ চ" (পা ৬।৪।১৫৯)

'বহু' শব্দের উত্তর ঈয়সুন্ হইলে ভূয়স্, এবং ইষ্ঠন্ হইলে ভূয়িষ্ঠ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**অয়মনয়োরতিশয়েন বহুঃ ভূয়ান্, অয়মেষামতিশয়েন বহুঃ ভূয়িষ্ঠঃ।**

২০৮। **কিং-যত্তদাং দ্বয়োরেকস্য নির্দ্ধারণে ডতরঃ।** (ক)

দুই এর মধ্যে একের নির্দ্ধারণ বুঝাইলে কিম্, যদ্, তদ্, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ডতর হয়; ড্ ইৎ, অতর থাকে। যথা,—**অনয়োঃ কতরো বৈষ্ণবঃ, অনয়োর্যতরো ব্রাহ্মণঃ, ততর আগচ্ছতু।**

২০৯। **বহূনাং ডতমঃ।** (খ)

বহুর মধ্যে একের নির্দ্ধারণ বুঝাইলে ডতম হয়; ড্ ইৎ, অতম থাকে। যথা,—**এষাং কতমঃ শৈবঃ, এষাং যতমঃ ক্ষত্রিয়ঃ, ততমঃ প্রযাতু।**

২১০। **একান্যাভ্যাঞ্চ।** (গ)

এক, অন্য, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ডতর ও ডতম হয়। যথা,—**ভবতোরেকতরঃ পঠতু, ভবতামেকতমঃ শৃণোতু; তয়োরন্যতরো যাতঃ, তেষামন্যতমো মৃতঃ।**

(ক) "কিংযত্তদো নির্দ্ধারণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ্" (পা ৫।৩।৯২)

(খ) "বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্" (পা ৫।৩।৯৩)

(গ) "একাচ্চ প্রাচাম্" (পা ৫।৩।৯৪)

২১১। किमेदव्ययेभ्योऽद्रव्ये चतरां चतमामेकोत्कर्षे। (ক)

দুই ও বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে কিম্, এ-কারান্ত ও অব্যয় শব্দের উত্তর চতরাম্ ও চতমাম্ প্রত্যয় হয়; চ ইৎ, তরাম্ ও তমাম্ থাকে। যথা,—**किन्तराम्, किन्तमाम्, प्राह्णेतराम्, प्राह्णेतमाम्, उच्चैस्तराम्, उच्चैस्तमाम्।** দ্রব্য বুঝাইলে হয় না। যথা,—**उच्चैस्तरस्तरुः।**

২১২। प्रशंसायां रूपः। (খ)

'প্রশংসা' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর রূপ প্রত্যয় হয়। যথা,—**प्रशस्तो वैयाकरणः वैयाकरणरूपः।** এইরূপ **नैयायिकरूपः, आलङ्कारिकरूपः, मीमांसकरूपः।**

২১৩। ईषदूने कल्प-देश्य-देशीयाः। (গ)

'ঈষৎ ন্যূন' এই অর্থ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর কল্প, দেশ্য ও দেশীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—**ईषदूनो विद्वान् विद्वत्कल्पः, विद्वद्देश्यः, विद्वद्देशीयः।**

২১৪। तिङन्ताच्च। (ঘ)

(ক) "কিমেত্তিঙব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্যপ্রকর্ষে" (পা ৫।৪।১১)

(খ) "প্রশংসায়াং রূপপ্" (পা ৫।৩।৬৬)

(গ) "ঈষদসমাপ্তৌ কল্পব্দেশ্যদেশীয়রঃ" (পা ৫।৩।৬৭)

(ঘ) "তিঙশ্চ" (পা ৫।৩ ৫৬)

পূর্ব্ব সূত্র-ত্রয়ে বিহিত প্রত্যয় সকল তিঙন্ত পদের উত্তরও হয়। যথা,—**পঠতিতরাম্, পঠতিতমাম্, পঠতিরূপম্, পঠতিকল্পম্, পঠতিদেশ্যম্, পঠতিদেশীয়ম্।**

২১৫। বা সুপো বহুঃ পুরস্তাৎ। (ক)

'ঈষদূন' অর্থে সুবন্ত পদের উত্তর বিকল্পে বহু প্রত্যয় হয়; এই প্রত্যয় সুবন্ত পদের পূর্ব্বে যায়।' যথা,—**ঈষদূনঃ পটুঃ বহুপটুঃ, পটুকল্পঃ, পটুদেশ্যঃ, পটুদেশীয়ঃ।**

(ক) "বিভাষা সুপো বহুচ্ পুরস্তাত্তু" (পা ৫।৩।৬৮)

এই পাণিনি-সূত্রের "তত্ত্ববোধিনী" টীকায় আছে, "ভাষ্যকারমতে তুশব্দস্য তু অবধারণার্থস্য অন্যদেব প্রয়োজনং পুরস্তাদেব সর্ব্বং যথা স্যাদিতি। তেন লিঙ্গসংখ্যে অপি প্রাক্ প্রত্যয়োৎপত্তেঃ প্রকৃত্যবস্থায়াং যে দৃষ্টে তে এব স্তঃ। বহুচঃ প্রয়োগশ্চ প্রাক্‌প্রকৃতেরেব ভবতীতি। তেন বহুগুড়ো দ্রাক্ষা ইত্যাদৌ প্রকৃতিবল্লিঙ্গমেব ভবতি, ন তু অভিধেয়বল্লিঙ্গম্॥" অর্থাৎ ভাষ্যকারের মতে বহুচ্-প্রত্যয়-পূর্ব্বক পদ প্রকৃতিলিঙ্গই হয়, বাচ্যলিঙ্গ হয় না। 'মনোরমা', 'শব্দেন্দুশেখর' এবং 'পদমঞ্জরী'ও ভাষ্যকারের মত অনুসরণ করিয়াছেন। "কাশিকায়" 'বহুগুড়া দ্রাক্ষা' এইরূপ লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার টীকা 'পদমঞ্জরী'তে এরূপ পাঠ ভাষ্য-বিরুদ্ধ ও প্রামাদিক বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। "সংক্ষিপ্তসারের" তদ্ধিত-পরিশিষ্টকার গোয়ীচন্দ্রের মতেও বহুচ্-প্রত্যয়-পূর্ব্বক পদ প্রকৃতিলিঙ্গ হয়; যথা,—"বহুভূষণং নরঃ, বহুগুড়ো দ্রাক্ষা। স্বার্থিকানাং প্রকৃতিলিঙ্গানুবর্ত্তমানত্বাৎ প্রকৃতিলিঙ্গতা।" সুভূতির মতেও ইহা প্রকৃতিলিঙ্গ হইয়া থাকে। যথা,—"স্যাদীষদসমাপ্তৌ চ বহুচ্ প্রকৃতিলিঙ্গকঃ"। "নিদর্শনমসারাণাং লঘুর্বহুতৃণং নরঃ" —মাঘ (২।৫০);—এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ সুভূতি-কৃত উক্ত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া বহুচ্-প্রত্যয়-পূর্ব্বক পদটী যে প্রকৃতিলিঙ্গক হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন। 'রাবণার্জ্জুনীয়" গ্রন্থকার ভট্টভীমও প্রাগুক্ত পাণিনি-সূত্রের (৫।৩।৬৮) উদাহরণ দিতে গিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকে এই পদের প্রকৃতিলিঙ্গকত্ব দেখাইয়াছেন :—

২১৬। তেন তুল্যঃ স্থান-স্থানীয়ৌ। (ক)

'তেন তুল্যঃ' এই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্থান ও স্থানীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—পিত্রা তুল্যঃ **পিতৃস্থানঃ, পিতৃস্থানীয়ঃ।** এইরূপ **ভ্রাতৃস্থানঃ, ভ্রাতৃস্থানীয়ঃ। মাতৃস্থানা, মাতৃস্থানীয়া মাতৃষ্বসা।**

২১৭। প্রকারে জাতীয়ঃ।

"বিলোক্য শল্যং বহুবজ্রমাগতং, দধানমিষ্টং মৃতকল্পমঙ্গনা। মুমোহ দুরাত্মদুরূপ-মানসা, ক নাম নারীজনতা ক ধীরতা॥" কিন্তু শকটের মতে "বাচ্যস্যাপি লিঙ্গং তেনৈব বহুগুড়া দ্রাক্ষা, বাচ্যভূতায়া দ্রাক্ষায়া লিঙ্গম্।" দুই শ্রেণীর বৈয়াকরণের দুই মত দেখিয়া "প্রয়োগ-রত্ন-মালা"-গ্রন্থকার কহেন, "বহুচ্ প্রকৃতিলিঙ্গো বা কল্পাদ্যা বাচ্যলিঙ্গকাঃ। সুবন্তাৎ প্রাক্ বহুচ্ বা স্যাৎ লঘুর্বহুতৃণং নরঃ। বহুগুড়া দ্রাক্ষা।"

"মূর্খো বহুবিষং পুত্রোঽমূর্খো বহুসুধা স্মৃতঃ।
বহুবজ্রং খরা ভার্য্যা বহুতূলো লঘুঃ সুতা॥"—উদ্ভটসাগরস্য

(ক) "স্থানান্তাদ্ বিভাষা সস্থানেনেতি চেৎ" (পা ৫।৪।১০)। স্থান ও স্থানীয় প্রত্যয়ের উল্লেখ, বোধ হয়, কোন ব্যাকরণেই নাই। "স্থানান্তাৎ তত্তুল্যাদ্বা।" স্থানান্তাৎ শব্দাৎ তত্তুল্যবচনাৎ ঈয়ো বা ভবতি। পিতৃস্থানমিব স্থানমস্যেতি বহুব্রীহিণা পিতৃস্থান-শব্দঃ পিতৃতুল্যবচনঃ। তত ঈয়ঃ। পিতৃস্থানীয়ঃ, রাজস্থানীয়ঃ। পক্ষে পিতৃস্থানঃ, রাজস্থানঃ। তত্তুল্যাদিতি কিম্? গোস্থানম্"—সংক্ষিপ্তসার। পাণিনিতেও এইরূপ সূত্র আছে। যথা—"স্থানান্তাদ্ বিভাষা সস্থানেনেতি চেৎ"—(পা ৫।৪।১০)। যদি কোন সমাস-নিষ্পন্ন শব্দের অন্তে 'স্থান' শব্দ থাকে এবং সেই সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ 'তত্তুল্য' অর্থ বুঝায়, তাহা হইলে তাহার উত্তর বিকল্পে ঈয় প্রত্যয় হয়। 'পিতৃস্থানমিব স্থানমস্য' এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাস দ্বারা 'পিতৃস্থান' শব্দ হইল। ইহার অর্থ 'পিতৃতুল্য'। এই 'পিতৃস্থান' শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈয় প্রত্যয় হওয়ায় 'পিতৃস্থানীয়ঃ' ও 'পিতৃস্থানঃ' দুই পদ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বোধ হয়, বিষয়টী সহজ করিবার জন্য স্থান ও স্থানীয় এই দুইটীকে প্রত্যয়-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

'প্রকার' অর্থাৎ 'সাদৃশ্য' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর জাতীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—**ब्राह्मणजातीयः, क्षत्रियजातीयः, पुरुषजातीयः, स्त्रीजातीयः, पटुजातीयः, वणिग्जातीयः, रजकजातीयः, तार्किकजातीयः, वैयाकरणजातीयः**। (ক)

২১৮। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् (पा ৫।৪।১৭)

ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি-গণন, অর্থাৎ কতবার সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল, তাহার গণনা বুঝাইলে সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর কৃত্বসুচ্ হয় ; উ চ্ ইৎ, কৃত্বস্ থাকে। যথা,—**पञ्चवारान् भुङ्क्ते, पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते ; सप्त वारान् स्वपिति, सप्तकृत्वः स्वपिति, ; शतं वारान् पठति, शतकृत्वः पठति।**

২১৯। द्वि-त्रि-चतुर्भ्यः सुच् (पा ৫।৪।১৮)

ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি-গণন বুঝাইলে দ্বি, ত্রি, চতুর, এই তিন প্রাতি-

(ক) "জাত্যন্তাচ্ছ বন্ধুনি" (পা ৫।৪।৯)। ব্রাহ্মণজাতীয় প্রভৃতি শব্দগুলি পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসারের মতে জাতীয় প্রত্যয় নিষ্পন্ন নহে। 'ব্রাহ্মণো জাতিরস্য' এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাস দ্বারা 'ব্রাহ্মণজাতি' শব্দ হইল। তাহার পর 'ব্রাহ্মণজাতি' শব্দের উত্তর স্বার্থে ঈয় প্রত্যয়। পটুজাতীয়, তার্কিকজাতীয় প্রভৃতি পদগুলি জাতীয় প্রত্যয় নিষ্পন্ন বটে। এরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থার কারণ এই যে, কেবল বহুব্রীহি-সমাস করিয়া ব্রাহ্মণজাতিঃ ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে না, তখন ঈয় প্রত্যয় দ্বারা ব্রাহ্মণজাতীয়ঃ এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণশ্চাসৌ জাতিশ্চেতি ব্রাহ্মণজাতিঃ—এস্থলে কর্ম্মধারয়-সমাসে ঈয় প্রত্যয় হইবে না।

পদিকের উত্তর সুচ্ হয় ; উ চ্ ইৎ, স্ থাকে। যথা,—**দ্বৌ বারৌ ভুঙ্‌ক্তে দ্বির্ভুঙ্‌ক্তে, ত্রীন্ বারান্ ভুঙ্‌ক্তে ত্রির্ভুঙ্‌ক্তে।**

২২০। লোপোঽন্ত্যস্য চতুরঃ। (ক)

সুচ্ হইলে চতুর্ এই প্রাতিপদিকের অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। যথা,—**চতুরো বারান্ ভুঙ্‌ক্তে চতুর্ভুঙ্‌ক্তে।**

২২১। একস্য সকৃচ্চ (পা ৫।৪।১৯)

'এক' এই প্রাতিপদিকের উত্তর সুচ্ হয়, এবং তৎ-সহিত এক-শব্দ স্থানে সকৃৎ হয়। যথা,—**একং বারং ভুঙ্‌ক্তে সকৃদ্ভুঙ্‌ক্তে ; একং বারম্ অধীতে সকৃদধীতে,**—এস্থলে অভ্যাবৃত্তি সম্ভবপর নহে,—গণনামাত্র বুঝাইতেছে।

২২২। বিভাষা বহোরবিপ্রকৃষ্টকালে ধাচ্। (খ)

ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্তি-গণন এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান কালে পরস্পর নৈকট্য বুঝাইলে বহু এই প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ধাচ্ হয় ; চ্ ইৎ, ধা থাকে ; পক্ষে কৃত্বসুচ্। যথা,—**বহুধা দিবসস্য ভুঙ্‌ক্তে, বহুকৃত্বো দিবসস্য ভুঙ্‌ক্তে।** নৈকট্য না বুঝাইলে হয় না। যথা,—**বহুকৃত্বো মাসস্যাগচ্ছতি।**

২২৩। বহ্বল্পার্থাদ্বা চশস্। (গ)

বহ্বর্থ ও অল্পার্থ প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে চশস্ হয় ; চ্ ইৎ,

(ক) "রাৎ সস্য" (পা ৮।২।২৪)

(খ) "বিভাষা বহোর্ধাঽবিপ্রকৃষ্টকালে" (পা ৫।৪।২০)

(গ) "বহ্বল্পার্থাচ্ছস্ কারকাদন্যতরস্যাম্" (পা ৫।৪।৪২)

শস্ থাকে। যথা,—**बहु ददाति, बहुशो ददाति ; भूरि ददाति, भूरिशो ददाति ; अल्पं ददाति, अल्पशो ददाति ; स्तोकं ददाति, स्तोकशो ददाति।** কারকের উত্তর হয়, অন্যত্র হয় না। যথা,—**बहूनां स्वामी,**—এ স্থলে, **बहुशः स्वामी,** এরূপ হইবে না।

২২৪। संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्। (ক)

‘বীপ্সা’ বুঝাইলে সংখ্যা-বাচক ও একদেশ-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে চশস্ হয়। যথা, সংখ্যা-বাচক—**द्वौ द्वौ ददाति, द्विशो ददाति, पञ्च पञ्च ददाति पञ्चशो ददाति।** একদেশ-বাচক—**पादं पादं ददाति पादशो ददाति, अर्द्धमर्द्धं ददाति अर्द्धशो ददाति।**

২২৫। विकारे मयट्। (খ)

‘বিকার’ অর্থ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয় ; ট্ ইৎ, ময় থাকে। যথা,—**स्वर्णस्य विकारः स्वर्णमयो घटः, स्वर्णमयी प्रतिमा ; मृदो विकारः मृन्मयो घटः, मृन्मयी प्रतिमा।** (গ)

(ক) “সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্” (পা ৫।৪।৪৩)

(খ) “ময়ড্বৈতয়োর্ভাষায়ামভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ” (পা ৪।৩।১৪৩)

‘ময়ট্’ প্রত্যয়ের বিভিন্ন অর্থ-সূচক কারিকা :—“ময়ড্ বিকারে প্রাচুর্য্যে স্বরূপে প্রস্তুতেঽপি চ। ভাগাধিকমূল্যমস্যেত্যর্থে সংখ্যার্থকান্ময়ট্।” যথা—সুবর্ণময়ং পাত্রম্, মণিময়ম্ আভরণম্, সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা, অন্নং প্রস্তুতং অন্নময়ম্, চকারাৎ গোঃ পুরীষং গোময়ম্, সুবর্ণস্য শতময়ং হীরকম্।—প্রয়োগ-রত্ন-মালা

(গ) “নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ” (পা ৪।৩।১৪৪)

২২৬। हिरण्मयः। (ক)

'হিরণ্ময়' শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः**।

২২৭। अवयवे।

'অবয়ব' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়। যথা,—**दारूण्यस्यावयवाः दारुमयमासनम्, दर्भा अस्यावयवाः दर्भमयो ब्राह्मणः, काष्ठान्यस्यावयवाः काष्ठमयो हस्ती, ऊर्णा अस्यावयवाः ऊर्णामयं वासः, अन्नान्यस्यावयवाः अन्नमयो यज्ञः, अपूपा अस्य अवयवाः अपूपमयं श्राद्धम्**।

২২৮। व्याप्तौ। (খ)

'ব্যাপ্তি' অর্থ বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়। যথা,—**जलेन व्याप्तं जलमयं जगत् प्रलये, रोगेण व्याप्तं रोगमयं शरीरम्, धूमेन व्याप्तं धूममयं गृहम्**।

২২৯। संसर्गे। (খ)

'সংসর্গ' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়। যথা,—**तिलेन संसृष्टं तिलमयं तर्पणम्, घृतेन संसृष্টं घृतमयं व्यञ्जनम्, पापेन संसृष्टं पापमयं शरीरम्**।

(ক) "দাণ্ডিনায়নহাস্তিনায়নাথর্বণিকজৈহ্মাশিনেয়বাশিনায়নিভ্রৌণহত্যধৈবত্যসারবৈক্ষ্বাকমৈত্রেয়হিরণ্ময়ানি" (পা ৬।৪।১৭৪)

(খ) "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" (পা ৫।৪।২১); "সমূহবচ্চ বহুষু" (পা ৫।৪।২২)

২৩০ । अपृथग्भावे च ।

'অপৃথগ্-ভাব' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়। যথা,—**विष्णोरपृथग्भूतं विष्णुमयं जगत्, वाग्भ्योऽपृथग्भूतं वाङ्मयं शास्त्रम्, चितोऽपृथग्भूतः चिन्मयः पुरुषः ।**

২৩১ । गोश्च पुरीषे (पा ४।३।१४५)

'পুরীষ' বুঝাইলে গো এই প্রাতিপদিকের উত্তর ময়ট্ হয়। যথা,—**गोः पुरीषं गोमयम् ।**

২৩২ । स्नेहे तैलन् । (ক)

'স্নেহ' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর তৈলন্ হয়; ন্ ইৎ, তৈল থাকে। যথা,—**तिलस्य स्नेहः तिलतैलम्, सर्षपस्य स्नेहः सर्षपतैलम्, एरण्डस्य स्नेहः एरण्डतैलम् ।**

২৩৩ । धाच् संख्याया विधार्थे । (খ)

'বিধা' (প্রকার) অর্থে সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ধাচ্ হয়; চ্ ইৎ, ধা থাকে। যথা,—**एका विधा एकधा, द्वे विधे द्विधा, तिस्रो विधाः त्रिधा, चतस्रो विधाः चतुर्धा, पञ्च विधाः पञ्चधा । एकधा द्विधा त्रिधा वा भुङ्क्ते ।**

২৩৪ । द्रव्यसंख्यान्तरापादने च । (গ)

দ্রব্যের সংখ্যান্তরাপাদন, অর্থাৎ 'একের অনেকীকরণ' কিংবা

(ক) "স্নেহে তৈলচ্" (বা ৩১১৮)

(খ) "সংখ্যায়া বিধার্থে ধা" (পা ৫।৩।৪২)

(গ) "অধিকরণবিচালে চ"—(পা ৫।৩।৪৩)

'অনেকের একীকরণ' বুঝাইলেও ধাচ্ প্রত্যয় হয়। যথা,—**পঞ্চ রাশীন্ একধা কুরু, একং রাশিং পঞ্চধা কুরু।**

২৩৫। ঐকধ্যাদয়ো বা। (ক)

'ঐকধ্য' প্রভৃতি শব্দ বিকল্পে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**একা বিধা ঐকধ্যম্, দ্বে বিধে দ্বৈধং দ্বেধা, তিস্রো বিধাঃ ত্রৈধং ত্রেধা, ষড়্ বিধাঃ ষোঢ়া।** পক্ষে **একধা, দ্বিধা, ত্রিধা, ষড়্ধা** ইত্যাদি।

২৩৬। পাশঃ কুৎসিতে। (খ)

'কুৎসিত' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের উত্তর পাশ প্রত্যয় হয়। যথা,—**কুৎসিতো বৈয়াকরণঃ বৈয়াকরণপাশঃ।** এইরূপ **মীমাংসকপাশঃ, ভিষক্পাশঃ, বৈদিকপাশঃ, লেখকপাশঃ, পাচকপাশঃ।**

২৩৭। ভূতপূর্ব্বে চরট্ (পা ৫।৩।৫৩)

'ভূতপূর্ব্ব' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর চরট্ হয়; ট্ ইৎ, চর থাকে। যথা,—**আঢ্যো ভূতপূর্ব্বঃ আঢ্যচরঃ, দৃষ্টো ভূতপূর্ব্বঃ দৃষ্টচরঃ, অর্পিতো ভূতপূর্ব্বঃ অর্পিতচরঃ, অধীতো ভূতপূর্ব্বঃ অধীতচরঃ।** (গ)

(ক) "একাদ্ধো ধ্যমুঞন্যতরস্যাম্" (পা ৫।৩।৪৪); "দ্বিত্র্যোশ্চ ধমুঞ্" (পা ৫।৩।৪৫); "ধমুঞন্তাৎ স্বার্থে ডদর্শনম্" (বা ৩২৬০); "এধাচ্চ" (পা ৫।৩।৪৬)

(খ) "যাপ্যে পাশপ্" (পা ৫।৩।৪৭)

(গ) "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুজ্জ্বলদ্যুতিরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।"—চৈতন্যচরিতামৃত

२३८। सम्बन्धे रूप्यश्च। (ক)

'সম্বন্ধ' বুঝাইলে ভূতপূর্ব্ব অর্থে চরট্ ও রূপ্য প্রত্যয় হয়। যথা, —**देवदत्तस्य भूतपूर्व्वं देवदत्तरूप्यम् देवदत्तचरं वा भवनम्।**

२३९। एकादाकिनिरसहाये। (খ)

'সহায়-শূন্য' বুঝাইলে এক শব্দের উত্তর আকিনি প্রত্যয় হয়; ই ইৎ, আকিন্ থাকে। যথা,—**एक एव एकाकी।**

२४०। प्राक् टेरक् स्वार्थे। (গ)

'স্বার্থ' বুঝাইলে প্রাতিপদিকের টির পূর্ব্বে অক্ হয়। যথা,— **कन्या एव कन्यका, तारा एव तारका।**

२४१। बालादेरिक्। (ঘ)

'স্বার্থ' বুঝাইলে বালা প্রভৃতি প্রাতিপদিকের টির পূর্ব্বে ইক্ হয়। যথা,—**बाला एव बालिका, तरला एव तरलिका, निपुणा एव निपुणिका, चतुरा एव चतुरिका, चपला एव चपलिका, लता एव लतिका, गोधा एव गोधिका।**

२४२। अज्ञाते कन्। (ঙ)

(ক) "ষষ্ঠ্যা রূপ্য চ" (পা ৫।৩।৫৪)

(খ) "একাদাকিনিচ্চাসহায়ে" (পা ৫।৩।৫২)

(গ) "অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্ টেঃ" (পা ৫।৩।৭১)। "কুপায়াং নিন্দনে জ্ঞানে নীতৌ দানেন মানিতে। প্রায়োঽগন্ত্যস্বরাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বনামতিঙব্যয়াৎ"।

(ঘ) "প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ" (পা ৭।৩।৪৪)

(ঙ) "অজ্ঞাতে" (পা ৫।৩।৭৩)

'অজ্ঞাত' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয় ; ন্ ইৎ, ক থাকে। যথা,—কস্যায়মশ্বঃ অশ্বকঃ। এইরূপ উষ্ট্রকঃ, মহিষকঃ, গর্দ্দভকঃ।

২৪৩। কুৎসিতে (পা ৫।৩।৭৪)

'কুৎসিত' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা,—কুৎসিতোঽশ্বঃ অশ্বকঃ, কুৎসিতো মহিষঃ মহিষকঃ।

২৪৪। অল্পে (পা ৫।৩।৮৫)

'অল্প' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা,—অল্পং তৈলং তৈলকম্। এইরূপ ক্ষীরকম্, সলিলকম্।

২৪৫। হ্রস্বে (পা ৫।৩।৮৬)

'হ্রস্ব অর্থে' প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা,—হ্রস্বো বৃক্ষঃ বৃক্ষকঃ, হ্রস্বঃ পটঃ পটকঃ, হ্রস্বঃ স্তম্ভঃ স্তম্ভকঃ, হ্রস্বো দণ্ডঃ দণ্ডকঃ।

২৪৬। অনুকম্পায়াম্ (পা ৫।৩।৭৬)

'অনুকম্পা' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা,—অনুকম্পিতঃ পুত্রঃ পুত্রকঃ। এইরূপ বৎসকঃ, দুর্ব্বলকঃ।

২৪৭। সংজ্ঞায়াম্। (ক)

(ক) "সংজ্ঞায়াং কন্" (পা ৫।৩।৭৫); "জাতিনাম্নঃ কন্" (পা ৫।৩।৮১)

১২

'সংজ্ঞা' অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর স্বার্থে কন্ হয়। যথা,—**করভকঃ, রোহিতকঃ, শর্ব্বিলকঃ।** (ক)

২৪৮। স্ত্রিয়ামন্ত্যো হ্রস্বঃ। (খ)

স্ত্রীলিঙ্গ প্রাতিপদিকের উত্তর কন্ হইলে অন্ত্য স্বর হ্রস্ব হয়। যথা,—**মালবী মালবিকা, সাগরী সাগরিকা, লবঙ্গী লবঙ্গিকা, মাধবী মাধবিকা, চণ্ডী চণ্ডিকা, কুশণ্ডী কুশণ্ডিকা, শেফালী শেফালিকা, মৃণালী মৃণালিকা, যূথী যূথিকা, বদরী বদরিকা, দূতী দূতিকা, কালী কালিকা, শারী শারিকা, সূচী সূচিকা।**

২৪৯। হ্রস্বে কুটী-শমী-শুণ্ডাভ্যো রঃ। (গ)

'হ্রস্ব' অর্থে কুটী, শমী, শুণ্ডা এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর র হয়। যথা,—**হ্রস্বা কুটী কুটীরঃ, হ্রস্বা শমী শমীরঃ, হ্রস্বা শুণ্ডা শুণ্ডারঃ।**

২৫০। অশ্বোক্ষবৎসর্ষভেভ্যস্তরট্। (ঘ)

'হ্রস্ব' অর্থে অশ্ব, উক্ষন্, বৎস, ঋষভ, এই চারি প্রাতিপদিকের উত্তর তরট্ হয়; ট্ ইৎ, তর থাকে। যথা,—**হ্রস্বোঽশ্বঃ অশ্বতরঃ।** এইরূপ **উক্ষতরঃ, বৎসতরঃ, ঋষভতরঃ।**

(ক) "অজ্ঞানে কুৎসিতে চৈব সংজ্ঞায়ামনুকম্পনে। তদ্‌যুক্তনীতাবপ্যল্পে বাচ্যে হ্রস্বে চ কঃ স্মৃতঃ।"

(খ) "কেঽণঃ" (পা ৭।৪।১৩)

(গ) "কুটীশমীশুণ্ডাভ্যো রঃ" (পা ৫।৩।৮৮)

(ঘ) "বৎসোক্ষাশ্বর্ষভেভ্যশ্চ তনুত্বে" (পা ৫।৩।৯১)

২৫১। पञ्चम्यास्तसिल् वा। (ক)

পঞ্চমী-বিভক্তি-স্থানে বিকল্পে তসিল্ হয়; ই ল্ ইৎ, তস্ থাকে। যথা,—**गृहात् गृहतः, ग्रामात् ग्रामतः, नगरात् नगरतः, सर्व्वस्मात् सर्व्वतः, विश्वस्मात् विश्वतः, उभयस्मात् उभयतः, भवतः भवत्तः, एकस्मात् एकतः, अन्यस्मात् अन्यतः, पूर्व्वस्मात् पूर्व्वतः, परस्मात् परतः, दक्षिणस्मात् दक्षिणतः, उत्तरस्मात् उत्तरतः, हस्तात् हस्ततः, वृक्षात् वृक्षतः, मेघात् मेघतः, जलात् जलतः।**

২৫২। सप्तम्याश्च।

সপ্তমী-স্থানে বিকল্পে তসিল্ হয়। যথা,—**पूर्व्वस्मिन् पूर्व्वतः, दक्षिणस्मिन् दक्षिणतः, उत्तरस्मिन् उत्तरतः, प्रथमे प्रथमतः, परस्मिन् परतः, अग्रे अग्रतः, आदौ आदितः, मध्ये मध्यतः, अन्ते अन्ततः, पृष्ठे पृष्ठतः, पार्श्वयोः पार्श्वतः, सर्व्वस्मिन् सर्व्वतः।** (খ)

১৫৩। नित्यं पर्य्यभिभ्याम्। (গ)

পরি ও অভি উপসর্গের উত্তর নিত্য তসিল্ হয়। যথা,—**परितः, अभितः।**

(ক) "পঞ্চম্যাস্তসিল্" (পা ৫।৩।৭)

(খ) বোপদেব-মতে সমস্ত বিভক্তির স্থানেই তস্ হইতে পারে। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ"।

(গ) "পর্য্যভিভ্যাং চ" (পা ৫।৩।৯)

২৫৪। ন হাক্রুহোঃ। (ক)

হাক ও রুহ্ ধাতুর প্রয়োগে তসিল্ হয় না। যথা—**স্বর্গাৎ হীয়তে, পর্ব্বতাদবরোহতি।**

২৫৫। সপ্তম্যাস্ত্রল্ বা সর্ব্বনাম্নঃ। (খ)

সর্ব্বনাম (৩৪) শব্দের সপ্তমী-স্থানে বিকল্পে ত্রল্ হয়; ল্ ইৎ, ত্র থাকে। যথা,—**সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বত্র, উভয়স্মিন্ উভয়ত্র, একস্মিন্ একত্র, অন্যস্মিন্ অন্যত্র, ইতরস্মিন্ ইতরত্র, পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বত্র, অপরস্মিন্ অপরত্র।** (গ)

২৫৬। অ-য-তা এতদ্-যদ্-তদাম্। (ঘ)

তসিল্ ও ত্রল্ হইলে এতদ্-শব্দ-স্থানে অ, যদ্-শব্দ-স্থানে য এবং তদ্-শব্দ-স্থানে ত হয়। যথা,—**এতস্মাৎ অতঃ, এতস্মিন্ অত্র; যস্মাৎ যতঃ, যস্মিন্ যত্র; তস্মাৎ ততঃ, তস্মিন্ তত্র।**

২৫৭। কিমঃ কুঃ। (ঙ)

কিম্-শব্দ-স্থানে কু হয়। যথা,—**কস্মাৎ কুতঃ, কস্মিন্ কুত্র।**

২৫৮। ক্ব-কুহৌ। (ঙ)

ক্ব ও কুহ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা—**কস্মিন্ ক্ব, কুহ।**

(ক) "অপাদানে চাহীয়রুহোঃ" (পা ৫।৪।৪৫)

(খ) "সপ্তম্যাস্ত্রল্" (পা ৫।৩।১০)

(৩৪) দ্বি, অস্মদ্, যুষ্মদ্ ভিন্ন।

(গ) বোপদেব-মতে 'বহু' শব্দের উত্তরও হয়। যথা—বহৌ বহুত্র।

(ঘ) "এতদোঽন্" (পা ৫।৩।৫); "ত্যদাদীনামঃ" (পা ৭।২।১০২)

(ঙ) "কু তিহোঃ (পা ৭।২।১০৪); "কিমোঽৎ" (পা ৫।৩।১২); "ক্বাতি" (পা ৭।২।১০৫)

২৫৯। **इदमिश:**। (ক)

ইদম্-শব্দ-স্থানে ই হয় (৩৫)। যথা,—**अस्मात् इतः।**

২৬০। **सप्तम्या हः**। (খ)

সপ্তমী-বিভক্তি-স্থানে হ হয়। যথা,—**अस्मिन् इह।**

২৬১। **इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते** (पा ५।३।१४)

পঞ্চমী, সপ্তমী ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তি-স্থানেও তসিল্ ও ত্রল্ প্রত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—**स भवान्, ततोभवान्, तत्रभवान्; तं भवन्तम्, ततोभवन्तम्, तत्रभवन्तम्; तेन भवता, ततोभवता, तत्रभवता; तस्मै भवते, ततोभवते, तत्रभवते; तस्य भवतः, ततोभवतः, तत्रभवतः।**

২৬২। **एक-सर्व्वयोः काले दा**। (গ)

'কাল' বুঝাইলে এক, সর্ব্ব, এই দুই সর্ব্বনাম-শব্দের সপ্তমী-স্থানে দা হয়। যথা,—**एकस्मिन् काले एकदा।**

২৬৩। **सो वा सर्व्वस्य**। (ঘ)

'দা' হইলে সর্ব্ব-শব্দ-স্থানে বিকল্পে স হয়। যথা,—**सर्व्वस्मिन् काले सदा, सर्व्वदा।**

(ক) "ইদম ইশ্" (পা ৫।৩।৩)

(৩৫) দানীম্ হইলেও হয়।

(খ) "ইদমো হঃ" (পা ৫।৩।১১)

(গ) "সর্ব্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা" (পা ৫।৩।১৫)

(ঘ) "সর্ব্বস্য সোঽন্যতরস্যাং দি" (পা ৫।৩।৬)

২৬৪। অন্য-কিং-যদাং র্হিল্ চ। (ক)

অন্য, কিম্, যদ্, এই তিন সর্ব্বনাম শব্দের সপ্তমী-স্থানে দা ও র্হিল্ হয় ; ল্ ইৎ, র্হি থাকে। যথা,—**অন্যস্মিন্ কালে অন্যর্হি, অন্যদা।**

২৬৫। কিং-যদোঃ ক-যৌ। (খ)

দা ও র্হিল্ হইলে কিম্-শব্দ-স্থানে ক, এবং যদ্-শব্দ-স্থানে য হয়। যথা,—**কস্মিন্ কালে কর্হি কদা, যস্মিন্ কালে যর্হি যদা।**

২৬৬। তদো দানীং চ। (গ)

তদ্-শব্দের সপ্তমী-স্থানে দা, র্হিল্ ও দানীম্ হয়।

২৬৭। তস্তদঃ। (ঘ)

দা, র্হিল্ ও দানীম্ হইলে তদ্-শব্দ-স্থানে ত হয়। যথা—, **তস্মিন্ কালে তদা, তর্হি, তদানীম্।**

২৬৮। ইদমো দানীম্। (ঙ)

ইদম্-শব্দের সপ্তমী-স্থানে দানীম্ হয়। যথা,—**অস্মিন্ কালে ইদানীম্।**

(ক) "অনদ্যতনে র্হিলন্যতরস্যাম্" (পা ৫।৩।২১)

(খ) "ত্যদাদীনামঃ" (পা ৭।২।১০২)

(গ) "তদো দা চ" (পা ৫।৩।১৯)

(ঘ) "ত্যদাদীনামঃ" পো ৭।২।১০২)

(ঙ) "দানীং চ" (পা ৫।৩।১৮)

২৬৯। অধুনৈতর্হী। (ক)

অধুনা, এতর্হি, এই দুই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**অস্মিন্ কালে অধুনা, অস্মিন্ এতস্মিন্ বা কালে এতর্হি।**

২৭০। এদ্যুস্ পূর্ব্বাদেরহনি। (খ)

'দিন' বুঝাইলে পূর্ব্ব প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর এদ্যুস্ হয়। যথা,—**পূর্ব্বস্মিন্নহনি পূর্ব্বেদ্যুঃ, অন্যস্মিন্নহনি অন্যেদ্যুঃ, অপরস্মিন্নহনি অপরেদ্যুঃ।** এইরূপ **ইতরেদ্যুঃ, অন্যতরেদ্যুঃ, অধরেদ্যুঃ, উত্তরেদ্যুঃ, উভয়েদ্যুঃ** (৩৬) (গ)।

২৭১। হ্যঃ-সদ্যোঽদ্য-শ্বঃ-পরেদ্যবয়ঃ।

'দিন' বুঝাইলে বিভক্তি-যুক্ত পূর্ব্ব-শব্দ-স্থানে হ্যস্, সমান-শব্দ-স্থানে সদ্যস্, ইদম্-শব্দ-স্থানে অদ্য, এবং পর-শব্দ-স্থানে শ্বস্ ও পরেদ্যবি হয়। যথা,—**পূর্ব্বস্মিন্নহনি হ্যঃ, সমানেঽহনি সদ্যঃ, অস্মিন্নহনি অদ্য, পরস্মিন্নহনি শ্বঃ, পরেদ্যবি।**

২৭২। ঐষমঃ-পরুৎ-পরার্য্যো বর্ষে। (ঘ)

'বৎসর' বুঝাইলে বিভক্তি-যুক্ত ইদম্-শব্দ-স্থানে ঐষমস্, পূর্ব্ব-

---

(ক) "অধুনা" (পা ৫।৩।১৭); "এতেতৌ রথোঃ" (পা ৫।৩।৪)

(খ) "সদ্যঃপরুৎপরার্য্যৈষমঃপরেদ্যব্যদ্যপূর্ব্বেদ্যুরন্যেদ্যুরন্যতরেদ্যুরিতরেদ্যুরপরেদ্যুরধরেদ্যুরুভয়েদ্যুরুত্তরেদ্যুঃ" (পা ৫।৩।২২)

(৩৬) উভয়-শব্দের উত্তর দ্যুস্ও হয়। যথা,—উভয়স্মিন্ অহনি উভয়দ্যুঃ। "দ্যুশ্চোভয়াৎ" (বা ৩২৫১)

(গ) "পরেদ্যব্যদ্য পূর্ব্বেদ্যুরন্যেদ্যুশ্চাপি চিন্তয়ন্"—ভট্টি ৪।১৩

(ঘ) "সদ্যঃপরুৎপরার্য্যৈষমঃ" ইত্যাদি (পা ৫।৩।২২)

শব্দ-স্থানে পরুৎ এবং পূর্ব্বতর-শব্দ-স্থানে পরারি হয়। যথা,—
अस्मिन् वर्षे ऐषमः, पूर्व्वस्मिन् वर्षे परुत्, पूर্ব্বतरे वर्षे परारि।

২৩৩। थाल् प्रकारे तृतीयाः। (ক)

'প্রকার' অর্থে তৃতীয়া-স্থানে থাল্ হয়; ল্ ইৎ, থা থাকে। যথা—**सर्व्वैः प्रकारैः सर्व्वथा, अन्येन प्रकारेण अन्यथा, इतरेण प्रकारेण इतरथा, उभयेन प्रकारेण उभयथा, अपरेण प्रकारेण अपरथा।** (খ)

২৩৪। य-तौ यत्तदोः। (গ)

থাল্ প্রত্যয় হইলে যদ্-শব্দ-স্থানে য এবং তদ্-শব্দ-স্থানে ত হয়। যথা,—**येन प्रकारेण यथा, तेन प्रकारेण तथा।**

২৩৫। कथमित्थमौ। (ঘ)

কথম্ ও ইত্থম্, এই দুই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—
केन प्रकारेण कथम्, अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्।

২৩৬। परादेरस्तात् सप्तमी-पञ्चमी-प्रथमा-नाम्। (ঙ)

(ক) "প্রকারবচনে থাল্" (পা ৫।৩।২৩)

(খ) বোপদেব-মতে দ্বি, অস্মদ্, যুষ্মদ্ ভিন্ন সর্ব্বনাম শব্দ এবং বহু শব্দের পরস্থিত দ্বিতীয়াদি বিভক্তির স্থানে 'প্রকার' অর্থে থাচ্ প্রত্যয় হয়।

(গ) "ত্যদাদীনামঃ" (পা ৭।২।১০২)

(ঘ) "ইদমস্থমুঃ" (পা ৫।৩।২৪); "কিমশ্চ" (পা ৫।৩।২৫)

(ঙ) "দিক্‌শব্দেভ্যঃ সপ্তমীপঞ্চমীপ্রথমাভ্যো দিগ্দেশকালেষস্তাতিঃ" (পা ৫।৩।২৭)

'পর' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের সপ্তমী, পঞ্চমী ও প্রথমার স্থানে অস্তাৎ হয়। যথা,—**परस्मिन् परस्मात् परो वा परस्तात्**। (ক)

২৩৭। पश्चात् (पा ५।३।३२)

অস্তাৎ-যুক্ত অপর-শব্দ-স্থানে পশ্চাৎ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**अपरस्मिन् अपरस्मात् अपरो वा पश्चात्**।

২৩৮। उपर्य्युपरिष्टात् (पा ५।३।३१)

অস্তাৎ-যুক্ত ঊর্দ্ধ-শব্দ-স্থানে উপরি ও উপরিষ্টাৎ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**ऊर्द्ध्वे ऊर्द्ध्वात् ऊर्द्ध्वो वा उपरि, उपरिष्टात्**।

২৩৯। पूर्व्वाधरावराणामसिश्च। (খ)

পূর্ব্ব, অধর, অবর, এই তিন প্রাতিপদিকের সপ্তমী, পঞ্চমী ও প্রথমার স্থানে অস্তাৎ ও অসি হয়; ই ইৎ, অস্ থাকে।

২৮০। पुराधौ पूर्व्वाधरयोः। (খ)

অস্তাৎ ও অসি হইলে পূর্ব্ব-শব্দ-স্থানে পুর ও অধর-শব্দ-স্থানে অধ হয়। যথা,—**पूर्व्वस्मिन् पूर्व्वस्मात् पूर्व्वो वा पुरस्तात्, पुरः ; अधरस्मिन्, अधरस्मात् अधरो वा अधस्तात्, अधः**।

(ক) পাণিনি, কলাপ ও সুপদ্মের মতে অস্তাতি, এবং সংক্ষিপ্তসার ও মুগ্ধবোধের মতে স্তাৎ। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সূত্রের দ্বিতীয় উদাহরণ "পশ্চিমে পশ্চিমাৎ পশ্চিমো বা পশ্চিমস্তাৎ" লিখিয়াছেন; কিন্তু সকল বৈয়াকরণের মতেই দিগ্দেশকালবাচক পূর্ব্বাদিগণীয় শব্দের উত্তরই অস্তাৎ বা স্তাৎ হয়। 'পশ্চিম' শব্দ পূর্ব্বাদিগণীয় নহে বলিয়া ঐরূপ পদ হইতে পারে না।

(খ) "পূর্ব্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাম্" (পা ৫।৩.৩৯)

২৮১ । অবো বিভাষাবরস্য । (ক)

অস্তাৎ ও অসি হইলে অবর-শব্দ-স্থানে বিকল্পে অব হয়। যথা,—**অবরস্মিন্ অবরস্মাৎ অবরো বা অবস্তাৎ, অবরস্তাৎ, অবঃ, অবরঃ।**

২৮২ । দিগ্দেশয়োর্দক্ষিণোত্তরয়োরতসুঃ । (খ)

দিগ্-বাচক ও দেশ-বাচক দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের সপ্তমী, পঞ্চমী ও প্রথমার স্থানে অতসু হয়; উ ইৎ, অতস্ থাকে। যথা,—**দক্ষিণস্মিন্ দক্ষিণস্মাৎ দক্ষিণো বা দক্ষিণতঃ, উত্তরস্মিন্ উত্তরস্মাৎ উত্তরো বা উত্তরতঃ।**

২৮৩ । উত্তরাধর-দক্ষিণানামাতিঃ । (গ)

উত্তর, অধর, দক্ষিণ, এই তিন শব্দের সপ্তমী, পঞ্চমী ও প্রথমার স্থানে আতি হয়; ই ইৎ, আৎ থাকে। যথা—**উত্তরস্মিন্ উত্তরস্মাৎ উত্তরো বা উত্তরাৎ।** এইরূপ **অধরাৎ, দক্ষিণাৎ।**

২৮৪ । এনপ্ চাদূরেঽপঞ্চম্যাঃ । (ঘ)

'অদূর' অর্থে এনপ্ হয়; প্ ইৎ, এন থাকে। যথা,—**উত্তরস্মিন্ উত্তরো বা উত্তরেণ;** এইরূপ **অধরেণ, দক্ষিণেন।** পঞ্চমীর স্থানে হয় না।

(ক) ""পূর্ব্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাম্" (পা ৫,৩,৩৯)

(খ) "দক্ষিণোত্তরাভ্যামতসুচ্" (পা ৫,৩।২৮)

(গ) "উত্তরাধরদক্ষিণাদাতিঃ" (পা ৫।৩।৩৪)

(ঘ) "এনবন্যতরস্যামদূরেঽপঞ্চম্যাঃ" (পা ৫।৩।৩৫)

২৮৫। दक्षिणोत्तरयोराद्दाही च। (ক)

দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের সপ্তমী ও প্রথমার স্থানে আৎ ও আহি হয়; ৎ ইৎ, আ থাকে। যথা,—**दक्षिणा, दक्षिणाहि; उत्तरा, उत्तराहि**। (খ)

২৮৬। भवे कालाव्ययेभ्यस्तनष्। (গ)

'ভব' অর্থে কাল-বাচক অব্যয় শব্দের উত্তর তনষ্ হয়, ষ্ ইৎ, তন থাকে। যথা,—**अद्य भवम् अद्यतनम्, प्रातर्भवं प्रातस्तनम्, सायं भवं सायन्तनम्**। এইরূপ **दोषातनम्, दिवातनम्; पुरातनम्, चिरन्तनम्, सदातनम्, अधुनातनम्, इदानीन्तनम्, तदानीन्तनम्**।

২৮৭। प्राह्णे-प्रगेभ्याञ्च। (গ)

প্রাহ্লে, প্রগে, এই দুই সপ্তম্যন্ত অব্যয় শব্দের উত্তরও হয়। যথা,—**प्राह्णेतनम्, प्रगेतनम्**।

২৮৮। विभाषा पूर्व्वाह्णापराह्णाभ্যাং সপ্তম্যাম্। (ঘ)

সপ্তমী বিভক্তিতে পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ শব্দের উত্তর বিকল্পে

(ক) "দক্ষিণাচ্" (পা ৫।৩।৩৬); "আহি চ দূরে" (পা ৫।৩।৩৭); "উত্তরাচ্চ" (পা ৫।৩।৩৮)

(খ) "আহি চ দূরে" (পা ৫।৩।৩৭)। আহি প্রত্যয় দূর-অর্থেই হইয়া থাকে।

(গ) "সায়ংচিরংপ্রাহ্লেপ্রগেঽব্যয়েভ্যষ্ট্যুট্যুলৌ তুট্ চ" (পা ৪।৩।২৩)

(ঘ) "বিভাষা পূর্ব্বাহ্লাপরাহ্লাভ্যাম্" (পা ৪।৩।২৪)

তনষ্ হয়। যথা—**পূর্ব্বাহ্ণে ভবং পূর্ব্বাহ্ণেতনম্, পৌর্ব্বাহ্ণিকম্ ; অপরাহ্ণে ভবম্ অপরাহ্ণেতনম্, আপরাহ্ণিকম্ ।**

২৮৯। **নিত্যমুপর্য্যাদেঃ।** (ক)

'উপরি' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য তনষ্ হয়। যথা,—**উপরি ভবঃ উপরিতনঃ, অধঃ ভবঃ অধস্তনঃ, প্রাক্ ভবঃ প্রাক্তনঃ।**

২৯০। **আদি-মধ্যাভ্যাং মন্।** (খ)

সপ্তমী-বিভক্তিতে আদি, মধ্য, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর মন্ হয় ; ন্ ইৎ, ম থাকে। যথা,—**আদৌ ভবঃ আদিমঃ, মধ্যে ভবঃ মধ্যমঃ।**

২৯১। **অগ্রান্তপশ্চাদ্ভ্যো ডিমঃ।** (খ)

অগ্র, অন্ত, পশ্চাৎ, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ডিম হয় ; ড্ ইৎ, ইম থাকে। যথা,—**অগ্রে ভবঃ অগ্রিমঃ, পশ্চাৎ ভবঃ পশ্চিমঃ।**

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় "নিত্যমূর্দ্ধাদেঃ" এই সূত্র করিয়া "উর্দ্ধতনঃ" ও "পূর্ব্বতনঃ" এই উদাহরণ দিয়াছেন ; কিন্তু "উর্দ্ধতন" ও "পূর্ব্বতন" শব্দ কোনও ব্যাকরণের মতেই নিষ্পন্ন হয় না। উপরি প্রভৃতি শব্দ কাল-বাচকও হয় বলিয়া ২৮৬ সূত্র দ্বারাই উপরিতন প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হইতে পারে। তথাপি আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সূত্র-সংখ্যা স্থির রাখিবার জন্য উক্ত সূত্রটি পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখিলাম, এবং উক্ত দুইটী উদাহরণ তুলিয়া দিলাম।

"কালার্থকাব্যয়াৎ প্রাহ্ণেচিরস্থ্যাঞ্চ তনট্ স্মৃতঃ। দিবা-দোষা-নক্তং-যদা-তদা-সদা-সর্ব্বদাধুনেদানীংপ্রভৃতেরেবম্। চকারাৎ উপরিতনো গ্রন্থঃ।"—প্রয়োগ-রত্ন-মালা

(খ) "মধ্যান্মঃ" (পা ৪।৩।৮) ; "আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্" (বা ৩৩৩৯) ; "অগ্রাদি-পশ্চাড্ডিমচ্" (বা ২৮৪৪) "অন্তাচ্চেতি বক্তব্যম্" (বা ২৮৪৫)।

२९२। चिर-परुत्-परारिभ्यस् त्नः। (ক)

চির, পরুৎ, পরারি, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ত্ন হয়। যথা,—**चिरत्नः, परुत्नः, परारित्नः।**

२९३। दक्षिणा-पश्चात्-पुरोभ्यस् त्यण्। (খ)

দক্ষিণা, পশ্চাৎ, পুরস্, এই তিন প্রাতিপদিকের উত্তর ত্যণ্ হয়; ণ্ ইৎ, ত্য থাকে। যথা,—**दाक्षिणात्यः, पाश्चात्त्यः, पौरस्त्यः।**

२९४। अमेह-क्व-तसिल्-त्रल्भ्यस् त्यः। (গ)

অমা, ইহ, ক্ব এবং তসিল্ ও ত্রল্ প্রত্যয়ান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ত্য হয়। যথা,—**अमात्यः, इहत्यः, क्वत्यः।** তসিল্-প্রত্যয়ান্ত—**ततस्त्यः, अतस्त्यः, कुतस्त्यः।** ত্রল্-প্রত্যয়ান্ত—**तत्रत्यः, अत्रत्यः, कुत्रत्यः।**

२९५। किमश्चिच्चनौ विभक्त्यन्तात्।

বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর চিৎ ও চন হয়। যথা,—**कश्चित्, कश्चित्, केनचित्, कस्मैचित्, कस्माच्चित्, कस्यच्चित्, कस्मिंश्चित्, कुतश्चित्, क्वचित्, कुत्रचित्; कश्चन, किञ्चन, कञ्चन, कुतश्चन, क्वचन, कुत्रचन।** (ঘ)

(ক) "চিরপরুৎপরারিভ্যস্ত্নো বক্তব্যঃ" (বা ২৮৪২)

(খ) "দক্ষিণাপশ্চাৎপুরসস্ত্যক্" (পা ৪।২।৯৮)। "স বাজিনাগেন্দ্ররথাধিরূঢ়ৈঃ, পাশ্চাত্ত্যপৌরস্ত্যসদাক্ষিণাত্যৈঃ। রাজানুযাতো নৃবরৈরগচ্ছন্নাদেয়শীতানিলবীজিতাঙ্গঃ" —রাবণার্জ্জুনীয় (৪।২।৫৯ শ্লোক)

(গ) "অব্যয়াত্ত্যপ্" (পা ৪।২।১০৪); "অমেহক্বতসিত্রেভ্য এব" (বা ২৭৭৯)

(ঘ) পাণিনীয় ব্যাকরণে এরূপ কোন সূত্র নাই। তন্মতে চিৎ ও চন পৃথক্ শব্দ, প্রত্যয় নহে। অতএব 'কশ্চিৎ' শব্দ পাণিনীয়-মতে দুইটী পৃথক্ পদ। কিন্তু বোপদেবের

২৫৬। কৃভ্বস্তিযোগেঽভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। (ক)

কৃ, ভূ ও অস্ ধাতুর যোগে অভূত-তদ্ভাব (৩৭) অর্থে প্রাতি-পদিকের উত্তর চ্বি হয়; চ্বির সমস্তই ইৎ, কিছুই থাকে না।

মতে ইহা একপদ। এই জন্যই বোপদেবও এরূপ সূত্র করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বোপদেবের মতে একপদ করিবার সার্থকতা আছে। যথা—'কদাচিৎ' এইটীকে একটী পদ বলিয়া স্বীকার না করিলে 'কাদাচিৎক' এ স্থলে পূর্ব্ব পদের বৃদ্ধি হইতে পারে না, অতএব এইরূপ পদই হয় না। পাণিনির মতে 'কাদাচিৎক' প্রভৃতি পদ নিপাতনে সাধ্য। অমর-কোষেও চিৎ এবং চন শব্দের 'অসাকল্য' অর্থ উক্ত হইয়াছে। অন্য কোন ব্যাকরণেও এরূপ কোন সূত্র নাই। এই জন্য কেহ কেহ বলেন, মুগ্ধবোধের ঐ সূত্রটী প্রক্ষিপ্ত। তাঁহারা বলেন, ২১ খানি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুস্তকে ঐ সূত্র নাই। তাঁহারা আরও বলেন, যদি ঐ দুইটী তদ্ধিত প্রত্যয় হইত এবং ঐ সূত্রটীও যদি বোপদেব-কৃত হইত, তাহা হইলে চিৎ ও চন প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় হইত না। কারণ বোপদেবের মতে চ-ইৎ প্রত্যয়েরই অব্যয়-সংজ্ঞা হয়। চিৎ ও চন প্রত্যয়ের চ ইৎ হয় না। অতএব ইহারা অব্যয় হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের উত্তর বিভক্তি-যোগ করিয়া কশ্চিৎ কশ্চিতৌ কশ্চিতঃ ইত্যাদি অনিষ্ট পদ হইত। ইহারা তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত এক শব্দ হইলে, কস্যচিৎ ইদং কাস্যচিতং ইত্যাদি অপপ্রয়োগও দুর্নিবার হইয়া উঠিত। চিৎ ও চন 'প্রত্যয়' হইলে 'কশ্চিৎ জনঃ' এই বাক্যে কর্ম্মধারয়-সমাসে কশ্চিজ্জনঃ কশ্চিজ্জনম্ ইত্যাদি প্রয়োগও হইতে পারিত। এই জন্যই অকিঞ্চিৎকর, অকিঞ্চন প্রভৃতি পদগুলিকে ময়ূরব্যংসকাদির অন্তর্গত করিতে হইয়াছে। ইতিহ, অথবা ইত্যাদির ন্যায় কদাচিৎ প্রভৃতি শব্দ সমুদিত অব্যয়; সুতরাং ঐতিহ্য প্রভৃতির ন্যায় পাণিন্যাদির মতে কাদাচিৎক প্রভৃতি পদ সুসাধ্য। অমরকোষে 'কদাচিৎ' পৃথক্ শব্দ বলিয়া ধৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োগ-রত্নমালার তদ্ধিত-প্রকরণে ১৪৬৩ সূত্রে চিৎ ও চন প্রত্যয়ের উল্লেখ আছে। যথা "কিমশ্চিচ্চন চ স্যাতাং-বিশেষানবধারণে।" এক্ষণে ইহার রহস্য সুধীগণের চিন্তনীয়।

(ক) "কৃভ্বস্তিযোগে সম্পদ্যকর্ত্তরি চ্বিঃ" (পা ৫।৪।৫০)

(৩৭) অভূতের তদ্ভাব, অর্থাৎ যে যেরূপ না থাকে, তাহার সেরূপ হওয়া: যেমন-যে বস্তু শুক্ল না থাকে, তাহার শুক্ল হওয়া।

২৫৭। দীর্ঘোঽন্ত্যঃ। (ক)

'অভূত-তদ্ভাব' অর্থে প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—**অলঘুং লঘুং করোতি লঘূকরোতি, অলঘুর্লঘুঃ ভবতি লঘূভবতি, অলঘুর্লঘুঃ স্যাত্ লঘূস্যাত্।** (খ)

২৫৮। ঈরবর্ণস্য। (গ)

'অভূত-তদ্ভাব' অর্থে প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বর্ণ-স্থানে ঈ হয়। যথা,—**অশুক্লং শুক্লং করোতি শুক্লীকরোতি, অশুক্লঃ শুক্লো ভবতি শুক্লীভবতি, অশুক্লঃ শুক্লঃ স্যাত্ শুক্লীস্যাত্।**

২৫৯। ঋতো রীঃ। (ঘ)

'অভূত-তদ্ভাব' অর্থে প্রত্যয় হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত ঋ-কার-স্থানে রী হয়। যথা—**অশ্রোতারং শ্রোতারং করোতি, শ্রোত্রীকরোতি, শ্রোত্রীভবতি, শ্রোত্রীস্যাত্।**

(ক) "চ্বৌ চ" (পা ৭।৪।২৬)

(খ) "অস্তেলিঙন্তস্যৈব প্রয়োগেঽভূততদ্ভাবস্য প্রতীতিঃ শব্দশক্তিস্বভাবাৎ"—ইতি তদ্ধিত-পরিশিষ্টে গোয়ীচন্দ্রঃ। শব্দ-শক্তির যেরূপ স্বভাব, তদনুসারে অস্-ধাতুর উত্তর কেবল লিঙ্ প্রয়োগ করিলেই অভূত-তদ্ভাব অর্থের প্রতীতি হয়। এই জন্য 'স্যাৎ' এর পরিবর্তে 'অস্তি' এইরূপ প্রয়োগ করিলে অভূত-তদ্ভাব অর্থের প্রতীতি হইবে না, অতএব চ্বি প্রত্যয়ও হইবে না।

(গ) "অস্য চ্বৌ" (পা ৭।৪।৩২)

(ঘ) "রীঙ্ ঋতঃ" (পা ৭।৪।২৭)

৩০০। लोपोऽरुसादेरन्त्यस्य। (ক)

'অভূত-তদ্ভাব' অর্থে প্রত্যয় হইলে অরুস্, মনস্, চক্ষুস্, চেতস্, রহস্, রজস্, ইহাদের অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। যথা,—**अरु-करोति, अरुभवति, अरुस्यात्; विमनीकरोति, विमनीभवति, विमनीस्यात्; उच्चचूकरोति, उच्चचूभवति, उच्चचूस्यात्; सुचेतीकरोति, सुचेतीभवति, सुचेतीस्यात्; विरहीकरोति, विरहीभवति, विरहीस्यात्; विरजीकरोति, विरजीभवति, विरजीस्यात्।**

৩০১। विभाषा सातिच् कार्त्स्न्ये। (খ)

'কাৎর্স্ন্য' (৩৮) বুঝাইলে অভূত-তদ্ভাব অর্থে কৃ, ভূ, অস্ ধাতুর যোগে বিকল্পে সাতিচ্ হয়; ই চ্ ইৎ, সাৎ থাকে। যথা—**कृत्स्नं लवणं जलं करोति जलसात् करोति, कृत्स्नं लवणं जलं भवति जलसाद्भवति, कृत्स्नं लवणं जलं स्यात् जलसात् स्यात्; भस्मसात् करोति, भस्मसाद्भवति, भस्मसात् स्यात्।** পক্ষে চ্বি। যথা—**जलीकरोति, जलीभवति, जलीस्यात्; भस्मीकरोति, भस्मीभवति, भस्मीस्यात्।** (ক)

(ক) "অরুর্মনশ্চক্ষুশ্চেতোরহোরজসাং লোপশ্চ" (পা ৫।৪।৫১)

(খ) "বিভাষা সাতিঃ কাৎর্স্ন্যে" (পা ৫।৪।৫২)

কাৎর্স্ন্য না বুঝাইলে হয় না। যথা—একদেশেন পটঃ শুক্লীভবতি।

(३८) एकस्या व्यक्तेः सर्व्वावयवावच्छेदेनान्यथाभावः कार्त्स्न्यम्। कृत्स्नं सकलं तस्य भावः कार्त्स्न्यम्।

३०२। अभिविधौ सम्पदा च (पा ५।४।५३)

'অভিবিধি' (৩৯) বুঝাইলে অভূত-তদ্ভাব অর্থে কৃ, ভূ, অস্ ও সম্-পূর্ব্বক পদ্-ধাতুর যোগে বিকল্পে সাতিচ্ হয়। যথা,—**अग्निसात् करोति, अग्निसाद्भवति, अग्निसात् स्यात्, अग्निसात् सम्पद्यते।** পক্ষে চ্বি। যথা—**अग्नीकरोति, अग्नीभवति, अग्नीस्यात्, अग्नीसम्पद्यते।**

३०३। अधीनतायाञ्च। (ক)

'অধীনতা' অর্থেও হয়। যথা,—**राज्ञोऽधीनं करोति राजसात् करोति, राज्ञोऽधीनं भवति राजसाद्भवति, राज्ञोऽधीनं स्यात् राजसात् स्यात्, राज्ञोऽधीनं सम्पद्यते राजसात् सम्पद्यते।** পক্ষে চ্বি। যথা—**राजीकरोति, राजीभवति, राजीस्यात्, राजीसम्पद्यते।**

३०४। देये त्राच् च। (খ)

'দেয়' বুঝাইলে কৃ, ভূ, অস্ ও সম্-পূর্ব্বক পদ্-ধাতুর যোগে সাতিচ্ ও ত্রাচ্ হয়; চ্ ইৎ, ত্রা থাকে। যথা,—**ब्राह्मणाय देयं करोति, ब्राह्मणसात् करोति, ब्राह्मणत्रा करोति; ब्राह्मणसाद्भवति, ब्राह्मणत्रा भवति; ब्राह्मणसात् स्यात्, ब्राह्मणत्रा स्यात्; ब्राह्मणसात् सम्पद्यते, ब्राह्मणत्रा सम्पद्यते।**

---

(৩৯) बहूनां व्यक्तीनां किञ्चिदवयवावच्छेदेनान्यथाभावः अभिविधिः व्याप्तिरिति यावत्।

(ক) "তদধীনবচনে" (পা ৫।৪।৫৪)

(খ) "দেয়ে ত্রা চ" (৫।৪।৫৫)

৩০৫। কৃঞো দ্বিতীয়াদেঃ কৃষৌ ডাচ্ । (ক)

কৃ-ধাতুর যোগে দ্বিতীয়, তৃতীয়, শম্ব, বীজ, এই সকল প্রাতিপদিকের উত্তর 'কর্ষণ' অর্থে ডাচ্ হয়; ড্ চ্ ইৎ, আ থাকে। যথা,—**দ্বিতীয়াকরোতি, তৃতীয়াকরোতি, দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং কর্ষণং করোতি ইত্যর্থঃ; শম্বাকরোতি, অনুলোমকৃষ্টং ক্ষেত্রং প্রতিলোমং কর্ষতীত্যর্থঃ; বীজাকরোতি, বীজেন সহ কর্ষতীত্যর্থঃ।** (খ)

৩০৬। সংখ্যায়াশ্চ গুণান্তায়াঃ (পা ৫।৪।৫৯)

গুণ-শব্দ অন্তে থাকিলে সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর কৃ-ধাতুর যোগে 'কর্ষণ' অর্থে ডাচ্ হয়। যথা,—**দ্বিগুণাকরোতি ত্রিগুণাকরোতি ক্ষেত্রম্, দ্বিগুণং ত্রিগুণং কর্ষতীত্যর্থঃ।**

৩০৭। সময়াচ্চ যাপনায়াম্ (পা ৫।৪।৬০)

'যাপন' বুঝাইলে সময়-শব্দের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা,—**সময়াকরোতি, সময়ং যাপয়তীত্যর্থঃ।**

৩০৮। সপত্র-নিষ্পত্রাদতিব্যথনে (পা ৫।৪।৬১)

'ব্যথন' অর্থে সপত্র, নিষ্পত্র, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা,—**সপত্রাকরোতি মৃগং ব্যাধঃ, সপত্রং শরম্ অস্য শরীরে প্রবেশয়ন্ ব্যথয়তীত্যর্থঃ; নিষ্পত্রাকরোতি, শরীরাৎ শরম্ অপরপার্শ্বে নিষ্ক্রাময়ন্ ব্যথয়তীত্যর্থঃ।**

(ক) "কৃঞো দ্বিতীয়তৃতীয়শম্ববীজাৎ কৃষৌ" (পা ৫।৪।৫৮)

(খ) "বীজাবাপসহিতং বিলেখনং করোতীত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী

३०९। निष्कुलान्निष्कोषणे (पा ५।४।६२।)

'নিষ্কোষণ' (৪০) অর্থে নিষ্কুল, এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা,—**निष्कुलाकरोति दाड़िमम्, दाड़िमस्य अन्तरवयवान् बहिर्निःसारयतीत्यर्थः।** (ক)

३१०। सुखप्रियादानुलोम्ये (पा ५।४।६३)

'আনুলোম্য' অর্থাৎ 'আনুকূল্য' অর্থে সুখ, প্রিয়, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা,—**सुखाकरोति प्रियाकरोति मित्रम्, अनुकूलाचरणेन आनन्दयतीत्यर्थः।**

३११। दुःखात् प्रातिलोम्ये (पा ५।४।६४)

'প্রাতিলোম্য' অর্থাৎ 'প্রাতিকূল্য' বুঝাইলে দুঃখ এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা—**दुःखाकरोति भृत्यः, स्वामिनं पीड़यतीत्यर्थः।** (খ)

३१२। शूलात् पाके (पा ५।४।६५)

'পাক' অর্থে শূল এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা,—**शूलाकरोति मांसम्, शूलेन पचतीत्यर्थः।**

---

(৪০) কোষ হইতে বহিষ্করণ।

(ক) "নির্গতং কুলমন্তরবয়বানাং সমূহো যস্মাদিতি বহুব্রীহের্ডাচ্"—সি, কৌ। "নিষ্কোষণম্ অন্তরবয়বানাং বহির্নিষ্কাসনম্। নিষ্কোষণে কিম্? নিষ্কুলং করোতি শত্রুম্।"—তত্ত্ববোধিনী

(খ) "বস্তু দশহৃতে লোকমদো দুঃখাকরোতি মাম্"—মাঘ

২১৩। सत्यादशपथे (पा ५।४।६६)

'শপথ' ভিন্ন অর্থে সত্য এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা,—**सत्याकरोति भाण्डं वणिक्, क्रेतव्यमिति तथ्यं करोतीत्यर्थः** (ক) ; **सत्याकरोति मुनिः, सत्यं कथयतीत्यर्थः**।

২১৪। मद्रात् परिवापणे (पा ५।४।६७)

'মুণ্ডন' অর্থে মদ্র-শব্দের উত্তর ডাচ্ হয়। যথা,—**मद्राकरोति माङ्गल्यं, मुण्डनेन संस्करोतीत्यर्थः**। (খ)

(ক) "সৎসু সাধু সত্যম্ (সৎ+য)। ভাণ্ডং রত্নাদিদ্রব্যজাতম্। ক্রেতব্যমিতি—ময়ৈবৈতৎ গ্রাহ্যমিতি বুদ্ধ্যা পরীক্ষাদিনা সত্যঙ্কারদ্রব্যপ্রদানেন চ দৃঢ়ং করোতীত্যর্থঃ। তথ্যমিতি—তথৈব তথ্যম্, তথা+স্বার্থে যৎ"—তত্ত্ববোধিনী। "শপথে তু সত্যং করোতি বিপ্রঃ"—সি, কৌ।

(খ) "মদ্রশব্দো মঙ্গলার্থঃ। পরিবাপণং মুণ্ডনম্। মদ্রাকরোতি মাঙ্গল্যমুণ্ডনেন সংস্করোতীত্যর্থঃ"—সি, কৌ। 'ভদ্রা'-শব্দের উত্তরও এইরূপ হয়। ভদ্রাকরোতি বালং নাপিতঃ, মঙ্গলপূর্ব্বং বপতীত্যর্থঃ।

তদ্ধিত-পরিশিষ্ট।

১। পুংবত্তসিলাদিষু ভাষিতপুংস্কস্য।(ক)

তসিল্, থল্, চরট্, জাতীয়, দেশীয় ও পাশ প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যথা, উত্তরস্যা দিশঃ উত্তরতঃ, উত্তরস্যাং দিশি উত্তরতঃ, সর্ব্বস্যাং দিশি সর্ব্বত্র (খ), অর্পিতা ভূতপূর্ব্বা অর্পিতচরী, ব্রাহ্মণীপ্রকারঃ ব্রাহ্মণ-জাতীয়া, ঈষদূনা পণ্ডিতা পণ্ডিতদেশীয়া, কুৎসিতা পাচিকা পাচকপাশা।

২। কল্পাদিষু চ। (গ)

(ক) "তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ" (পা ৬।৩।৩৫)

(খ) বিভক্তি ভিন্ন যে কোন প্রত্যয় পরে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। 'উত্তরতঃ' ও 'সর্ব্বত্র' ইহারই উদাহরণ। অন্য উদাহরণ—একস্যা ভাব একত্বম্, সর্ব্বামিচ্ছতি সর্ব্বকাম্যতি, পূর্ব্বা পুরস্তাৎ, ভবতীমিবাচরতি ভবত্যতি ইত্যাদি।

(গ) "তরস্তমশ্চ রূপশ্চ চতরাং চতমাং তথা। ইষ্ঠেয়সূ ইমন্-কল্পৌ দেশ্যো দেশীয় ইত্যপি। বহুঃ পাশশ্চরট্ রূপ্যশ্চশস্ চৈতে তরাদয়ঃ॥"—দুর্গাদাস। এই সকল প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয়, কিন্তু রূপ্য প্রত্যয় পরে থাকিলে হয় না। ইহাদের মধ্যে চরট্, দেশীয়, পাশ, কল্প, রূপ, তর, তম ও চশস্ প্রত্যয়ের উদাহরণ মূলে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যগুলির উদাহরণ এই স্থলে দেওয়া হইতেছে। চতরাং, চতমাং প্রত্যয়ে প্রাপ্তি নাই। ইষ্ঠ, ঈয়সূ—অতিশয়েন লঘ্বী, লঘিষ্ঠা লঘীয়সী। ইমন্—লঘ্ব্যা ভাবো লঘিমা। 'বহু' প্রত্যয় পূর্ব্বে যায় বলিয়া পুংবদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যথা—ঈষদূনা শুভ্রা বহুশুভ্রা। রূপ্য প্রত্যয় পরে থাকিলে হয় না। যথা—শুভ্রায়া ভূতপূর্ব্বো গৌঃ শুভ্রারূপ্যঃ।

কল্প, রূপ, তর ও তম প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**ঈষদূনা পণ্ডিতা পণ্ডিতকল্পা, প্রশস্তা গায়িকা গায়করূপা, ইয়মনয়োরতিশয়েন নিপুণা নিপুণতরা, ইয়মাসামতিশয়েন চপলা চপলতমা।**

২। **ঈদূতোর্বিভাষা।** (ক)

কল্প প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক ঈবন্ত ও উবন্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিকল্পে **পুংবদ্ভাব** হয় (খ)। যথা,—**ঈষদূনা বিদুষী বিদুষিকল্পা, বিদ্বৎকল্পা; প্রশস্তা মেধাবিনী মেধাবিনীরূপা, মেধাবিরূপা; ইয়মনয়োরতিশয়েন মায়াবিনী মায়াবিনীতরা, মায়াবিতরা; ইয়মাসামতিশয়েন মনোহারিণী মনোহারিণীতমা, মনোহারিতমা।** এইরূপ **বামোরুকল্পা, বামোরু-**

(ক) "ঘরূপকল্পচেলড্‌ব্রুবগোত্রমতহতেষু ঙ্যোঽনেকাচো হ্রস্বঃ" (পা ৬।৩।৪৩); "নদ্যাঃ শেষস্যান্যতরস্যাম্" (পা ৬।৩।৪৪); "উগিতশ্চ" (পা ৬।৩।৪৫); "কৃন্নদ্যা ন" (বা ৩৯৩৮)

(খ) বোপদেব-মতে তর, তম, রূপ ও কল্প প্রত্যয় পরে থাকিলে ঈবন্ত ও উবন্ত শব্দ বিকল্পে হ্রস্ব হয়, এবং উ-কারেৎ ও ঋ-কারেৎ শব্দের পুংবদ্ভাবও হয়। যথা—ইয়মনয়োরতিশয়েন স্ত্রী—স্ত্রিতরা, স্ত্রীতমা। পাণিনি-মতে অনেকাচ্‌ ঈবন্ত হইলে নিত্য হ্রস্ব হয়। যথা—ব্রাহ্মণিতরা। উবন্ত—বামোরুতরা, বামোরূতরা। উ-কারেৎ—বিদুষিতরা, বিদুষীতরা, বিদ্বত্তরা। ঋ-কারেৎ—সতিতরা, সতীতরা, সত্তরা। সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে 'বিদুষীতরা' হয় না, কিন্তু বৃত্তিকারের মতে হয়। নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ অনেকাচ্‌ ঈবন্ত শব্দের হ্রস্ব এবং পুংবদ্ভাব হয় না। যথা—বদরীতরা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সূত্রে হ্রস্ব বিধানের স্থলে যে পুংবদ্ভাবের বিধান করিয়াছেন এবং 'মেধাবিনী' প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন, সেগুলি কিরূপে সঙ্গত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কল্পা; বামোরুরূপা, বামোরুরূপা; বামোরুতরা, বামোরুতরা; বামোরুতমা, বামোরুতমা (৪০)।

৪। শসি বহ্বল্পার্থস্য। (ক)

শস্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বহ্বর্থ ও অল্পার্থ ভাষিতপুংস্ক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—বহ্বীভ্যো দেহি, বহুশো দেহি; অল্পাভ্যো দেহি, অল্পশো দেহি।

৫। ত্বতলোর্গুণবচনস্য (বা ৩৯২৭)

ত্ব ও তল্ প্রত্যয় পরে থাকিলে গুণ-বাচক ভাষিতপুংস্ক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—নিপুণায়া ভাবঃ নিপুণত্বম্, নিপুণতা; চপলায়া ভাবঃ চপলত্বম্, চপলতা; মেধাবিন্যা ভাবঃ মেধাবিত্বম্, মেধাবিতা; প্রিয়বাদিন্যা ভাবঃ প্রিয়বাদিত্বম্, প্রিয়বাদিতা। (খ)

---

(৪০) বৈয়াকরণেরা উবন্তের পুংবদ্ভাব নিষেধ করিয়া বিকল্পে উপের হ্রস্ব-বিধান করেন; এবং পুংবদ্ভাবের অভাব-পক্ষে ঈপের, স্থল-বিশেষে বিকল্পে ও স্থলবিশেষে নিত্য হ্রস্ব-বিধান করিয়া থাকেন; তদনুসারে বিদুষিকল্পা; বিদুষীকল্পা, বিদ্বৎকল্পা, এবং ব্রাহ্মণি-কল্পা, ব্রাহ্মণকল্পা এইরূপ হইতে পারে।

(ক) "শসি বহ্বল্পার্থস্য পুংবদ্ভাবো বক্তব্যঃ" (বা ৩৯২৬)

(খ) গুণবাচক না হইলে হয় না। যথা—ব্রাহ্মণীত্বম্।

প্রশ্ন (তদ্ধিত)

১। (১) প্রত্যয় কাহাকে কহে? (২) তদ্ধিত প্রত্যয় বলিলে কি বুঝায়? (৩) তদ্ধিত-প্রত্যয় ও কৃৎ-প্রত্যয়ে প্রভেদ কি?

২। তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মূর্দ্ধন্য ণ্ ইতের ফল কি?

৩। এরূপ ৫টী শব্দের নাম কর, যাহাদের কেবল প্রথম পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়।

৪। এরূপ ৫টী শব্দের নাম কর, যাহাদের কেবল শেষ পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়।

৫। এরূপ ৫টী শব্দের নাম কর, যাহাদের উভয় পদেরই আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়।

৬। ণ-ইৎ-কার্য্য সর্ব্বত্র হয় না,—ইহার উদাহরণ দাও।

৭। তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কি কি কার্য্য হয়?

৮। কোন্ কোন্ স্থলে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের য স্বরকার্য্য নির্ব্বাহ করে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৯। 'টি' কাহাকে বলে? কোন্ স্থলে টির লোপ হয়? কোন্ স্থলেই বা ইহার লোপ হয় না? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

১০। কিরূপ স্থলে য্ স্থানে ইয়্ এবং ব্ স্থানে উব্ হয়? কোন্ কোন্ শব্দের হয় না? কোন্ কোন্ শব্দের বিকল্পে হয়?

১১। তদ্ধিত-প্রত্যয়ে চ-ইতের ফল কি?

১২। কি কি বিশেষ বিশেষ অর্থে কি কি বিশেষ বিশেষ তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? প্রত্যেকের একটী করিয়া উদাহরণ দাও।

১৩। অপত্যার্থে কি কি তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? প্রত্যেকের দুইটী করিয়া উদাহরণ দাও।

১৪। নিম্ন-লিখিত শব্দগুলির উত্তর অপত্যার্থে যথাসম্ভব তদ্ধিত প্রত্যয় সংযোগ করিয়া শব্দ নিষ্পন্ন কর :—

দশরথ, দ্রোণ, সুমিত্রা, ব্যাস, দক্ষ, দিতি, সপত্নী, কশ্যপ, মনু, কন্যা, গঙ্গা, গোধা, পাণ্ডু, সুভগা, কুলটা, স্বসৃ, পিতৃস্বসৃ।

১৫। নিম্ন-লিখিত বাক্যে যথাসম্ভব তদ্ধিত প্রত্যয় করিলে কিরূপ পদ হইবে ?

কশ্যপস্য, বশিষ্ঠস্য, কুরোঃ—অপত্যানি পুমাংসঃ; অত্রেঃ অপত্যানি স্ত্রিয়ঃ।

১৬। নিম্ন-লিখিত শব্দ গুলির প্রকৃতি, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ার্থ নিরূপণ কর :—

কাকুৎস্থ, পার্থ, মনুষ্য, ঐক্ষ্বাক, মানুষ, ত্রৈমাতুর, কানীন, রাধেয়, বৈমাত্রেয়, নৈয়ায়িক, আর্ষ, পৌরুষেয়, কাষায়, বৈষ্ণব, রাজন্যক, আরণ্যক, আকস্মিক, স্ত্রৈণ, হৈমন, শৌবস্তিক, তিরশ্চীন, আতিথেয়, আহ্নিক, চাতুর্মাস্য, পৈতৃক, পিত্র্য, পথ্য, শাত্রব, তাবক, সৌর, সারব, যাষ্টীক, আয়ুষ্য, ছাত্র, কিরাতার্জ্জুনীয়, ঔৎপাতিক, কার্ম্মুক, বিশ্বজনীন, ধুর্য্য, নাবিক, পান্থ, অর্ঘ্য, সান্নিধ্য, দেবতা, ভাগধেয়, মৃত্তিকা, নূতন, মাগধ, রামণীয়ক, বৈদূর্য্য, সাহসিক, সাহস, সর্ব্বাঙ্গীণ, কাকতালীয়, ইন্দ্রিয়, সৌস্নাতিক, নাস্তিক, বয়স্য, সাপ্তপদীন, হৈয়ঙ্গবীন, রাবণার্জ্জুনীয়।

১৭। তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে কোন্ কোন্ স্থলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত ন্-কারের লোপ হয় না ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

১৮। রাজন্য, রাজ্য, রাজত্ব—এই প্রকার রূপ-ভেদ হইবার কারণ কি ?

১৯। কিরূপ স্থলে ব্রহ্মন্-শব্দের ন্-কারের লোপ হয় ? উদাহরণ দাও।

২০। 'মৈধাবিন' ও 'মৈধাব'—এই প্রকার রূপ-ভেদ হইবার কারণ কি ?

২১। 'তস্য ভাবঃ' এই অর্থে কি কি তদ্ধিত প্রত্যয় হয় ? উদাহরণ দাও।

২২। বতিচ্, চুঞ্চু ও মাত্র প্রত্যয় কি কি অর্থে হয় ? উদাহরণ দাও।

২৩। 'মাত্র' প্রত্যয়ের অর্থে আর কি কি প্রত্যয় হয় ? উদাহরণ দাও।

২৪। পরিমাণার্থে কি কি প্রত্যয় হয় ? উদাহরণ দাও।

২৫। নিম্ন-লিখিত শব্দ গুলির প্রকৃতি, প্রত্যয় ও প্রত্যয়ার্থ নিরূপণ কর :—

যাবৎ, কিয়ৎ, ইয়ৎ, কতি, চতুষ্টয়, দ্বয়, উভয়, তুর্য্য, বিংশ, বহুতিথ।

২৬। নিম্ন-লিখিত বাক্য-সমূহ দ্বারা কি কি তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত পদ নিষ্পন্ন হইবে ?

শতম্ অবয়বা অস্য, ত্রয়ঃ অবয়বা অস্য, একাদশানাং পূরণঃ, দশানাং পূরণঃ, চতুর্ণাং পূরণঃ; বিংশতেঃ পূরণঃ, ষষ্টেঃ পূরণঃ, একষষ্টেঃ পূরণঃ, শতস্য পূরণঃ, বহূনাং পূরণঃ।

২৭। পূরণার্থে কি কি তদ্ধিত প্রত্যয় হয় ? উদাহরণ দাও।

২৮। তদ্ধিত-প্রত্যয়ানুসারে নিম্ন-লিখিত শব্দগুলির অর্থগত পার্থক্য দেখাও :—

চার্ম্ম, চার্ম্মণ। আরণ্যক, আরণ্য। উদন্বান্, উদকবান্। রাজন্বান্, রাজবান্।

পর্ব্বতীয়, পার্ব্বত। বর্ণী, বর্ণবান্। অর্থী, অর্থবান। ধনী, ধনবান্। রাধ, রাধেয়। পার্থিব, পার্থিব।

২৯। 'প্রশংসা' ও 'নিন্দা' বাচক তদ্ধিত প্রত্যয়গুলির নাম কর এবং উদাহরণ দাও।

৩০। 'মূল' অর্থে কি কি প্রত্যয় হয়? উদাহরণ দাও।

৩১। কোন্ কোন্ তদ্ধিত প্রত্যয় তিঙন্ত-পদের উত্তর হয়? উদাহরণ দাও।

৩২। সুচ্, ধাচ্ ও চশস্ প্রত্যয় কিরূপ স্থলে হয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দাও।

৩৩। পাশ, চরট্ ও রূপ্য প্রত্যয় কি কি অর্থে হয়? উদাহরণ দাও।

৩৪। 'চ্বি' প্রত্যয় হইলে কি কি বিশেষ কার্য্য হয়?

৩৫। 'ডাচ্' প্রত্যয়ের সূত্রগুলির উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দাও।

৩৬। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও :—

সৌমিত্রঃ, ব্যাসিঃ, দ্রৌণঃ, জামদগ্নঃ, সাপত্নেয়ঃ, ধার্ত্তরাষ্ট্রেয়ঃ, ত্রৈমাত্রঃ, বৈমাত্রঃ, পাণ্ডেয়ঃ, গার্গ্যাঃ, স্থায়িকঃ, পাণিনিয়ঃ, সৌর্য্যঃ মাসঃ, স্বায়ম্ভবং ধাম, সারযবং জলম্, অন্তীয়, পরীয়, বাঙ্গাঃ, পাঞ্চালাঃ, পাঞ্চাল্যঃ, পার্ব্বতো মনুষ্যঃ, আরণ্যকো জন্তুঃ, একাদশমঃ, লক্ষ্মীমান্, ধনুষ্মান্, অংশুবান্, বিদ্যুত্মান্, যববান্, ভূমিবান্, তপস্বান্।

৩৭। 'সপত্রাকরোতি', 'নিষ্কুলাকরোতি', 'সুখাকরোতি'—ইহাদের অর্থ কি?

৩৮। নিম্ন-লিখিত অর্থ-সমূহ তদ্ধিতান্ত পদ দ্বারা প্রকাশ কর :—

বপুর্যস্য অস্তি সঃ, লক্ষ্মীর্যস্য অস্তি তস্য, দয়া যস্যা অস্তি তস্যাম্, ধনুর্যস্য অস্তি তেন তড়িৎ যস্মিন্নস্তি তত্র, অস্থি অস্মিন্ অস্তি, বিদ্যা অস্যাস্তি।

৩৯। নেদীয়স্, জ্যেষ্ঠ, সাধীয়স্, বংহিষ্ঠ ও কনিষ্ঠ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নিরূপণ কর।

৪০। পুরস্তাৎ, অধস্তাৎ, অধঃ, উপরিষ্টাৎ, উত্তরাহি, দক্ষিণা এবং পুরতঃ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্দ্দেশ কর। 'পুরতঃ' শব্দ তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত কি না, কারণ-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক তাহার বিচার কর।

৪১। এরূপ একটী তদ্ধিত প্রত্যয়ের নাম কর, যাহা প্রাতিপদিকের পূর্ব্বে গিয়া বসে। কি অর্থে এই প্রত্যয় হয়, এবং কিরূপেই বা ইহার প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও। এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ-সম্বন্ধে কোনও মতান্তর থাকিলে

তাহারও উল্লেখ কর। এরূপ একটী তদ্ধিত প্রত্যয়ের নাম বল, যাহা প্রাতিপদিকের 'টি' এর পূর্ব্বে গিয়া বসে? এই প্রত্যয় কি অর্থে হয়? উদাহরণ দাও।

৪২। "পশ্চাৎ" শব্দের উত্তর ত্যণ্ (ত্যক্) প্রত্যয় করিলে কি পদ সিদ্ধ হয়, এবং তাহার বানান্ কি?

৪৩। "ত্রৈবার্ষিক" শব্দ ব্যাকরণ-দুষ্ট কেন, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও। "ত্রিবার্ষিক গ্রন্থ" ও "ত্রৈবর্ষিক গ্রন্থ" বলিলে অর্থের কিরূপ পার্থক্য হয়, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়া দাও।

৪৪। কি অর্থে শব্দের উত্তর ইমনি (ইমন্) প্রত্যয় হয়? এই প্রত্যয় পরে থাকিলে কি কি বিশেষ কার্য্য হয়? এই কার্য্য আর কোন্ কোন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে হয়? ইমনি প্রত্যয় করিলে শব্দটী বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়? ইমনি-প্রত্যয়ান্ত পদ কোন্ লিঙ্গ? পৃথ্বাদি, বর্ণাদি ও দৃঢ়াদি শব্দ কি কি?

নিম্ন-লিখিত শব্দের উত্তর ইমনি প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন হয়,—(১) পৃথু, মৃদু, মহৎ, পটু, তনু, লঘু, সাধু, আশু, উরু, বর, গুরু, বহু, বহুল, খণ্ড, দণ্ড, চণ্ড, অকিঞ্চন, বাল, হোড়, পাক, বৎস, মন্দ, স্বাদু, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্রিয়, বৃষ, ঋজু, ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র, অণু;—(২) কৃষ্ণ, কাল, নীল, পীত, শ্বেত, শুভ্র, শুক্ল, লোহিত;—(৩) দৃঢ়, বৃঢ়, পরিবৃঢ় ভৃশ, কৃশ, বক্র, শুক্র, চুক্র, আম্র, কৃষ্ট, লবণ, তাম্র, শীত, উষ্ণ, বিদগ্ধ, চতুর, জড়, বধির, পণ্ডিত, মধুর, মূর্খ, মূক, স্থির, বিয়াত? এই সকল শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয়, ভিন্ন অন্য কি কি প্রত্যয় হইতে পারে? এবং সেই সকল প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহা বল।

৪৫। "স্থূল" ও "মলিন" শব্দের উত্তর ইমনি (ইমন্) প্রত্যয় হয় কি না? এ বিষয়ে শিষ্ট প্রয়োগ দেখাইয়া বিচার কর।

৪৬। কি অর্থে শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠ) ও ঈয়সুন্ (ঈয়স্) প্রত্যয় হয়? এ বিষয়ে কি মতভেদ আছে, তাহা বল। বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের উত্তর এই দুইটী প্রত্যয় হয়? নিম্ন-লিখিত শব্দের উত্তর এই দুইটী প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন হয়—(১) প্রিয়, স্থির, স্ফির, উরু, বৃদ্ধ, দীর্ঘ, তৃপ্র, গুরু, বহুল, বৃন্দারক, বাঢ়, অন্তিক, স্থূল, দূর, যুব, অল্প, ক্ষিপ্র, ক্ষুদ্র, হ্রস্ব, বহু, প্রশস্য;—(২) পৃথু, মৃদু, কৃশ, ভৃশ, দৃঢ়, বৃঢ়, পরিবৃঢ়? এই সকল শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয় ভিন্ন আর কোনও প্রত্যয়

হইতে পারে কি না ? যদি হয়, তবে সেই সকল প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে ?

৪৭। 'তারকাদি' (ফলাদি) শব্দ কি কি ? ইহাদের উত্তর কি অর্থে কি প্রত্যয় হয় ? এই প্রত্যয় করিলে যে পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহা বিশেষ্য বা বিশেষণ ? 'পিপাসিতঃ' ও 'বুভুক্ষিতঃ' পদ কিরূপে নিষ্পন্ন হয় ? 'বুভুক্ষিতঃ বালকঃ', 'পিপাসিতা নারী', 'বুভুক্ষিতম্ অন্নম্', 'পিপাসিতং জলম্',—এই ৪টী প্রয়োগ ব্যাকরণ-সম্মত কি না, তাহা কারণ সহ নির্দ্দেশ কর।

৪৮। কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কি কি অর্থে তল্ প্রত্যয় হয় ? সমূহার্থক তদ্ধিত প্রত্যয় গুলির নাম কর ও উদাহরণ দাও।

৪৯। শব্দের উত্তর কি কি অর্থে মতুপ্ ও বতুপ্ প্রত্যয় হয় ? প্রত্যেকের একটী করিয়া উদাহরণ দাও। এই অর্থে আর কি কি প্রত্যয় হয় ? কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর মতুপ্ বা বতুপ্ এবং বিন্ প্রত্যয় হয় ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর বতুপ্ প্রত্যয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও বতুপ্ প্রত্যয় না হইয়া মতুপ্ প্রত্যয় হয় ?

৫০। 'পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু এক্ষণে হইয়াছে', এবং 'পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই', এই দুই বিভিন্ন অর্থে যে যে তদ্ধিত প্রত্যয় হয়, তাহাদের নাম উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দাও।

৫১। 'ঈষদূন' অর্থে কি কি প্রত্যয় হয় ? উদাহরণ দাও। নিষ্পন্ন পদ গুলি কোন্ লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তাহা নিরূপণ কর।

৫২। 'পার্ব্বত্য' শব্দ ব্যাকরণ-সঙ্গত কি না, তাহা বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দাও। 'পর্ব্বতীয়ো বৃক্ষঃ', 'পার্ব্বতো রাজা', 'পার্ব্বতীয়া নারী'—এই তিন স্থলে কোনও ব্যাকরণ-দোষ হইয়াছে কি না, তাহা বল।

৫৩। কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কি কি অর্থে ইনি (ইন্) প্রত্যয় হয় ? এই প্রত্যয়ের সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম কি ? "বর্জ্জয়েদ্ দ্বিদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসং ক্ষয়ী স্ত্রিয়ম্। দ্রবমন্নমতীসারী সর্ব্বঞ্চ তরুণজ্বরী।" "ন বিরেচ্যো নবজ্বরী।" "বাসায়াং বিদ্যমানায়া-মাশায়াং জীবিতস্য চ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি।"—এই কবিতা গুলিতে 'শূলী', 'কুষ্ঠী', 'ক্ষয়ী', 'অতীসারী', 'রক্তপিত্তী', 'কাসী' এই পদগুলি কিরূপে সিদ্ধ হইল,

তাহা বল। 'তরুণজ্বরী' ও 'নবজ্বরী', এই দুইটী পদ ব্যাকরণ-সঙ্গত কি না, তাহাও স্পষ্ট-রূপে বুঝাইয়া দাও।

৫৪। কি কি বিভিন্ন অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়? প্রত্যেকটীর একটী করিয়া উদাহরণ দাও।

৫৫। নিম্ন-লিখিত পদ-যুগ্মের মধ্যে প্রত্যেকটী কোন্ কোন্ তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে অর্থগত প্রভেদ থাকিলে তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও :—ব্রহ্মণ্যম্—ব্রাহ্মণ্যম্, পৌরুষম্—পৌরুষেয়ম্, মাহারাজিকঃ—মহারাজিকঃ, সৌভদ্রঃ—সৌভদ্রেয়ঃ, মাণ্ডূকায়নী—মাণ্ডূকী, পারস্ত্রৈণেয়ঃ—পারশবঃ, পাঞ্চালঃ—পাঞ্চালিঃ, দাশরথঃ—দাশরথিঃ, শ্বাশুরিঃ—শ্বশুর্য্যঃ, সাম্রাজ্যঃ—সাম্রাজঃ, সৌভাগিনেয়ঃ—সৌভাগ্যম্, কৌলটিনেয়ঃ—কৌলটেরঃ, ভ্রাতৃব্যঃ—ভ্রাত্রীয়ঃ, রাজন্যঃ—রাজন্যকঃ—রাজনঃ, ক্ষত্রিয়ঃ—ক্ষাত্রঃ,—ক্ষাত্রিঃ, মানুষী—মনুষী—মানবী, গার্গঃ—গার্গ্যঃ—গার্গেয়ঃ—গার্গ্যায়ণঃ, মাধব্যঃ—মাধবঃ, পার্ব্বতিঃ—পার্ব্বতী, অশ্মরঃ—অশ্মরী, সাংবৎসরম্—সাংবৎসরিকম্, আরণ্যঃ—আরণ্যকঃ, শারদিকম্—শারদম্—শারদীয়ম্, শারদকম্, দ্বৈপঃ—দ্বৈপ্যঃ—দ্বৈপকঃ, সামুদ্রঃ—সামুদ্রিকঃ, সৈন্ধবঃ—সৈন্ধবকঃ, সাল্বঃ—সাল্বকঃ, পৌর্ব্বাহ্ণিকঃ—পূর্ব্বাহ্ণকঃ, পান্থঃ—পথিকঃ—পন্থকঃ, পৌরোডাশিকঃ—পুরোডাশিকঃ, বাসুদেবঃ—বাসুদেবকঃ, অর্জ্জুনঃ—অর্জ্জুনকঃ, অঙ্গিঃ—অঙ্গিকঃ, তৈত্তিরঃ—তৈত্তিরীয়ঃ, শৌনকী—শৌনকীয়া, কাশ্যপঃ—কাশ্যপীয়ঃ, পারাশর্য্যঃ—পারাশরী, কালাপঃ—কালাপকঃ, পারশবম্—পারশবময়ম্, ঐণেয়ম্—ঐণেয়ময়ম্, যাবকম্—যবময়ম্, বাচিকম্—বাচনিকম্, দ্রব্যম্,—দ্রব্যকঃ, শতকম্—শত্যম্—শতিকম্, দণ্ডী—দাণ্ডিকঃ, মাসিকঃ—মাস্যঃ—মাসীনঃ, দ্বৈবর্ষিকঃ—দ্বিবর্ষীণঃ, দ্বিবার্ষিকঃ, ষাণ্মাস্যঃ—ষাণ্মাসিকঃ, কাল্যঃ—কালিকঃ—কালীনঃ, পাথেয়ম্—পথ্যম্, শাব্দঃ—শাব্দিকঃ, দ্বারী—দ্বারিকঃ—দৌবারিকঃ, লাবণ্যম্—লাবণিকঃ, পৌরুষম্—পৌরুষিকঃ, দিব্যম্—দৈবম্, পদ্মম্—পাদ্মম্, নাব্যঃ—নাবিকঃ, সামন্তঃ—সামান্তঃ, সতীর্থঃ—সতীর্থ্যঃ, আত্মীয়ঃ—আত্মনীনঃ, নভ্যম্—নাভ্যম্, কম্বল্যম্—কম্বলীয়ম্, তৈলম্—তিল্যম্, গোষ্ঠম্—গোষ্ঠীনম্, মদীয়ঃ—অস্মদীয়ঃ, গর্ভিণী—গর্ভিতা, হাস্তম্—হাস্তিনম্, হস্তী—হস্তবান্, রাজন্বান্—রাজবান্, বৈয়াকরণরূপঃ—বৈয়াকরণপাশঃ। মর্ত্তঃ—মর্ত্ত্যঃ, ঋত্বিক্—আর্ত্বিজীনঃ, সর্ব্বজনীয়ম্—সর্ব্বজনীনম্—সার্ব্বজনিকম্, বিশ্বজনীয়ম্—বিশ্বজনীনম্। জ্যোৎস্না—জ্যোতিষ্মতী, দন্তুরঃ—দন্তবান্, খরঃ—খবান্, নগরঃ—নগবৎ, সিন্ধুরঃ—সিন্ধুমান্,

কুঞ্জরঃ—কুঞ্জবান্, তমিস্রা—তমস্বিনী, কচ্ছুরঃ—কচ্ছুমান্, কেশবঃ—কেশবান্, রজস্বলা—রজস্বতী, কৃষীবলঃ—কৃষিমান্, দন্তাবলঃ—দন্তবান্, মলিনঃ—মলবান্, মঙ্গল্যম্—মাঙ্গলিকম্, গোমী—গোমান্, স্বামী—স্ববান্, মালী—মালাবান্, পক্ষ্মী—পক্ষ্মবান্, পুষ্করী—পুষ্করবান্, হিরণ্যকঃ—হিরণ্ময়ঃ, উষ্ণত্বম্—উষ্ণকঃ, শৈত্যম্—শীতকঃ, তৈলম্—তৈলকম্, স্নাতঃ—স্নাতকঃ, বৃহতিকা—বৃহতী, যব্যম্—যবমান্, কুটী—কুটীরঃ,পরস্বম্—পায়সঃ, বাগ্মী—বাচাটঃ—বাচালঃ, মশকাবতী—মশকবতী, জ্ঞানী—জ্ঞানিমান্, চক্রীবান্—চক্রবান্, কক্ষীবান্—কক্ষবান্—কক্ষ্যাবান্, শিখী—শিখাবান্, বৎসলা—বৎসবতী, অংসলঃ—অংসবান্, জটিলঃ—জটাবান্, অঙ্গনা—অঙ্গবতী, লক্ষ্মণঃ—লক্ষ্মীবান্, নাবিকঃ—নৌমান্।

৫৬। তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলিকে একপদ করিয়া রাখ:—শ্রীধরস্য, পুরন্দরস্য, ব্যাসস্য, চণ্ডালস্য, মহ্যাঃ, মাতৃস্বসুঃ, অগস্ত্যস্য—অপত্যং পুমান্। ধুরং বহতি অসৌ। গ্রামে ভবঃ। সমীচি, তিরশ্চি, উদীচি—ভবঃ। পুষ্যেণ যুক্তা। পৌষ্যাং ভবঃ। সূর্য্যস্য অপত্যং পুমান্। সূর্য্যস্যেয়ং দিক্। ধনুষা জয়তি অসৌ। সদা (নিরন্তরং) ভবত্যসৌ। ধেনূনাং, যুবতীনাং, গণিকানাং, বাতানাং, রথানাং, খলানাং, গবাং, জনানাং—সমূহঃ। কৃষ্ণস্য, ঋজোঃ, বহোঃ—ভাবঃ। তড়িৎ, মরুৎ,—বিদ্যতে যস্যাসৌ। প্রশস্তা বাক্ বিদ্যতে যস্য সঃ। উন্নতা দন্তা যস্য সঃ। ঈষদূনঃ কবিঃ। প্রশস্তো বৈয়াকরণঃ। কুৎসিতো বৈয়াকরণঃ। গোঃ পুরীষম্। অন্নং প্রচুরং যত্র যজ্ঞে সঃ। অল্পা কুটী। পুংসি ভবঃ, পুংসোঽপত্যং, পুংসাং সমূহঃ।

৫৭। নিম্ন-লিখিত অর্থে কি কি তদ্ধিত প্রত্যয় হয়? প্রত্যেকের উদাহরণ দাও:—(১) অপত্যার্থে, (২) সমূহার্থে, (৩) জাতার্থে, (৪) অতিশয়ার্থে, (৫) অস্ত্যর্থে, (৬) অসহনার্থে, (৭) তুল্যার্থে, (৮) প্রশংসার্থে, (৯) নিন্দার্থে, (১০) ভাবার্থে, (১১) অভূত-তদ্ভাবার্থে, (১২) ভূতাতদ্ভাবার্থে, (১৩) রাগার্থে, (১৪) দেবতার্থে, (১৫) অধীতার্থে, (১৬) স্বার্থে, (১৭) দীব্যত্যর্থে, (১৮) চরত্যর্থে, (১৯) পণ্যার্থে, (২০) শিল্পার্থে, (২১) নিযুক্তার্থে, (২২) সাধ্বর্থে, (২৩) ক্রীতার্থে, (২৪) বসত্যর্থে, (২৫) অর্হার্থে, (২৬) হিতার্থে, (২৭) বারার্থে, (২৮) প্রকারার্থে, (২৯) শীলার্থে।

৫৮। তদ্ধিতান্ত পদের সাহায্যে নিম্ন-লিখিত '' এই চিহ্নিত বাক্যগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ কর:—

(ক) এই 'সুবর্ণ-নির্ম্মিতা' নগরী কাহার না মনোহরণ করিতে সমর্থ হয়?

(খ) 'আজ কালকার' কবিগণ 'পূর্ব্বকালের' কবিগণ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন, ইহাই অনেকের মত। কিন্তু এই মত 'যুক্তি-যুক্ত' বলিয়া বোধ হয় না। (গ) 'গঙ্গার' জল অন্যান্য নদীর জল অপেক্ষা 'অধিক পবিত্র'। (ঘ) সে 'এরূপ রোগে ভুগিতেছে, যাহা এ জন্মে কোন মতেই সারিবে না'। (ঙ) 'সহস্র সহস্র' অন্য নৃপতি আছেন বটে (কামম্), কিন্তু এই রাজা আছেন বলিয়াই পৃথিবী 'সুনৃপতি-যুক্ত' এই নামে অভিহিত হয়। (চ) সে দিনে 'চারি বার' ভোজন করে, কিন্তু আমি 'পাঁচ বার' ভোজন করি এবং আমার মাতা বিধবা বলিয়া তিনি 'একবার' মাত্র ভোজন করেন। (ছ) 'শরীরের' সন্তাপদায়ক পীড়া আছে বটে, কিন্তু 'মনের' তাপ তদপেক্ষা ভীষণ। (জ) মহাশয় আপনি আমার 'পিতার তুল্য',—আমি কখনও আপনার 'অবাধ্য' হইব না। (ঝ) 'দক্ষিণ-দেশ বাসিগণ' তদ্ধিত প্রত্যয় অত্যন্ত ভালবাসেন। (ঞ) 'পশ্চিম-দেশ-বাসিগণ' অনুপ্রাসের প্রয়োগ করেন না। (ট) 'বসন্ত কালের' উৎকৃষ্ট শোভা (সুষমা), যাঁহারা তপোহর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও চিত্ত বিকৃত করে। (ঠ) তিনি 'একলা' 'রাজন্যবৃন্দকে পরাজিত করিলেন। (ড) 'শরৎ কালের' সুধাকর সমস্ত সন্তাপ 'দূর করে'। (ঢ) তুমি 'কোথা হইতে' আসিতেছ এবং 'কেন এইরূপ' রোদন করিতেছ? (ণ) এই 'কুৎসিত অশ্ব' ক্রয় করিবে? (ত) সে 'একটী একটী করিয়া' বৃক্ষগুলি কাটিতে লাগিল। (থ) আমার 'ছোট' ভাই আমাকে বলিল, 'বড়' দাদার বড়ই অসুখ, শীঘ্র আসুন। (দ) তাহার 'অর্থ আছে' বটে, কিন্তু 'সুখ' নাই। (ধ) এই লোকটীর 'হাত আছে', কিন্তু ইনি 'হাতী' নহেন। (ন) 'যশঃ আছে যাহার' ও 'কীর্ত্তি আছে যাহার' তাহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় কি বলে? (প) সে 'লাঠিয়ালের' লাঠির আঘাতে 'মরমর' হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে 'কর্ম্মক্ষম' হইয়াছে। (ফ) আপনি যে ব্রাহ্মণগুলিকে দেখিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জন 'ব্যাকরণবিদ্', 'আট জন 'পুরাণজ্ঞ', পাঁচ জন 'ন্যায়শাস্ত্রাভিজ্ঞ' ও তিন জন 'মীমাংসাশাস্ত্রবিদ্' আছেন। (ব) বৎস 'ঋষিপ্রোক্ত' শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিও। (ভ) 'শিব যাঁহাদের দেবতা' ও 'বিষ্ণু যাঁহাদের দেবতা' তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিবার চেষ্টা অনেক বিদেশবাসী করিয়া থাকেন। (ম) তুমি 'হরিদ্রারঞ্জিত' বস্ত্র পরিধান করিয়াছ কেন? (য) এই 'দ্বাদশ-বর্ষ-বয়স্ক' বালক সুন্দররূপে পড়িতে পারে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? (র) যিনি 'ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন', তিনি 'ইহলোকের' সম্পৎকে তৃণ জ্ঞান করেন। (ল) 'দ্বারে নিযুক্ত ব্যক্তি' রাজার নিকট গমন

করিয়া আমার আগমন-বার্ত্তা তাঁহাকে নিবেদন করিল। (ষ) যিনি, সমস্ত শাস্ত্র-সমুদ্রের 'পারে গমন করিয়াছেন,' তিনি যে পরলোক আছে, তাহা বুঝিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? (শ) 'পেটুক' ব্যক্তিগণ প্রায় অত্যন্ত রুগ্ণ হয়। (ষ) 'গোসম্বন্ধি' সমস্ত বস্তুই হিতকর। (স) এই নদী 'নৌকায় করিয়া পার হওয়া যায়'। (হ) 'অত্যধিকলোম-বিশিষ্ট' ব্যক্তি 'কচিৎ সুখ পায়'। (ক্ষ) এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে 'তিন বৎসর লাগিয়াছে', কিন্তু ঐ পুস্তক খানি পাঠ করিতে 'তিন বৎসর লাগিবে'।

প্রশ্ন (তদ্ধিত-পরিশিষ্ট)

১। কোন্ কোন্ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় ? উদাহরণ দাও।

২। ঐ সকল তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলেও কিরূপ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না ? উদাহরণ দাও।

৩। ত্ব ও তল্ প্রত্যয় পরে থাকিলে কিরূপ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় ? উদাহরণ দাও।

৪। নিম্ন-লিখিত বাক্যে কিরূপ তদ্ধিতান্ত পদ হইবে ? সর্ব্বস্যাং দিশি, উত্তরস্যাং দিশি, ঈষদূনা পণ্ডিতা, কুৎসিতা পাচিকা, ইয়মনয়োরতিশয়েন চপলা, ঈষদূনা বিদুষী, বহ্বীভ্যো দেহি।

৫। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও :—

উত্তরাতঃ, ব্রাহ্মণীজাতীয়া, চপলাতমা, গায়িকারূপা, সুন্দরীত্বম্, কৃশাত্বম্।

স্ত্রী-প্রত্যয়।

১। স্ত্রিয়াম্ (পা ৪।১।৩)

এই প্রকরণে বিহিত প্রত্যয় সকল স্ত্রী-প্রত্যয়, এবং ইহাদিগের কার্য্য স্ত্রীলিঙ্গেই হইতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। অদন্তাদাপ্। (ক)

অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর আপ্ হয়; প্ ইৎ, আ থাকে। যথা,—কৃশ কৃশা, দীন দীনা, মলিন মলিনা, কৃপণ কৃপণা, ক্রূর ক্রূরা, সরল সরলা, প্রবল প্রবলা, অচল অচলা, নিপুণ নিপুণা, চতুর চতুরা, তরল তরলা, চপল চপলা, দক্ষিণ দক্ষিণা, উত্তর উত্তরা, পূর্ব্ব পূর্ব্বা, পশ্চিম পশ্চিমা, প্রথম প্রথমা, দ্বিতীয় দ্বিতীয়া, তৃতীয় তৃতীয়া, অনুকূল অনুকূলা, প্রতিকূল প্রতিকূলা, মনোহর মনোহরা। (খ)

৩। আপি প্রত্যয়কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইত্। (গ)

আপ্ হইলে প্রত্যয়ের যে ক-কার, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কার-স্থানে

(ক) "অজাদ্যতষ্টাপ্" (পা ৪।১।৪)

(খ) কতকগুলি ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে আপ্ হয়। যথা—"ক্ষুধা বাচা দিশা ক্রুঞ্চা বিপাশা চ স্রজা রুজা। গিরোষ্ণিহা দেববিশা পক্ষে ক্ষুধ্ বাগ্ দিগাদয়ঃ।"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(গ) "প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্ব্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ" (পা ৭।৩।৪৪)

ই-কার হয়। যথা,—**নায়ক নায়িকা, পাচক পাচিকা, নাটক নাটিকা, পালক পালিকা, কারক কারিকা, বোধক বোধিকা, সাধক সাধিকা, বালক বালিকা।**

৪। ন ক্ষিপকাদিঃ। (ক)

'ক্ষিপকা' প্রভৃতির ক-কারের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কার-স্থানে ই-কার হয় না। যথা,—**ক্ষিপকা, অষ্টকা, ধ্রুবকা, কন্যকা, করকা, চটকা, তারকা, অধিত্যকা, উপত্যকা।** (খ)

(ক) "ত্যকনশ্চ নিষেধঃ" (বা ৪৫২৬); "ক্ষিপাকাদীনাং চ ন" (বা ৪৫৩০); "তারকা জ্যোতিষি" (বা ৪৫৩১); "অষ্টকা পিতৃদৈবত্যে" (বা ৪৫৩৪)

(খ) ক্ষিপকাদির্যথা—"ক্ষিপকা ধ্রুবকা চৈব চটকা ধারকেষ্টকা। করকাধিত্যকা প্রোক্তা চরকোপত্যকৈড়কা। অলকা যক্ষপুর্য্যান্তু পিটকা বাসকেত্যপি। অষ্টকা তু পিতর্য্যর্থে তারকা ভ-দৃগংশয়োঃ। বর্ত্তকা শকুনৌ প্রোক্তা বর্ণভেদে চ বর্ণকা। অ-ত্য-প্রকৃতিকাঃ সর্ব্বে নরিকা-মামিকে বিনা।"—শ্রীরাম। অ-ত্য-প্রকৃতিকাঃ—যেষাং ককারা ন প্রত্যয়স্থা ইত্যর্থঃ, প্রকৃতিককারযুক্তা ইতি যাবৎ। যদি ক-কার প্রত্যয়স্থিত না হয় অর্থাৎ প্রকৃতিস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সকল শব্দ ক্ষিপকাদির অন্তর্গত। যথা—শক্নোতীতি শকা। প্রকৃতি ককার-যুক্ত হইলেও নরক ও মামক শব্দ ক্ষিপকাদির অন্তর্গত নহে। নরান্ কায়তীতি নরিকা। মম ইয়ং মামিকা। কিন্তু তব ইয়ং তাবকী। "ইমামহং বেদ ন তাবকীং ধিয়ম্"—ভারবি। অষ্টকা—অন্যত্র অষ্টিকা; খারী পরিমাণবিশেষঃ। তারকা—ভং নক্ষত্রং, দৃগংশঃ কণীনিকা; অন্যত্র তারিকা দাসীতি ভাষ্যং কাশিকা চ। বর্ত্তকা—শকুনিঃ পক্ষী, অন্যত্র বর্ত্তিকা দীপাশ্রয়ঃ। "প্রাচাং মতে বর্ত্তকা শকুনিঃ উদীচান্তু বর্ত্তিকা"—ইতি কাশিকা (৭।৩।৪৫)। এই জন্য দুর্গাদাস বলিয়াছেন—"শকুনৌ বা তু বর্ত্তকা"। অর্থাৎ শকুনি-অর্থে বর্ত্তকা শব্দ বিকল্পে ক্ষিপকাদি। বর্ণকা—প্রাবরণভেদ ইতি কাশিকা; অন্যত্র বর্ণিকা=নটাদীনাং বর্ণবিশেষকারিকা রচনা, "গ্রন্থবিশেষস্য ব্যাখ্যা স্তোত্রকর্ত্রী চ"—ইতি তত্ত্ববোধিনী।

५। ईप् गौरादिभ्यः। (क)

'গৌর' প্রভৃতি অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়; প ইৎ, ঈ থাকে।

६। ईपि लोपोऽवर्णस्य। (খ)

ঈপ্ হইলে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বর্ণের লোপ হয়। যথা—गौर गौरी, कुमार कुमारी, किशोर किशोरी, सुन्दर सुन्दरी, तरुण तरुणी, पितामह पितामही, मातामह मातामही, नद नदी, तट तटी, नट नटी, पट पटी।

७। जातेरदन्तादीप्। (গ)

জাতি-বাচক অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—सिंह सिंही, व्याघ्र व्याघ्री, भल्लूक भल्लूकी, मृग मृगी, हरिण हरिणी, कुरङ्ग कुरङ्गी, गर्द्दभ गर्द्दभी, शूकर शूकरी, कुक्कुर कुक्कुरी, जम्बूक जम्बूकी, शृगाल शृगाली, विड़ाल विड़ाली, घोटक घोटकी, महिष महिषी, हंस हंसी, सारस सारसी, चक्रवाक चक्रवाकी, मानुष मानुषी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, गोप गोपी, चण्डाल चण्डाली, पिशाच पिशाची, राक्षस राक्षसी, निशाचर निशाचरी।

८। नाजादेः।

(ক) "ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ" (পা ৪।১।৪১)

(খ) "যস্যেতি চ" (পা ৬।৪।১৪৮)

(গ) "জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ" (পা ৪।১।৬৩)। "আকৃতিগ্রহণা জাতির্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক্। সকৃদাখ্যাতনির্গ্রাহ্যা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ।"

জাতি-বাচক শব্দের মধ্যে 'অজ' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**অজ অজা, কোকিল কোকিলা, চটক চটকা, অশ্ব অশ্বা, মূষিক মূষিকা, পুত্রক পুত্রকা, বাল বালা, বৎস বৎসা, জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠ কনিষ্ঠা, শূদ্র শূদ্রা।** মহৎ-শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে শূদ্র-শব্দের হয়। যথা,—**মহাশূদ্রী।** (ক)

৯। ন যোপধাদ্বয়াদিবর্জ্জাৎ। (খ)

যে সকল জাতি-বাচক প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে য থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**বৈশ্য বৈশ্যা** (গ)। গবয়, হয়, মুকয়, মৎস্য, মনুষ্য ইহাদের উত্তর হয়। যথা,—**গবয়ী, হয়ী, মুকয়ী।** (ঘ)

১০ লোপো মৎস্যমনুষ্যয়োর্যস্য। (ঙ)

(ক) অজাদির্যথা—"অজাশ্বা মূষিকা বিপ্রা কোকিলা বড়বৈড়কা। পরপুষ্টা পরভৃতা চটকা বর্ত্তকা তথা। শূদ্রা জাতৌ টকারেৎসু বহু-যত্তৎ-কিমঃ করঃ। পত্ন্যাং বালোত্তমা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা মধ্যমাপি চ॥ * * *"—শ্রীরাম। বহুকর, যৎকর, তৎকর ও কিঙ্কর শব্দ শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে অজাদির অন্তর্গত। অতএব 'কিঙ্করী' এই পদ অশুদ্ধ, কিঙ্করা হওয়াই উচিত। কিন্তু ভট্টোজিদীক্ষিতের মতে "পুংযোগে কিঙ্করী"।

(খ) "জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ" (পা ৪।১।৬৩)। "যোপধপ্রতিষেধে হয়, গবয়-মুকয়-মৎস্য-মনুষ্যাদীনামপ্রতিষেধঃ" (বা ?)

(গ) পত্নী অর্থে ঈপ্ হয়। যথা—বৈশ্যস্য পত্নী বৈশ্যী। ৩০ সূত্র দেখ।

(ঘ) এই হেতু বৈয়াকরণেরা গবয়াদি শব্দগুলিকে গৌরাদির অন্তর্ভুক্ত করেন। ৫ সূত্র দেখ।

(ঙ) "সূর্য্যতিষ্যাগস্ত্যমৎস্যানাং য উপধায়াঃ" (পা ৬।৪।১৪৯); "হলস্তদ্ধিতস্য" (পা ৬।৪।১৫০); "সুপদ্মমতে তু যৎপ্রত্যয়স্য ন লোপঃ। মনুষ্যী।" "মৎস্যমনুষ্যয়োঃ স্ত্রীত্বে যস্যৈবেহগস্ত্যসূর্য্যয়োঃ। তিষ্যপুষ্যয়োর্নক্ষত্রে অণি যস্য বিভঞ্জনম্।"

ঈপ্ হইলে মৎস্য ও মনুষ্য শব্দের য এর লোপ হয়। যথা,—**মৎসী, মনুষী।**

১১। **ঋদন্তাদীপ্।** (ক)

ঋ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—**দাতৃ দাত্রী, ধাতৃ ধাত্রী, কর্তৃ কর্ত্রী, জনয়িতৃ জনয়িত্রী, প্রসবিতৃ প্রসবিত্রী।**

১২। **ন স্বস্রাদিঃ।** (খ)

ঋ-কারান্ত শব্দের মধ্যে স্বসৃ প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**স্বসা, মাতা, দুহিতা, যাতা, ননান্দা, তিস্রঃ, চতস্রঃ।** (গ)

১৩। **নান্তাদীপ্।** (ক)

ন-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—**কামিন্ কামিনী।** এইরূপ **মালিনী, মায়াবিনী, মেধাবিনী, তপস্বিনী, বিলাসিনী, অধিকারিণী, অনুরাগিণী, প্রিয়বাদিনী।**

১৪। **উপধায়া লোপোঽনঃ।** (ঘ)

ঈপ্ হইলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উপধার লোপ হয়। যথা,—**রাজন্ রাজ্ঞী।** উপধা ম-সংযুক্ত অথবা ব-সংযুক্ত বর্ণে মিলিত থাকিলে হয় না।

(ক) "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" (পা ৪।১।৫)

(খ) "ন ষট্স্বস্রাদিভ্যঃ" (পা ৪।১।১০)

(গ) স্বস্রাদির্যথা—"স্বসা তিস্রশ্চতস্রশ্চ ননান্দা দুহিতা তথা। যাতা মাতেতি সপ্তৈতে স্বস্রাদয় উদাহৃতাঃ"।—সি, কৌ

(ঘ) "অল্লোপোঽনঃ" (পা ৬।৪।১৩৪); "ন সংযোগাদ্বমন্তাৎ" (পা ৬.৪।১৩৭)

১৫। ন সংখ্যায়াঃ। (ক)

ন-কারান্ত শব্দের মধ্যে সংখ্যা-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট, নব, দশ।** (খ)

১৬। ন মনন্তাৎ।

ন-কারান্ত শব্দের মধ্যে মন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**সীমা, পামা, সুদামা, অতিমহিমা।** (গ)

১৭। নানন্তাদ্ বহুব্রীহৌ। (ঘ)

বহুব্রীহি সমাস হইলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**বহূনি সন্ত্যস্যাং পর্ব্বাণি বহুপর্ব্বা বেণু-যষ্টিঃ।** (ঙ)

১৮। বিভাষা ডাপ্। (চ)

(ক) "ন ষট্ স্বস্রাদিভ্যঃ" (পা ৪।১।১০); "মনঃ" (পা ৪।১।১১)।

(খ) গৌণত্ব অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসেও এই নিয়ম। যথা—প্রিয়পঞ্চা দ্রৌপদী।

(গ) কিন্তু ইহা দ্বারা ১৯ সূত্রোক্ত কার্য্যের কোন বাধা হইবে না। যথা—লক্ষ্মীমন্—লক্ষ্মীম্যৌ ইত্যাদি।

(ঘ) "অনো বহুব্রীহেঃ" (পা ৪।১।১২)

(ঙ) যাহাদের উপধা ম-সংযুক্ত অথবা ব-সংযুক্ত বর্ণে মিলিত থাকে, বহুব্রীহি-সমাস-স্থলে কেবল তাহাদের উত্তরই এই নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে। সীমে সীমানৌ, পামে পামানৌ ইত্যাদি স্থলে সমাসই হয় নাই, সুতরাং বিকল্পে ডাপ্ হইল। ডাপ্ পক্ষে সীমা শব্দ, বিকল্প-পক্ষে সীমন্ শব্দ। "সীমসীমে স্ত্রিয়ামুভে" "পাম পামা বিচর্চ্চিকা"—ইত্যমরঃ।

(চ) "ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাম্" (পা ৪।১।১৩)

বহুব্রীহি সমাস হইলে অন্-ভাগান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ডাপ্ হয়; ড্ প্ ইৎ, আ থাকে। যথা,—**বহুপর্ব্বা, বহুপর্ব্বে, বহুপর্ব্বাঃ**; পক্ষে, **বহুপর্ব্বা, বহুপর্ব্বাণৌ, বহুপর্ব্বাণঃ**।

১৯। ঙীপ্ চোপধালোপিনো বা (ক)

যে সকল অনন্ত প্রাতিপদিকের উপধার লোপ হইতে পারে (খ), বহুব্রীহি সমাস হইলে তাহাদের উত্তর বিকল্পে ডাপ্ ও ঈপ্ হয়। যথা,—**বহবঃ সন্ত্যস্য রাজানঃ বহুরাজা, বহুরাজে, বহুরাজাঃ, বহুরাজ্ঞী, বহুরাজ্ঞ্যৌ, বহুরাজ্ঞ্যঃ**; পক্ষে, **বহুরাজা, বহুরাজানৌ, বহুরাজানঃ**। (গ)

২০। যুবত্যাদয়ঃ। (ঘ)

যুবতি প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**যুবন্ যুবতিঃ, যুবতী, যূনী; শ্বন্ শুনী; মঘবন্ মঘোনী, মঘবতী**।

২১। উদৃদিতামীপ্।

উ-কারেৎ ও ঋ-কারেৎ প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, উ-কারেৎ—**ভবত্ ভবতী**। এইরূপ **যাবতী**,

---

(ক) "অন উপধালোপিনোঽন্যতরস্যাম্" (৪।১।২৮)

(খ) অর্থাৎ যে সকল অন্-ভাগান্ত শব্দের উপধা ম-সংযুক্ত অথবা ব-সংযুক্ত, তাহাদের হয় না। যুবন্ ও মঘবন্ শব্দেরও হয় না।

(গ) এইরূপ দৃষ্টপূষন্, সুদামন্, বহুসীমন্, বহুতক্ষন্ ইত্যাদি। "ভস্মসবজিত-লোকপালধাম্নীম্"। বহুযুবা পুঃ, সুমঘবা ভৌঃ ইত্যাদি স্থলে হয় না।

(ঘ) "যূনস্তিঃ" (পা ৪।১।৭৭)

তাবতী, ইয়তী, কিয়তী, শ্রীমতী, বুদ্ধিমতী, পুষ্পবতী, লজ্জাবতী, বলবতী, প্রভাবতী, জ্ঞাতবতী, লব্ধবতী, দৃষ্টবতী, প্রেয়সী, শ্রেয়সী, গরীয়সী লঘীয়সী, কনীয়সী, সাধীয়সী। ঋ-কারেৎ—**সৎ সতী।** এইরূপ **দদতী, গ্রসতী, শাসতী, শৃণ্বতী, চিন্বতী, দ্বিষতী, বিভ্রতী, ব্রুবতী, দদতী, কুর্ব্বতী, গৃহ্ণতী, জানতী।**

২২। ভূ-দিবাদ্যোঃ শতুর্নুন্।

ঈপ্ হইলে ভ্বাদি ও দিবাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর বিহিত শতৃ-প্রত্যয়-স্থানে নুন্ হয়; উ ন্ ইৎ, ন্ থাকে, এবং ন্ পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া ত-কারে মিলিত হয়। যথা, ভ্বাদি-গণীয়—**ভবৎ—ভবন্তী।** এইরূপ—**ধাবন্তী, গচ্ছন্তী, পতন্তী, তিষ্ঠন্তী, চলন্তী, পশ্যন্তী, কারয়ন্তী, স্মারয়ন্তী, স্থাপয়ন্তী, পালয়ন্তী, চিকীর্ষন্তী।** দিবাদি-গণীয়—**দীব্যৎ—দীব্যন্তী।** এইরূপ—**নশ্যন্তী, নৃত্যন্তী, জীর্য্যন্তী, মুহ্যন্তী।** *

২৩। বা তুদাদেঃ। (ক)

ঈপ্ হইলে তুদাদি-গণীয় ধাতুর উত্তর বিহিত শতৃ-প্রত্যয়-স্থানে বিকল্পে নুন্ হয়। যথা,—**তুদৎ তুদন্তী, তুদতী।** এইরূপ—**ইচ্ছন্তী, ইচ্ছতী; পৃচ্ছন্তী, পৃচ্ছতী; স্পৃশন্তী, স্পৃশতী; সিঞ্চন্তী, সিঞ্চতী।**

২৪। অদাদেস্ত্বাদন্তাৎ। (ক)

* ণিচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত-ধাতুও ভ্বাদি বলিয়া গণ্য।

(ক) "আচ্ছীনদ্যোর্নুম্" (পা ৭।১।৮০)

ঈপ্ হইলে আ-কারান্ত অদাদি-গণীয় * ধাতুর উত্তর বিহিত শতৃ-প্রত্যয়-স্থানে বিকল্পে নুন্ হয়। যথা,—**যাত্ যান্তী, যাতী।** এইরূপ—**মান্তী, মাতী ; ভান্তী, ভাতী ; স্নান্তী, স্নাতী।**

২৫। বিভাষা স্যতুঃ।

ঈপ্ হইলে স্যতৃ-প্রত্যয়-স্থানে বিকল্পে নুন্ হয়। যথা,—**ভবিষ্যত্ ভবিষ্যন্তী ভবিষ্যতী।** এইরূপ—**করিষ্যন্তী, করিষ্যতী ; দাস্যন্তী, দাস্যতী ; যাস্যন্তী, যাস্যতী।** (ক)

২৬। টিত্-ষিদ্ভ্যামীপ্। (খ)

ট-কারেৎ ও ষ-কারেৎ প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা, ট-কারেৎ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন—**গায়ন গায়নী।** এইরূপ—**কর্ম্মকরী, অর্থকরী, যশস্করী, নিশাচরী, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী, ষোড়শী, দ্বয়ী, ত্রয়ী, চতুষ্টয়ী, দয়াময়ী, স্বর্ণময়ী, মৃন্ময়ী, হিরণ্ময়ী।** ষ-কারেৎ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন—**নর্ত্তক নর্ত্তকী।** এইরূপ—**রজকী, খনকী, মানবী, বৈষ্ণবী, তাবকী, দ্রৌপদী, পাঞ্চালী, মাগধী, মৈথিলী, পার্ব্বতী, চাতুরী, মাধুরী, ভাগিনেয়ী, পৌত্রী, দৌহিত্রী,**

---

* দরিদ্রা ভিন্ন।

(ক) "ন চিন্তয়ন্ত্যেব ভিয়স্তুবেষ্যতীঃ"—ভারবি। "অব্যাক্ষেপো ভবিষ্যন্ত্যাঃ কার্য্যসিদ্ধেহি লক্ষণম্"—রঘু

(খ) "ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ" (পা ৪।১।৪১): "টিড্ঢাণঞ্দ্বয়সজ্দঘ্নঞ্মাত্রচ্তয়প্ঠক্ঠঞ্কঞ্করপঃ" (পা ৪।১।১৫)

দৌবারিকী, ইদৃশী, মাদৃশী, যাদৃশী, কীদৃশী, সদৃশী, এতাদৃশী, অন্যাদৃশী। (ক)

২৭। **ঈপি লোপঃ ষ্যণো হলঃ।** (খ)

ঈপ্ হইলে ব্যঞ্জন-বর্ণের পরবর্ত্তী ষ্যণ্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—**গার্গ্য গার্গী, বাৎস্য বাৎসী, আগস্ত্য আগস্তী, বাভ্রব্য বাভ্রবী, মাণ্ডব্য মাণ্ডবী, মৌদ্গল্য মৌদ্গলী, কৌণ্ডিন্য কৌণ্ডিনী।** এইরূপ—**চাতুরী, মাধুরী, ঔচিতী, মৈত্রী** ইত্যাদি।

২৮। **প্রাগাদেরীপ্।** (গ)

'প্রাচ্' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—**প্রাচ্ প্রাচী, অবাচ্ অবাচী, প্রত্যঞ্চ্ প্রত্যঞ্চী, উদঞ্চ্ উদঞ্চী, তির্য্যঞ্চ্ তির্য্যঞ্চী।**

২৯। **প্রতীচ্যাদয়ঃ।** (গ)

'প্রতীচী' প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**প্রত্যচ্ প্রতীচী, উদচ্ উদীচী, তির্য্যচ্ তিরশ্চী।**

(ক) "টকারেৎসু কিংযত্তদ্বহুভ্যঃ পরতঃ করঃ"। টকারেতের মধ্যে কিঙ্কর, যৎকর, তৎকর ও বহুকর, ইহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা কিঙ্করা, যৎকরা, তৎকরা, বহুকরা। গৌণত্ব অর্থাৎ প্রাদি ও বহুব্রীহি-সমাস-স্থলে ষ-কারেৎ ও ট-কারেৎ—ইহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা—বহুবৈষ্ণবা, বহুভূষণা। গণপাঠে ধেট্ এইরূপ ট্ অনুবন্ধ থাকায় স্তনন্ধয় শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গে স্তনন্ধয়ী হয়; অন্যত্র হয় না। যথা—ধয়া কন্যা।

(খ) "হলস্তদ্ধিতস্য" (পা ৪।১।১৫০)

(গ) "অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানম্" (বা ?)

৩০। অদন্তাজ্জায়ায়াম্। (ক)

'জায়া' অর্থে অ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—**ব্রাহ্মণস্য জায়া ব্রাহ্মণী, বৈদ্যস্য জায়া বৈদ্যী, ক্ষত্রিয়স্য জায়া ক্ষত্রিয়ী, বৈশ্যস্য জায়া বৈশ্যী, শূদ্রস্য জায়া শূদ্রী, গোপস্য জায়া গোপী, গণকস্য জায়া গণকী, নাপিতস্য জায়া নাপিতী, নিষাদস্য জায়া নিষাদী।**

৩১। ন পালকান্তাৎ। (খ)

'পালক' শব্দ অন্তে থাকে, এরূপ প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**গোপালকস্য জায়া গোপালিকা, পশুপালকস্য জায়া পশুপালিকা, অশ্বপালকস্য জায়া অশ্বপালিকা।**

৩২। ভবাদেরানীপৌ। (গ)

'জায়া' অর্থে ভব প্রভৃতি (৪১) প্রাতিপদিকের উত্তর আন্ ও ঈপ্ হয়। যথা,—**ভবস্য জায়া ভবানী, সর্ব্বস্য জায়া সর্ব্বাণী** (ঘ), **রুদ্রস্য জায়া রুদ্রাণী, মৃড়স্য জায়া মৃড়ানী, ইন্দ্রস্য জায়া ইন্দ্রাণী, বরুণস্য জায়া বরুণানী।**

(ক) "পুংযোগাদাখ্যায়াম্" (পা ৪।১।৪৮)

(খ) "পালকান্তান্ন" (বা ২৪৬১)

(গ) "ইন্দ্রবরুণভবসর্ব্বরুদ্রমৃড়হিমারণ্যযবযবনমাতুলাচার্য্যাণামানুক্" (পা ৪।১।৪৯)

(৪১) ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, মৃড়, ইন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মন্, মাতুল, ক্ষত্রিয়, আর্য্য, উপাধ্যায়, আচার্য্য।

(ঘ) সিদ্ধান্তকৌমুদী ও সংক্ষিপ্তসারের মতে এই 'শর্ব্ব' শব্দ তালব্যাদি। মুগ্ধবোধের মতে দন্ত্যাদি।

৩৩। নলোপো ব্রহ্মণঃ।

আন্ হইলে ব্রহ্মন্-শব্দের ন্-কারের লোপ হয়। যথা,— **ব্রহ্মণো জায়া ব্রহ্মাণী।** (ক)

৩৪। মাতুলাদ্বান্ বিভাষা।

মাতুল-শব্দের উত্তর বিকল্পে আন্ হয়। যথা,—**মাতুলস্য জায়া মাতুলানী মাতুলী।** (খ)

৩৫। বানীপৌ ক্ষত্রিয়াদেঃ।

ক্ষত্রিয় প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে আন্ ও ঈপ্ হয়। যথা,—**ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া (ক্ষত্রিয়জাতীয়া); ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়পত্নী)। অর্য্যাণী অর্য্যা (স্বামিনী বৈশ্যা বা, জাতি অর্থে); অর্য্যী (অর্য্যপত্নী)। উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (উপাধ্যায়পত্নী); উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়া (স্বয়ং অধ্যাপিকা)। আচার্য্যানী** (৪২) **(আচার্য্যপত্নী); আচার্য্যা (স্বয়ং অধ্যাপিকা)।** (গ)

(ক) পাণিনি ও সংক্ষিপ্তসারের মতে ব্রহ্মন্ শব্দের উত্তর আন্ হয় না। তবে 'ব্রহ্মাণী' পদ কিরূপে হয়? "ব্রহ্মাণমানয়তি জীবয়তীতি কর্ম্মণ্যন্"—সি, কৌ। ব্রহ্মন্ + অন ধাতু + ণিচ্ + অণ্ = ব্রহ্মাণ ; ব্রহ্মাণ + ঈপ্ = ব্রহ্মাণী। এইরূপ শক্রাণী, শিবানী, ঈশ্বরাণী ইত্যাদি। "চারুধামা মহেন্দ্রাণী শক্রাণী গজবাহিনী"। মহেন্দ্রাণী = মহতী চাসৌ ইন্দ্রাণী চেতি।

(খ) মতান্তরে 'মাতুলা' পদও হয়।

(৪২) দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয় না।

(গ) "অর্য্যাণী স্বয়মর্য্যা স্যাৎ ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়াণ্যপি। উপাধ্যায়াঽপ্যুপাধ্যায়ী স্যাদাচার্য্যাপি চ স্বতঃ। আচার্য্যানী তু পুংযোগে স্যাদর্য্যী ক্ষত্রিয়ী তথা। উপাধ্যায়ান্যুপাধ্যায়ী

৩৬। অর্থবিশেষে হিমাদেঃ। (ক)

অর্থ-বিশেষে হিম, অরণ্য, যব, যবন, এই চারি প্রাতিপদিকের উত্তর নিত্য আন্ ও ঈপ্ হয়। যথা,—**মহৎ হিমম্ হিমানী, মহৎ অরণ্যম্ অরণ্যানী, দুষ্টো যবঃ যবানী, যবনানাং লিপিঃ যবনানী।** (খ)

৩৭। বা শোণাদেরীপ্। (গ)

'শোণ' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা,—

---

* * *"—ইত্যমরঃ। "অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ"। স্বামী এবং বৈশ্য অর্থে 'অর্য্য' শব্দের এই বিধান। সূর্য্য শব্দ—সূর্য্যস্য স্ত্রী (দেবতা) সূর্য্যা (সংজ্ঞা বা ছায়া), সূর্য্যস্য স্ত্রী (মানুষী) সূরী (কুন্তী)।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ৩৫ সূত্রের উদাহরণে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"ক্ষত্রিয়স্য জায়া ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়া, অর্য্যস্য জায়া অর্য্যাণী অর্য্যা; উপাধ্যায়স্য জায়া উপাধ্যায়ানী উপাধ্যায়া; আচার্য্যস্য জায়া আচার্য্যানী আচার্য্যা"। কিন্তু ইহা নিতান্ত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। এজন্য যাহা ব্যাকরণ-সঙ্গত, তাহাই ইহার পরিবর্ত্তে এস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

(ক) "হিমারণ্যয়োর্মহত্ত্বে" (বা ২৪১২)।

(খ) অর্থবিশেষে কতকগুলি স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। তাহাদের কারিকা—"নরজাতিস্ত্রিয়াং নারী, বয়স্যায়াং সখী মতা। যবনানী লিপের্ভেদে যবানী গর্হিতে যবে। হিমানী হিমসংহত্যাম্, অরণ্যানী মহাবনে। মনাবী চ মনোঃ পত্নী, পতিবত্নী সভর্ত্তৃকা। অন্তর্বত্নী চ গর্ভিণ্যাং, পত্নী পাণিগৃহীতিকা। ভাজী কস্মিন্ ব্যঞ্জনে চ, গোণী ধান্যাদিপাত্রকে। নাগী স্ত্রিয়াং স্যাৎ স্থূলায়াং কাস্তায়াঞ্চাহিদন্তিনোঃ। স্থলী অকৃত্রিমা ভূমিঃ, কুণ্ডী পাত্রবিশেষকে। কালী চ কৃষ্ণবর্ণায়াং, কুশী লৌহবিকারকে। কামুকী মদনায়ত্তা, ঘটী ক্ষুদ্রঘটী মতা। কবরী কেশবিন্যাসে, নীলী প্রাণিনি চৌষধৌ। অশিশ্বী শিশুরিক্তায়াং স্ত্রিয়ামেব নিপাতনম্।"

(গ) "শোণাৎ প্রাচাম্" (পা ৪।১।৪৩); "বহ্বাদিভ্যশ্চ" (পা ৪।১।৪৫)

শোণী শোণা, চণ্ডী চণ্ডা, অরালী অরালা, কৃপণী কৃপণা, কল্যাণী কল্যাণা, পুরাণী পুরাণা, উদারী উদারা, বিকটী বিকটা, বিশালী বিশালা, বিশঙ্কটী বিশঙ্কটা। (ক)

৩৮। অবয়বাৎ বহুব্রীহৌ।

বহুব্রীহি সমাস হইলে অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা,—**চন্দ্রমুখী চন্দ্রমুখা, সুকেশী সুকেশা, তাম্রনখী তাম্রনখা।** (খ)

৩৯। ন সংজ্ঞায়াং নখ-মুখাভ্যাম্।

সংজ্ঞা বুঝাইলে নখ, মুখ, এই দুই অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**শূর্পণখা, গৌরমুখা।** সংজ্ঞা না বুঝাইলে ঈপ্ হয়। যথা,—**তাম্রমুখী কন্যা।**

(ক) শোণাদির্যথা—"শোণঃ কৃপণ-কল্যাণৌ পুরাণঃ কমলস্তথা। বিকটোদার-চণ্ডাশ্চ সাধারণ-বিশঙ্কটৌ। সহায়ারাল-ভরুজা বিশালাদ্যাস্তথা পরে।"—দুর্গাদাস। শ্রীরামতর্কবাগীশ-মতে 'হয়' শব্দ শোণাদির অন্তর্গত। অতএব 'হয়ী' 'হয়া' দুই পদই হয়। কিন্তু পাণিনীয়-মতে ইহা গৌরাদির অন্তর্গত। সুতরাং পাণিনীয়-মতে কেবল 'হয়ী'—এই একটী মাত্র পদ হয়। কিন্তু "হরিবংশে" আবন্ত 'হয়' শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা—"হয়য়া শতযোজনগামিন্যা"।

(খ) অবয়ব-বাচক শব্দ দ্রব-পদার্থ হইলে ঈপ্ হয় না। যথা—বহুস্বেদা। মূর্ত্তি-বিশিষ্ট না হইলে হয় না। যথা—সুজ্ঞানা। প্রাণিস্থিত না হইলে হয় না। যথা—সুমুখা শালা। ধাতু-বৈষম্যাদিরূপ-বিকার-জাত হইলে হয় না। যথা—সুশোফা। প্রাণিস্থিত নহে, কিন্তু প্রাণীতে দৃষ্ট হইলেও হয়। যথা—সুকেশী সুকেশা রথ্যা। প্রাণিস্থিত নহে, কিন্তু প্রাণিতুল্য প্রতিমাদিতে স্থিত হইলেও হয়। যথা—সুস্তনী সুস্তনা প্রতিমা। "অঙ্গং স্যাদদ্রবং মূর্ত্তং প্রাণিস্থমবিকারজম্। দৃষ্টং তত্রাতৎস্থমপি তত্ত্বৎ তাদৃশি চ স্থিতম্"।

৪০। ন ক্রোড়াদেঃ। (ক)

'ক্রোড়' প্রভৃতি অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**সুক্রোড়া, তীক্ষ্ণখুরা, চারুশিখা, দীর্ঘশফা।**

৪১। ন সংযুক্তোপধাদঙ্গাদিবর্জ্জাৎ। (খ)

যে সকল অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**মৃগনেত্রা** (গ), **চারুগুল্ফা, লোলজিহ্বা।** অঙ্গ প্রভৃতির উত্তর হয়। যথা,—**কৃশাঙ্গী কৃশাঙ্গা, মৃদুগাত্রী মৃদুগাত্রা, বিম্বোষ্ঠী বিম্বোষ্ঠা, কোকিলকণ্ঠী কোকিলকণ্ঠা, কুন্দদন্তী কুন্দদন্তা, চারুকর্ণী চারুকর্ণা, দীর্ঘজঙ্ঘী দীর্ঘজঙ্ঘা, সৎপুচ্ছী সৎপুচ্ছা, তীক্ষ্ণশৃঙ্গী তীক্ষ্ণশৃঙ্গা।**

৪২। ন দ্ব্যধিকস্বরান্নাসিকোদরবর্জ্জাৎ। (খ)

যে সকল অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকে দুই এর অধিক স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**মৃগনয়না,**

(ক) "ন ক্রোড়াদিবহ্বচঃ" (পা ৪।১।৫৬)

(খ) "স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জ্জনাদসংযোগোপধাৎ" (পা ৪।১।৫৪); "নাসিকোদরৌষ্ঠজঙ্ঘা-দন্তকর্ণশৃঙ্গাচ্চ" (পা ৪।১।৫৫); "অঙ্গগাত্রকণ্ঠেভ্যো বক্তব্যম্" (বা ?)

(গ) শ্রীরামতর্কবাগীশ ও প্রয়োগ-রত্ন-মালার মতে 'নেত্র' শব্দের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা—সুনেত্রী, সুনেত্রা। কিন্তু কাশিকা, সংক্ষিপ্তসার, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও কাতন্ত্র-টীকার মতে 'সুনেত্রী' হয় না। অস্মাভির্যথা—"অঙ্গাত্র-দন্ত-কণ্ঠক শৃঙ্গ-কর্ণৌ-ষ্ঠমিত্যপি। পুচ্ছ-নেত্রং তথা গাত্র-জঙ্ঘাঙ্গাদিরীরিতঃ।"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

চন্দ্রবদনা, চারুদশনা, পৃথুজঘনা, লোলরসনা। নাসিকা ও উদর শব্দের উত্তর হয়। যথা,—**তুঙ্গনাসিকী তুঙ্গনাসিকা, কৃশোদরী কৃশোদরা।**

৪৩। ন সহ-নঞ্-বিদ্যমানপূর্ব্বাৎ। (ক)

সহ, নঞ্ ও বিদ্যমান শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে অবয়ব-বাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—**সকেশা, অকেশা, বিদ্যমানকেশা।**

৪৪। নিত্যমূধসষ্টেশ্চ নঃ। (খ)

বহুব্রীহি সমাস হইলে উধস্-শব্দের উত্তর নিত্য ঈপ্ ও টি-স্থানে ন হয়। যথা,—**পীনমস্যা ঊধঃ পীনোঘ্নী, ঘটবদস্যা ঊধঃ ঘটোঘ্নী** (গ), **দ্বিবিধমস্যা ঊধঃ দ্বিবিধোঘ্নী, অতি অস্যা ঊধঃ অত্যূঘ্নী।**

৪৫। দাম-হায়নাভ্যাং সংখ্যায়াঃ। (ঘ)

বহুব্রীহি সমাস হইলে সংখ্যা-বাচক শব্দের পরবর্ত্তী দামন্, হায়ন, এই দুই প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—**দ্বে অস্যা দাম্নী দ্বিদাম্নী, ত্রীণ্যস্যা দামানি ত্রিদাম্নী, দ্বাবস্যা**

(ক) "সহনঞ্বিদ্যমানপূর্ব্বাচ্চ" (পা ৪।১।৫৭)

(খ) "ঊধসোঽনঙ্" (পা ৫।৪।১৩১); "বহুব্রীহেরূধসো ঙীষ্ (পা ৪।১।২৫); "সংখ্যাব্যয়াদের্ঙীপ্" (পা ৪।১।২৬)

(গ) "শক্যোঽস্য মন্যুর্ভবতা বিনেতুং, গাঃ কোটিশঃ স্পর্শয়তা ঘটোঘ্নীঃ"—রঘু

(ঘ) "দামহায়নান্তাচ্চ" (পা ৪।১।২৭); "হায়নো বয়সি স্মৃতঃ" (বা ২৪৪১)

হায়নী দ্বিহায়নী, ত্রিহায়ণী, চতুর্হায়ণী গৌঃ। হায়ন-শব্দ বয়োবাচক না হইলে ঈপ্ ও ণত্ব হয় না। যথা,—**দ্বিহায়না, ত্রিহায়না, চতুর্হায়না শালা।** (ক)

৪৬। **ইদন্তাদ্বিভাষা।** (খ)

ই-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা,—**শ্রেণী শ্রেণিঃ, রাজী রাজিঃ, আলী আলিঃ, কটী কটিঃ, রাত্রী রাত্রিঃ, রজনী রজনিঃ, শারী শারিঃ, যষ্টী যষ্টিঃ।** (গ)

৪৭। **নিত্যং সখ্যুঃ।** (ঘ)

সখি-শব্দের নিত্য। যথা,—**সখী।**

৪৮। **ন ক্তেঃ।**

ক্তি-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ই-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয় না।

(ক) প্রাণিগণের গত পরমায়ুকে 'বয়ঃ' বলে। "বয়স্তু প্রাণিনো গতপরমায়ুঃ"—দুর্গাদাস।

(খ) "কৃদিকারাদক্তিনঃ"।

(গ) "শ্রোণী মসী সূচী শারী বীচী বেণী মণী কটী। শ্রেণী চ রজনী পক্ষে শ্রোণিরিত্যাদয়ঃ ক্রমাৎ"।—শ্রীরাম। সংক্ষিপ্তসার-মতে ঈ-কারান্ত শব্দের উত্তরও বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা—শ্রী—শ্রী, শ্রীঃ; লক্ষ্মী—লক্ষ্মী, লক্ষ্মীঃ। ঈপ্ হইলে ১মার একবচনে বিসর্গ হয় না, ঈপ্ না হইলে বিসর্গ হয়। এইজন্য দুই প্রকার পদ হইল। "তাং শ্রীমিব সমায়াস্তীম্" ইত্যাদি প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামতর্কবাগীশ বলেন—পাণিনীয়মতও এইরূপ। কৃৎ-প্রত্যয়ের ই-কার না হইলে হয় না। যথা—সুগন্ধিঃ ইত্যাদি।

(ঘ) সখ্যশিশ্বীতি ভাষায়াম্" (পা ৪।১।৬২)। ৩৬ সূত্রের ফুটনোট্ দেখ।

যথা,—**গতিঃ, স্থিতিঃ, জ্ঞাতিঃ, মতিঃ, ভক্তিঃ, মুক্তিঃ, যুক্তিঃ, বুদ্ধিঃ।** (ক)

৪৯। বা শক্তি-পদ্ধতিভ্যাম্। (খ)

শক্তি ও পদ্ধতি শব্দের উত্তর বিকল্পে। যথা—**শক্তী শক্তিঃ** (৪৩), **পদ্ধতী পদ্ধতিঃ।**

৫০। পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে (পা ৪।১।৩৩)

যজ্ঞ-সংযোগ অর্থাৎ যজ্ঞের ফল-ভাগিত্ব বুঝাইলে 'পতি' এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ ও ই-কার-স্থানে ন হয়। যথা,—**বশিষ্ঠস্য পত্নী বশিষ্ঠানুষ্ঠিতযজ্ঞফলভোক্ত্রীত্যর্থঃ। গ্রামস্য পতিরিয়ম্,** এ স্থলে পতি-শব্দের অর্থ অধিকারিণী, যজ্ঞ-ফল-ভোক্ত্রী নহে, এ জন্য ঈপ্ ও ন হইল না।

৫১। সপত্নীপ্রভৃতয়ঃ। (গ)

'সপত্নী' প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**সমানঃ, পতিরস্যাঃ সপত্নী, একঃ পতিরস্যাঃ একপত্নী সাধ্বী** (ঘ), **বীরঃ**

(ক) যে সকল প্রত্যয়ের অর্থ 'ক্তি' প্রত্যয়ের মত, সেই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তরও ঈপ্ হয় না। যথা—অকরণিঃ, অজীবনিঃ, অজননিঃ ইত্যাদি। "মা গান্ গ্লানীং মৃণালী" (সূর্য্যশতক),—এস্থলে 'গ্লানীং' এই পদে দীর্ঘ ঈ-কার হইল কেন ? গ্লানস্য ভাবঃ এই বাক্যে ষণ্ প্রত্যয়, পরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্—গ্লানী।

(খ) "শক্তিঃ শস্ত্রে" (বা ২৪৮০); "বহ্বাদিভ্যশ্চ" (পা ৪।১।৪৫)

(৪৩) অস্ত্র অর্থে।

(গ) "নিত্যং সপত্ন্যাদিষু" (পা ৪।১।৩৫)

(ঘ) "কাম্যেকপত্নীব্রতদুঃখশীলাম্"—কুমার ৩।৭

पतिरस्याः वीरपत्नी (क), वृद्धः पतिरस्याः वृद्धपत्नी, भद्रः पतिरस्याः भद्रपत्नी, पञ्च पतयोऽस्याः पञ्चपत्नी द्रौपदी (খ), पतिरस्त्यस्याः पतिवत्नी जीवद्भर्त्तृका, अन्तरस्त्यस्याः अन्तर्वत्नी गर्भिणी। (গ)

৫২। पदो बहुव्रीहौ।

বহুব্রীহি সমাস হইলে 'পদ্' এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—द्वावस्याः पदौ द्विपदी, त्रयोऽस्याः पदः त्रिपदी। এইরূপ चतुष्पदी, बहुपदी, शतपदी। (ঘ)

৫৩। दतश्च।

বহুব্রীহি সমাস হইলে 'দৎ' এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—सुदती, चारुदती, शुभ्रदती, कुन्ददती। (ঙ)

৫৪। पाणिगृहीतात् पत्न्याम्। (চ)

(ক) "ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনীং বীরপত্নীমনুব্রতাম্"—মহাভারত

(খ) সংক্ষিপ্তসার ও শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে সমান, এক, পিণ্ড (সপিণ্ড), বীর ও ভ্রাতৃ শব্দের পরে নিত্য, তদ্ভিন্ন শব্দের পরে বিকল্প। অতএব বৃদ্ধপত্নী, বৃদ্ধপতি—দুই পদই হয়।

(গ) ৩৬ সূত্রের ফুট্‌নোট্ দেখ।

(ঘ) 'দ্বৌ পাদৌ যস্যাঃ' এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাসে 'পাদ' শব্দ স্থানে পদ্ আদেশ, তাহার পরে বিকল্পে ঈপ্। অতএব দ্বিপদী দ্বিপাৎ ইত্যাদি দুইটী দুইটী করিয়া পদ হয়। ইহাই বৈয়াকরণদিগের মত।

(ঙ) বয়স্ অর্থ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাসে দন্ত স্থানে দৎ আদেশ হয়, পরে ঈপ্।

(চ) "পাণিগৃহীতী ভার্য্যায়াম্" (বা ২৪৮০)

'পত্নী অর্থ' বুঝাইলে 'পাণিগৃহীত' শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা,—पाणिर्गृहीतोऽस्याः पाणिगृहीती पत्नी ; अन्यत्र, पाणि-गृहीता नारी। (ক)

५५ । वा गुणवाचकादुदन्तात् । (খ)

গুণ-বাচক উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা—मृद्वी मृदुः, साध्वी साधुः, पट्वी पटुः, गुर्वी गुरुः, लघ्वी लघुः, स्वाद्वी स्वादुः, बह्वी बहुः, अण्वी अणुः। খরু-শব্দের হয় না। (গ)

५६ । न संयुक्तोपधात् ।

যে সকল গুণ-বাচক উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উপধা-স্থলে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না। যথা,—पाण्डुः।

५७ । नित्यमशिश्वनडुद्भ्याम् ।

অশিশু ও অনডুহ্ শব্দের উত্তর নিত্য ঈপ্ হয়। যথা,—अशिश्वी, नास्त्यस्याः शिशुरित्यर्थः (ঘ) ; अनडुही। (ঙ)

(ক) ৩৬ সূত্রের ফুট্‌নোট্ দেখ। "যস্যাঃ যথাকথঞ্চিৎ পাণিগৃহীতঃ সা পাণি-গৃহীতা"—গোয়ীচন্দ্র। যস্যাঃ পাণিরগ্নিসাক্ষিকং গৃহ্যতে, তস্যাং বাচ্যায়াং পাণিগৃহীত-শব্দাৎ ঙীষ্ বক্তব্যঃ ইত্যর্থঃ। কৌতুকাদিনা পাণিগৃহীতো যস্যা দাস্যাদেঃ সা পাণিগৃহীতা" —তত্ত্ববোধিনী।

(খ) "বোতো গুণবচনাৎ" (পা ৪।১।৪৪)

(গ) খরুঃ—"পতিংবরা কন্যা"—সি, কৌ ; 'তীক্ষ্ণঃ'—গোয়ীচন্দ্রঃ ; "শ্বেতার্থঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(ঘ) ৩৬ সূত্রের ফুট্‌নোট্ দেখ।

(ঙ) বাহন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ঈপ্ হয়। "বাহঃ"—(পা ৪।১।৬১) ; ভারবাহ্—ভারৌহী। শ্বেতবাহ্—শ্বেতৌহী, শ্বেতবাহী। শালিবাহ্—শাল্যূহী ইত্যাদি।

৫৮। অনড্বাহী।

ইহা নিপাতনে সিদ্ধ।

৫৯। উদন্তাদূপ্।

উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর উপ্ হয়; প্ ইৎ, উ থাকে। যথা,—কুরূঃ, কদ্রূঃ, অলাবূঃ, কর্কন্ধূঃ, ব্রহ্মবন্ধূঃ। (ক)

৬০। ন রজ্জ্বাদিঃ।

'রজ্জু' প্রভৃতি উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর উপ্ হয় না। যথা,—রজ্জুঃ, ধেনুঃ, হনুঃ, অধ্বর্য্যুঃ।

৬১। বিভাষা তন্বাদিঃ।

'তনু' প্রভৃতি উ-কারান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিকল্পে উপ্ হয়। যথা,—তনূঃ তনুঃ, চম্বূঃ চম্বুঃ। (খ)

৬২। শ্বশ্রূঃ শ্বশুরস্য। (গ)

শ্বশুর-শব্দ-স্থানে নিপাতনে শ্বশ্রূ হয়। যথা,—শ্বশুরস্য জায়া শ্বশ্রূঃ।

(ক) প্রাণি-জাতি হইলে হয় না। যথা—ধেনুঃ। কিন্তু মনুষ্য-জাতি হইলে হয়। যথা—কুরূঃ (কুরুদেশস্থ মনুষ্যবাচক)। উপধায় য-কার থাকিলে হয় না। যথা—অধ্বর্য্যুঃ (যজুর্ব্বেদবিদ্ ঋত্বিক্)। রজ্জ্বাদির হয় না। যথা—রজ্জুঃ, হনুঃ তর্কুঃ (যন্ত্রবিশেষ, টেকো), কসেরুঃ, স্নায়ুঃ ইত্যাদি।

(খ) তন্বাদির্যথা—"তনুশ্চঞ্চুরুরূর্জান্তুঃ কণ্ডূ-পঙ্গু-প্রিয়ঙ্গবঃ। গণ্ডুঃ কুহুরিতি প্রোক্তা তন্বাদৌ সরযুস্তথা"।—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(গ) "শ্বশুরস্যোকারাকারলোপশ্চ" (বা ৫০৩৯)

৬৩। ঊরোরৌপম্যে। (ক)

'উপমা' বুঝাইলে উরু এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঊপ্ হয়। যথা—**রম্ভে ইবাস্যা ঊরূ রম্ভোরূঃ, করভাবিবাস্যা ঊরূ করভোরূঃ, করিকরাবিবাস্যা ঊরূ করিকরোরূঃ।**

৬৪। বামাদিপূর্ব্বাচ্চ। (খ)

'বাম' প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী উরু এই প্রাতিপদিকের উত্তর ঊপ্ হয়। যথা—**বামোরূঃ, সহিতোরূঃ, সহোরূঃ, সংহিতোরূঃ, লক্ষণোরূঃ, শফোরূঃ।** (গ)

(ক) উরূত্তরপদাদৌপম্যে" (পা ৪।১।৬৯)

(খ) "সংহিতশফলক্ষণবামাদেশ্চ" (পা ৪।১।৭০); "সহিতসহাভ্যাং চেতি বক্তব্যম্" (বা ২৫০৩)

(গ) বামৌ মনোহরৌ উরূ যস্যাঃ সা বামোরূঃ ইত্যাদি বাক্য। বাম, লক্ষণ, শফ, সহ, সহিত, সংহিত ও উপমান-বাচক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের সহিত উরু শব্দের বহুব্রীহি সমাস করিলে উকারান্তই থাকিবে। যথা—বৃত্তোরুঃ, পীনোরুঃ।

স্ত্রী-প্রত্যয়-পরিশিষ্ট। (ক)

৬৫। **শ্যেন্যেনী-হরিণী-ভরিণী-লোহিন্যসিক্নী-পলিক্নাো বা।** শ্যেনী প্রভৃতি শব্দগুলি বিকল্পে নিপাতন-সিদ্ধ। যথা—**শ্যেত—শ্যেনী, শ্যেতা; এত—এনী এতা; হরিত—হরিণী, হরিতা; ভরিত—ভরিণী, ভরিতা; রোহিত—রোহিণী, রোহিতা; লোহিত—লোহিনী, লোহিতা; অসিত—অসিক্নী (অবৃদ্ধা), অসিতা; পলিত—পলিক্নী (বৃদ্ধা), পলিতা।** (খ)

৬৬। **বৃষাকপ্যগ্নি-মনু-পূতক্রতু-কুসিত-কুসীদাদৈঙ্ চ।** বৃষাকপি প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'জায়া' অর্থে ঈপ্ হয় এবং ঐ সকল শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে ঐ-কার হয়। যথা—**বৃষাকপি + ঈ = বৃষাকপৈ, বৃষাকপৈ + ঈ = বৃষাকপায়ী।** এইরূপ **অগ্নি — অগ্নায়ী, মনু — মনায়ী*, পূতক্রতু—পূতক্রতায়ী, কুসিত কুসিতায়ী, কুসীদ—কুসাদায়ী।**

৬৭। **ক্রীতাৎ করণপূর্ব্বাৎ।** (পা ৪।১।৫০) যদি সমাসের পূর্ব্ব-পদ করণ-কারক হয় এবং পর-পদ 'ক্রীত' শব্দ থাকে, তাহা হইলে সেই সমাস-নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—**ধনেন ক্রীয়তে স্ম—ধনক্রীতী।** এইরূপ **অশ্বক্রীতী, মনসাক্রীতী, বস্ত্রক্রীতী** ইত্যাদি। আপ্-

---

(ক) ৬৫ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত এই ৬টী সূত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে ছিল না। কিন্তু এই সূত্রগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহাদিগকে এইস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।

* পাণিনি-মতে বিকল্পে—মনাবী।

(খ) পশ্যেন্মনাবীমপি পাপচেতা যস্যৈব মস্তেহপহরেদ্ দশাস্যঃ।
পত্যা যদীয়েন দিশো গুণৌঘৈঃ শ্যেনীকৃতাস্তৎপরিপালনেন।
(রাবণার্জ্জুনীয় পা ৪।১।৩৯; ১৫ শ্লোক)

প্রত্যয়ান্ত ক্রীতাশব্দের সহিত সমাস করিলে ঈপ্ হয় না। যথা—**ধনেন ক্রীতা ধনক্রীতা।** পূর্ব্ব-পদ করণ-কারক না হইলে ঈপ্ হয় না।—**রাজ্ঞা ক্রীয়তে স্ম রাজক্রীতা।**

৬৮। **ক্তাদল্পাখ্যায়াম্** (পা ৪।১।৫১)

যদি পূর্ব্ব-পদ করণ-কারক হয় ও করণের অল্পত্ব বুঝায়, এবং ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ পরে থাকে, তাহা হইলে সেই সমাস-নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—**অল্পেন অভ্রেণ লিপ্যতে স্ম অভ্রলিপ্তী দ্যৌঃ।** এইরূপ **সূপলিপ্তী পাত্রী** ইত্যাদি। করণের অল্পত্ব না বুঝাইলে হয় না। যথা—**চন্দনানুলিপ্তা অঙ্গনা, সুখপূর্ণা ভক্তিঃ।**

৬৯। **স্বাঙ্গাদ্ বহুব্রীহৌ।**

বহুব্রীহি সমাস হইলে স্বাঙ্গ-বাচক শব্দের পরস্থিত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা—**শঙ্খো ললাটাস্থি, শঙ্খো ভিন্নো যয়া সা শঙ্খভিন্নী।** এইরূপ **জঙ্ঘভিন্নী, গলোৎকৃত্তী, কেশবিলূনী** ইত্যাদি। কৃত, মিত, জাত প্রতিপন্ন শব্দের উত্তর হয় না। যথা—**কেশজাতা, স্তনজাতা** ইত্যাদি।

৭০। **বাऽচ্ছন্নাজ্জাতেঃ।**

বহুব্রীহি সমাস হইলে জাতি-বাচক শব্দের পরস্থিত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিকল্পে ঈপ্ হয়। যথা—**দন্তুর্ভগ্নিতা যয়া সা দন্তুভগ্নিতী, দন্তুভগ্নিতা।** এইরূপ **বৃক্ষদৃষ্টী, বৃক্ষদৃষ্টা; শুক্রজগ্ধী, শুক্রজগ্ধা; সুরাপীতী, সুরাপীতা;** ইত্যাদি। পর-পদ ছন্ন-শব্দ হইলে হয় না। যথা—**বস্ত্রচ্ছন্না।**

প্রশ্ন (স্ত্রী-প্রত্যয়)

১। আপ্‌ প্রত্যয় হইলে কোন্ কোন্ শব্দের ক-কারের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কার-স্থানে ই-কার হয় না।

২। কোন্ কোন্ জাতি-বাচক অ-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ হয় না?

৩। কোন্ কোন্ ঋ-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ হয় না?

৪। দন্ত্য ন্-কারান্ত শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে কি বিশেষ নিয়ম আছে?

৫। কোন্ কোন্ দন্ত্য ন্-কারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ হয় না?

৬। বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন অন্-ভাগান্ত শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিবার বিশেষ নিয়ম কি?

৭। কি কি ইৎ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ হয়?

৮। শতৃ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কোন্ কোন্ স্থলে নিত্য ন-কারাগম হয়? কোন্ কোন্ স্থলে হয় না? কোন্ কোন্ স্থলে বিকল্পে হয়?

৯। কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্‌ হয়?

১০। বহুব্রীহি-সমাসে কোন্ কোন্ অবয়ব-বাচক শব্দের উত্তর ঈপ্‌ হয় না?

১১। যে সকল হ্রস্ব-ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দীর্ঘ-ঈ-কারান্তও হইতে পারে, তাহাদের ৩টীর নাম কর।

১২। মতি, বুদ্ধি, গতি প্রভৃতি শব্দগুলি ঈ-কারান্ত হয় কি না? কারণ দেখাইয়া উত্তর দাও।

১৩। পাণিগৃহীতী, পাণিগৃহীতা ও পাণিগ্রহীত্রী এই ৩টী শব্দের মধ্যে অর্থগত প্রভেদ আছে কি না, তাহা বুঝাইয়া দাও।

১৪। গুণ-বাচক উ-কারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়? কোন্ কোন্ গুণবাচক শব্দের ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য হয় না?

১৫। কোন্ কোন্ হ্রস্ব-উ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ঊ-কারান্তও হয়?

১৬। নিম্ন-লিখিত শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত কর:—

তৃতীয়, চতুর্থ, মৎস্য, মনুষ্য, হস্ত, বহুপর্ব্বন্, বহুরাজন্, ভবৎ, বলবৎ, শ্রেয়স্, শৃণ্বৎ,

গৃহুৎ, জানৎ, ধাবৎ, কারয়ৎ, জিগীষৎ, মুহ্যৎ, সিঞ্চৎ, স্নাৎ, দাস্তৎ, ষষ্ঠ, ত্রয়, দৌবারিক, ভাগিনেয়, সদৃশ, নিশাচর, গার্গ্য, প্রাচ্, তির্য্যচ্, প্রত্যচ্, গোপ, গোপাল, গোপালক, অশ্বপালক, চন্দ্রমুখ, তীক্ষ্ণখুর, কোকিলকণ্ঠ, মৃগনেত্র, কৃশোদর, অকেশ, সুকেশ, অণু, বহু, অনডুহ্, শ্বন্, ভট্টারক, পৈতৃক, পৈত্রিক, বৈমাত্রেয়, রাজন্বৎ, ভগবান্, অগ্রসর।

১৭। নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে একপদ করিয়া রাখ :—বহবো রাজানো যয়োঃ তে। বহবো যজ্বানো যয়োঃ তে। বহবো যুবানো যাসু তাঃ। মহৎ অরণ্যম্। মহৎ হিমম্। শুভ্রাঃ কেশা যস্যাঃ সা। নাস্তি কেশো যস্যাঃ সা। স্থূলং অঙ্গং যস্যাঃ সা। লোলা জিহ্বা যস্যাঃ সা। দীর্ঘে জঙ্ঘে যস্যাঃ সা। লোলা রসনা যস্যাঃ সা। চারু বদনং যস্যাঃ সা। পীনম্ উধঃ যস্যাঃ সা। দ্বে দাম্নী যস্যাঃ সা। বীরঃ পতির্যস্যাঃ সা। শুভ্রা দন্তা যস্যাঃ সা। রম্ভে ইব উরূ যস্যাঃ সা। বৃত্তৌ উরূ যস্যাঃ সা।

১৮। সংশোধন কর :—

মনোহরী, পাচকী, বোধকী, তরুণা, অশ্বী, ঘোটকা, মুষিকী, কোকিলী, মৎস্যা, মনুষ্যা, বহুযজ্বী, গচ্ছতী, ব্রুবন্তী, কুর্ব্বন্তী, জানন্তী, নৃত্যতী, ধনক্রীতা, যশস্করা, ঈদৃশা, গোপালিকী, শূর্পনখী, সুক্রোড়ী, মৃগনেত্রী, মৃগনয়নী, বিদ্যমানকেশী, চতুর্হায়নী শালা, গতী, ধেনুঃ, রজ্জুঃ, ভয়ঙ্করী, হিতকরা, বামোরূঃ নারী, বৃত্তোরূঃ রমণী।

১৯। কারণ-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক সংশোধন কর—

ভুজঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, ভয়ঙ্করী, শশিবদনী, পাণ্ডূ, পীতবাসসী, সম্রাজ্ঞী, সুগুল্ফী, পক্ষ্মা, রুদন্তী, নায়কী, রজকা, নর্ত্তিকা, গচ্ছতী।

২০। 'শূদ্রী' ও 'শূদ্রা' এই দুই শব্দের অর্থগত পার্থক্য কি? প্রত্যেকটী লইয়া এক একটী বাক্য রচনা কর। 'শূদ্রাণী' এরূপ স্ত্রীলিঙ্গ পদ সিদ্ধ হইতে পারে কি না? 'মহাশূদ্র' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়? এবং তাহার অর্থই বা কি?

২১। এরূপ দশটী স্ত্রীলিঙ্গ হ্রস্ব-ই-কারান্ত শব্দের নাম কর, যাহারা ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত উভয় প্রকারই হইতে পারে।

২২। নিম্ন-লিখিত পদগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত কর :—অজঃ, ছাগঃ, ছাগলঃ, সর্পঃ, বিপ্রঃ, ব্রাহ্মণঃ, বালঃ, এড়কঃ, ঘোটকঃ, হয়ঃ, ভল্লুকঃ, অশ্বঃ, এণঃ, বড়বঃ, চটকঃ, ধ্রুবকঃ, কোকিলঃ, পরভৃতঃ, পরপুষ্টঃ, অন্যপুষ্টঃ, করটঃ, মুষিকঃ, পিপীলিকঃ, শঙ্করঃ, শ্যেনঃ, ময়ূরঃ, শূকরঃ, শ্বাপদঃ, পুত্রঃ, পৌত্রঃ, দৌহিত্রঃ, নপ্তা, শ্বশুরঃ, শ্যালঃ, শ্যালকঃ,

মাতুলঃ, ভ্রাতৃজঃ, জনকঃ, পিতামহঃ, মাতামহঃ, সখা, কিন্নরঃ, না, নরঃ, কৃষ্ণঃ, কপিলঃ, ধবলঃ, শুভ্রঃ, শবল, গৌর, অসিতঃ, পলিতঃ, এতঃ, শ্বেতঃ, শ্যেতঃ, হরিতঃ, ভরিতঃ, কিঙ্করঃ, রোহিতঃ, লোহিতঃ, যুবা, ভিক্ষুকঃ, মনুঃ, অনড্বান্, ঈশ্বরঃ, শূর্পনখঃ, বিধুমুখঃ, কিশোরঃ, তরুণঃ, ধার্ম্মিকঃ, অধার্ম্মিকঃ, নাবিকঃ, বৈবাহিকঃ, গায়কঃ, পাচকঃ, মনোহরঃ, ভয়ঙ্করঃ, জিত্বরঃ, চণ্ডালঃ, কর্ম্মকরঃ, কর্ম্মকারঃ, কুম্ভকারঃ, গণকঃ, শিক্ষকঃ, রজকঃ, নাপিতঃ, শোণঃ, কল্যাণঃ, কৃপণঃ, পুরাণঃ, বিশালঃ, বিকটঃ, উদারঃ, চণ্ডঃ, পটুঃ, বহুঃ, খরুঃ, পাণ্ডুঃ, পান্থঃ, চৌরঃ, পতিঃ, পঙ্গুঃ, ভীরুঃ, তনুঃ, অধ্যাপকঃ, ছাত্রঃ, পথিকঃ।

২৩। নিম্ন-লিখিত স্ত্রীলিঙ্গ-বিহিত পদগুলির অর্থগত পার্থক্য থাকিলে তাহা দেখাও :—তারকা তারিকা, বর্ণকা বর্ণিকা, বর্ত্তকা বর্ত্তিকা, অষ্টকা অষ্টিকা, সূতিকা সূতকা, সূর্য্যা সূরী, কামুকা কামুকী, ত্রিপদী ত্রিপদা, সূত্যা সূতা, ভোজ্যা ভোজ্যা, নাগা নাগী, ভাজা ভাজী, নীলী নীলা, দ্বিকান্তা দ্বিকান্তী, দ্বিপুরুষা দ্বিপুরুষী, ঘটা ঘটী, অশিশ্বী অশিশুঃ, কুণ্ডা কুণ্ডী, পতিবত্নী পতিমতী, কবরী কবরা, অন্তর্বত্নী অন্তর্বতী, কুশা কুশী, যবনী যবনানী যবানী, গোণী গোণা, স্থূলী স্থূলা, ঈশ্বরী ঈশ্বরা ঈশ্বরাণী, চান্দ্রভাগী চান্দ্রভাগা, শূর্পণখা শূর্পনখা, ত্রিহায়ণী ত্রিহায়না, চন্দনবিলিপ্তী চন্দনবিলিপ্তা, চণ্ডী চণ্ডা, একপত্নী একপতিঃ, ভদ্রবাহুঃ ভদ্রবাহুঃ, রামোরুঃ রামোরুঃ, গোপা গোপী।

২৪। নিম্ন-লিখিত শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখ :—ক্ষত্রিয়ঃ, বৈশ্যঃ, আর্য্যঃ, বৈদ্যঃ, উপাধ্যায়ঃ, আচার্য্যঃ।

২৫। নিম্ন-লিখিত দেবতা-বাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ আকার হইবে, তাহা বল :—ঈশ্বরঃ, সূর্য্যঃ, অগ্নিঃ, বৃষাকপিঃ, পূতক্রতুঃ, ইন্দ্রঃ, বরুণঃ, ভবঃ, শর্ব্বঃ, রুদ্রঃ, মৃড়ঃ, মহেন্দ্রঃ, শক্রঃ, নারায়ণঃ, ব্রহ্মা, মঘবা।

২৬। নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে এক-পদ (সমস্ত-পদ) করিয়া রাখ :—কুম্ভৌ ইব পাদৌ যস্যাঃ সা। ধনেন ক্রীতা ইয়ম্। অন্নেন সূপেন বিলিপ্তা পাত্রী। চন্দ্রসমানং মুখং যস্যাঃ সা। বহু কক্ষং যস্যাঃ সা। কিন্নরকণ্ঠ ইব কণ্ঠো যস্যাঃ সা। সুষ্ঠু গাত্রং যস্যাঃ সা। কৃশম্ অঙ্গং যস্যাঃ সা। মুক্তাবৎ দন্তা যস্যাঃ সা। পৃথু জঘনং যস্যাঃ সা। নিম্না নাসিকা যস্যাঃ সা। ক্ষীণম্ উদরং যস্যাঃ সা। কেশেন সহ বর্ত্ততে যা সা। নাস্তি নাসিকা যস্যাঃ সা। শূর্পবৎ নখং যস্যাঃ সা (রাবণভগিনী ও অন্য নারী)। কালং মুখং যস্যাঃ সা। একঃ পতির্যস্যাঃ সা। সমানঃ পতির্যস্যাঃ সা।

সমানং উদরং যস্যাঃ সা। বৃদ্ধঃ পতির্যস্যাঃ সা। বৃদ্ধস্য পত্নী। অন্তর্বত্নী অস্তি সা। ব্রহ্ম বন্ধুর্যস্যাঃ সা। কদলীস্তম্ভাবিব উরূ যস্যাঃ সা। বামৌ উরূ যস্যাঃ সা। সুষ্ঠু গ্রীবা যস্যাঃ সা। কল্যাণং বিদ্যমানং মুখং যস্যাঃ সা। সরলা নাম যস্যাঃ সা।

২৭। 'সেবক' শব্দের অর্থ কি? ইহা স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ হইবে? 'কিঙ্কর' শব্দেরই বা অর্থ কি? স্ত্রীলিঙ্গে ইহার কিরূপ আকার হইবে? 'পাত্র' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর হয় কি না?

২৮। বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিম্ন-লিখিত শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত কর:—ছাত্র, চোর, চৌর, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, বৈবাহিক, ভয়ঙ্কর, সামন্, পাপঘ্ন, সুরাপ, পুরঃসর, ব্রহ্মহা, পূজার্হ, মাংসভক্ষক, পুত্রকাম, নর্ত্তক, রজক, খনক, গায়ন, সাধক, কিতব।

২৯। (১) "নমো বৈদেহিবন্ধবে", (২) "প্রযাহি বধুকে দ্রুতম্", (৩) "নানাগুণ-সুসম্পন্না কন্যেয়ং মালভারিণী",—এই তিন স্থলে 'বৈদেহী' শব্দ হ্রস্ব ই-কারান্ত, 'বধূ' শব্দ হ্রস্ব উ-কারান্ত এবং 'মালভারিণী' শব্দ অকারান্ত হইল কেন?

সমাস। (ক)

সাধারণ নিয়ম।

১। একপদীভাবঃ সমাসঃ। (খ)

দুই বা বহু পদের যে একপদী-ভাব, অর্থাৎ একপদ হইয়া যাওয়া, তাহাকে সমাস বলে।

২। লুক্ বিভক্তেঃ। (গ)

সমাসের অন্তর্গত সমস্ত পদেরই বিভক্তির লোপ হয় (ঘ)। যথা,—রাজ্ঞঃ পুত্রঃ রাজপুত্রঃ।

৩। নস্য লোপঃ পূর্ব্বস্য।

(ক) দ্বন্দ্বো দ্বিগুরপি চাহং মদ্গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ। তৎপুরুষ কর্ম্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ॥"—ভট্ট-মুক্তি-কলসস্ত। "কর্ম্মধারয় আদ্যঃ স্যাদ্ দ্বিগুস্তৎপুরুষোঽপরঃ। বহুব্রীহিরথ দ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ ষড়ীরিতাঃ"।——প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(খ) সমাসশ্চানেকপদস্যৈকপদত্বমুচ্যতে—প্র-র-মা

(গ) "সমাসে সুব্বিভক্তের্লুক্ তদ্ধিতাখ্যাতয়োরপি"। প্র-র-মা

(ঘ) অনেকের বিশ্বাস যে, সমাস করিলে কেবল পূর্ব্ব-পদেরই বিভক্তির লোপ হয়, পর-পদের বিভক্তির লোপ হয় না। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কারণ প্রথমতঃ সমাসে যদি পর-পদের বিভক্তির লোপ না হইত, তাহা হইলে 'ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ;—এরূপ পদ হইত না। দ্বিতীয়তঃ, পর-পদের বিভক্তির লোপ না হইলে সমস্ত পদটী প্রাতিপদিক হইত না। সমস্ত পদটী প্রাতিপদিক না হইলে তাহার উত্তর ইচ্ছামত যে কোন বিভক্তি-যোগ করা যাইত না। অতএব ত্রিলোচনম্, ত্রিলোচনেন ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হইত না। ১২ সূত্র দেখ।

সমাস হইলে পূর্ব্ব-পদের অন্তস্থিত ন্-কারের লোপ হয় (ক)। যথা,—**রাজন্+পুত্রঃ রাজপুত্রঃ।**

৪। অচি পরস্য।

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পর-পদের অন্তস্থিত ন্-কারের লোপ হয় (৪৪)। যথা—**মহারাজন্+অ মহারাজঃ।**

৫। লোপো যয়োরচি।

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই-বর্ণ ও অ-বর্ণের লোপ হয়। যথা—**প্রিয়সখি+অ=প্রিয়সখঃ। মহারাজন্+অ=মহারাজঃ।**

৬। নঞোঽকারো হলি।

ব্যঞ্জন-বর্ণ পরে থাকিলে নঞের স্থানে অ হয়। যথা—**ন ভীতঃ অভীতঃ।**

৭। অনচি।

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞের স্থানে অন্ হয়। যথা—**ন ইচ্ছা অনিচ্ছা।** (খ)

(ক) এই হেতু ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ সমাসের পূর্ব্বপদ হইলে কেবল হ্রস্ব ই-কারান্ত হইয়া যায় এবং নকারের লোপ হয়। যথা—হস্তিন্+গণ=হস্তিগণঃ।

(৪৪) কপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলেও পর-পদের অন্তস্থিত ন-কারের লোপ হইয়া থাকে।

(খ) ৬ ও ৭ সূত্রের কার্য্য বোপদেব-মতে বিকল্পে হয়। যথা—অনন্তো নান্তঃ, অচ্যুতো নচ্যুতঃ। নাক প্রভৃতি স্থলে আদেশ হয় না। নাকাদি যথা—"নাকো নবেদা নকুলশ্চ নক্রো, নাসত্য-নক্ষত্র-নপাচ্চ নভ্রাট্। নপুংসকং বৈ নমুচির্নখঞ্চ, নাদেশমেতেষু বদন্তি ধীরাঃ"।

৮। টৈর্লোপো ডিতি।

ড-ইৎকারেৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে টি এর লোপ হয়। (ক)

৯। তৈর্বিংশতেঃ। (খ)

বিংশতি-শব্দের তি এই ভাগের লোপ হয়। (ক)

১০। হ্রস্বোঽন্তে গোস্ত্রিয়োরন্যার্থে।

যে স্থলে অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়, সে স্থলে অন্তস্থিত গো-শব্দ ও স্ত্রী-প্রত্যয় হ্রস্ব হয় (গ)। যথা—**পীনা গাবো যস্য স পীনগুঃ, ধ্বস্তা মায়া যস্য স ধ্বস্তমায়ঃ, কালী তনুর্যস্য স কালতনুঃ।**

১১। নেয়সুনঃ।

ঈয়সুনের পরবর্ত্তী স্ত্রী-প্রত্যয় হ্রস্ব হয় না। যথা—**বহ্ব্যঃ প্রেয়স্যো যস্য স বহুপ্রেয়সী।**

১২। সমাসাঃ প্রাতিপদিকানি। (ঘ)

সমাস হইলে সমস্ত ভাগ প্রাতিপদিক হয়, অর্থাৎ পুনরায় তাহাদের উত্তর নূতন বিভক্তি হয়। যথা—**ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ, তং ত্রিলোচনম্** ইত্যাদি।

(ক) তদ্ধিত প্রকরণের ৯ ও ১০ সূত্র এবং ফুটনোট্ দেখ।

(খ) "তি বিংশতেডিতি" (পা ৬।৪।১৪২)

(গ) ও-কারের হ্রস্ব উ-কার।

(ঘ) "কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ" (পা ১।২।৪৬)

১৩। विशेष्यलिङ्गमन्यार्थे।

যে স্থলে অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়, সে স্থলে সমস্ত ভাগ বিশেষ্য-লিঙ্গ হয়। যথা—**दृढ़प्रतिज्ञो नरः, दृढ़प्रतिज्ञा नारी, दृढ़प्रतिज्ञं कलत्रम्।**

১৪। नपुंसकैकवचने समाहारे।

সমাহার সমাস হইলে সমস্ত ভাগ নপুংসক-লিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়। যথা—**पाणी च पादौ च तत् पाणिपादम्।**

১৫। पुंवद्भावः सर्व्वनाम्नः। (ক)

সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্বনাম-শব্দের পুংবদ্ভাব অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত আকার হয়। যথা—**पूर्व्वा च पश्चिमा च ते पूर्व्वपश्चिमे। सर्व्वासां पतिः सर्व्वपतिः।**

১৬। महा महतो विशेष्ये। (খ)

বিশেষ্য শব্দ পরে থাকিলে মহৎ-শব্দ-স্থানে মহা হয়। যথা—**महत् धनं महाधनः, महान् जनः महाजनः, महती नदी महानदी।**

(ক) "সর্ব্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুংবদ্ভাবঃ" (বা ১৩৭৬)

(খ) "আন্মহতঃ সমানাধিকরণজাতীয়য়োঃ" (পাঃ ৬।৩।৪৬)

প্রশ্ন (সমাস—সাধারণ নিয়ম)

১। সমাস কাহাকে কহে ?

২। সমাস হইলে কি কি বিশেষ কার্য্য হয় ? দুই বা ততোধিক পদে সমাস হইলে কোন্ কোন্ বিভক্তির লোপ হয় ? শেষ পদের বিভক্তির লোপ হয় কি না ?

৩। 'শশীভূষণঃ'—এই পদে কি ব্যাকরণ-গত দোষ আছে, তাহা বল এবং শুদ্ধ কর।

৪। সমাস হইলে নঞের স্থানে কি কি হয় ? উদাহরণ দাও।

৫। সমাসে কিরূপ স্থলে দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয় ? কোথায় হয় না ? উদাহরণ দাও।

৬। সমস্ত পদের লিঙ্গ কিরূপ হয় ?

৭। কিরূপ শব্দের সকল সমাসেই পুংবদ্ভাব হয় ? উদাহরণ দাও।

৮। 'মহৎ' শব্দের বিশেষ নিয়ম কি ?

অব্যয়ীভাব-সমাস।

१। अव्ययीभावः (पा २।१।५)

এই প্রকরণে যে সমাস বিহিত হইতেছে, তাহার নাম অব্যয়ীভাব।

२। नपुंसकमव्ययीभावे। (ক)

অব্যয়ীভাব সমাস হইলে সমস্ত ভাগ নপুংসক-লিঙ্গ হয়। যথা—**अधिहरि।**

३। अदन्तात् विभक्तेरपञ्चम्या मः। (খ)

(ক) "অনব্যয়স্ত অব্যয়ীভবনং যস্মাৎ সোঽব্যয়ীভাবঃ"—প্র-র-মা। "অব্যয়ীভাবশ্চ" (পা ২।৪।১৮)

(খ) "নাব্যয়ীভাবাদতোঽম্ ত্বপঞ্চম্যাঃ" (পা ২।৪।৮৩)

অ-কারান্ত অব্যয়ীভাবের পরবর্ত্তী বিভক্তির স্থানে ম্ হয়। যথা—**কৃষ্ণমধিকৃত্য প্রবৃত্তা কথা, অধিকৃষ্ণম্**। পঞ্চমীর স্থানে হয় না। যথা,—**কৃষ্ণস্য সমীপাত্ গতঃ, উপকৃষ্ণাত্ গতঃ**।

৪। বিভাষা তৃতীয়াসপ্তম্যোঃ। (ক)

অ-কারান্ত অব্যয়ীভাবের পরবর্ত্তী তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির স্থানে বিকল্পে ম্ হয়। যথা,—**উপকৃষ্ণং উপকৃষ্ণেন কার্য্যং, উপকৃষ্ণং উপকৃষ্ণে স্থিতঃ**।

৫। লুক্ পরাত্। (খ)

অ-কারান্ত ভিন্ন অব্যয়ীভাবের পরবর্ত্তী বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—**শক্তিমনতিক্রম্য, যথাশক্তি**।

৬। সুপাব্যয়ং সমীপাদৌ। (গ)

সমীপ প্রভৃতি (৪৫) অর্থে সুবন্ত পদের সহিত অব্যয়ের সমাস

(ক) "তৃতীয়াসপ্তম্যোর্ব্বহুলম্" (পা ২।৪।৮৪)

(খ) অব্যয়ীভাবশ্চ" (পা ১।১।৪১); "অব্যয়াদাপ্ সুপঃ" (পা ২।৪।৮২)

(গ) "অব্যয়ং বিভক্তিসমীপসমৃদ্ধিব্যৃদ্ধ্যর্থাভাবাত্যয়াসম্প্রতিশব্দপ্রাদুর্ভাবপশ্চাদ্যথানুপূর্ব্ব্যযৌগপদ্যসাদৃশ্যসম্পত্তিসাকল্যান্তবচনেষু" (পা ২।১।৬)

(৪৫) সমীপ, অভাব, অত্যয়, অসম্প্রতি, পশ্চাত্, যোগ্য, বীপ্সা, অনতিবৃত্তি, আনুপূর্ব্ব্য, বিভক্তি, সাদৃশ্য, যাদৃশ্য, যৌগপদ্য, সাকল্য, সমৃদ্ধি, পর্য্যন্ত ইত্যাদি। "বঃ ক-সামীপ্য-সাদৃশ্য-সাকল্যানুক্রমর্দ্ধিষু। বীপ্সা-পর্য্যন্ত-যোগ্যত্ব-পশ্চাদর্থানতিক্রমে। শব্দপ্রাদুর্ভাবাভাব-যৌগপদ্যেষ্বনেকধা॥"—মুগ্ধবোধ। ব = অব্যয়ীভাব। ক = কারক।

হয়। যথা, সমীপ—**গৃহস্য সমীপম্ উপগৃহম্, গঙ্গায়াঃ সমীপম্ উপগঙ্গম্**। অভাব—**বিঘ্নস্যাভাবঃ নির্ব্বিঘ্নম্, মক্ষিকাণাম্ অভাবঃ নির্মক্ষিকম্**। অত্যয়—**হিমস্যাত্যয়ঃ অতিহিমম্, বাধায়া অত্যয়ঃ অতিবাধম্**। অসম্প্রতি—**নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে অতিনিদ্রম্, শোকঃ সম্প্রতি ন যুজ্যতে অতিশোকম্**। পশ্চাৎ—**রথস্য পশ্চাৎ অনুরথম্, গৃহস্য পশ্চাৎ অনুগৃহম্**। যোগ্যতা—**রূপস্য যোগ্যম্ অনুরূপম্, কুলস্য যোগ্যম্ অনুকুলম্**। বীপ্সা—**দিনং দিনং প্রতিদিনম্, গৃহং গৃহং প্রতিগৃহম্**। অনতিবৃত্তি—**শক্তিমনতিক্রম্য যথাশক্তি, স্থানমনতিক্রম্য যথাস্থানম্**। আনুপূর্ব্ব্য—**জ্যেষ্ঠস্যানুপূর্ব্ব্যেণ অনুজ্যেষ্ঠম্, বর্ণানাম্ আনুপূর্ব্ব্যেণ অনুবর্ণম্**। বিভক্ত্যর্থ—**হরৌ অধিহরি, গৃহে অধিগৃহম্**।

৩। সহঃ সোঽকালে। (ক)

অব্যয়ীভাব সমাসে সহ-শব্দ-স্থানে স হয়। যথা, সাদৃশ্য—**হরেঃ সদৃশং সহরি**। যৌগপদ্য—**চক্রেণ যুগপৎ সচক্রম্**। সাকল্য—**তৃণমপ্যপরিত্যজ্য সতৃণম্**। সমৃদ্ধি—**মদ্রাণাং সমৃদ্ধিঃ সুমদ্রম্ ; ভিক্ষাণাং সমৃদ্ধিঃ সুভিক্ষম্** (খ)। পর্য্যন্ত—**অগ্নি-**

(ক) "অব্যয়ীভাবে চাকালে" (পা ৬।৩।৮১)

(খ) "মদ্রাণাং ভিক্ষাণাং বাধিক্যেন ঋদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। সমৃদ্ধির প্রাধান্য না বুঝাইলে কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা—সমৃদ্ধা মদ্রাঃ সুমদ্রাঃ। "দেশভেদে তথানন্দে পুমান্ মদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। যদা মদ্রা নদীভেদে স্ত্রিয়াং ভদ্রেতি শাসনম্।"

অগ্নিপর্য্যন্তমধীতে সাগ্নি (ক)। কাল বুঝাইলে হয় না। যথা,—সহপূর্ব্বাহ্ণম্, সহাপরাহ্ণম্।

৮। যাবদবধারণে (পা ২।১।৮)

‘অবধারণ’ বুঝাইলে সুবন্তের সহিত যাবৎ এই শব্দের সমাস হয়। যথা,—যাবন্তঃ শ্লোকাস্তাবন্তঃ অচ্যুতপ্রণামাঃ যাবচ্ছ্লোকম্ (খ)। যাবদ্‌ভোজনপাত্রং ব্রাহ্মণান্ আমন্ত্রয়স্ব, যাবন্তি ভোজনপাত্রাণি বর্ত্তন্তে তাবতো ব্রাহ্মণান্ আমন্ত্রয়স্বেত্যর্থঃ।

৯। বিভাষা বহিরাদিঃ পঞ্চম্যা। (গ)

পঞ্চম্যন্ত পদের সহিত বহিস্ প্রভৃতি (৪৬) শব্দের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—বহির্গ্রামং গ্রামাদ্ বহিঃ, প্রাগুপবনং উপবনাৎ প্রাক্।

১০। আঙ্ মর্য্যাদাভিবিধ্যোঃ (পা ২।১।১৩)

মর্য্যাদা ও অভিবিধি (৪৭) বুঝাইলে সুবন্ত পদের সহিত

(ক) “যদ্যপ্যত্র সাকল্যমাত্ত, তথাপি অগ্নিগ্রন্থপর্য্যন্তমধীতে, ততোঽন্যৎ নাধীতে ইতি অস্য অসাকল্যার্থং বচনম্। এবং সালোকমধীতে, অসকলেঽপ্যধ্যয়নে আলোকপর্য্যন্তং পঠতীত্যর্থঃ”—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(খ) “শ্লোকানামিয়ত্তয়া প্রণামানামিয়ত্তা বিবক্ষিতা ইত্যর্থঃ”।—দুর্গাদাস

(গ) “অপপরিবহিরঞ্চবঃ পঞ্চম্যা” (পা ২।১।১২)

(৪৬) বহিস্, প্রাচ্, অবাচ্, প্রত্যচ্, পরি ইত্যাদি।

(৪৭) তেন বিনা মর্য্যাদা, তৎসহিতোঽভিবিধিঃ। “মর্য্যাদাঽভিবিধিস্তেন বিনা তেন সহ ক্রমাৎ।”—তত্ত্বসাগরস্থ

আঙ্ এই অব্যয়ের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**আমুক্তি, আ মুক্তেঃ সংসারঃ; আ সকলাৎ, আসকলং ব্রহ্ম।**

১১। লক্ষণেনাভি-প্রতী আভিমুখ্যে (পা ২।১।১৪)

'আভিমুখ্য' বুঝাইলে চিহ্ন-বাচক সুবন্ত পদের সহিত অভি, প্রতি, এই দুই অব্যয়ের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**অভ্যগ্নি, অগ্নিম্ অভি শলভাঃ পতন্তি** (ক); **প্রত্যগ্নি, অগ্নিং প্রতি।**

১২। যস্য চায়ামস্তেনানুঃ। (খ)

যাহার দৈর্ঘ্য বুঝায়, তাহার সহিত অনু এই অব্যয়ের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**অনুগঙ্গম্, গঙ্গায়া অনু বারাণসী; গঙ্গা-দৈর্ঘ্যসদৃশদৈর্ঘ্যোপলক্ষিতা ইত্যর্থঃ।**

১৩। পারেমধ্যে ষষ্ঠ্যা। (গ)

ষষ্ঠ্যন্ত পদের সহিত পার ও মধ্য শব্দের বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা,—**সমুদ্রস্য পারং পারেসমুদ্রম্; গঙ্গায়া মধ্যং মধ্যেগঙ্গম্; মহাভারতস্য মধ্যং মধ্যেমহাভারতম্।** নিপাতনে এ-কারাগম হয়। পক্ষে ষষ্ঠী সমাস। (ঘ)

(ক) অগ্নিং লক্ষীকৃত্য শলভাঃ পতন্তীত্যর্থঃ। অগ্নেরভিমুখমেব পতঙ্গাঃ পতন্তি, ন পার্শ্বে ন পৃষ্ঠত ইত্যভিপ্রায়ঃ। আভিমুখ্য না বুঝাইলে হয় না। যথা—গঙ্গামভি বসতি।

(খ) "যস্য চায়ামঃ" (পা ২।১।১৬)

(গ) "পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বা" (পা ২।১।১৮)। "ষষ্ঠ্যন্তৈরেবী পারমধ্যাবেত্বমনয়ো-চৈতয়োঃ" —প্র—র—মা

(ঘ) পারে গঙ্গাৎ, গঙ্গাপারাৎ, গঙ্গায়াঃ পারাৎ। মধ্যে গঙ্গাৎ, গঙ্গামধ্যাৎ, গঙ্গায়া

১৪। সংখ্যা নদীভিঃ সমাহারে। (ক)

সমাহার হইলে নদী-বাচক সুবন্ত পদের সহিত সংখ্যা-বাচক শব্দের অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা,—তিসৃণাং গঙ্গানাং সমাহারঃ ত্রিগঙ্গম্। এইরূপ পঞ্চনদম্, সপ্তগোদাবরম্। (ক)

১৫। অন্যপদার্থে চ সংজ্ঞায়াম্ (পা ২।১।২১)

সংজ্ঞা বুঝাইলে ও অন্য পদার্থ প্রতীয়মান হইলে নদী-বাচক শব্দের সহিত সুবন্ত পদের নিত্য অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা,—উন্মত্তা গঙ্গা যস্মিন্ উন্মত্তগঙ্গম্ (খ)। এইরূপ লোহিতগঙ্গম্, তূষ্ণীংগঙ্গম্, মন্দগঙ্গম্। ইমানি দেশবিশেষনামানি।

১৬। তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি। (পা ২।১।১৭)

অব্যয়ীভাব সমাসে 'তিষ্ঠদ্গু' প্রভৃতি (৪৮) শব্দ নিপাতনে

মধ্যাৎ। তিন প্রকার প্রয়োগই হইতে পারে। "পারেসমুদ্রং লঙ্কায়াং বসন্তং রাবণং পতিম্।" ভট্টি ৫।৪। "মধ্যেসুধাব্ধি মণিমণ্ডপরত্নবেদী"—বগলামুখী-স্তব।

(ক) "নদীভিশ্চ" (পা ২।১।২০) "সমাহারে চায়মিষ্যতে" (বা ১২৪৬)। এই সকল স্থলে দ্বিগু-সমাসের পরিবর্ত্তে অব্যয়ীভাব-সমাস হইবে। সপ্তগোদাবরম্—গোদাবরী যদিও একটীমাত্র, তথাপি এ স্থলে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী এই সপ্ত নদী বুঝিতে হইবে। ইহাই প্রয়োগ-রত্নমালা-টীকাকারের মত।

(খ) "অতিবেগবত্তয়া অনবরতং তীরভূমিভঙ্গকারিণীতি উন্মত্তা ইব গঙ্গা যস্মিন্; মৃত্তিকাদিলোহিতযোগাৎ লোহিনী গঙ্গা যস্মিন্নিতি বিগ্রহঃ"—প্রয়োগ-রত্নমালা-টীকা। কিন্তু ইহা প্রকৃত-পক্ষে সমাস-বাক্য নহে, অর্থ-কথন-মাত্র। কারণ এই সকল স্থলে সমাস নিত্য হওয়ায় 'বাক্য' হইতে পারে না। "নিত্যসমাসত্বাদ্ বাক্যমেষাং ন বিদ্যতে"—গোয়ীচন্দ্র।

(৪৮) তিষ্ঠদ্গু, বহদ্গু, আয়তীগবম্, খলেযবম্, খলেবুসম্, লূনযবম্,

সিদ্ধ হয়। যথা,—**তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্ কালে দোহায় তিষ্ঠদ্গু** (ক), **আয়ন্তি যস্মিন্ কালে গাবো গোষ্ঠম্ আয়তীগবম্**। (খ)

১৭। **শরদাদেরন্**। (গ)

অব্যয়ীভাব সমাস হইলে 'শরদ্' প্রভৃতি (৪৯) শব্দের উত্তর অন্ হয়; ন্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**শরদঃ সমীপম্, উপশরদম্**। এইরূপ **প্রতিদিশম্, আহিমবতম্, অনুদৃশম্**।

১৮। **জরায়া জরসন্যতরস্যাম্** (পা ৩।২।১০১)

অন্ হইলে জরা-শব্দ-স্থানে জরস্ হয়। যথা,—**জরায়াঃ সমীপম্ উপজরসম্**।

লূয়মানযবম্, পূতযবম্, পূয়মানযবম্, সংহৃতযবম্, সংক্রিয়মাণযবম্, সংহৃতবুসম্, সংক্রিয়মাণবুসম্, সমভূমি, সমপদাতি, সুষমম্, বিষমম্, দুঃষমম্, নিঃষমম্, অপসমম্, প্রৌঢ়ম্, পাপসমম, পুণ্যসমম্, প্রাহ্নম্, প্ররথম্, প্রমৃগম্, প্রদক্ষিণম্, অপদক্ষিণম্, সম্প্রতি, অসম্প্রতি।

(ক) "তিষ্ঠদ্গু দোহনকালঃ"—সি. কৌ; "কালবিশেষঃ"—সংক্ষিপ্তসার; "প্রদোষো রাত্রির্বা"—প্র. র. মা।

(খ) আয়তীগবম্—"ইহ শত্রাদেশঃ পুংবদ্ভাববিরহঃ সমাসান্তশ্চ নিপাত্যতে"—সি. কৌ। আয়তীগবম্ "প্রদোষঃ"—প্র. র. মা। 'তিষ্ঠদ্গু' প্রভৃতি শব্দের সহিত অন্য সমাস হয় না। "এষাং বৃত্ত্যন্তরং ন ভবতি, পরমতিষ্ঠদ্গু ইত্যাদি ন ভবতীত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী। "আতিষ্ঠদ্গু জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবম্"—ভট্টি ৪।১৪

(গ) "অব্যয়ীভাবে শরৎপ্রভৃতিভ্যঃ" (পা ৫।৪।১০৭)

(৪৯) শরদ্, বিপাশ্, অনস্, মনস্, উপানহ্, অনডুহ্, দিব্, হিমবত, হিরুক্, বিদ, সদ, দিশ্, দৃশ্, বিশ্, চতুর্, ত্যদ, যদ, কিয়ত, জরা।

১৯। সরজসোপশুনে। (ক)

সরজস ও উপশুন শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**রজোঽপ্য-পরিত্যজ্য সরজসম্, শুনঃ সমীপম্ উপশুনম্।**

২০। প্রতি-পরঃ-সমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ। (খ)

প্রতি, পরস্, সম্, অনু, ইহাদের পরবর্ত্তী অক্ষি-শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা,—**প্রত্যক্ষম্, পরোক্ষম্, সমক্ষম্, অন্বক্ষম্।** (গ)

২১। অনন্তাৎ। (ঘ)

অন্-ভাগান্ত শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা,—**উপরাজম্, অধ্যাত্মম্** (ঘ), **প্রত্যধ্বম্।**

(ক) "অচতুরবিচতুরসুচতুরস্ত্রীপুংসধেন্বনডুহর্ক্সামবাঙ্মনসাক্ষিভ্রুবদারগবোর্বষ্ঠীবপদষ্ঠীবনক্তন্দিবরাত্রিন্দিবাহর্দিবসরজসনিঃশ্রেয়সপুরুষায়ুষদ্ব্যায়ুষত্র্যায়ুষর্গ্যজুষজাতোক্ষমহোক্ষবৃদ্ধোক্ষোপশুনগোষ্ঠশ্বাঃ (পা ৫।৪।৭৭)

(খ) "অনশ্চ" (পা ৫।৪।১০৮)

(গ) প্রত্যক্ষম্—"বীপ্সায়াং যথার্থত্বেন সমাসঃ। অক্ষোরাভিমুখ্যমিত্যর্থে লক্ষণেনাভিপ্রতী (১১ সূত্র) ইতি বা সমাসঃ"—তত্ত্ববোধিনী। "প্রত্যক্ষো ঘট ইতি তু ইন্দ্রিয়ার্থেন অক্ষশব্দেন প্রাদিসমাসাৎ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ, গোয়ীচন্দ্র। পরোক্ষম্—অক্ষ্ণঃ পরি (৯ সূত্র), নিপাতনে পরি-শব্দ-স্থানে পরস্ আদেশঃ—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "অক্ষি অক্ষি পরি পরোক্ষমিতি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ"—সংক্ষিপ্তসার। "অক্ষোঃ পরঃ পরোক্ষং, পারস্করাদিত্বাৎ সুট্"—বিদ্যানিবাস। "অক্ষ্ণঃ পরমিতি বিগ্রহে * * * নিপাতনাৎ পরস্তোকারাদেশঃ। পরোক্ষা ক্রিয়া ইত্যাদি তু অর্শ আদ্যচি"—সি. কৌ। "অক্ষ্ণঃ পরম্ অবিষয় ইত্যর্থঃ, বৃত্তিবিষয়ে অক্ষিশব্দ ইন্দ্রিয়মাত্রগোচরঃ"—তত্ত্ববোধিনী। "অক্ষোঃ সমীপম্ ইতি বাক্যে সমক্ষম্ অন্বক্ষম্, সামীপ্যে অব্যয়ীভাবঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "সমক্ষমিতি অক্ষ্ণো যোগ্যং, অন্বক্ষমিতি অক্ষ্ণঃ পশ্চাদিত্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ"—তত্ত্ববোধিনী।

(ঘ) আত্মানম্ আত্মনি বা অধিকৃত্য অধ্যাত্মম্, বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

২২। বা নপুংসকাৎ।

নপুংসক অন্-ভাগান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে অন্ হয়। যথা—
উপচর্ম্মম্, উপচর্ম্ম। প্রত্যহম্, প্রত্যহঃ। (ক)

২৩। গিরি-নদী-পৌর্ণমাস্যাগ্রহায়ণীভ্যঃ।

গিরি, নদী, পৌর্ণমাসী ও আগ্রহায়ণী শব্দের উত্তর বিকল্পে অন্ হয়। যথা,—উপগিরম্, উপগিরি (খ); উপনদম্, উপনদি; উপপৌর্ণমাসম্, উপপৌর্ণমাসি; উপাগ্রহায়ণম্, উপাগ্রহায়ণি।

২৪। স্পর্শান্তাচ্চাপঞ্চমাৎ।

পঞ্চম ভিন্ন স্পর্শ-বর্ণান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে অন্ হয়। যথা,—
উপদৃষদম্, উপদৃষৎ; অনুসমিধম্, অনুসমিৎ (গ)

২৫। প্রতেরুরসঃ সপ্তমীস্থাৎ (পা ৫।৪।৮২)

প্রতি শব্দের পরবর্ত্তী সপ্তম্যর্থে বর্ত্তমান উরস্ শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা,—উরসি প্রত্যুরসম্। (ঘ)

২৬। অনুগবমায়ামে (পা ৫।৪।৮৩)

'দৈর্ঘ্য' বুঝাইলে অনুগবম্ এই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—গোঃ পশ্চাৎ অনুগবম্। (ঙ)

(ক) উপচর্ম্মমিতি সামীপ্যার্থে, প্রত্যহমিতি বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাবঃ—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(খ) "অসৌ পুরাতোঽনুগিরং তমালঃ"—রঘু ১৩।৪৯; "অনুগিরমৃতুভির্বিতায়মানাম্"—মাঘ ৭।১। "উপনদমপি নিশ্চলং ভবন্তং"—রাব ১৩।৭২

(গ) "প্রতিককুভমসৌ বিলোকয়ন্তী"—রাব ১৩।৭২

(ঘ) "প্রত্যুরসং লোম"—কাতন্ত্র (৩৯০ সূত্র)। বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ।

(ঙ) অনুগবং শকটম্। "গোরিব শকটমপি দীর্ঘমিত্যর্থঃ"—গোয়ীচন্দ্র।

প্রশ্ন (অব্যয়ীভাব-সমাস)

১। অব্যয়ীভাব-সমাস-নিষ্পন্ন পদ কোন্ লিঙ্গবিশিষ্ট হয় ?

২। অব্যয়ীভাব-সমাস-নিষ্পন্ন পদের কিপ্রকার রূপ হয় ? তাহার বিশেষ নিয়ম কি, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। কি কি বিশেষ বিশেষ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয় ? প্রত্যেকের উদাহরণ দাও।

৪। অব্যয়ীভাব সমাসে কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কি কি প্রত্যয় হয় ? উদাহরণ দাও।

৫। অন্য-পদার্থ-প্রধান অব্যয়ীভাবের উদাহরণ দাও।

৬। নিম্ন-লিখিত পদগুলির সমাস ও সমাস-বাক্য লিখ—এবং সমাসের কোনও বিশেষ নিয়ম থাকিলে তাহারও উল্লেখ কর :—উপগিরম্, প্রত্যুরসম্, উপচর্ম্মম্, অধ্যাত্মম্, প্রত্যক্ষম্, উপশুনম্, প্রতিদিশম্, ত্রিদণ্ডি, অভ্যগ্নি, অনুগঙ্গম্, পারেসমুদ্রম্, বহির্গ্রামম্, সতৃণম্, অধিহরি।

৭। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও :—যথাশক্তিম্, আসমুদ্রস্য, প্রতিদিবসান্, প্রতিদিশঃ, পরমত্রিদণ্ডি, উপশরদি, সমক্ষা, উপচর্ম্মঃ।

৮। অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ দিয়া ৫টী বাক্য রচনা কর।

৯। ৬ষ্ঠ প্রশ্নে পদগুলির মধ্যে যদি কোনটীর বিকল্প-পক্ষে অন্য কোনও পদ হয়, তাহা হইলে তাহাও দেখাও।

১০। সমাস কর :—আয়ন্তি যস্মিন্ কালে গাবো গোষ্ঠম্। গঙ্গায়া মধ্যম্। চক্রেণ যুগপৎ। হরেঃ সদৃশম্। মক্ষিকাণাম্ অভাবঃ। গৃহস্য পশ্চাৎ। রূপস্য যোগ্যম্। গঙ্গায়াঃ সমীপম্। হরৌ। বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ।

তৎপুরুষ-সমাস।

১। তৎপুরুষঃ (পা ২।১।২২)

এই প্রকরণে যে সমাস বিহিত হইতেছে, তাহার নাম তৎ-পুরুষ। (ক)

২। পরলিঙ্গং তৎপুরুষে। (খ)

তৎপুরুষ সমাস হইলে সমস্ত ভাগ পর-পদের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

৩। রাত্রাহ্নাহাঃ পুমাংসঃ। (গ)

তৎপুরুষ সমাস হইলে সমস্ত ভাগের অন্তস্থিত রাত্র, অহ্ন ও অহ পুংলিঙ্গ হয়।

৪। নপুংসকং রাত্রং সংখ্যাপূর্ব্বম্। (ঘ)

সংখ্যা-বাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে রাত্র নপুংসক হয়।

৫। পুণ্যাদহ্নঃ। (ঙ)

পুণ্য শব্দের পরবর্ত্তী অহ নপুংসক হয়।

(ক) পাণিনি-মতে কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু তৎপুরুষেরই অন্তর্গত। এ স্থলেও সেই মতেরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

(খ) "পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োঃ" (পা ২।৪.২৬)

(গ) "রাত্রাহ্নাহাঃ পুংসি" (পা ২।৪।২৯)

(ঘ) "সংখ্যাপূর্ব্বং রাত্রং ক্লীবম্" (পাণিনীয়ং লিঙ্গানুশাসনম্ ১৩১)

(ঙ) "পুণ্যসুদিনাভ্যামহ্নো নপুংসকত্বং বক্তব্যম্" (বা ১৫৫৩)

৬। দ্বিতীয়া শ্রিতাদিভিঃ। (ক)

'শ্রিত' প্রভৃতি সুবন্ত পদের সহিত দ্বিতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**কষ্টং শ্রিতঃ কষ্টশ্রিতঃ দুঃখমতীতঃ দুঃখাতীতঃ, কূপং পতিতঃ কূপপতিতঃ, গৃহং গতঃ গৃহগতঃ, তুহিনমত্যস্তঃ তুহিনাত্যস্তঃ, সুখং প্রাপ্তঃ সুখপ্রাপ্তঃ, সুখমাপন্নঃ, সুখাপন্নঃ, গ্রামং গামী গ্রামগামী, অন্নং বুভুক্ষুঃ অন্নবুভুক্ষুঃ, বেদং বিদ্বান্ বেদবিদ্বান্।** (খ)

৭। খট্বা ক্তেন কুৎসায়াম্। (গ)

'নিন্দা' বুঝাইলে ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন সুবন্ত পদের সহিত দ্বিতীয়ান্ত খট্বা-শব্দের সমাস হয়। যথা,—**খট্বারূঢ়ঃ, উৎপথপ্রস্থিত ইত্যর্থঃ।** নিত্য সমাস। (ঘ)

(ক) "দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ" (পা ২।১।২৪); "শ্রিতাদিষু গমিগম্যাদীনামুপসংখ্যানম্" (বা ১২৪৭)

(খ) "শোভাশ্রিতাস্তাঃ পরিতঃ প্রজেশং রত্নাকরাতীতযশঃপ্রবাহম্। কৃতাখিলাপৎপতিতারিলোকং বিপদ্গতানামনুকম্পিতারম্" ।—রাঘ ৪।৮৪। শ্রিতাদি যথা—"আশ্রিত-শ্রিত-বিদ্বাংসোঽতীতাত্যস্ত-বুভুৎসবঃ। আপন্ন-পতিত-প্রাপ্ত-গামি-গামি-বুভুক্ষবঃ" ।—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "দ্বিতীয়ান্তাশ্চ ক্তান্তেন কালবাচিদিশাদয়ঃ। খট্বাক্ষেপেঽত্যন্তযোগে কালাঃ শ্রিতাদিভিস্তথা ॥"—প্র-র-মা

(গ) "খট্বা ক্ষেপে" (পা ২।১।২৬)

(ঘ) বিদ্যাসাগর মহাশয় নিত্য-সমাসের উদাহরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন "খট্বাম্ আরূঢ়ঃ খট্বারূঢ়ঃ"। কিন্তু নিত্য সমাসে বাক্য বলা অসঙ্গত।

"সবাক্যো যঃ সমাসঃ স্যাৎ স বিকল্পঃ সুসম্মতঃ। বাক্যাভাবে তু নিত্যং স্যাদিতি শব্দবিদো বিদুঃ" ।—শ্রীরাম। যে সমাসের 'বাক্য' থাকে সেই সমাস বিকল্পে হয়। যে সমাসে বাক্য হয় না, তাহাকেই নিত্য সমাস বলে। এস্থলে 'খট্বারূঢ়ঃ' এই সমস্ত পদে

৮। **কালা অত্যন্তসংযোগে।** (ক)

'অত্যন্ত-সংযোগ' বুঝাইলে সুবন্ত পদের সহিত দ্বিতীয়ান্ত কাল-বাচক সুবন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**মুহূর্ত্তং সুখম্ মুহূর্ত্ত-সুখম্, মাসং গম্য: মাসগম্য:, বর্ষং ভোগ্য: বর্ষভোগ্য: ; মুহূর্ত্তং মাসং বর্ষং ব্যাপ্য ইত্যর্থ:।**

৯। **তৃতীয়া পূর্ব্বাদিভি:।** (খ)

পূর্ব্ব প্রভৃতি সুবন্ত পদের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**মাসেন পূর্ব্ব: মাসপূর্ব্ব:, বর্ষেণ অবর: বর্ষাবর:, বাচা কলহ: বাক্কলহ:, গুড়েন মিশ্র: গুড়মিশ্র:, আচারেণ শ্লক্ষ্ণ:**

নিন্দা বুঝাইতেছে, কিন্তু 'খট্বাম্ আরূঢ়:' এই অসমস্ত বাক্যে নিন্দা বুঝায় না। কারণ 'খট্বায় আরোহণ' নিন্দিত কার্য্য নহে। এইজন্য এস্থলে নিত্য সমাস; অর্থাৎ সমাস হইবে, কিন্তু সমাসের ব্যাস-বাক্য হইবে না। 'খট্বারূঢ়' শব্দে নিন্দা বুঝায় কেন? মুগ্ধবোধ-টীকাকার কার্ত্তিক সিদ্ধান্ত বলেন—যে শিষ্য গুরুর আদেশ না লইয়া 'খট্বায় আরোহণ' করে, আচার-লঙ্ঘন করায় সেই দুর্বিনীত শিষ্যকে 'খট্বারূঢ়' বলে। তত্ত্ব-বোধিনী-মতে—বেদপাঠ ও ব্রত সমাপ্ত করিয়া যে শিষ্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, সেই শিষ্যই 'খট্বায় আরোহণ' করিতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য-কালে ভূমি-শয়নই শাস্ত্র-সম্মত ও উপযুক্ত কার্য্য। কিন্তু যে শিষ্য তাহা না করিয়া 'খট্বায় শয়ন' করে, তাহাকেই 'খট্বারূঢ়' বলে। ইহা রূঢ় শব্দ। অতএব কোনও ব্যক্তি খট্বায় আরোহণ করুক বা নাই করুক, যদি সে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তবে তাহাকেই 'খট্বারূঢ়' বলে। নিন্দা না বুঝাইলে হয় না। যথা—"খট্বামারূঢ়োঽধ্যাপক: শিষ্যান্ অধ্যাপয়তি"। "খট্বারূঢ়: স্মৃতে খট্বামবিনীতে চ বাচ্যবৎ।"—প্র-র-মালা।

(ক) "অত্যন্তসংযোগে চ" (পা ২।১।২৯)

(খ) "তৃতীয়া তৎকৃতার্থেন গুণবচনেন" (পা ২।১।৩০) "পূর্ব্বসদৃশসমোনার্থকলহ-নিপুণমিশ্রশ্লক্ষ্ণৈঃ" (পা ২।১।৩১)

আচারশ্লক্ষ্ণঃ, ধনেন অর্থঃ ধনার্থঃ, মাত্রা সদৃশী মাতৃসদৃশী, পিত্রা সমঃ পিতৃসমঃ।

১০। ঊনার্থৈশ্চ।

'ঊনার্থ' সুবন্ত পদের সহিত তৃতীয়ান্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**একেন ঊনঃ একোনঃ, বিদ্যয়া হীনঃ বিদ্যাহীনঃ, শ্রমেণ রহিতঃ শ্রমরহিতঃ, গর্ব্বেণ শূন্যঃ গর্ব্বশূন্যঃ, অঙ্গেন বিকলঃ অঙ্গবিকলঃ।**

১১। কৃতা কর্ত্তৃকরণয়োঃ। (ক)

কৃৎ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন সুবন্ত পদের সহিত কর্ত্তায় ও করণে বিহিত তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা, কর্ত্তায়—**ব্যাঘ্রেণ হতঃ ব্যাঘ্রহতঃ, অহিনা দষ্টঃ অহিদষ্টঃ, ব্যাসেন রচিতঃ ব্যাসরচিতঃ, পাণিনিনা প্রণীতং পাণিনিপ্রণীতম্, নারদেন প্রোক্তং নারদপ্রোক্তম্, দ্বিজেন ভক্ষ্যং দ্বিজভক্ষ্যম্, পুত্রেণ দেয়ং পুত্রদেয়ম্।** করণে—**নখৈর্ভিন্নঃ নখভিন্নঃ, অসিনা ছিন্নম্ অসিচ্ছিন্নম্, অগ্নিনা দগ্ধঃ অগ্নিদগ্ধঃ, জলেন সিক্তঃ জলসিক্তঃ, অঞ্জলিনা পেয়ম্ অঞ্জলিপেয়ম্, শিরসা ধার্য্যং শিরোধার্য্যম্।**

১২। চতুর্থী বলি-হিত-সুখৈঃ। (খ)

সুবন্ত বলি, হিত ও সুখ শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস

(ক) "কর্ত্তৃকরণে কৃতা বহুলম্" (২।১।৩২)

(খ) "চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ" (পা ২।১।৩৬)। "তদর্থেন প্রকৃতি-বিকারভাবে সমাসোঽয়মিষ্যতে" (কাশিকা)। "অর্থেন নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চ

হয়। যথা,—**ভূতায় বলি: ভূতবলি:, পুত্রায় হিতম্ পুত্রহিতম্, ভ্রাত্রে সুখম্ ভ্রাতৃসুখম্।**

১৩। অর্থেন চ। (ক)

'অর্থ' শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস হয়। সমস্ত ভাগ বিশেষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যথা,—**দ্বিজার্থ: সূপ:, দ্বিজার্থা যবাগূ:, দ্বিজার্থং পয়:।** নিত্য সমাস।

১৪। বিকৃতি: প্রকৃত্যা তাদর্থ্যে। (ক)

'তাদর্থ্য' বুঝাইলে প্রকৃতি-বাচক সুবন্ত পদের সহিত বিকৃতি-বাচক চতুর্থ্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**কুণ্ডলায় হিরণ্যং কুণ্ডলহিরণ্যম্, যূপায় দারু যূপদারু।** (ক)

১৫। পঞ্চমী ভয়াদিভি:। (খ)

'ভয়' প্রভৃতি সুবন্ত পদের সহিত পঞ্চম্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**ব্যাঘ্রাত্ ভয়ম্ ব্যাঘ্রভয়ম্, ব্যাঘ্রাত্ ভীত: ব্যাঘ্রভীত:, গৃহাত্ নির্গত: গৃহনির্গত:, অধর্ম্মাত্ জুগুপ্সু: অধর্ম্মজুগুপ্সু:, সুখাত্ অপেত: সুখাপেত:, বন্ধনাত্ মুক্ত: বন্ধনমুক্ত:, বৃথাত্**

ইতি বক্তব্যম্" (বা ১২৭৩-১২৭৪)। "চতুর্থ্যন্তাস্তদর্থাদিবলিহিতসুখরক্ষিতৈ:"—প্র-র-মা। "অর্থেন নিত্যং সমাসঃ স চ বাচ্যস্থ লিঙ্গভাক্। যজ্ঞার্থং দধি যজ্ঞার্থামিক্ষা যজ্ঞার্থ ওদনঃ" ।—প্র-র-মা

(ক) অশ্বঘাসঃ, বাসগৃহম্, রন্ধনস্থালী প্রভৃতি উদাহরণে ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস, ৪র্থী-তৎপুরুষ নহে।

(খ) "পঞ্চমী ভয়েন" (পা ২।১।৩৭) "ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বাচ্যম্" (বা ১২৭৫)। "পঞ্চম্যন্তা ভয়ার্থৈন"—প্র-র-মা

পতিতঃ রথপতিতঃ, তরঙ্গাৎ অপত্রস্তঃ তরঙ্গাপত্রস্তঃ, বিদেশাৎ আগতঃ বিদেশাগতঃ।

১৬। ষষ্ঠী সমর্থেন। (ক)

'সমর্থ' সুবন্ত পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**গঙ্গায়া জলম্ গঙ্গাজলম্, তরোঃ ছায়া তরুচ্ছায়া, অগ্নেঃ শিখা অগ্নিশিখা, বায়োঃ বেগঃ বায়ুবেগঃ, জলস্য প্রবাহঃ জলপ্রবাহঃ, সুখস্য ভোগঃ সুখভোগঃ, পয়সঃ পানং পয়ঃপানম্, কন্যায়াঃ দানং কন্যাদানম্, গবাং দোহঃ গোদোহঃ, আশায়াঃ ভঙ্গঃ আশাভঙ্গঃ, দশায়াঃ অন্তঃ দশান্তঃ, সূর্য্যস্য উদয়ঃ, সূর্য্যোদয়ঃ, বৃষ্টেঃ পাতঃ বৃষ্টিপাতঃ, শিরসঃ ছেদঃ শিরশ্ছেদঃ, গবাং বধঃ গোবধঃ, পিতুঃ গৃহং পিতৃগৃহম্, রাজ্ঞঃ ভবনং রাজভবনম্, মনোঃ বচনং মনুবচনম্, অর্থস্য নাশঃ অর্থনাশঃ, কূপস্য উদকং কূপোদকম্।**

১৭। ন নির্দ্ধারণে (পা ২।২।১০)

'নির্দ্ধারণ'-অর্থে বিহিত ষষ্ঠীর সমাস হয় না। যথা,—**মনুষ্যাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ, গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা।** (খ)

(ক) "ষষ্ঠী" (পা ২।২।৮)

(খ) পুরুষাণাম্ উত্তমঃ পুরুষোত্তমঃ,—এস্থলে নির্দ্ধারে ৬ষ্ঠী, অথচ সমাস হইল কেন? কেহ কেহ বলেন—পুরুষোত্তমঃ এই পদে ৭মীতৎপুরুষ সমাস, ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ নহে। কিন্তু তাহা হইলে "ন নির্দ্ধারণে" এরূপ সূত্রের কোনই সার্থকতা থাকে না। কারণ যে যে স্থলে ৬ষ্ঠী সমাস নিষেধ করা হইল, সেই সেই স্থলেই নির্দ্ধার-অর্থে বিহিত ৭মীর সহিত ৭মীতৎপুরুষ সমাস করা যাইতে পারে। এই জন্যই প্রয়োগ-রত্ন-মালার টীকাকার

১৮। ন পূরণার্থৈঃ (ক)

পূরণার্থ পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয় না। যথা,—**রাজ্ঞাং প্রথমঃ, পুত্রয়োঃ দ্বিতীয়ঃ, ভ্রাতৄণাং তৃতীয়ঃ, মিত্রাণাং চতুর্থঃ, ছাত্রাণাং পঞ্চমঃ।**

১৯। ন গুণবাচিভিঃ। (ক)

গুণ-বাচক পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয় না। যথা—**পটস্য শুক্লঃ, জলস্য শীতলম্, কাকস্য কার্ষ্ণ্যম্।** কোনও কোনও স্থলে হয়। যথা,—**অর্থস্য গৌরবম্ অর্থগৌরবম্, বুদ্ধেঃ মান্দ্যম্ বুদ্ধিমান্দ্যম্, অর্থস্য কার্শ্যম্ অর্থকার্শ্যম্।** (ক)

২০। ন তৃপ্ত্যর্থৈঃ। (ক)

তৃপ্ত্যর্থ পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয় না। যথা,—**অপাং তৃপ্তঃ, ফলানাং সুহিতঃ, অন্নস্য আশিতঃ।**

বলিয়াছেন যে, নির্দ্ধারণ-অর্থে ৭মী সমাসও হয় না। কারণ নির্দ্ধারণ-অর্থে বিহিত ৬ষ্ঠী ও ৭মীর অর্থগত কোন ভেদ নাই এবং তাহা হইলে ৬ষ্ঠী সমাসের নিষেধও বিফল হইয়া যায়। তবে 'পুরুষোত্তম' কিরূপে হইল? কৈয়টের মতে—যাহা হইতে নির্দ্ধারিত হয়, যে একদেশ নির্দ্ধারিত হয়, এবং যাহা নির্দ্ধারণের হেতু—সেই তিনটী একত্র হইলে ষষ্ঠী-সমাস নিষিদ্ধ হইবে। পুরুষোত্তমঃ—এই পদে নির্দ্ধারিত একদেশের উল্লেখ না থাকায় ষষ্ঠীসমাস নিষিদ্ধ হইল না। পুরুষাণাং বিষ্ণুঃ উত্তমঃ,—এই বাক্যে পূর্ব্বোক্ত তিনটী একত্র হওয়ায় সমাস হইবে না। প্রৌঢ়মনোরমা এবং তত্ত্ববোধিনীরও এই মত। "নির্দ্ধারণে চ যা ষষ্ঠী সা ষষ্ঠী ন সমস্যতে।"—প্র-র-মা

(ক) "পূরণগুণসুহিতার্থসদব্যয়তব্যসমানাধিকরণেন" (পা ২।২।১১)। "শত্রানব্যয়-তব্যেন পূরণেনাথ ডমান্তকৈঃ।"—প্র-র-মা।

"গুণিভাবণযোগ্যেস্ত গুণবাচিপদৈরপি"।—প্র-র-মা।

২১। ন তৃজকাভ্যাং যাজকাদিবর্জ্জম্। (ক)

তৃচ্ ও অক প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন পদের সহিত ষষ্ঠ্যন্ত পদের সমাস হয় না। যথা, তৃচ্—জগতঃ স্রষ্টা, সুখস্য দাতা, দুঃখস্য হর্ত্তা ; অক—প্রজানাং পালকঃ, বৃক্ষাণাং ছেদকঃ, মনুষ্যাণাং ঘাতকঃ। যাজকাদির হয়। যথা,—শূদ্রযাজকঃ, দেবপূজকঃ, রাজপরিচারকঃ, বেদাধ্যাপকঃ, দেবস্নাপকঃ, ভুবনভর্ত্তা, হবির্হোতা, গুণগ্রহীতা, গুণগ্রাহকঃ। (খ)

(ক) "তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি" (পা ২।২।১৫) ; "যাজকাদিভিশ্চ" (পা ২।২।৯)

"শৌণ্ড-কিতব-সংবীত-প্রবীণ-ব্যাড়-পণ্ডিতাঃ। সিদ্ধঃ সাংসিকো দক্ষশ্চতুরো নিপুণঃ পটুঃ। কুশলশ্চপলো ধূর্ত্তঃ শুক্ল-পক্বাবধীত্যপি। মধ্যার্থস্ত্বন্তরা বদ্ধঃ পরে শিষ্টপ্রয়োগতঃ" ॥—শ্রীরামতর্কবাগীশ। শুক্লপক্বৌ + অধি = শুক্লপক্বাবধি, অধি যথা—পরেষু অধি পরাধীনঃ, ঈন প্রত্যয় করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। মধ্যার্থে অন্তঃ যথা—বনান্তর্বসতি বনমধ্যে বসতীত্যর্থঃ।

(খ) যাজকাদি যথা—"হোতা পত্যর্থভর্ত্তা চ হন্তা যাজক-পূজকৌ। গণকো রথপত্তিভ্যাং স্নাপকঃ পরিচারকঃ। উৎসাদকোদ্বর্ত্তকাধ্যাপকাশ্চ পরিবেষকঃ। প্রযোজক ইমে প্রোক্তাঃ শেষং জ্ঞেয়ং প্রয়োগতঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। ভাববাচ্যে অক প্রত্যয় হইলে ৬ষ্ঠী সমাস নিষিদ্ধ নহে। যথা—তমোভেদিকা চন্দ্রস্য।

বর্ত্তমান-কালে বিহিত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত যোগে যে ৬ষ্ঠী হয়, তাহার সহিত সমাস হয় না ("ক্তেন চ পূজায়াং"—পা ২।২।১২)। যথা—রাজ্ঞাং জ্ঞাতঃ, নরাণাং পূজিতঃ।

অধিকরণ-বাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত যোগে যে ৬ষ্ঠী হয়, তাহার সহিত সমাস হয় না, ("অধিকরণবাচিনা চ"—পা ২।২।১৩)। যথা—ইদমেষামাসিতং গতং ভুক্তং বা। কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ত্র ষষ্ঠীর সম্ভাবনা থাকিলে কর্ম্মে যে ৬ষ্ঠী হয়, তাহার সহিত সমাস হয় না ("কর্ম্মণি চ"—পা ২।২।১৪)। যথা—গবাং দোহো গোপেন, সমুদ্রস্য বন্ধো বানরৈঃ। যে সকল কৃদন্ত শব্দ অব্যয় হয়, তাহাদের সহিত ৬ষ্ঠী সমাস হয় না। যথা—ব্রাহ্মণস্য

২২। सप्तमी शौण्डादिभिः। (ক)

শৌণ্ড প্রভৃতি (৫০) শব্দের সহিত সপ্তম্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—दाने शौण्डः दानशौण्डः, शास्त्रे प्रवीणः शास्त्रप्रवीणः, रणे पण्डितः रणपण्डितः, क्रीड़ायां कुशलः क्रीड़ाकुशलः, कर्म्मसु निपुणः कर्म्मनिपुणः, आतपे शुष्कः आतपशुष्कः, स्थाल्यां पक्कः स्थालीपक्कः।

২৩। कृत्यैर्ऋणे (পা ২।১।৪৩)

'ঋণ' বুঝাইলে কৃত্য-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের সহিত সপ্তম্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—मासे देयं मासदेयम् ऋणम्, वर्षे परिशोध्यं वर्षपरिशोध्यम् ऋणम्।

২৪। क्तेनाहोरात्रावयवाः (পা ২।১।৪৫)

ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের সহিত দিন ও রাত্রির অবয়ব-বোধক সপ্তম্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—पूर्व्वाह्णे कृतं पूर্व্বাह्णकृतम्, अपराह्णे कृतम् अपराह्णकृतम्, पूर्व्वरात्रे कृतं पूर्व्वरात्रकृतम्, अपररात्रे कृतम् अपररात्रकृतम्।

২৫। कुत्सायां क्तान्तवाचिना। (খ)

কৃত্য। শতৃ ও শান প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত সমাস হয় না। যথা—দেবস্য কুর্ব্বন্, ব্রাহ্মণস্য কুর্ব্বাণঃ।

(ক) "সপ্তমী শৌণ্ডৈঃ" (পা ২।১।৪০); "সিদ্ধশুষ্কপক্কবন্ধৈশ্চ" (পা ২।১।৪১)।

(৫০) शौण्ड, धूर्त्त, कितव, प्रवीण, संवीत, पटु, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्क इत्यादि।

(খ) "ধ্বাঙ্ক্ষেণ ক্ষেপে" (পা ২।১।৪২)

'নিন্দা' বুঝাইলে কাক-বাচক সুবন্ত পদের সহিত সপ্তম্যন্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**তীর্থে কাক ইব তীর্থকাকঃ, তীর্থবায়সঃ, তীর্থধ্বাঙ্ক্ষঃ, অনবস্থিত ইত্যর্থঃ।** (ক)

২৬। পূর্ব্বাদিরেকদেশিনৈকবচনে। (খ)

একবচনান্ত অবয়বীর সহিত পূর্ব্ব, অপর, অধর, উত্তর, ইহাদের সমাস হয়। যথা,—**পূর্ব্বং কায়স্য পূর্ব্বকায়ঃ।** এইরূপ **অপরকায়ঃ, অধরকায়ঃ, উত্তরকায়ঃ।** একবচন না হইলে হয় না। যথা,—**পূর্ব্বং ছাত্রাণাম্ আমন্ত্রয়স্ব।**

২৭। অর্দ্ধং নপুংসকম্ (পা ২।২।২)

একবচনান্ত অবয়বীর সহিত ক্লীবলিঙ্গ অর্দ্ধ শব্দের সমাস হয়। যথা,—**অর্দ্ধং পিপ্পল্যাঃ অর্দ্ধপিপ্পলী।** অন্য লিঙ্গে হয় না। যথা, —**গ্রামস্য অর্দ্ধঃ।** একবচন না হইলে হয় না। যথা,—**অর্দ্ধং পিপ্পলীনাম্।** (গ)

(ক) তীর্থে কাক যেমন এক স্থানে অধিক-ক্ষণ থাকে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি তীর্থে কাকের ন্যায় কর্ত্তব্য-কার্য্যে অনবস্থিত, তাহাকে 'তীর্থকাক' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। —গোয়ীচন্দ্র

(খ) "পূর্ব্বাপরাধরোত্তরমেকদেশিনৈকাধিকরণে" (পা ২।২।১)

(গ) ভাষ্যকারের মতে এরূপ সূত্রের কোনই প্রয়োজন নাই। এই একদেশি-সমাস ষষ্ঠী-সমাসের বাধক। কিন্তু ভাষ্যকার বলেন, এই সকল স্থলে ষষ্ঠী-সমাসও হইতে পারে। যথা—অপূপার্দ্ধং ময়া ভক্ষিতং, গ্রামার্দ্ধং ময়া লব্ধম্। অতএব ভাষ্যকারের মতে অর্দ্ধং পিপ্পল্যাঃ এই বাক্যে যেমন অর্দ্ধপিপ্পলী হয়, সেইরূপ পিপ্পল্যর্দ্ধম্ এইরূপ ষষ্ঠী সমাসও হইতে পারে। কৈয়ট বলেন, পাণিনি ও কাত্যায়ন অপেক্ষা ভাষ্যকারেরই অধিকতর প্রামাণ্য, কারণ ভাষ্যকার ইঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর লক্ষ্য দর্শন

२८। कालाः परिमाणिना (पा २।२।५)

পরিচ্ছেদ্য-বাচক পদের সহিত কাল-বাচক পদের সমাস হয়। যথা,—**मासो जातस्य मासजातः** (ক), **वर्षो मृतस्य वर्षमृतः।**

२९। एकदेशवाचिना च। (খ)

একদেশ-বাচক পদের সহিত কাল-বাচক পদের সমাস হয়।

३०। अह्नोऽह्न एकदेशात्। (গ)

একদেশ-বাচক পদের পরবর্ত্তী অহন্-শব্দ-স্থানে অহ্ন হয়। যথা,—**पूर्व्वम् अह्नः पूर्व्वाह्णः, मध्यम् अह्नः मध्याह्नः, अपरम् अह्नः अपराह्णः, सायम् अह्नः सायाह्नः।**

३१। रात्रेरन्। (ঘ)

একদেশ-বাচক পদের পরবর্ত্তী রাত্রি শব্দের উত্তর অন্ হয়; ন্

করিয়াছেন। সংক্ষিপ্তসারে এবং প্রৌঢ়মনোরমায় ভাষ্যকারেরই মত সমর্থিত হইয়াছে। খণ্ড-বাচক অর্দ্ধ-শব্দ নিত্য নপুংসক নহে। যথা, গ্রামার্দ্ধঃ, নগরার্দ্ধঃ। সমাংশ-বাচক অর্দ্ধ-শব্দ নিত্য নপুংসক। সূত্রে তাহারই গ্রহণ হইয়াছে। "অর্দ্ধঃ খণ্ডে সমাংশেঽর্দ্ধম্।"

(ক) "যস্য হি জননাদূর্দ্ধং মাসো গতঃ স মাসজাত ইতি ব্যবহ্রিয়তে"—প্রৌঢ়মনোরমা। "কালো জাতস্য মাসেন পরিচ্ছিদ্যতে। তথাহি—কিয়ান্ কালোঽস্য জাতস্যেতি প্রশ্নে মাস ইত্যাদি প্রতিবচনং স চ ত্রিংশদ্রাত্র্যাত্মক এব সংপদ্যতে"।—কৈয়টঃ

(খ) "সর্ব্বোঽপ্যেকদেশোঽহ্না সমস্যতে, সংখ্যাবিসায়েতি জ্ঞাপকাৎ" (পা ৬।৩।১১০)

(গ) "অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ" (পা ৫।৪।৮৮)

(ঘ) "অহঃসর্ব্বৈকদেশসংখ্যাতপুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ" (পা ৫।৪।৮৭)

ইং, অ থাকে। যথা,—**পূর্ব্বং রাত্রেঃ পূর্ব্বরাত্রঃ** (ক), **মধ্যং রাত্রেঃ মধ্যরাত্রঃ, অপরং রাত্রেঃ অপররাত্রঃ।**

৩২। বিভাষা দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-তুর্য্যাণি। (খ)

ষষ্ঠ্যন্ত অবয়বীর সহিত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, তুর্য্য, ইহাদের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**দ্বিতীয়ং ভিক্ষায়াঃ দ্বিতীয়ভিক্ষা, তৃতীয়ং ভিক্ষায়াঃ তৃতীয়ভিক্ষা, চতুর্থং ভিক্ষায়াঃ চতুর্থভিক্ষা, তুর্য্যং ভিক্ষায়াঃ তুর্য্যভিক্ষা।** পক্ষে ষষ্ঠী সমাস। যথা,—**ভিক্ষায়াঃ দ্বিতীয়ম্, ভিক্ষাদ্বিতীয়ম্।** এইরূপ **ভিক্ষাতৃতীয়ম্, ভিক্ষা-চতুর্থম্, ভিক্ষাতুর্য্যম্।** (গ)

৩৩। অলং চতুর্থ্যা পুংবচ্চ। (ঘ)

চতুর্থ্যন্ত পদের সহিত অলম্, এই অব্যয়ের সমাস ও চতুর্থ্যন্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**অলং জীবিকায়ৈ অলং-জীবিকঃ।**

৩৪। অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদৌ দ্বিতীয়য়া। (ঙ)

ক্রান্ত প্রভৃতি অর্থে দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত অতি প্রভৃতির

(ক) তত্ত্ববোধনী-মতে একদেশি-সমাস-স্থলেই এই নিয়ম। কিন্তু যদি রাত্রি শব্দের একদেশে লক্ষণা স্বীকার করিয়া কর্ম্মধারয় সমাস করা যায়, তাহা হইলে "পূর্বরাত্রিঃ" এইরূপই হইবে।

(খ) "দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থতুর্যাণ্যন্যতরস্যাম্" (পা ২।২।৩)

(গ) শ্রীরাম তর্কবাগীশের মতে 'তুরীয়' শব্দও ইহার অন্তর্গত।

(ঘ) "দ্বিগুপ্রাপ্তাপন্নালংপূর্বগতিসমাসেষু প্রতিষেধো বাচ্যঃ" (বা ১৩৪৫) ; "অতএব জ্ঞাপকাৎ সমাসঃ"—ভট্টোজি

(ঙ) "অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া" (বা ১[illegible]

সমাস ও স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিতীয়ান্ত পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**অতিক্রান্তঃ খট্বাম্ অতিখট্বঃ, উৎক্রান্তো বেলাম্ উদ্বেলঃ।** (ক)

৩৫। অবাদয়ঃ ক্রুষ্টাদৌ তৃতীয়য়া। (খ)

'ক্রুষ্ট' প্রভৃতি অর্থে তৃতীয়ান্ত পদের সহিত 'অব' প্রভৃতির সমাস ও স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ান্ত পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**অবক্রুষ্টঃ কোকিলয়া অবকোকিলঃ ক্রুষ্টঃ সম্বদ্ধঃ কূজন ইত্যর্থঃ।**

৩৬। পর্য্যাদয়ো গ্লানাদৌ চতুর্থ্যা। (গ)

'গ্লান' প্রভৃতি অর্থে চতুর্থ্যন্ত পদের সহিত 'পরি' প্রভৃতির সমাস ও স্ত্রীলিঙ্গ চতুর্থ্যন্ত পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**পরিগ্লানঃ অধ্যয়নায় পর্য্যধ্যয়নঃ।**

৩৭। নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদৌ পঞ্চম্যা। (ঘ)

'ক্রান্ত' প্রভৃতি অর্থে পঞ্চম্যন্ত পদের সহিত 'নির্' প্রভৃতির সমাস ও স্ত্রীলিঙ্গ পঞ্চম্যন্ত পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**নিষ্ক্রান্তঃ কৌশাম্ব্যাঃ নিষ্কৌশাম্বিঃ, উত্থিতো নিদ্রায়াঃ উন্নিদ্রঃ।**

৩৮। সামি-স্বয়মৌ ক্তেন। (ঙ)

ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন সুবন্ত পদের সহিত সামি ও স্বয়ম্, এই দুই

(ক) এই গুলিকে 'প্রাদি' সমাস বলে। প্রাদি সমাস তৎপুরুষের অন্তর্গত হইলেও সমস্ত পদ বহুব্রীহি সমাসের মত অন্য-পদার্থ প্রধান হয়।

(খ) অবাদয়ঃ ক্রুষ্টাদ্যর্থে তৃতীয়য়া" (বা ১৩৩৭)

(গ) "পর্য্যাদয়ো গ্লানাদ্যর্থে চতুর্থ্যা" (বা ১৩৩৮)

(ঘ) "নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা" (বা ১৩৩৯)

(ঙ) "স্বয়ং ক্তেন" (পা ২।১।২৫); "সামি" (পা ২।১।২৭); "ঐকপদ্যমৈকস্বর্য্যং চ সমাসত্বাদ্ ভবতি" (কাশিকা)

অব্যয়ের সমাস হয়। যথা,—**সামিকৃতম্, সামিঘটিতম্; স্বয়ঙ্কৃতম্, স্বয়ন্দত্তম্।**

৩৯। **নঞ্ সুপা।** (ক)

সুবন্ত পদের সহিত নঞের সমাস হয়। যথা,—**ন ব্রাহ্মণঃ অব্রাহ্মণঃ, ন মোঘঃ অমোঘঃ, ন প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ, ন বিক্রতঃ অবিক্রতঃ, ন সিদ্ধঃ অসিদ্ধঃ, ন সুখম্ অসুখম্, ন দর্শনম্ অদর্শনম্, ন উপলব্ধঃ অনুপলব্ধঃ।** (খ)

৪০। **ঈষদকৃতা (পা ২।২।৭)**

কৃদন্ত ভিন্ন সুবন্ত পদের সহিত ঈষৎ, এই অব্যয়ের সমাস হয়। যথা,—**ঈষৎকডারঃ, ঈষৎপিঙ্গলঃ, ঈষদ্বিকচঃ, ঈষন্মুকুলিতঃ।**

৪১। **আঙীষদর্থে।** (গ)

'ঈষদর্থ' বুঝাইলে সুবন্ত পদের সহিত আঙ্, এই অব্যয়ের সমাস হয়। যথা,—**আমধুরঃ, আপিঙ্গলঃ, আপাণ্ডরঃ, আলোহিতঃ।**

৪২। **স্বতী পূজায়াম্।** (গ)

'প্রশংসা' অর্থ বুঝাইলে সুবন্ত পদের সহিত সু, অতি, এই দুই

(ক) "নঞ্" (পা ২।২।৬)

(খ) নঞের অর্থ ছয় প্রকার। যথা—"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" যথাক্রমে উদাহরণ—ন ব্রাহ্মণঃ অব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণসদৃশ ইত্যর্থঃ। পাপস্য অভাবঃ অপাপম্। ন ঘটঃ অঘটঃ ঘটভিন্ন ইত্যর্থঃ। অনুদরা কন্যা অল্পোদরীত্যর্থঃ। অকেশী নারী অপ্রশস্তকেশীত্যর্থঃ। অসুরঃ সুরবিরোধীত্যর্থঃ।

(গ) "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (পা ২।২।১৮)

অব্যয়ের সমাস হয়। যথা,—**সুপুরুষঃ, সুব্রাহ্মণঃ ; অতিমৃদুঃ, অতিদয়ালুঃ।** (ক)

৪৩। দুর্নিন্দায়াম্। (খ)

'নিন্দা' অর্থ বুঝাইলে সুবন্ত পদের সহিত দুর্, এই অব্যয়ের সমাস হয়। যথা,—**দুষ্কুলম্, দুর্নীতিঃ, দুশ্চরিতম্, দুষ্পুরুষঃ।**

৪৪। কুঃ পাপার্থে। (খ)

'কুৎসিত' অর্থ বুঝাইলে সুবন্ত পদের সহিত কু, এই অব্যয়ের সমাস হয়। যথা,—**কুব্রাহ্মণঃ, কুপুরুষঃ, কুসংস্কারঃ।**

৪৫। ধাতুভিরুপপদানি। (গ)

ধাতুর সহিত উপপদের (৫১) সমাস হয় (ঘ)। যথা,—

(ক) ৪২ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত সূত্র দ্বারা যে সমাস হয়, তাহা 'নিত্য' সমাস। "নিত্য-সমাসে স্বপদবিগ্রহো নাস্তি, পদান্তরেণার্থকথনম্",—নিত্য সমাসে সমস্যমান পদের প্রয়োগে ব্যাস-বাক্য হয় না, পদান্তর দ্বারা ইহাদের একতরের অর্থ বলিতে হয়। যথা—'সু পুরুষঃ' এরূপ বাক্য না বলিয়া "শোভনঃ পুরুষঃ" এইরূপ বাক্য বলিতে হইবে। এইরূপ শোভনো ব্রাহ্মণঃ—সুব্রাহ্মণঃ, অত্যন্তং মৃদুঃ—অতিমৃদুঃ, দুষ্টং কুলম্—দুষ্কুলম্, কুৎসিতো ব্রাহ্মণঃ—কুব্রাহ্মণঃ, কুম্ভং করোতি—কুম্ভকারঃ ইত্যাদি।

(খ) "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (২।২।১৮)

(গ) "উপপদমতিঙ্" (পা ২।২।১৯)

(৫১) যে সকল সুবন্ত পদ প্রভৃতির পরবর্ত্তী ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয় বিহিত হয়, তাহাদিগকে উপপদ বলে। কুম্ভকার, এ স্থলে কুম্ভম্ এই উপপদের সহিত কৃ-ধাতুর সমাস হইয়া কুম্ভকৃ এইরূপ হইলে অণ্ হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র।

(ঘ) ইহাকেই 'উপপদ সমাস' বলে।

কুম্ভকারঃ, প্রভাকরঃ, নিশাকরঃ, হিতকরঃ, প্রীতিকরঃ, অগ্রসরঃ, জলচরঃ, পার্শ্বচরঃ, গিরিশয়ঃ, সরসিজম্, পঙ্কজম্, অণ্ডজঃ, জলজঃ, পতগঃ, ভুজগঃ।

৪৬। উপসর্গাশ্চ। (ক)

ধাতুর সহিত উপসর্গের সমাস হয়। যথা, **সম্—সংস্করোতি, সংস্কারঃ, সংস্কৃত্য ; বি—বিজয়তে, বিজয়ঃ, বিজিত্য ; অভি —অভিষিঞ্চতি, অভিষেকঃ, অভিষিচ্য ; আ—আরভতে, আরম্ভঃ, আরভ্য।**

৪৭। ঊর্য্যাদি-চ্বি-ডাচশ্চ (পা ১।৪।৬১)

ধাতুর সহিত ঊরী (৫২) প্রভৃতি শব্দের, এবং চ্বি ও ডাচ্ প্রত্যয়ান্তের সমাস হয়। যথা,—**ঊরী—ঊরীকরোতি, ঊরীকরণম্, ঊরীকৃত্য** (খ)। **আবিস্—আবিষ্করোতি, আবিষ্ক্রিয়া, আবিষ্কৃত্য। প্রাদুস্—প্রাদুর্ভবতি, প্রাদুর্ভাবঃ, প্রাদুর্ভূয়।** চ্বি—**স্বীকরোতি, স্বীকারঃ, স্বীকৃত্য ; ভস্মীভবতি, ভস্মীভাবঃ, ভস্মীভূয়।** ডাচ্—**সময়াকরোতি, সময়াকরণম্, সময়াকৃত্য ; দুঃখাকরোতি** (গ), **দুঃখাক্রিয়া, দুঃখাকৃত্য।** (ঘ)

(ক) "কুগতিপ্রাদয়ঃ" (পা ২।২।১৮)

(৫২) ঊরী, উররী, আবিস্, প্রাদুস্, স্বধা, স্বাহা, বষট্, বৌষট্ ইত্যাদি।

(খ) "তদূরীকৃত্য কৃতিভির্বাচস্পত্যং প্রতায়তে"—মাঘ

(গ) "যত্তু দন্দহ্যতে লোকমদো দুঃখাকরোতি মাম্"—মাঘ

(ঘ) ৪৩ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত ১৫টী সূত্র 'গতি সমাসের' অন্তর্গত।

৪৮। অনুকরণস্ত্বানিতিপরম্ (পা ১।৪।৬২)

ধাতুর সহিত অনুকরণ-শব্দের সমাস হয়। যথা,—**খাট্‌করোতি, খাট্‌করণম্, খাট্‌কৃত্য; ঝনত্‌করোতি, ঝনত্‌ক্রিয়া, ঝনত্‌কৃত্য।** ইতি শব্দ পরে থাকিলে হয় না। যথা,—**খাডিতি কৃত্বা নিষ্ঠীবতি।**

৪৯। আদরানাদরয়োঃ সদসতী (পা ১।৪।৬৩)

যথাক্রমে আদর ও অনাদর অর্থে ধাতুর সহিত **সৎ** ও **অসৎ** শব্দের সমাস হয়। যথা,—**সৎকরোতি, সৎকারঃ, সৎকৃত্য; অসৎকরোতি, অসৎক্রিয়া, অসৎকৃত্য।**

৫০। ভূষণেঽলম্ (পা ১।৪।৬৪)

'ভূষণ' অর্থ বুঝাইলে ধাতুর সহিত **অলম্**-শব্দের সমাস হয়। যথা,—**অলঙ্করোতি, অলঙ্করণম্, অলঙ্কৃত্য।** (ক)

৫১। অন্তরপরিগ্রহে (পা ১।৪।৬৫)

ধাতুর সহিত **অন্তর্** শব্দের সমাস হয়। যথা,—**অন্তর্হত্য, মধ্যে হত্বা ইত্যর্থঃ। অন্তর্ভবতি, অন্তর্ভাবঃ, অন্তর্ভূয়।** পরিগ্রহ অর্থে হয় না। যথা,—**অন্তর্হত্বা গতঃ, হতং পরিগৃহ্য গত ইত্যর্থঃ।** (খ)

(ক) ভূষণ ভিন্ন অর্থে হয় না। যথা—অলং ভুক্ত্বা ওদনং গতঃ, পর্য্যাপ্তং ভুক্ত্বা গত ইত্যর্থঃ।

(খ) "হত্বা গমনং দ্বিবিধং, হতং ত্যক্ত্বা তং গৃহীত্বা চ। তত্র যত্র হতং ত্যক্ত্বা গমনং তত্রৈব অন্তর্হত্য গত ইত্যুদাহরণম্। অন্যত্র তু অন্তর্হত্বা মূষিকং শ্যেনো গতঃ—হতং গৃহীত্বৈব গত ইত্যর্থঃ"—বৃঃ মুগ্ধবোধঃ।

৫২। পুরোঽব্যয়ম্ (পা ১।৪।৬৭)

ধাতুর সহিত পুরস্ এই অব্যয় শব্দের সমাস হয়। যথা,—**পুরস্করোতি, পুরস্কারঃ, পুরস্কৃত্য।**

৫৩। অস্তং চ (পা ১।৪।৬৮)

ধাতুর সহিত অস্তম্ এই অব্যয় শব্দের সমাস হয়। যথা,—**অস্তঙ্গচ্ছতি, অস্তঙ্গতঃ, অস্তঙ্গত্য।**

৫৪। অচ্ছগত্যর্থবদেষু (পা ১।৪।৬৯)

বদ্ ধাতুর ও গত্যর্থ ধাতুর সহিত অচ্ছ এই অব্যয় শব্দের সমাস হয়। যথা,—**অচ্ছবদতি, অচ্ছোদ্য; অচ্ছগচ্ছতি, অচ্ছগত্য, অভিমুখমিত্যর্থঃ।** (ক)

৫৫। তিরোঽন্তর্দ্ধৌ (পা ১।৪।৭১)

ব্যবধান বুঝাইলে ধাতুর সহিত তিরস্ এই অব্যয় শব্দের সমাস হয়। যথা,—**তিরোভবতি, তিরোভাবঃ, তিরোভূয়।** (খ)

৫৬। বিভাষা কৃঞি (পা ১।৪।৭২)

কৃ-ধাতুর সহিত তিরস্ এই অব্যয় শব্দের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**তিরস্কৃত্য, তিরঃ কৃত্বা।**

৫৭। সাক্ষাৎপ্রভৃতীনি চ (পা ১।৪।৭৪)

(ক) অব্যয় না হইলে হয় না। যথা—জলমচ্ছং গচ্ছতি—সি, কৌ

(খ) অন্তর্ধান না বুঝাইলে হয় না। যথা—"তিরো ভূত্বা স্থিতঃ, পার্শ্বতো ভূত্বা ইত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধনী

কৃ-ধাতুর সহিত সাক্ষাৎ (৫৩) প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**সাক্ষাৎকৃত্য, সাক্ষাৎ কৃত্বা; নমস্কৃত্য, নমঃ কৃত্বা; বশেকৃত্য, বশে কৃত্বা; মিথ্যাকৃত্য, মিথ্যা কৃত্বা।**

৫৮। অনত্যাধান উরসি-মনসী। (পা১।৪।৭৫)

কৃ-ধাতুর সহিত **উরসি, মনসি,** এই দুই সপ্তম্যন্ত পদের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**উরসিকৃত্য, উরসি কৃত্বা, স্বীকৃত্যেত্যর্থঃ। মনসিকৃত্য, মনসি কৃত্বা, নিশ্চিত্যেত্যর্থঃ।** উপশ্লেষ অর্থে হয় না। যথা,—**উরসি স্থাপয়িত্বা।** (ক)

৫৯। মধ্যে পদে নিবচনে চ (পা ১।৪।৭৬)

কৃ-ধাতুর সহিত **মধ্যে, পদে, নিবচনে,** এই তিন সপ্তম্যন্ত পদের বিকল্পে সমাস হয়। যথা,—**মধ্যেকৃত্য, মধ্যে কৃত্বা; পদেকৃত্য পদে কৃত্বা; নিবচনেকৃত্য, নিবচনে কৃত্বা** (খ)। উপশ্লেষ-অর্থে হয় না। যথা—**মধ্যে স্থাপয়িত্বা, পদে ধৃত্বা।**

৬০। নিত্যং হস্তে পাণাবুপযমনে (পা ১।৪।৭৭)

'বিবাহ' (গ) অর্থ বুঝাইলে কৃ-ধাতুর সহিত **হস্তে, পাণৌ,** এই

---

(৫৩) সাক্ষাৎ, মিথ্যা, নমস্, প্রাদুস্, অর্থে, বশে, অমা, অল্লা, ভক্ষম্, শীতম্, আর্দ্রম্, বিকসনে, প্রহসনে ইত্যাদি।

(ক) অত্যাধান=উপশ্লেষ=সংযোগ।

(খ) "নিবচনং বচনাভাবঃ, নিবচনেকৃত্য বচনং নিয়ম্য ইত্যর্থঃ"—সং-সা, কৃৎ,৪৮১সূ।

(গ) উপযমন—বিবাহ; মতান্তরে উপযমন—স্বীকার। হস্তেকৃত্য পাণৌকৃত্য—পরিণীয় ইত্যর্থ ইতি তত্ত্ববোধিনী। স্বীকৃত্য ইত্যর্থঃ—ইতি সং-সা (কৃৎ, ৩৭৭ সূ)। "হস্তেকৃত্য মহাপ্রাণি"—ভট্টি। অন্য অর্থে হয় না। যথা—হস্তে কৃত্বা কার্ষাপণং গতঃ।

দুই সপ্তম্যন্ত পদের 'নিত্য' সমাস হয় ; যথা,—**হস্তেকৃত্য, পাণৌকৃত্য, দারকর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ।**

৬১। তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্ম্মধারয়ঃ (পা ১।২।৪২) (ক)

যে তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদ সকল সমানাধিকরণ, অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন, অথবা অভেদ-সম্বন্ধে একার্থ-প্রতিপাদক হয়, তাহাকে **কর্ম্মধারয়** বলে।

৬২। বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্ (পা ২।১।৫৭)

বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের সমাস হয়। (খ) যথা,—**নীলম্ উৎপলম্ নীলোৎপলম্, শীতঃ পবনঃ শীতপবনঃ, উষ্ণম্ উদকম্ উষ্ণোদকম্, নবঃ পল্লবঃ নবপল্লবঃ, মধুরং বচনং মধুরবচনম্, নবম্ অন্নম্ নবান্নম্, সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বলোকাঃ, বিশ্বে দেবাঃ বিশ্বদেবাঃ, দৃঢ়ো বন্ধঃ দৃঢ়বন্ধঃ, সুরভি চন্দনং সুরভিচন্দনম্, নবঃ জলধরঃ নবজলধরঃ, সন্ পুরুষঃ সৎপুরুষঃ, মহান্ দেবঃ মহাদেবঃ, মহান্ বীরঃ মহাবীরঃ, পরমঃ পুরুষঃ পরমপুরুষঃ, কেবলঃ বৈয়াকরণঃ কেবলবৈয়াকরণঃ, জরন্ নৈয়া-**

(ক) "স্বার্থে তুল্যাধিকরণসমাসঃ কর্ম্মধারয়ঃ"—প্র-র-মা।

(খ) সূত্রে বহুল' শব্দের প্রয়োগ থাকায় (১) কোন কোন স্থলে সমাস নিত্য হয় অর্থাৎ বাক্য থাকে না। যথা—কৃষ্ণসর্পঃ। (২) কোন কোন স্থলে সমাস হয় না। যথা—রামো জামদগ্ন্যঃ।

यिकः जरन्नैयायिकः, सप्त ऋषयः सप्तर्षयः (क), अष्टौ वसवः अष्टवसवः, नव ग्रहाः नवग्रहाः।

৬৩। पुंवत् पूर्व्वं भाषितपुंस्कं कर्म्मधारये। (খ)

কর্ম্মধারয় সমাস হইলে ভাষিতপুংস্ক (৫৪) স্ত্রীলিঙ্গ পূর্ব্ব পদের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—सुन्दरी महिला सुन्दरमहिला, कृष्णा चतुर्दशी कृष्णचतुर्दशी, पाचिका स्त्री पाचकस्त्री, पञ्चमी कन्या पञ্চমকন্যা, सुकेशी भार्य्या सुकेशभार्य्या, ब्राह्मणी भार्य्या ब्राह्मण-भार्य्या। উপ-প্রত্যয়ান্তের হয় না। যথা,—वामोरूः भार्य्या वामोरूभार्य्या।

৬৪। क्तेन नञ्विशिष्टेनानञ् (পা ২।১।৬০)

(ক) সংজ্ঞা না বুঝাইলে সংখ্যা-বাচক শব্দের সহিত কর্ম্মধারয় হয় না। সপ্তর্ষি-শব্দ সংজ্ঞা-বাচক, এই জন্য যে কোন সাত জন ঋষিকে না বুঝাইয়া মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সাত জনকে বুঝায়। অষ্টৌ ব্রাহ্মণাঃ, পঞ্চ ক্ষত্রিয়াঃ প্রভৃতি স্থলে সংজ্ঞা বুঝায় নাই, অতএব সমাস হইল না। "ত্রিলোকনাথেন সদা মখদ্বিষঃ"—রঘু। এ স্থলে ত্রিলোক-শব্দ সংজ্ঞা-বাচক নহে, তথাপি কর্ম্মধারয় সমাস হইল কেন? প্রৌঢ়মনোরমা ও তত্ত্ববোধিনীর মতে 'ত্রাবয়বো লোকাস্ত্রিলোকঃ' এই বাক্যে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। মল্লিনাথের মতে 'ত্রিলোকনাথেন' এই পদে উত্তর-পদ দ্বিগু-সমাস হইয়াছে। পঞ্চপুরাণা-নাম্, দশদিক্ষু প্রভৃতি প্রয়োগ সংক্ষিপ্তসার-মতে অসাধু। গোয়ীচন্দ্র-মতে ত্রিগুণ, চতুর্ব্বর্গ, ষড়্বর্গ প্রভৃতি শব্দ ষষ্ঠী-সমাস-নিষ্পন্ন অথবা মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধারয়-নিষ্পন্ন। চতুর্দ্দিগীশ, দ্বিচন্দ্রজ্ঞান প্রভৃতি স্থলে সংক্ষিপ্তসারের মতে দ্বিগু সমাস।

(খ) "পুংবৎ কর্ম্মধারয়জাতীয়দেশীয়েষু" (পা ৬।৩।৪২)

(৫৪) যে সকল শব্দ একই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ উভয়ই হয়, তাহাদিগকে ভাষিত-পুংস্ক বলে; যেমন, শুভ্র শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ উভয়ই হয়। যে সকল শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, তাহাদিগকে ভাষিতপুংস্ক বলা যায় না। যেমন, শ্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি।

নঞ্-বিশিষ্ট ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত নঞ্-শূন্য ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**কৃতঞ্চ তৎ অকৃতঞ্চ কৃতাকৃতম্** (ক), **ভুক্তঞ্চ তৎ অভুক্তঞ্চ ভুক্তাভুক্তম্, পীতঞ্চ তৎ অপীতঞ্চ পীতাপীতম্, ক্লিষ্টঞ্চ তৎ অক্লিষ্টঞ্চ ক্লিষ্টাক্লিষ্টম্, পক্বঞ্চ তৎ অপক্বঞ্চ পক্বাপক্বম্**। সমান-প্রকৃতি স্থলেই হয়,—**সিদ্ধঞ্চ অভুক্তঞ্চ**, এরূপ স্থলে সমাস হইবে না। (খ)

৬৫। **বর্ণো বর্ণেন** (পা ২।১।৬৯)

বর্ণ-বাচক পদের সহিত বর্ণ-বাচক পদের সমাস হয়। যথা,—**নীলশ্চ স লোহিতশ্চ নীললোহিতঃ, লোহিতশ্চ স শবলশ্চ লোহিতশবলঃ, পীতশ্চ স ধবলশ্চ পীতধবলঃ**।

৬৬। **পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ ক্তঃ**। (গ)

পূর্ব্ব-কাল ও উত্তর-কাল বুঝাইলে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের সমাস হয়। যথা,—**পূর্ব্বং স্নাতঃ পশ্চাদনুলিপ্তঃ স্নাতানুলিপ্তঃ**। এইরূপ **সুপ্তোত্থিতঃ, পীতপ্রতিবদ্ধঃ, গৃহীতপ্রতিমুক্তঃ, উৎখাতপ্রতিরোপিতঃ, দত্তাপহৃতম্, ভুক্তোদ্গীর্ণম্**।

৬৭। **উপমানানি সামান্যবচনৈঃ** (পা ২।১।৫৫)

উপমান ও উপমেয়ের সমান-ধর্ম্ম-বোধক পদের সহিত উপমান-

(ক) "একদেশকরণাৎ কৃতম্, একদেশান্তরস্য অকরণাৎ তদেব অকৃতম্"—তত্ত্ববোধিনী।

(খ) "নঞ্মাত্রাধিকেন নঞ্রহিতং সমস্যতে ইতি সূত্রার্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী

(গ) "পূর্ব্বকালৈকসর্ব্বজরৎপুরাণনবকেবলাঃ সমানাধিকরণেন" (পা ২।১।৪৯)

বাচক পদের সমাস হয় (ক)। যথা,—**ঘন ইব শ্যামঃ ঘনশ্যামঃ, অর্ণব ইব গভীরঃ অর্ণবগভীরঃ, শৈল ইব উন্নতঃ শৈলোন্নতঃ, অনল ইব উজ্জ্বলঃ অনলোজ্জ্বলঃ, নবনীতমিব কোমলং নবনীতকোমলম্।**

৫৮। উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে (পা ২।১।৫৬)

'ব্যাঘ্র' প্রভৃতি (৫৫) উপমান-বাচক পদের সহিত উপমেয়-বাচক পদের সমাস হয়। যথা,—**পুরুষো ব্যাঘ্র ইব পুরুষব্যাঘ্রঃ, পুরুষঃ সিংহ ইব পুরুষসিংহঃ, রাজা চন্দ্র ইব রাজচন্দ্রঃ, মুখং কমলম্ ইব মুখকমলম্, করঃ কিসলয়মিব করকিসলয়ম্, অধরঃ পল্লব ইব অধরপল্লবঃ, বদনং সুধাকর ইব বদনসুধাকরঃ।** উপমান ও উপমেয়ের সামান্য ধর্ম্মের প্রয়োগ থাকিলে হয় না। যথা,—**পুরুষো ব্যাঘ্র ইব শূরঃ, মুখং কমলমিব সুন্দরম্।** (খ)

(ক) যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায় তাহা উপমান, এবং যাহাকে উপমা দেওয়া যায় তাহা উপমেয়। যে গুণ উপমান এবং উপমেয় উভয়েই থাকে, তাহাকে সামান্য বা সমান ধর্ম্ম বলে।

(৫৫) "ব্যাঘ্র-পুঙ্গব-শার্দ্দূল-সিংহ-কণ্ঠীরবর্ষভাঃ। বরাহ-মহিষাকর্ষ-পদ্ম-কুঞ্জর-হস্তিনঃ। কমলং পল্লবং নাগঃ কেশরী বৃষভো হরিঃ। বৃষশ্চন্দ্রঃ কিশলয়ং কড়ারোঽন্যে প্রয়োগতঃ। -শ্রীরামতর্কবাগীশ

(খ) পুরুষ ও ব্যাঘ্রের মধ্যে শূরত্ব এবং মুখ ও কমলের মধ্যে সুন্দরত্বই সামান্য ধর্ম্ম। তাহার প্রয়োগ হওয়ায় সমাস হইল না।

৬৫। শ্রেণ্যাদয়ঃ কৃতাদিভিরভূততদ্ভাবে। (ক) অভূত-তদ্ভাব অর্থ বুঝাইলে **কৃত** প্রভৃতি (৫৬) শব্দের সহিত **শ্রেণি** প্রভৃতি (৫৭) শব্দের সমাস হয়। যথা,—**অশ্রেণয়ঃ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ শ্রেণিকৃতাঃ, অপূগাঃ পূগাঃ কৃতাঃ পূগকৃতাঃ, অরাশয়ঃ রাশয়ঃ কৃতাঃ রাশিকৃতাঃ; অশ্রেণয়ঃ শ্রেণয়ো ভূতাঃ শ্রেণিভূতাঃ, অনিপুণা নিপুণা ভূতাঃ নিপুণভূতাঃ, অকুশলাঃ কুশলা ভূতাঃ কুশলভূতাঃ** (৫৮)। (ক)

(ক) "শ্রেণ্যাদয়ঃ কৃতাদিভিঃ" (পা ২।১।৫৯); "শ্রেণ্যাদিষু চ্ব্যর্থবচনম্" (বা ১২৯৬)

"এ স্থলে শ্রেণি এবং শ্রেণী এই উভয় শব্দেরই গ্রহণ বুঝিতে হইবে। শ্রেণি, পূগ ও কূট শব্দ সমূহ-বাচক"—প্রভাপ্রকাশিকা। এ স্থলে অভূত-তদ্ভাব অর্থ বুঝাইবে, কিন্তু চ্বি প্রত্যয় হইবে না। চ্বি প্রত্যয় হইলে সমাস নিত্য হয় এবং অবর্ণ ভিন্ন পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা—শ্রেণীকৃতম্। "একেন শিল্পেন পণ্যেন বা যে জীবন্তি তেষাং সমূহঃ শ্রেণিঃ"—তত্ত্ববোধিনী।

(৫৬) কৃত, মিত, মত, ভূত, উক্ত, সমাজ্ঞাত. সমাম্নাত, সমাখ্যাত, সম্ভাবিত, অবধারিত, অবকল্পিত, নিরাকৃত, উপকৃত, উপাকৃত। "কৃত-ভূত-সমাজ্ঞাত-সম্ভাবিত-নিরাকৃতাঃ। গত উক্ত-সমাম্নাত-সমাখ্যাত-বিকল্পিতাঃ। মতাবধারিত-খ্যাত-মুক্ত-স্নাত-যুতানি চ। কলিতোপকৃতাজ্ঞাতাবধারিত-মুপাকৃতঃ। একবিংশতিরত্রোক্তা শেষং জ্ঞেয়ং প্রয়োগতঃ।"—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(৫৭) শ্রেণী, পূগ, মুকুন্দ, রাশি, নিচয়, নিধন, পর, ইন্দ্র, দেব, মুণ্ড, ভূত, শ্রমণ, বদান্য, অধ্যাপক, অভিরূপক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বিশিষ্ট, পটু, পণ্ডিত, কুশল, চপল, নিপুণ, কৃপণ। "শ্রেণিঃ কুঙ্কুম-মুদকং পূগঃ, কুশলং নিধনং কুসুমং কূটঃ। ইন্দ্রঃ কৃত্রিম-পণ্ডিত-মুণ্ডং, নিচয়ো নিপুণো দেব-বিশিষ্টম্। শ্রমণশ্চপলো রাশির্দশধ্যাপকঃ পটুঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূতো বদান্যঃ কৃপণো মৃদুঃ।"—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(৫৮) চ্বি-প্রত্যয় হইলে তন্নিবন্ধন কার্য্য-সমুদয়ও হয়। যথা—শ্রেণীকৃতঃ, পূগীকৃতঃ, রাশীকৃতঃ, শ্রেণীভূতঃ, নিপুণীভূতঃ, রাশীভূতঃ, কুশলীভূতঃ ইত্যাদি।

৩০। সংখ্যাপূর্ব্বো দ্বিগুঃ (পা ২।১।৫২)

যে কর্ম্মধারয়ে পূর্ব্ব-পদ-স্থলে সংখ্যা-বাচক শব্দ থাকে, তাহাকে **দ্বিগু** সমাস বলে।

৩১। তদ্ধিতার্থোত্তরপদ-সমাহারে চ (পা ২।১।৫১)

তদ্ধিতার্থে, উত্তর-পদ পরে থাকিলে ও সমাহার বুঝাইলে **দ্বিগু** সমাস হয়। যথা, তদ্ধিতার্থে—**পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগুঃ**; উত্তর-পদ পরে—**পঞ্চ হস্তাঃ প্রমাণমস্য পঞ্চহস্তপ্রমাণঃ**। প্রমাণ-শব্দ উত্তর-পদ পরে, **পঞ্চ** ও **হস্তাঃ**, এই দুই পদে দ্বিগু সমাস হইল। (ক)

(ক) দ্বিগু সমাস তিন প্রকার। যথা—(১) তদ্ধিতার্থ-দ্বিগু, (২) উত্তরপদ-দ্বিগু, (৩) সমাহার-দ্বিগু। মুগ্ধবোধ ও কাতন্ত্র-মতে তদ্ধিতার্থ-দ্বিগু দুই প্রকার। যথা—বিষয়-দ্বিগু ও বাচ্য-দ্বিগু। যে স্থলে সমস্ত পদের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হয়, তাহাকে বিষয়-দ্বিগু বলে। যথা—দ্বয়োর্মাত্রোরপত্যম্ এই বাক্যে দ্বিমাতৃ শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় হওয়ায় 'দ্বৈমাতুরঃ' এইরূপ পদ হইল। এইরূপ পঞ্চানাং নাপিতানাম্ অপত্যং পাঞ্চনাপিতিঃ, দ্বাভ্যাং শূর্পাভ্যাং ক্রীতং দ্বিশৌর্পিকং, দ্বিখারীকঃ, অর্দ্ধখারীণঃ, পঞ্চানাং গর্গাণাং ভূতপূর্ব্বো গৌঃ পঞ্চগর্গরূপ্যঃ, পঞ্চসু ব্রাহ্মণেষু সাধুঃ পঞ্চব্রাহ্মণ্যঃ ইত্যাদি তদ্ধিতার্থে বিষয়-দ্বিগুর উদাহরণ। যে স্থলে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু তদ্ধিত-প্রত্যয় হয় নাই, অর্থাৎ দ্বিগু সমাসই তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অর্থ প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তাহাকে বাচ্য-দ্বিগু বলে। যথা—পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগুঃ। এ স্থলে সমাসের দ্বারাই তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অথ উক্ত হওয়ায় "উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ" এই নিয়মানুসারে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইল না। অতএব এ স্থলে বাচ্য-দ্বিগু। এইরূপ দ্বিসুবর্ণম্, দ্বিসহস্রম্ ইত্যাদি। পাণিনি ও ক্রমদীশ্বরের মতে কেবল বিষয়-দ্বিগুই আছে, বাচ্য-দ্বিগু নাই। ইঁহাদের মতে তদ্ধিত-প্রত্যয়ের উৎপত্তি সর্ব্বত্রই হয়, কিন্তু কোন

৭২। अदन्तादीप् समाहारे।

সমাহার দ্বিগু হইলে অ-কারান্ত শব্দের উত্তর **ঈপ্** হয়। যথা,—**त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, चतुर्णां पदानां समाहारः चतुष्पदी, पञ्चानां नलानां समाहारः पञ्चनली, सप्तानां शतानां समाहारः सप्तशती।**

৭৩। न भुवनादिः।

'ভুবন' প্রভৃতি শব্দের উত্তর **ঈপ্** হয় না। যথা,—**त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्, चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम्, पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्।**

৭৪। मयूरव्यंसकादयश्च (पा २।१।७२)

'मयूरव्यंसक' প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয় (ক)। যথা,—**मयूरो व्यंसकः मयूरव्यंसकः** (খ), **उदक् च अवाक् च उच्चावचम्, नास्ति किञ्चन यस्य अकिञ्चनः, नास्ति कुतोऽपि भयं यस्य अकुतोभयः, अन्योऽर्थः अर्थान्तरम्, अन्यो देशः देशान्तरम्।** (গ)

কোন স্থলে সেই উৎপন্ন তদ্ধিত-প্রত্যয়ের লোপ হয়। "দ্বিগোর্লুগনপত্যে" (পা-৪।১।৮৮)। মুগ্ধবোধ ও কাতন্ত্র-মতে উহাই বাচ্য-দ্বিগু।

(ক) সূত্রোক্ত চকার অবধারণার্থক। তাহার ফল এই যে, ময়ূরব্যংসকাদি শব্দের সহিত অন্য কোন সমাস হয় না। অতএব পরমময়ূরব্যংসকঃ ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে না।—তত্ত্ববোধিনী

(খ) ব্যংসয়তি ছলয়তি ব্যংসকো ধূর্ত্তঃ (বি + অংস + ণক) ময়ূরশ্চাসৌ ব্যংসকশ্চেতি ময়ূরব্যংসকঃ।

(গ) অন্তর-শব্দের সহিত নিত্য-সমাস, এইজন্য স্বপদ-বিগ্রহ নাই। অন্তর-শব্দ ভিন্নবাচী।

৩৫। আখ্যাতমাখ্যাতেন ক্রিয়াসাতত্যে।

সতত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝাইলে আখ্যাত পদের সহিত আখ্যাত পদের সমাস হয়। পদ নিপাতনে সিদ্ধ। যথা,—**অশ্নীত পিবত ইত্যেবং সততমভিধীয়তে যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা অশ্নীতপিবতা।** এইরূপ **পচতভৃজ্জতা, খাদতমোদতা, খাদতাচামতা।** (ক)

৩৬। সর্ব্ব-পুণ্য-সংখ্যাব্যয়েভ্যো রাত্রেরন্।

সর্ব্ব, পুণ্য, সংখ্যা-বাচক ও অব্যয়-শব্দের পরবর্ত্তী রাত্রি-শব্দের উত্তর **অন্** হয়। যথা,—**সর্ব্বা রাত্রিঃ সর্ব্বরাত্রঃ, পুণ্যা রাত্রিঃ পুণ্যরাত্রঃ। দ্বিরাত্রম্, ত্রিরাত্রম্, পঞ্চরাত্রম্** (খ), **দশরাত্রম্, অতিরাত্রঃ।** (গ)

৩৭। অহ্নোঽহ্নশ্চ।

সর্ব্ব, পুণ্য, সংখ্যা-বাচক ও অব্যয়ের পরবর্ত্তী **অহন্**-শব্দের উত্তর

(ক) ইহারা ময়ূরব্যংসকাদির অন্তর্গত। "অশ্নীতপিবতীয়ন্তী প্রসিতা স্মরকর্ম্মণি"—ভট্টি (৫।৯২)

কখন কখন সতত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না বুঝাইলেও হয়। যথা—এহি ঈড়ে ইতি যস্মিন্ কর্ম্মণি তৎ এহীড়ম্। উদ্ধর কোষ্ঠাৎ উৎসৃজ দেহীতি যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা উদ্ধরোৎসৃজা।

(খ) ৪ সূত্র দেখ। "সর্ব্বৈকদেশসংখ্যাতপুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ" (পা ৫।৪।৮৭)

(গ) অতিক্রান্তো রাত্রিমতিরাত্রঃ। ৩৪ সূত্র দেখ। সংখ্যাত-শব্দের পরবর্ত্তী রাত্রি-শব্দের উত্তরও অন্-প্রত্যয় হয়। যথা—সংখ্যাতরাত্রঃ। বোপদেব-মতে বর্ষা ও দীর্ঘ শব্দের পরেও হয়। কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ ও দ্বিগু-সমাস স্থলেই এই কার্য্য হয়।

অন্ ও অহন্-শব্দ-স্থানে অহ্ন হয়। যথা,—সর্ব্বমহ্নঃ সর্ব্বাহ্নঃ, দ্বয়োরহ্নোঃ ভব দ্ব্যহ্নঃ, পঞ্চস্ব অহঃসু ভবঃ পঞ্চাহ্নঃ। (ক)

৭৮। ন সংখ্যাদেঃ সমাহারে (পা ৫।৪।৮৯)

সমাহার হইলে সংখ্যা-বাচকের পরবর্ত্তী অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন হয় না। যথা,—দ্বয়োরহ্নোঃ সমাহারঃ দ্ব্যহঃ, ত্র্যহঃ, দশাহঃ।

৭৯। ন পুণ্যৈকাভ্যাম্। (খ)

পুণ্য ও এক শব্দের পরবর্ত্তী অহন্-শব্দ স্থানে অহ্ন হয় না। যথা,—পুণ্যাহম্, একাহঃ। (খ)

৮০। সংখ্যাব্যয়াভ্যামঙ্গুলেঃ। (গ)

সংখ্যা-বাচক ও অব্যয়-শব্দের পরবর্ত্তী অঙ্গুলি-শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা,—দ্বে অঙ্গুলী প্রমাণমস্য দ্ব্যঙ্গুলম্ দারু (খ), ত্র্যঙ্গুলম্, নিরঙ্গুলম্। (ঘ)

৮১। রাজাহঃ-সখিভ্যষ্টচ্ (পা ৫।৪।৯১)

রাজন্, অহন্ ও সখি শব্দের উত্তর টচ্ হয়; ট্ ও চ্ ইৎ, অ

(ক) কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ এবং সমাহার ভিন্ন দ্বিগু-সমাস স্থলেই এই কার্য্য হয়।

(খ) ৩ ও ৫ সূত্র দেখ। "উত্তমৈকাভ্যাং চ" (পা ৫।৪।৯০)

(গ) তদ্ধিতার্থ-দ্বিগু সমাস। "দ্ব্যঙ্গুলং ক্ষেত্রম্, দ্ব্যঙ্গুলা ভূমিঃ"। 'ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্'—এ স্থলে অ-কারান্ত অঙ্গুল শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ যব-মান। "অঙ্গুলস্ত যবো মতঃ"—অমরমালা।—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(ঘ) নির্গতমঙ্গুলিভ্যো নিরঙ্গুলম্। ৭৭ সূত্র দেখ। "তৎপুরুষস্যাঙ্গুলেঃ সংখ্যাব্যয়াদেঃ" (পা ৫।৪।৮৬)

থাকে। যথা,—অঙ্গানাং রাজা অঙ্গরাজঃ, মহান্ রাজা মহা-রাজঃ; পরমমহঃ পরমাহঃ, উত্তমমহঃ উত্তমাহঃ; রাজ্ঞঃ সখা রাজসখঃ, প্রিয়ঃ সখা প্রিয়সখঃ। (ক)

৮২। গোরতদ্ধিতার্থে। (খ)

গো শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা,—রাজ্ঞো গৌঃ রাজগবঃ, পরমো গৌঃ পরমগবঃ, দশ গাবো ধনমস্য দশগবধনঃ, পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ পঞ্চগবম্। তদ্ধিতার্থে হয় না। যথা,—পঞ্চভি-র্গোভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগুঃ।

৮৩। মুখ্যার্থাদুরসঃ।

মুখ্য এই অর্থের বাচক উরস্ শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা,—অশ্বানাম্ উরঃ ইব অশ্বোরসম্, মুখ্যোঽশ্ব ইত্যর্থঃ। (গ)

৮৪। অনোঽশ্মায়ঃ-সরসাং জাতি-সংজ্ঞয়োঃ (পা ৫।৪।৯৪)

জাতি ও সংজ্ঞা বুঝাইলে অনস্, অশ্মন্, অয়স্ ও সরস্ শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা, জাতি—উপানসম্, অমৃতাশ্মঃ,

(ক) ৮১ হইতে ৮৮ পর্য্যন্ত সূত্রগুলি কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ ও দ্বিগু ভিন্ন অন্য সমাসে প্রযোজ্য নহে।

(খ) "গোরতদ্ধিতলুকি" (পা ৫।৪।৯২)

(গ) উরস্-শব্দ হৃদয়-বাচক, কিন্তু এ স্থলে লক্ষণ দ্বারা প্রধানার্থবাচক। উরঃ অর্থাৎ বক্ষস্থল যেমন শরীরাবয়বের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ অশ্বের মধ্যে প্রধান।—শ্রীরা

কালায়সম্, মণ্ডুকসরসম্। সংজ্ঞা—মহানসম্, পিণ্ডাশ্মঃ, লোহিতায়সম্, জলসরসম্।

৮৫। গ্রাম-কৌটাভ্যাং চ তক্ষ্ণঃ (পা ৫।৪।৯৫)

গ্রাম ও কৌট-শব্দের পরবর্ত্তী তক্ষন্ শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা,—গ্রামস্য তক্ষা গ্রামতক্ষঃ, সাধারণ ইত্যর্থঃ। কুট্যাং ভবঃ কৌটঃ স্বতন্ত্রঃ, স চাসৌ তক্ষা চেতি কৌটতক্ষঃ (ক)। অন্যত্র রাজ্ঞস্তক্ষা রাজতক্ষা।

৮৬। অতেঃ শুনঃ (পা ৫।৪।৯৬)

অতি শব্দের পরবর্ত্তী শ্বন্ শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা,—অতিক্রান্তঃ শ্বানম্ অতিশ্বো বরাহঃ, অতিশ্বী সেবা। (খ)

৮৭। উপমানাদপ্রাণিষু (পা ৫।৪।৯৭)

উপমান-বাচক শ্বন্ শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা,—আকর্ষঃ শ্বেব আকর্ষশ্বঃ (গ)। প্রাণী বুঝাইলে হয় না। যথা,—বানরঃ শ্বেব বানরশ্বা।

৮৮। উত্তর-মৃগ-পূর্ব্বোপমানেভ্যঃ সক্থ্নঃ।

(ক) কৌটতক্ষঃ—"স্বতন্ত্রকর্ম্মজীবী ন কস্যচিৎ প্রতিবদ্ধঃ"—ইতি গোয়ীচন্দ্রঃ। "কৌটতক্ষঃ স্বালয়স্থানধীনকর্ম্মতক্ষণি" ইত্যনুশাসনমিতি—গঙ্গাধরঃ

(খ) "অতিক্রান্তঃ শ্বানং জবেন ইত্যর্থঃ। অতিশ্বী নীচা ইত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী

(গ) আকৃষ্যতে অনেন ইতি আকর্ষঃ (আকৃশী)। বোপদেব-মতে সমাস-বাক্য—আকর্ষ ইব শ্বা। বিদ্যানিবাস-মতে—আকর্ষ ইব আকর্ষঃ, অর্থাৎ লক্ষণ দ্বারা আকর্ষ-শব্দেরই আকর্ষ-তুল্য অর্থ। আকর্ষশ্চাসৌ শ্বা চেতি আকর্ষশ্বঃ।

উত্তর, মৃগ, পূর্ব্ব ও উপমান-বাচক শব্দের পরবর্ত্তী **সক্থি** (ক) শব্দের উত্তর **টচ্** হয়। যথা,—**উত্তরসক্থম্, মৃগসক্থম্, পূর্ব্বসক্থম্**। উপমান—**ফলকমিব স ক্থি ফলকসক্থম্**। (খ)

৮৯। নাবো দ্বিগোরতদ্ধিতার্থে।

দ্বিগু-সমাস-স্থিত **নৌ** শব্দের উত্তর **টচ্** হয়। যথা—**দ্বয়োর্নাব্রোঃ সমাহারঃ দ্বিনাবম্, পঞ্চ নাবো ধনমস্য পঞ্চনাবধনঃ**। তদ্ধিতার্থে হয় না। যথা,—**পঞ্চভির্নৌভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চনৌঃ**। দ্বিগু ভিন্ন স্থলে—**রাজ্ঞো নৌঃ রাজনৌঃ, নবীনা নৌঃ নবীননৌঃ**।

৯০। অর্দ্ধাচ্চ (পা ৫।৪।১০০)

অর্দ্ধ শব্দের পরবর্ত্তী **নৌ** শব্দের উত্তর **টচ্** হয়। যথা,—**অর্দ্ধং নাবঃ অর্দ্ধনাবম্**। পরলিঙ্গ হইল না। (গ)

৯১। খার্য্যা বিভাষা।

দ্বিগু সমাস হইলে অথবা অর্দ্ধ শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে **খারী** শব্দের উত্তর বিকল্পে **টচ্** হয়। যথা,—**দ্বে খার্য্যৌ প্রমাণমস্য দ্বিখারম্, দ্বিখারি; অর্দ্ধং খার্য্যাঃ অর্দ্ধখারম্, অর্দ্ধখারী**।

(ক) সক্থি—উরুঃ। "সক্থি ক্লীবে পুমানূরুঃ"—অমরকোষ

(খ) "ফলকং শরাবরণং চর্ম্ম"—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(গ) শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে অর্দ্ধনাবঃ, অর্দ্ধনাবী, অর্দ্ধনাবম্—তিন লিঙ্গই হইতে পারে।

৫২। দ্বি-ত্রিভ্যামঞ্জলেঃ (পা ৫।৪।১০২)

দ্বিগু সমাস হইলে **দ্বি** ও **ত্রি** শব্দের পরবর্ত্তী **অঞ্জলি** শব্দের উত্তর বিকল্পে **টচ্** হয়। যথা,—**দ্বয়োরঞ্জল্যোঃ সমাহারঃ দ্ব্যঞ্জলম্, দ্ব্যঞ্জলি; ত্র্যঞ্জলম্ ত্র্যঞ্জলি; দ্বাবঞ্জলী জলমস্য দ্ব্যঞ্জলজলঃ দ্ব্যঞ্জলিজলঃ।** তদ্ধিতার্থ-দ্বিগু সমাসে হয় না। যথা—**দ্বাভ্যাম্ অঞ্জলিভ্যাং ক্রীতঃ দ্ব্যঞ্জলিঃ।** দ্বিগু ভিন্ন অন্য সমাসেও হয় না। যথা—**দ্বয়োরঞ্জলিঃ দ্ব্যঞ্জলিঃ।**

৫৩। জনপদাৎ ব্রহ্মণঃ।

জনপদ-বাচক শব্দের পরবর্ত্তী **ব্রহ্মন্** শব্দের উত্তর **টচ্** হয়। যথা,—**সুরাষ্ট্রে ব্রহ্মা সুরাষ্ট্রব্রহ্মঃ।** এইরূপ **অবন্তিব্রহ্মঃ, কলিঙ্গব্রহ্মঃ।** অন্যত্র **দেবব্রহ্মা নারদঃ।** (ক)

৫৪। বিভাষা কু-মহদ্ভ্যাম্।

কু ও **মহত্** শব্দের পরবর্ত্তী **ব্রহ্মন্** শব্দের উত্তর বিকল্পে **টচ্** হয়। যথা,—**কুৎসিতো ব্রহ্মা কুব্রহ্মঃ, কুব্রহ্মা; মহাব্রহ্মঃ, মহাব্রহ্মা।**

৫৫। অক্ষ্ণোঽচক্ষুষি।

অক্ষি শব্দের উত্তর **অচ্** হয়; চ ইৎ, অ থাকে (খ)। যথা,—

(ক) এই সকল স্থলে ব্রহ্মন্ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। ৯৩ ও ৯৪ সূত্র কেবল কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ ও দ্বিগু সমাসে প্রযোজ্য।

(খ) বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সূত্রে ট প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা পাণিনি, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। পাণিনি-মতে অচ্, মুগ্ধবোধ-মতে অ। ট-প্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারান্ত হইয়া যায়, কিন্তু এ স্থলে তাহা হইবে না।

গবামক্ষীব গবাক্ষঃ (ক)। চক্ষু বুঝাইলে হয় না। যথা,—বালকস্য অক্ষি বালকাক্ষি।

৫৬। বৃদ্ধ-মহজ্জাতেভ্য উক্ষ্ণঃ।

বৃদ্ধ, মহত্ ও জাত শব্দের পরবর্ত্তী উক্ষন্ শব্দের উত্তর টচ্ হয়। যথা,—বৃদ্ধঃ উক্ষা বৃদ্ধোক্ষঃ, মহান্ উক্ষা মহোক্ষঃ, জাতঃ উক্ষা জাতোক্ষঃ।

৫৭। নিঃশ্রেয়স-পুরুষায়ুষে।

নিঃশ্রেয়স ও পুরুষায়ুষ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সম্, পুরুষস্যায়ুঃ পুরুষায়ুষম্। (খ)

৫৮। বিভাষা ছায়াদি নপুংসকম্।

ছায়া (৫৯) প্রভৃতি শব্দ বিকল্পে নপুংসক হয। যথা,—বৃক্ষস্য

এই জন্যই বৈয়াকরণেরা এই সূত্রে ট-প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে অ প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন। এই কারণে আমরাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সূত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া পাণিনির মতানুসারে অচ্-প্রত্যয়ের বিধান করিলাম।

সকল সমাসেই এই সূত্রের কার্য্য হইতে পারে।

(ক) "গাবঃ কিরণাঃ। অক্ষিশব্দো রন্ধ্রবাচী। ষষ্ঠী-সমাসঃ"—ইতি তত্ত্ববোধিনী। "গাবো জলানি, তেষামক্ষীব গবাক্ষং পদ্মাদি। বাতায়নে রূঢ়স্তু পুংলিঙ্গঃ। এবং পুষ্করমক্ষীব পুষ্করাক্ষম্, লবণমক্ষীব লবণাক্ষম্। সর্ব্বত্র উপমেয়স্ত ব্যাঘ্রাদৈরিতি (৬৮ সূত্র) কর্ম্মধারয়ঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(খ) "নিঃশ্রেয়সং নির্ব্বাণম্"—কাতন্ত্র (৩৮৮ পৃঃ)। "পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ"—রঘুবংশ

(৫৯) ছায়া, শালা, সেনা, সুরা, নিশা।

বৃক্ষয়োর্বা ছায়া বৃক্ষচ্ছায়ম্, বৃক্ষচ্ছায়া ; গোশালম্, গোশালা ; যবসুরং, যবসুরা ; ব্রাহ্মণসেনম্, ব্রাহ্মণসেনা ; শ্বনিশম্, শ্বনিশা। (ক)

৯৯। নিত্যং ছায়া বাহুল্যে।

পূর্ব্ব-পদার্থের বাহুল্য বুঝাইলে **ছায়া** শব্দ নিত্য নপুংসক হয়। যথা,—**ইক্ষূণাং ছায়া ইক্ষুচ্ছায়ম্** (খ), **শরাণাং ছায়া শরচ্ছায়ম্।**

১০০। সভা রাজপর্য্যায়পূর্ব্বা।

রাজ-পর্য্যায় শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে **সভা** শব্দ নিত্য নপুংসক হয়। যথা,—**নৃপসভম্, ঈশ্বরসভম্, ইনসভম্** (গ)। রাজন্ শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে হয় না। যথা—**রাজসভা।** (ঘ)

১০১। রক্ষঃপিশাচাদিপূর্ব্বা চ।

রক্ষস্, পিশাচ প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে **সভা** শব্দ নিত্য নপুংসক হয়। যথা,—**রক্ষঃসভম্, পিশাচসভম্।** অন্যত্র **মনুষ্যসভা, দেবদত্তসভা।**

১০২। অশালা চ (পা ২।৪।২৪)

(ক) শ্বনিশম্—"কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। তস্যাং কিল কেচিৎ শ্বান উপবসন্তি"—তত্ত্ববোধিনী

(খ) "ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুর্গুণোদয়ম্"—রঘু। "ইক্ষুচ্ছায়ানিষাদিন্যঃ"—পাঠে ইক্ষুচ্ছায়+আনিষাদিন্যঃ।

(গ) ইনো নৃপতিঃ। "ইনঃ সূর্য্যে নৃপে পত্যৌ"—ইতি বিশ্বঃ

(ঘ) কোন রাজ-বিশেষের নাম পূর্ব্বে থাকিলেও হয় না। যথা—চন্দ্রগুপ্তসভা।

শালা-ভিন্নার্থ-বাচক **সভা** শব্দ নিত্য নপুংসক হয় (ক)। যথা,—**স্ত্রীসভম্, স্ত্রীণাং সমূহ ইত্যর্থঃ ; শিশুসভম্, শিশূনাং সমবায় ইত্যর্থঃ।**

১০৩। পুংবৎ কুক্কুটীপ্রভৃতীনামণ্ডাদৌ।

অণ্ড প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে **কুক্কুটী** প্রভৃতির পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**কুক্কুট্যা অণ্ডং কুক্কুটাণ্ডম্, হংস্যা অণ্ডং হংসাণ্ডম্, কুক্কুট্যাঃ শাবঃ কুক্কুটশাবঃ, হংস্যাঃ শাবঃ হংসশাবঃ, মৃগ্যাঃ পদং মৃগপদম্, মৃগ্যাঃ ক্ষীরং মৃগক্ষীরম্।**

প্রশ্ন (তৎপুরুষ-সমাস)

১। তৎপুরুষ সমাসে সমস্ত পদের কিরূপ লিঙ্গ হয়? ইহার কি কি বিশেষ নিয়ম আছে?

২। ২য়া, ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী, ও ৭মী তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর।

৩। খট্বারূঢ়—ইহাতে কোন্ সমাস? ইহার অর্থ কি?

৪। দ্বিজার্থঃ সূপঃ—ইহাতে কোন্ সমাস? বিশেষ নিয়ম কি?

৫। অশ্বায় ঘাসঃ—এই বাক্যে অশ্বঘাসঃ হয় কিনা? কারণ দেখাও।

৬। কোন্ কোন্ স্থলে ৬ষ্ঠী-সমাস হয় না? উদাহরণ দাও।

(ক) সভা শব্দের দুইটী অর্থ হয়। যথা (১) গৃহ, (২) সমূহ। ১০০ এবং ১০১ সূত্রে যে সভা শব্দের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ গৃহ। এই সূত্রে যে শালা শব্দ কথিত হইতেছে, তাহার অর্থ সমূহ।

৭। নির্দ্ধারে ষষ্ঠী-সমাস-নিষেধ-সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কি আছে?

৮। একদেশি-সমাসের উদাহরণ দাও।

৯। অর্দ্ধ-শব্দের সহিত একদেশি-সমাসের বিশেষ নিয়ম কি? এ বিষয়ে কি বিশেষ বক্তব্য আছে?

১০। তৎপুরুষ-সমাসে রাত্রি ও অহন্ শব্দের সম্বন্ধে কি কি বিশেষ নিয়ম আছে?

১১। প্রাদি-সমাসের উদাহরণ দাও। অবকোকিলঃ—কি সমাস? বাক্য ও অর্থ কি?

১২। নঞ্ সমাস ও উপপদ-সমাসের উদাহরণ দাও।

১৩। কর্ম্মধারয় সমাস কাহাকে কহে? কর্ম্মধারয় সমাসে পুংবদ্ভাবের কি নিয়ম?

১৪। উপমান-উপমেয়-স্থলে যে যে প্রকার কর্ম্মধারয় হইতে পারে, তাহার উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দাও।

১৫। দ্বিগু-সমাস কাহাকে কহে? ইহা কয়প্রকার? সমাহার-দ্বিগুর লিঙ্গ-নিয়ম কি?

১৬। তৎপুরুষ সমাসে যে যে শব্দের উত্তর সমাসান্ত হয়, তাহাদের উল্লেখ কর ও উদাহরণ দাও।

১৭। কিরূপ স্থলে তৎপুরুষ সমাসে সমস্ত পদ ক্লীবলিঙ্গ হয়? উদাহরণ দাও।

১৮। সমাস কর—উদক্ চ অবাক্ চ, অশ্নীত পিবতেত্যেবং সততমভিধীয়তে যস্যাং ক্রিয়ায়াং সা, সর্ব্বা রাত্রিঃ, সর্ব্বমহঃ, দ্বয়োরহ্নোর্ভবঃ, সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ, পঞ্চানাং পাত্রাণাং সমাহারঃ, দ্বয়োরহ্নোঃ সমাহারঃ, প্রিয়ঃ সখা, রাজ্ঞো গৌঃ, দশ গাবো ধনং যস্য, পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ, অতিক্রান্তঃ শানম্, দ্বে অঞ্জলী প্রমাণমস্য, দ্বয়োরঞ্জলিঃ, সুরাষ্ট্রস্য ব্রহ্মা, কুৎসিতো ব্রহ্মা, বৃদ্ধ উক্ষা, ইক্ষূণাং ছায়া, বৃক্ষস্য ছায়া, মৃগ্যাঃ ক্ষীরম্, মনুষ্যাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শূরঃ, ছাত্রাণাং পঞ্চমঃ, অপাং তৃপ্তঃ, পাচিকা স্ত্রী, সুকেশী ভার্য্যা, বামোরূঃ ভার্য্যা।

১৯। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ—যূপদারু, পূর্ব্বাহ্ণঃ, অপররাত্রঃ, উদ্বেলঃ, উন্নিদ্রঃ, আপিঙ্গলঃ, স্নাতানুলিপ্তঃ, ঘনশ্যামঃ, অধরপল্লবঃ, চতুষ্পদী, দেশান্তরম্, দ্ব্যহঃ, দ্ব্যহ্নঃ, পরমাহঃ, দ্ব্যঙ্গুলম্, পুঙ্গবঃ, মহাব্রহ্মঃ, গবাক্ষঃ, মহোক্ষঃ, হংসডিম্বঃ।

২০। ১৯ প্রশ্নোক্ত পদগুলির মধ্যে যে যে পদে সমাসান্ত হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ কর এবং সূত্র লিখ।

২১। অর্দ্ধগ্রাম, গ্রামার্দ্ধ; দ্ব্যহ, দ্ব্যহ্ন; পূর্ব্বাহ্ণ, পূর্ব্বাহ; রাজসখি, রাজসখ;—ইহাদের অর্থগত প্রভেদ নির্ণয় কর।

২২। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও :—

পুত্রচতুর্থঃ, পটশুক্লঃ, পূর্ব্বরাত্রৌ, পঞ্চমীকন্যাম্, পাচিকাস্ত্রিয়া, চতুর্যুগী, পুণ্যরাত্রিম্, একাহ্ঃ, মহারাজ্ঞা, এতে রাজসখায়ঃ, রাজগৌঃ, বৃদ্ধোক্ষা, পুরুষায়ুঃ, কুক্কুটীশাবঃ।

বহুব্রীহি-সমাস।

১। বহুব্রীহিঃ। (ক)

এই প্রকরণে যে সমাসের বিধান হইতেছে, তাহার নাম **বহুব্রীহি**।

২। অনেকমন্যপদার্থে (পা ২।২।২৪)

একাধিক প্রথমান্ত পদ অন্য পদার্থে বিদ্যমান হইলে (খ),

(ক) সমানার্থানেকপদং বহিরর্থে সমস্যতে। নিত্যং যৎ স বহুব্রীহিঃ।" প্রয়োগ-রত্ন-মালা।

(খ) অর্থাৎ যে যে পদে সমাস করা যায়, তাহাদের অর্থ না বুঝাইয়া অন্য একটী পদের অর্থ বুঝাইলে। অন্য পদার্থ প্রথমা-বিভক্ত্যন্ত হইলে বহুব্রীহি-সমাস হয় না। যথা—বৃষ্টে দেবে যো গতঃ স 'বৃষ্টদেবঃ' এরূপ হয় না। এ স্থলে যে ব্যক্তি গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই অন্য পদার্থ, তাহাতে ১মা বিভক্তি থাকায় সমাস হইল না। এই হেতু মূলে যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে যদ্ শব্দগুলিতে ২য়া হইতে ৭মী পর্য্যন্ত বিভক্তি-যোগ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, প্রথমান্ত যদ্ শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই। বহুব্রীহি দুই প্রকার, সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ। সমস্যমান পদে সমান বিভক্তি থাকিলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হয়। মূলে যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্তই সমানাধিকরণ বহুব্রীহির উদাহরণ। সমস্যমান পদে ভিন্ন বিভক্তি থাকিলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয়। জন্মাদি উত্তর-পদ হইলে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয়। "অবজ্যো হি

বহুব্রীহি সমাস হয়। যথা,—আরূঢ়ো বানরো যম্ আরূঢ়-বানরো বৃক্ষঃ, কৃতং কর্ম্ম যেন কৃতকর্ম্মা পুরুষঃ, দত্তং ধনং যস্মৈ দত্তধনো দরিদ্রঃ, উদ্ধৃতম্ উদকং যস্মাৎ উদ্ধৃতোদকঃ কূপঃ, দীর্ঘৌ বাহূ যস্য দীর্ঘবাহুঃ পুরুষঃ, প্রফুল্লানি কমলানি যস্মিন্ প্রফুল্লকমলং সরঃ।

২। সংখ্যয়াঽব্যয়াসন্নাদূরাধিকসংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে (পা ২।২।২৫)

বহুব্রীহির্ব্যধিকরণো জন্মাদ্যুত্তরপদে"—বামন। অবর্জ্য অর্থাৎ অগত্যা আশ্রয়ণীয়। যথা—শরে জন্ম যস্য স শরজন্মা (রঘু ৩। ২৩)। শরবণে ভবো যস্য স শরবণভবঃ (মেঘ ৪৬)। অশ্রূণি মুখে যস্য সঃ অশ্রুমুখঃ (রঘু ৮। ১৩)। নিধানং গর্ভে যস্যাঃ সা নিধানগর্ভা (রঘু ৩। ৯)। তদ্ভিন্ন স্থলে প্রায় ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হয় না। যথা—ব্যাঘ্রাৎ ভয়ং যস্য স ব্যাঘ্রভয়ঃ—এরূপ হইবে না। বহুপদেও বহুব্রীহি সমাস হয়। যথা—নীলমুজ্জ্বলং বপুর্যস্যাসৌ নীলোজ্জ্বলবপুঃ কৃষ্ণঃ। আরূঢ়া বৃদ্ধা বহবো বানরা যং স আরূঢ়-বৃদ্ধ-বহু-বানরঃ। "সূক্ষ্মজটকেশেন স্থূলভাজিনবাসসা। পুত্রী পর্ব্বত-রাজস্য কুতো হেতোর্বিবাহিতা॥" তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসংবিজ্ঞান ভেদে বহুব্রীহি আরও দুই প্রকার। সমস্যমান পদের প্রতিপাদ্য বস্তু যদি সমস্ত পদের প্রতিপাদ্য বস্তুতে থাকে, তাহা হইলে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হয়। যথা—আরূঢ়-বানরো বৃক্ষঃ। এস্থলে সমস্ত পদ আরূঢ়বানরঃ, তাহার প্রতিপাদ্য বস্তু বৃক্ষ, সমস্যমান পদের প্রতিপাদ্য আরূঢ় বানর বৃক্ষে আছে, অতএব তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। তদ্ভিন্ন স্থলে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হয়। যথা—কৃতকর্ম্মা পুরুষঃ। এ স্থলে সমস্ত পদ কৃতকর্ম্মা, তাহার প্রতিপাদ্য বস্তু পুরুষ, সমস্যমান পদের প্রতিপাদ্য কৃত কর্ম্ম পুরুষে সংলগ্ন নহে অর্থাৎ বৃক্ষ দেখিবামাত্র যেমন বানর আরোহণ করিয়াছে বুঝা যায়, সেইরূপ পুরুষ দেখিবামাত্র কর্ম্ম করিয়াছে ইহা বুঝা যায় না। এইজন্য ইহা অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি।

সংখ্যেয়-বৃত্তি সংখ্যা-বাচক অর্থাৎ সংখ্যা-বাচক বিশেষণ শব্দের সহিত অব্যয়, আসন্ন, অদূর, অধিক ও সংখ্যা-বাচক শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়। (ক)

৪। **बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्** (পা ৫। ৪।৭৩)

বহুব্রীহি-সমাসে সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর **ডচ্** হয়; ড্ ও চ্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**दशानां समीपे ये ते उपदशाः** (খ), **विंशतेरासन्नाः आसन्नविंशाः, त्रिंशतोऽदूरे अदूरत्रिंशाः, चत्वारिंशतोऽधिकाः अधिकचत्वारिंशाः, द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राः, पञ्च वा षड् वा पञ्चषाः** (গ)। বহু ও গণ শব্দের হয় না। যথা,—**बहूनां समीपे उपबहवः, उपगणाः**।

৫। **दिङ्नामान्यन्तराले** (পা ২।২।২৬)

অন্তরাল বুঝাইলে দিগ্বাচক **পূর্ব্ব** প্রভৃতি শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়। যথা,—**पूर्व्वस्या उत्तरस्याश्च दिशोरन्तरालं पूर্ব্বোত্তরা,**

(ক) উদাহরণ পর-সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। সংখ্যা-বাচক শব্দ সংখ্যেয়-বৃত্তি অর্থাৎ বিশেষণ না হইলে হয় না। যথা—অধিকা বিংশতির্গবাম্।

(খ) ৮ ও ৯ সূত্র দেখ। উপদশাঃ—নব একাদশ বা ইত্যর্থঃ। "দশানাং বৃক্ষাদীনাং সমীপে যে সন্তি গবাদয়স্তে উপদশা ইতি ন প্রযুজ্যতে"—তত্ত্ববোধিনী। উপ-শব্দের সমীপ এবং সমীপী দুই অর্থই হয়। 'সমীপ' অর্থে অব্যয়ীভাব এবং 'সমীপী' অর্থে বহুব্রীহি। ইহা তত্ত্ববোধিনী, গোয়ীচন্দ্র এবং শ্রীরামতর্কবাগীশের মত।

(গ) "একাহান্ দিবসাংস্তিষ্ঠেৎ। সপ্তাষ্টৈর্দিনৈর্ব্বাস্তুতি"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "দ্বিত্রাণ্যহান্যর্হসি সোঢ়ুমর্হন্"—রঘুবংশ।

दक्षिणस्याः पूर्व्वस्याश्च दिशोरन्तरालं दक्षिणपूर्व्वा, उत्तरस्याः पश्चिमायाश्च दिशोरन्तरालम् उत्तरपश्चिमा। (ক)

६। **सहस्तृतीयया।** (খ)

তৃতীয়ান্ত পদের সহিত **सह** শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয়।

७। **सहः सो विभाषा।** (গ)

বহুব্রীহি-সমাসে সহ-শব্দ-স্থানে বিকল্পে স হয়। যথা—**पुत्रेण सह सपुत्रः, सहपुत्रः ; अनुजेन सह सानुजः, सहानुजः ; बान्धवेन सह सबान्धवः ; भृत्येन सह सभृत्यः, सहभृत्यः।**

८। **रणव्यतिहारे तृतीयासप्तम्योः सरूपयोः।** (ঘ)

পরস্পর যুদ্ধ বুঝাইলে সমানরূপ তৃতীয়ান্ত ও সপ্তম্যন্ত পদের বহুব্রীহি সমাস হয়।

९। **दीर्घोऽन्त्यः पूर्व्वस्य।** (ঙ)

রণ-ব্যতিহারে বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্ব-পদের অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়।

१०। **इच् कर्म्मव्यतिहारे (पा ५।४।१२७)**

কর্ম্ম-ব্যতিহারে বহুব্রীহি সমাস হইলে পরপদের উত্তর **इच्** হয় ;

(ক) ১৪ সূত্র দেখ। (খ) "তেন সহেতি তুল্যযোগে" (পা ২।২।২৮)

(গ) "বোপসর্জ্জনস্য" (পা ৬।৩।৮২)

(ঘ) "তত্র তেনেদমিতি সরূপে" (পা ২।২।২৭)

(ঙ) "অন্যেষামপি দৃশ্যতে" (পা ৬।৩।১৩৭)

চ্ ইৎ, অব্যয় হয়; ইচ্ পরে থাকিলে অন্ত্য উ-বর্ণের গুণ হয়। যথা—**কেশেষু কেশেষু গৃহীত্বা ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং (ক) কেশাকেশি, দণ্ডৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং দণ্ডাদণ্ডি, মুষ্টীমুষ্টি, বাহূবাহবি (৬০), অস্যসি।**

১১। স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুংস্কায়াঃ স্ত্রিয়াম্। (খ)

বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে ভাষিতপুংস্ক (গ)

(ক) এস্থলে প্রবৃত্তং এই পদে ণিচের অর্থ অন্তর্ভূত আছে, প্রবৃত্তং প্রবর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। নতুবা গৃহীত্বা এই অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত এককর্ত্তৃকত্ব থাকে না। ইহা শ্রীরামতর্কবাগীশের মত। কর্ত্তায় তয়া হইলে হয় না। যথা—ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়েণ চ প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং বৃত্তম্—এখানে সমাস হইল না। প্রহরণ, আকর্ষণ ও গ্রহণ ভিন্ন অন্য ক্রিয়ার ব্যতীহার বুঝাইলে হয় না। ব্যতীহার অর্থাৎ পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াকরণ। রথে চ রথে চ স্থিত্বা ইদং যুদ্ধং বৃত্তম্ –এখানে প্রহরণাদি অর্থ না হওয়ায় সমাস হইল না। সমানরূপ পদ না হইলে হয় না। যথা—হলৈশ্চ মুষলৈশ্চ প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং বৃত্তম্—এখানে হলৈঃ ও মুষলৈঃ ভিন্ন পদ হওয়ায় সমাস হইল না। যুদ্ধ না বুঝাইলে হয় না। যথা—হস্তেন চ হস্তেন চ গৃহীত্বা ইদং ক্রীড়নং সখ্যং বা বৃত্তম্—এখানেও সমাস হইল না। প্রহরণ-বিষয়ে তৃতীয়ান্ত পদের এবং গ্রহণ-বিষয়ে সপ্তম্যন্ত পদেরই সমাস হয়। অতএব কায়ঞ্চ কায়ঞ্চ গৃহীত্বা যুদ্ধম্—এস্থলে সমাস হইল না। যুদ্ধ ভিন্ন স্থলেও প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"কর্ণাকর্ণি জপন্তি হন্ত নিভৃতাঃ" ইত্যাদি মহানাটকে। "কর্ণাকর্ণি অকথয়ৎ"—বিষ্ণুপুরাণে।

(৬০) বোপদেব-মতে পূর্ব্বপদের অন্ত্যস্বর স্থানে বিকল্পে আ হয়। যথা,—মুষ্টামুষ্টি, মুষ্টীমুষ্টি; বাহাবাহবি, বাহুবাহবি। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হয় না। যথা—অস্যসি।

(খ) "স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুংস্কাদনূঙ্ সমানাধিকরণে স্ত্রিয়ামপূরণীপ্রিয়াদিষু" (পা ৬।৩।৩৪)

(গ) ভাষিতপুংস্ক=যে সকল শব্দ একই অর্থে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হয়, তাহা-

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—**স্থিরা বুদ্ধিরস্য স্থির-বুদ্ধিঃ, মহতী মতিরস্য মহামতিঃ, চিত্রা গতিরস্য চিত্রগতিঃ, দৃঢ়া ভক্তিরস্য দৃঢ়ভক্তিঃ, প্রিয়া ভার্য্যাস্য প্রিয়ভার্য্যঃ, পীতা গৌরস্য পীতগুঃ** (ক)।

১২। **নোবন্তস্য**।

বহুব্রীহি সমাসে উপ্-প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা,—বামোরুঃ **ভার্য্যাস্য বামোরুভার্য্যঃ**।

১৩। **ন কোপধায়াঃ** (পা ৬।৩।৩৭)

যে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উপধা-স্থলে তদ্ধিতের কিংবা অক-প্রত্যয়ের ক থাকে, তাহার পুংবদ্ভাব হয় না। যথা তদ্ধিত—**রসিকা ভার্য্যাস্য রসিকাভার্য্যঃ**; অক-প্রত্যয়—**পাচিকা ভার্য্যাস্য পাচিকাভার্য্যঃ**। অন্যত্র হয়; যথা,—**একা ভার্য্যাস্য এক-ভার্য্যঃ**।

দিগকে ভাষিতপুংস্ক বা উক্তপুংস্ক বলে। বৃদ্ধ শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হয়। যথা—বৃদ্ধঃ পুরুষঃ, বৃদ্ধা নারী; অথচ উভয়ত্র বৃদ্ধ শব্দের একই অর্থ। অতএব বৃদ্ধ শব্দ ভাষিত-পুংস্ক। গঙ্গা শব্দ কেবল স্ত্রীলিঙ্গই হয়, পুংলিঙ্গ হয় না। অতএব গঙ্গা শব্দ ভাষিতপুংস্ক নহে। দ্রোণ শব্দ পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হয়, কিন্তু ইহা ভাষিতপুংস্ক শব্দ নহে। কারণ যখন ইহা পুংলিঙ্গ হয়, তখন ইহার অর্থ পরিমাণ-বিশেষ এবং যখন স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তখন ইহার অর্থ গবাদনী অর্থাৎ গো-সমূহের ভোজন-পাত্র। অতএব একই অর্থে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হইল না বলিয়া ভাষিতপুংস্ক হইল না। অতএব স্থূলদৃষ্টিতে সহজ ভাষায় ভাষিতপুংস্ককে বিশেষণ বলা যাইতে পারে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভাষিতপুংস্ক শব্দের যে অর্থ, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

(ক) "সাধারণ নিয়ম"—১০ সূত্র।

১৪। संज्ञा-पूरण्योश्च (पा ६।३।३८)

সংজ্ঞা-বাচক ও পূরণ-বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা সংজ্ঞা-বাচক—**दत्ता भार्य्यास्य दत्ताभार्य्यः** (ক); পূরণ-বাচক—**द्वितीया भार्य्यास्य द्वितीयाभार्य्यः, पञ्चमी भार्य्यास्य पञ्चमीभार्य्यः**।

১৫। जाति-स्वाङ्गयोः।

জাতি-বাচক ও স্বাঙ্গ-বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা, জাতি-বাচক—**ब्राह्मणी भार्य्यास्य ब्राह्मणीभार्य्यः, क्षत्रिया भार्य्यास्य क्षत्रियाभार्य्यः**; স্বাঙ্গ-বাচক—**सुकेशी भार्य्यास्य सुकेशीभार्य्यः, कृशाङ्गी भार्य्यास्य कृशाङ्गीभार्य्यः**। (খ)

(ক) যে সকল সংখ্যা-বাচক শব্দ একটীমাত্র বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায়, এই নিষেধ-সূত্র তাহাদের জন্য নহে (গোয়ীচন্দ্র); কারণ তাহারা ভাষিতপুংস্ক নহে; অতএব ১১ সূত্রানুসারে তাহাদের পুংবদ্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নাই। দত্তাদি শব্দগুলি সংজ্ঞা-বাচক হইলেও অনেককে বুঝাইতে পারে এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে; অতএব উক্তপুংস্ক হওয়ায় ১১ সূত্রানুসারে পুংবদ্ভাবের সম্ভাবনা ছিল, সেই জন্যই ১৪ সূত্রানুসারে তাহার নিষেধ করা হইল।

(খ) কিন্তু মানিন্ শব্দ পরে থাকিলে পুংবদ্ভাব হয়। যথা—ব্রাহ্মণী মানিনী যস্যাঃ অথবা ব্রাহ্মণীম্ আত্মানং মন্যতে ইতি বাক্যে ব্রাহ্মণমানিনী, সুকেশমানিনী। স্বাঙ্গ-বাচক শব্দ যদি ঈপ্-প্রত্যয়ান্ত হয়, তাহা হইলেই পুংবদ্ভাব নিষিদ্ধ। আপ্-প্রত্যয়ান্ত স্বাঙ্গ-বাচক শব্দের পুংবদ্ভাব হইতে পারে। যথা—অকেশা ভার্য্যা যস্য সঃ অকেশভার্য্যঃ।

১৬। প্রিয়াদি-পূরণ্যোঃ।

বহুব্রীহি সমাসে প্রিয়া (৬১) প্রভৃতি ও পূরণ-বাচক শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংবদ্ভাব হয় না। যথা,—**শোভনা প্রিয়াস্য শোভনাপ্রিয়ঃ, সুলোচনা কান্তাস্য সুলোচনা-কান্তঃ।**

১৭। অপ্ পূরণী-প্রমাণ্যোঃ (পা ৫।৪।১১৬)

পূরণ-বাচক ও প্রমাণী শব্দের উত্তর অপ্ হয়; প্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**কল্যাণী পঞ্চমী যাসাং রাত্রীণাং তাঃ কল্যাণীপঞ্চমা রাত্রয়ঃ** (৬২), **স্ত্রী প্রমাণী যেষাং তে স্ত্রীপ্রমাণাঃ কুটুম্বিনঃ।**

(৬১) প্রিয়া, মনোজ্ঞা, কল্যাণী, সুভগা, দুর্ভগা, সচিবা, স্বা, কান্তা, ক্ষান্তা, সমা, চপলা, বামনা। ভক্তি, তনয়া, দুহিতা, এই তিন শব্দও প্রিয়াদি-গণে পঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বত্রই বিপরীত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; এজন্য গণমধ্যে নিবেশিত হইল না।

দৃঢ়ভক্তিঃ, বিদিতভক্তিঃ প্রভৃতি শিষ্টপ্রয়োগ দেখা যায়। বৃত্তিকার, ন্যাসকার, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও সংক্ষিপ্তসারের মতে দৃঢ়ং ভক্তির্যস্য এইরূপ বাক্য, সুতরাং পুংবদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের মতে দৃঢ়ং এই পদে সামান্যে নপুংসক লিঙ্গ। ভাগবৃত্তি-মতে ইহা আর্ষ প্রয়োগ। ভোজরাজ এবং শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে ভক্তি-শব্দ যদি কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে পুংবদ্ভাব হয় না। তখন ভক্তি=ভজনীয়। যথা—ভবানী ভক্তির্যস্য স ভবানীভক্তিঃ। ভাববাচ্য-নিষ্পন্ন ভক্তি-শব্দ পরে থাকিলে পুংবদ্ভাব হয়। যথা—দৃঢ়া ভক্তির্যস্য স দৃঢ়ভক্তিঃ।

(৬২) মুখ্য পূরণীর উত্তর অপ্ হয়, গৌণের উত্তর হয় না। কল্যাণী পঞ্চমী রাত্রির্যস্মিন্ পক্ষে স কল্যাণপঞ্চমীকঃ পক্ষঃ। এ স্থলে পূরণ-বাচক শব্দ গৌণ; এজন্য ইহার উত্তর অপ্ হইল না। অসমস্ত দশায় যে অর্থের বাচক, সমস্ত দশাতেও সেই অর্থের বাচক হইলেই মুখ্য; আর অসমস্ত দশায় যে অর্থের বাচক, সমস্ত দশায়

১৮। নঞ্-সু-বি-ত্র্যুপেভ্যশ্চতুরঃ। (ক)

নঞ্, সু, বি, ত্রি, উপ, এই সকলের পরবর্ত্তী চতুর্ শব্দের উত্তর অপ্ হয়। যথা,—অবিদ্যমানানি চত্বার্য্যস্য অচতুরঃ। এইরূপ, সুচতুরঃ, বিচতুরঃ, ত্রিচতুরঃ, উপচতুরঃ। (ক)

১৯। নেতুর্নক্ষত্রাৎ।

নক্ষত্র-বাচক শব্দের পরবর্ত্তী নেতৃ শব্দের উত্তর অপ্ হয়। যথা,—মৃগনেত্রাঃ, পুষ্যনেত্রা রাত্রয়ঃ। (খ)

২০। নাভেঃ সংজ্ঞায়াম্।

সংজ্ঞা বুঝাইলে নাভি শব্দের উত্তর অপ্ হয়। যথা,—পদ্মনাভো বিষ্ণুঃ। (গ)

তদ্ভিন্নার্থ-বাচক হইলে গৌণ বলে। কল্যাণপঞ্চমা রাত্রয়ঃ,—এ স্থলে পূরণবাচক শব্দ অসমস্ত ও সমস্ত উভয় দশাতেই রাত্রিবাচক, এজন্য মুখ্য; আর কল্যাণপঞ্চমীকঃ পক্ষঃ,—এ স্থলে পূরণবাচক শব্দ অসমস্ত দশায় রাত্রিবাচক, কিন্তু সমস্ত দশায় তদ্বাচক না হইয়া তদ্ভিন্নার্থক-পক্ষবাচক হইতেছে, এজন্য ইহা গৌণ।

(ক) "অচতুর-বিচতুর-সুচতুর ..." (পা ৫।৪।৭৭); চতুরোঽচ্প্রকরণে ত্র্যুপাভ্যামুপসংখ্যানম্" (বা ৩০৫১)

"অবিদ্যমানা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চত্বারো যস্য সোঽচতুরঃ। শোভনাশ্চত্বারো যস্য স সুচতুরঃ। ত্রয়শ্চত্বারো বা মানং যেষাং, ত্রয়ো বা চত্বারো বা ইতি ত্রিচতুরাঃ। বিগতাশ্চত্বারো যস্য স বিচতুরঃ। উপগতাশ্চত্বারো যেষাং, চতুর্ণাং সমীপে বা উপচতুরাঃ"—শ্রীরাম। ত্রিচতুরাঃ—এস্থলে ৪ সূত্রানুসারে ডচ্ না হইয়া এই সূত্রানুসারে অপ্ হইল।

(খ) মৃগঃ মৃগশিরো নক্ষত্রং নেতা প্রাপকো যস্যাঃ সা রাত্রিঃ মৃগনেত্রা (মৃগনেতৃ+অ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্)। যে নক্ষত্র উদিত হইলে রাত্রি আরম্ভ হয়, সেই নক্ষত্রকে সেই রাত্রির নেতৃ বলে।

(গ) "নাভিস্থিতং পদ্মং যস্য ইতি বাক্যম্"—শ্রীরাম। "পদ্মং নাভৌ যস্য স পদ্মনাভঃ

২১। অন্তর্বহির্ভ্যাং চ লোম্নঃ (পা ৫।৪।১১৭)

অন্তর্ ও **বহিস্** শব্দের পরবর্ত্তী **লোমন্** শব্দের উত্তর **অপ্** হয়। যথা,—**অন্তর্লোমানি যস্যা অন্তর্লোমা নাষিকা, বহির্লোমানি যস্য বহির্লোমঃ।**

২২। নঞ্-দুঃ-সুভ্যঃ সক্থ্নো বা।

নঞ্, দুর্, সু, এই তিন শব্দের পরবর্ত্তী **সক্থি** শব্দের উত্তর বিকল্পে **অপ্** হয়। যথা,—**অসক্থঃ, অসক্থিঃ ; দুঃসক্থঃ, দুঃসক্থিঃ ; সুসক্থঃ, সুসক্থিঃ।** (ক)

২৩। সক্থ্যক্ষিভ্যাং ষঃ স্বাঙ্গে।

স্বাঙ্গ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাসে **সক্থি** ও **অক্ষি** শব্দের উত্তর **ষ** হয় ; ষ্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**দীর্ঘে সক্থিনী অস্য দীর্ঘ-**

অথবা পদ্মং পদ্মবৎ"—দুর্গাদাস। "পদ্মং নাভিরস্যেতি অথবা পদ্মং নাভাবস্যেতি ব্যধিকরণো বহুব্রীহিঃ"—গোয়ীচন্দ্র। নাভিস্থিতা উর্ণা যস্য স উর্ণনাভো মর্কটঃ, নিপাতনে উর্ণা শব্দের আকার হ্রস্ব হইল। মতান্তরে উর্ণনাভিঃ, অর্থাৎ সমাসান্ত অ-প্রত্যয় হয় না। যথা—"প্রবৃত্তির্নো বিনা কার্য্যমূর্ণনাভেরপীষ্যতে"—ভট্টবার্ত্তিক। সমাসান্ত বিধি অনিত্য ; এইজন্য "প্রজা ইবাঙ্গাদরবিন্দনাভেঃ"—এস্থলে সমাসান্ত হইল না,—শ্রীরামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাস। গোয়ীচন্দ্র-মতে 'পদ্মনাভিঃ'ও হয়।

(ক) পাণিনি-মতে হলি শব্দের উত্তরও এই নিয়মে অপ্ হয়। যথা—অহলঃ অহলিঃ, দুর্হলঃ দুর্হলিঃ, সুহলঃ সুহলিঃ। সংক্ষিপ্তসার-মতে নঞ্+হলি, সু+সক্থি, দুর্+সক্থি—ইহাদের উত্তর অপ্ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুগ্ধবোধের মত গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে সক্থি শব্দের অর্থ শকটাঙ্গবিশেষ। উরু-বাচক সক্থি শব্দের পর-সূত্রানুসারে ষ হইবে।

সক্থঃ পুরুষঃ, বৃত্তে সক্থিনী অস্যাঃ বৃত্তসক্থী নারী, দীর্ঘে অক্ষিণী অস্মিন্ দীর্ঘাক্ষং বদনম্, বিশালে অক্ষিণী অস্যাঃ বিশালাক্ষী দেবী। স্বাঙ্গ না বুঝাইলে হয় না। যথা,—দীর্ঘ-সক্থি শকটম্, স্থূলাক্ষিঃ ইক্ষুদণ্ডঃ। (ক)

২৪। অঙ্গুলের্দারুণি (পা ৫।৪।১১৪)

দারু (খ) বুঝাইলে অঙ্গুলি-শব্দের উত্তর ষ হয়। যথা,—পঞ্চাঙ্গুলং দারু (গ)। দারু ভিন্ন স্থলে পঞ্চাঙ্গুলির্হস্তঃ।

২৫। দ্বিত্রিভ্যাং মূর্দ্ধ্নঃ।

দ্বি ও ত্রি শব্দের পরবর্ত্তী মূর্দ্ধন্ শব্দের উত্তর ষ হয়। যথা,—দ্বৌ মূর্দ্ধানাবস্য দ্বিমূর্দ্ধঃ, ত্রয়ো মূর্দ্ধানোঽস্য ত্রিমূর্দ্ধঃ। অন্যত্র হয় না। যথা,—পঞ্চ মূর্দ্ধানোঽস্য পঞ্চমূর্দ্ধা।

২৬। অস্ নঞ্-দুঃ-সুভ্যঃ প্রজায়াঃ।

নঞ্, দুর্, সু, এই তিন শব্দের পরবর্ত্তী প্রজা শব্দের উত্তর অস্ হয়। যথা,—অপ্রজাঃ, দুষ্প্রজাঃ, সুপ্রজাঃ।

(ক) প্রাচীনেরা "স্থূলাক্ষিঃ ইক্ষুঃ" এইরূপ প্রত্যুদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু তত্ত্ব-বোধিনী-মতে ইহা হইতে পারে না। কারণ তৎপুরুষ সমাসের ৯৫ সূত্রানুসারে চক্ষুর্ভিন্ন অর্থে অক্ষি-শব্দের উত্তর অচ্ প্রত্যয় অবশ্যই হইবে। এই জন্যই সিদ্ধান্তকৌমুদীতে 'স্থূলাক্ষা বেণুযষ্টিঃ' এইরূপ প্রত্যুদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে অচ্ হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ হইল, ষ প্রত্যয় হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হইত।

(খ) দারু—কাষ্ঠ। (গ) "পঞ্চ অঙ্গুলয়ো যস্মিন্ তৎ পঞ্চাঙ্গুলং দারু, অঙ্গুলি-সদৃশাবয়বং ধান্যানাং বিক্ষেপণকাষ্ঠমুচ্যতে"—গোয়ীচন্দ্র, অর্থাৎ ধান্য বিক্ষিপ্ত করিবার কাষ্ঠ-বিশেষ, ইহার অবয়ব অঙ্গুলি-তুল্য।

২৭। মন্দাল্পাভ্যাঞ্চ মেধায়াঃ।

নঞ্, দুর্, সু, মন্দ, অল্প, এই সকল শব্দের পরবর্ত্তী মেধা শব্দের উত্তর অস্ হয়। যথা,—**অমেধাঃ, দুর্মেধাঃ, সুমেধাঃ, মন্দমেধাঃ, অল্পমেধাঃ**। (ক)

২৮। ধর্ম্মাদন্ কেবলাৎ।

ধর্ম্ম শব্দের উত্তর **অন্** হয়। যথা,—**সুধর্ম্মা, শুভধর্ম্মা, অর্জ্জিতধর্ম্মা**। ধর্ম্মশব্দ অন্য শব্দের সহিত মিলিত থাকিলে হয় না। যথা,—**পরমস্বধর্ম্মঃ**। (খ)

(ক) "অর্থেন তু বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ। ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিনশ্যন্তি গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥"—হিতোপদেশ

(খ) "ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ" (পা ৫।৪।১২৪)। কেবলাৎ পূর্ব্বপদাৎ পরো যো ধর্ম্ম-শব্দস্তদন্তাদ্ বহুব্রীহেরনিচ্ স্যাৎ। কল্যাণধর্ম্মা। কেবলাৎ কিম্? পরমঃ স্বো ধর্ম্মো যস্যেতি ত্রিপদে বহুব্রীহৌ মা ভূৎ। * * * "সন্দিগ্ধসাধ্যধর্ম্মা ইত্যাদৌ তু কর্ম্মধারয়-পূর্ব্বপদো বহুব্রীহিঃ। এবং তু পরমস্বধর্ম্মা ইত্যপি সাধ্বেব"—ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী। ইহার সরলার্থ এই যে—যদি ধর্ম্ম-শব্দের পূর্ব্বে একটী মাত্র পদ থাকে, তাহা হইলে তাহার উত্তর বহুব্রীহি সমাসে অন্-প্রত্যয় হয়। পরমঃ স্বো ধর্ম্মো যস্য এই বাক্যে ধর্ম্ম-শব্দের পূর্ব্বে পরমঃ এবং স্বঃ এই দুইটী পৃথক্ পদ থাকায় অন্ প্রত্যয় হইল না। অতএব তিনটী পৃথক্ পদ লইয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে ধর্ম্ম শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় হয় না। কিন্তু পরমশ্চাসৌ স্বশ্চ পরমস্বঃ, পরমস্বঃ ধর্ম্মো যস্য এই বাক্যে পরমস্বধর্ম্মা অর্থাৎ অন্ প্রত্যয় হইবে; কারণ ধর্ম্ম শব্দের পূর্ব্বে পরম ও স্ব দুইটী শব্দ থাকিলেও ইহারা পৃথক্ পদ নহে, সমাসে একপদ হইয়া গিয়াছে। অতএব এ স্থলে ধর্ম্ম শব্দের পূর্ব্বে একটীমাত্র পদ আছে বলিয়া অন্-প্রত্যয় হইল। কাশিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদী এবং তত্ত্ববোধিনীর এই একই মত। চন্দ্র এবং বর্দ্ধমানেরও এই মত। কিন্তু ভাষা, সংক্ষিপ্তসার এবং শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে ত্রিপদে বহুব্রীহি সমাস হইলেও ধর্ম্ম শব্দের উত্তর অন্ হইতে

২৯। দক্ষিণাদীর্ম্মা লুব্ধযোগে। (ক)

ব্যাধ-সম্বন্ধ বুঝাইলে দক্ষিণ শব্দের পরবর্ত্তী ঈর্ম্ম শব্দের উত্তর অন্ হয়। যথা,—দক্ষিণে ঈর্ম্মং ব্রণং যস্য দক্ষিণের্ম্মা মৃগঃ, ব্যাধেন দক্ষিণে পার্শ্বে কৃতব্রণ ইত্যর্থঃ। (ক)

৩০। প্র-সম্ভ্যাং জানুনোর্জ্ঞুঃ (পা ৫।৪।১২৯)

প্র, সম্, এই দুই অব্যয়ের পরবর্ত্তী জানু শব্দের স্থানে জ্ঞু হয়। যথা,—প্রজ্ঞুঃ, সংজ্ঞুঃ। (খ)

পারে। ভাষ্যকারের উদাহরণ—সাক্ষাৎ কৃতো ধর্ম্ম এতৈঃ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ। শ্রীরাম-তর্কবাগীশ ও গোয়ীচন্দ্রের উদাহরণ—পরমঃ শোভনঃ ধর্ম্মোঽস্য পরমসুধর্ম্মা। সংক্ষিপ্ত-সারের মূলে ভাষ্যকারের উদাহরণই প্রদত্ত হইয়াছে। গোয়ীচন্দ্র বলেন—মূলে যে ভাষ্যকারের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা চন্দ্র, বর্দ্ধমান, জয়াদিত্য প্রভৃতির মত নিরস্ত করিবার জন্য। সংক্ষিপ্তসার ও শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে, যদি ধর্ম্ম শব্দের সহিত প্রথমে অন্য কোন শব্দের সমাস করা যায় এবং তাহার পর সেই সমস্ত পদটীকে পরপদ করিয়া পুনরায় বহুব্রীহি সমাস করা যায়, তাহা হইলে অন্ প্রত্যয় হয় না। শোভনো ধর্ম্মঃ সুধর্ম্মঃ—প্রথমে ধর্ম্ম শব্দের সহিত তৎপুরুষ সমাসে সুধর্ম্ম হইল, তাহার পর পরমঃ সুধর্ম্মোঽস্য এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাস করিলে পরমসুধর্ম্মঃ, অর্থাৎ অন্ প্রত্যয় হইবে না। এইরূপ কুলস্য ধর্ম্মঃ কুলধর্ম্মঃ, অনুপালিতঃ কুলধর্ম্মো যেন সঃ অনুপালিতকুলধর্ম্মঃ। সংক্ষিপ্তসার-সূত্র—"অকৃতসমাসান্তরাদ্ ধর্ম্মাদন্"—৪৭০ সূত্র। চন্দ্র ও বর্দ্ধমানের মতে বিকল্পে অন্ হয়।

(ক) "দক্ষিণের্ম্মা লুব্ধযোগে" (পা ৫।৪।১২৬)। "স্বয়ংজাতে ব্রণে দক্ষিণের্ম্মো মৃগঃ"—ইতি গোয়ীচন্দ্রঃ।

(খ) "প্রগতং জানু যস্য প্রজ্ঞুঃ। সংহতং জানু যস্য সংজ্ঞুঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "প্রকৃষ্টে জানুনী যস্য স প্রজ্ঞুঃ"—কাশিকা ও দুর্গাদাস

३१ । ऊर्द्ध्वाद्विभाषा (पा ५।४।१३०)

ऊर्द্ধ্ব শব্দের পরবর্ত্তী জানু শব্দের স্থানে বিকল্পে ज्ञु হয়। যথা,—ऊर्द्ध्वज्ञुः, ऊर्द्ध्वजानुः। (ক)

३२ । नसो नासिकायाः संज्ञायाम् ।

সংজ্ঞা বুঝাইলে নাসিকা-শব্দ-স্থানে नस হয়। যথা,—द्रुरिव नासिकास्य द्रुणसः, वार्ध्रीव नासिकास्य वार्ध्रीणसः, गौरिव नासिकास्य गोनसः। স্থূল শব্দের উত্তর হয় না। যথা,—स्थूला नासिकास्य स्थूलनासिकः। সংজ্ঞা না বুঝাইলে হয় না। যথা,—तुङ्गा नासिका अस्य तुङ्गनासिकः पुरुषः।

३३ । उपसर्गाच्च (पा ५।४।११९)

উপসর্গের পরবর্ত্তী নাসিকা শব্দের স্থানে नस হয়। যথা,—प्रणसः, उन्नसः, अपनसः। (খ)

३४ । खर-खुराभ्यां नस् च ।

खर ও खुर শব্দের পরবর্ত্তী নাসিকা শব্দের স্থানে नस ও नस् হয়। যথা,—खरणसः, खरणाः; खुरणसः, खुरणाः।

३५ । विग्रादयः ।

(ক) ঊর্দ্ধ্বং জানু যস্য।

(খ) যথাক্রমে বাক্য—প্রগতা উন্নতা অপগতা নাসিকা যস্য। "অসিং কৌক্ষেয়-মুষ্মত্যা চকারাপনসং মুখম্"—ভট্টি ৪।৩১। "উন্নসং দধতী বক্ত্রম্"—ভট্টি ৪।১৮

বি-উপসর্গ-সহিত **নাসিকা** শব্দের স্থানে **বিগ্র, বিখ্য, বিখ্র, বিখ্রু,** ও **বিনস** নিপাতনে সিদ্ধ হয়। (ক)

২৬। জানির্জায়ায়াঃ।

জায়া শব্দের স্থানে জানি আদেশ হয়। যথা,—**যুবতির্জায়াস্য যুবজানিঃ** (খ), **প্রিয়া জায়াস্য প্রিয়জানিঃ, সুন্দরী জায়াস্য সুন্দরজানিঃ।**

২৭। দুর্গন্ধাদুৎ-সু-পূতি-সুরভিভ্যঃ। (গ)

. (ক) ভাষ্য, কাশিকা ও সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতে বিগ্র ও বিখ্য। সংক্ষিপ্তসার-মতে বিনসঃ ও বিখ্রুঃ। শ্রীরামতর্কবাগীশ-মতে বিখ্রু, বিগ্র ও বিনস। পাণিনির মতে বিনস হয় না। "বিনসা হতবান্ধবা"—ভট্টি ৫।৮। এস্থলে উপায় কি? "বিগতয়া নাসিকয়া উপলক্ষিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্"—সি-কৌ। "বিনসেতি ন প্রথমান্তং, কিন্তু নসাদেশে তৃতীয়ান্তমিতি ভাবঃ"—তত্ত্ববোধিনী। মতান্তরে বিখ্রুও হয়।

(খ) "যুবজানির্ধনুষ্পাণিঃ"—ভট্টি ৫।১৩

(গ) "গন্ধস্যেদুৎপূতিসুসুরভিভ্যঃ (পা ৫।৪।১৩৫); গন্ধস্যেত্বে তদেকান্তগ্রহণম্" (বা ৩৩৬৮)। "একান্ত একদেশ ইব অবিভাগেন লক্ষ্যমাণ ইত্যর্থঃ। সুগন্ধি পুষ্পং সলিলঞ্চ। সুগন্ধির্বায়ুঃ। নেহ—শোভনা গন্ধা গন্ধদ্রব্যাণ্যস্য সুগন্ধ আপণিকঃ"—সি, কৌ। অতএব সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে গুণ-বাচক গন্ধ শব্দের উত্তরই ই প্রত্যয় হয়, দ্রব্য-বাচক গন্ধ শব্দের উত্তর হয় না। প্রৌঢ়মনোরমায় এই মতেরই পোষকতা করা হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে মতান্তরও উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—"কেচিত্তু তদেকান্তশব্দেন স্বাভাবিকত্বং বিবক্ষিত্বা আগন্তুকস্য ন ইত্যাহুঃ।" অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন—গন্ধ স্বাভাবিক হইলে ই প্রত্যয় হয়, আগন্তুক হইলে হয় না। মল্লিনাথ এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী। যথা, "গন্ধস্যেত্বে তদেকান্তগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি নৈসর্গিকগন্ধবিবক্ষায়ামেব ইকারাদেশঃ"—রঘু ৪।৪৫। তন্মতে "বকুরযুক্ছদগুচ্ছসুগন্ধয়ঃ" (মাঘ)। "অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা

উদ্, সু, পূতি, সুরভি, এই চারি শব্দের পরবর্ত্তী গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয়। যথা,—উদ্গন্ধিঃ, সুগন্ধিঃ, পূতিগন্ধিঃ, সুরভিগন্ধিঃ। দ্রব্যান্তরের গন্ধ-সম্বন্ধে হয় না। যথা,—সুগন্ধঃ পবনঃ।

২৮। অল্পসংযোগে।

স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা",—নৈষধ। "স সৈন্যপরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা" (রঘু)। এই মহাকবি-প্রয়োগ-সমূহ কবিগণের নিরঙ্কুশত্ব হেতু সোঢ়ব্য। এই সকল স্থলে ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে, ইহাও বলা মল্লিনাথের মতে অসঙ্গত। কারণ, নিয়ম আছে—"ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ।"—অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থ-প্রতিপত্তি হইলে কর্ম্মধারয়ের উত্তর অস্ত্যর্থে প্রত্যয় হয় না। শ্রীরামতর্কবাগীশ, দুর্গাদাস, কার্ত্তিকেয় সিদ্ধান্ত এবং ভরত-মল্লিক, প্রৌঢ়মনোরমার শেষোক্ত মত এবং মল্লিনাথ-মতেরই পক্ষপাতী। "যদা সমবায়সম্বন্ধেন গন্ধো বর্ত্ততে তদা ইকারঃ, তথাচ—'আঘ্রায়ি বান্ গন্ধবহঃ সুগন্ধঃ' ইতি ভট্টিঃ—শ্রীরাম। "ক্ষিতাবেব গন্ধ ইতি তার্কিকাঃ, স তু গন্ধঃ পুষ্পাদৌ সমবায়সম্বন্ধেনৈব বর্ত্ততে। বায্বাদৌ তু সংযোগসম্বন্ধেনেতি। ততশ্চ সমবায়সম্বন্ধেন বর্ত্তমানাৎ ইঃ স্যান্ন তু সংযোগসম্বন্ধেন বর্ত্তমানাদিতি সম্প্রদায়ঃ। অতএব ভট্টৌ আঘ্রায়ি বান্ গন্ধবহঃ সুগন্ধঃ" ইতি—দুর্গাদাস। নৈয়ায়িক-মতে গন্ধ ক্ষিতিতেই থাকে। সেই গন্ধ পুষ্পাদিতে সমবায়-সম্বন্ধে এবং বায়ু প্রভৃতিতে সংযোগ-সম্বন্ধে থাকে। সমবায়-সম্বন্ধ-স্থলেই ই প্রত্যয় হয়, সংযোগ-সম্বন্ধ-স্থলে হয় না। অতএব 'সুগন্ধিঃ বায়ুঃ' এরূপ হয় না। কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে এরূপ হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "পরগন্ধেন গন্ধবাংশ্চেৎ ন স্যাৎ"—কার্ত্তিকেয়। পূর্ব্বোক্ত ভট্টিশ্লোকের টীকায় ভরত-মল্লিকও এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'সুগন্ধি' এইরূপ পাঠে স্বার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয় করিতে হইবে। সংক্ষিপ্তসার-মতে দ্রব্য-বাচক গন্ধ শব্দের উত্তর ই-প্রত্যয় হয় না। তন্মতে পূর্ব্বোক্ত ভট্টিশ্লোকে গন্ধ শব্দ দ্রব্য-বাচক হওয়ায় ই প্রত্যয় হইল না। "গন্ধাদ্বেতি চান্দ্রাঃ"—গোয়ীচন্দ্র। অর্থাৎ চন্দ্র-মতে গন্ধ শব্দের উত্তর বিকল্পে ই হয়। দুর্গাদাসও এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

অল্প-সংযোগ বুঝাইলে গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয়। যথা,—ঘৃতগন্ধি, দধিগন্ধি, সূপগন্ধি ভোজনম্। (ক)

৩৯। উপমানাচ্চ (পা ৫।৪।১৩৭)

উপমান-বাচক পদের পরবর্ত্তী গন্ধ শব্দের উত্তর ই হয়। যথা,—পদ্মস্যেব গন্ধোঽস্য পদ্মগন্ধিঃ, করীষগন্ধিঃ (৬৩)।

৪০। পাদস্য পাদুপমানাদহস্ত্যাদেঃ।

উপমান-বাচক পদের পরবর্ত্তী পাদ-শব্দ-স্থানে পাদ্ হয়। যথা,—ব্যাঘ্রস্যেব পাদাবস্য ব্যাঘ্রপাৎ। হস্তিন্ (৬৪) প্রভৃতির পরবর্ত্তী হইলে হয় না। যথা,—হস্তিন ইব পাদাবস্য হস্তি-পাদঃ।

৪১। সংখ্যা-সু-পূর্ব্বস্য (পা ৫।৪।১৪০)

সংখ্যা-বাচক শব্দ ও সু পূর্ব্বে থাকিলে, পাদ-শব্দ-স্থানে পাদ্ হয়। যথা,—দ্বিপাৎ, ত্রিপাৎ, চতুষ্পাৎ, সুপাৎ।

(ক) "সূপস্থ গন্ধো লেশো বস্মিংস্তৎ। গন্ধো গন্ধক আমোদে লেশে সম্বন্ধগর্ব্বয়োরিতি বিশ্বঃ"—সি, কৌ।

(৬৩) বোপদেবের মতে বিকল্পে। পাণিনি ও ক্রমদীশ্বরের মতে নিত্য।

(৬৪) হস্তিন্, কুদ্দাল, অশ্ব, অজ, কপোত, জাল, গণ্ড, গণ্ডোল, কুসুল ইত্যাদি। "হস্তী কটোল-কণ্ডোলৌ গণ্ডোলো গণিকা মহান্। দাসী কুশূল,ইত্যষ্টৌ হস্ত্যাদৌ পরিকীর্ত্তিতাঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। পাণিনির মতে আরও অনেক শব্দ হস্ত্যাদির অন্তর্গত। সংক্ষিপ্তসার, শ্রীরামতর্কবাগীশ এবং দুর্গাদাসের এক মত।

४२ । स्त्रियां कुम्भादेः पद् ।

স্ত্রীলিঙ্গে **कुम्भ** (৬৫) প্রভৃতির পরবর্ত্তী পাদ-শব্দ-স্থানে **पद्** হয়। যথা,—**कुम्भपदी, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, शतपदी, विष्णुपदी, आर्द्रपदी।**

४३ । सुहृद्-दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः (पा ५।४।१५०)

मित्र ও **अमित्र** এই দুই অর্থে যথাক্রমে, **सुहृद्, दुर्हृद्,** এই দুই শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**शोभनं हृदयमस्य सुहृत् मित्रम्, दुष्टं हृदयमस्य दुर्हृत् अमित्रः।** (ক)

४४ । उरःप्रभृतिभ्यः कप् (पा ५।४।१५१)

उरस् (৬৬) প্রভৃতি শব্দের উত্তর **कप्** হয় ; প্ ইৎ, ক থাকে। যথা,—**व्यूढमुरोऽस्य व्यूढोरस्कः, उपानद्भ्यां सह सोपानत्कः, भाषितः पुमाननेन भाषितपुंस्कः, न विद्यते अर्थोऽस्मिन् निरर्थकम्, अनर्थकम्।** (খ)

(६५) कुम्भ, एक, द्वि, त्रि, शत, शूल, जाल, मुनि, गुण, सूत्र, गोधा, वस्त्र, विष्णु, आर्द्र, शुचि, स्थूणा इत्यादि।

"कुम्भ-जाल-शताष्टैक-कृष्ण-कुण्यार्द्र-शूकराः। सूत्र-गोधा-शकृद्दासी-सूची-कलस-निर्व्वयः। मुनिर्द्रोणः शितिर्बाणो विष्णुश्च कथिता इमे।"—श्रीरामतर्कवागीश। निर्व्वयः= निर् पूर्ब्बक ও বি পূর্ব্বক পাদ শব্দ। পাণিনির মতে আরও আছে।

(ক) অন্যত্র "सुहृदयः साधुः, दुर्हृदयः खलः"—श्रीरामतर्कवागीश।

(६६) उरस् उपानह्, पुमस्, पयस्, दधि, शालि, सर्पिस्, अनडुह्, नौ, निर् ও नञ्-पूर्ब्बक अर्थ।

(খ) "इह पुमान्, अनड्वान्, पयः, नौः, लक्ष्मीरिति एकवचनान्तानि पठ्यन्ते।

ইন্-ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে কপ্ হয়। যথা,—বহবোঽস্যাং বাগ্মিনঃ বহুবাগ্মিকা সভা। (ক)

৪৬। ঋদন্ত-নদীভ্যাঞ্চ।

ঋ-কারান্ত ও নদী-সংজ্ঞক (খ) শব্দের উত্তর কপ্ হয়। যথা, ঋদন্ত—একপিতৃকঃ, সমাতৃকঃ, মৃতভর্ত্তৃকা। নদী-সংজ্ঞক—মৃতপত্নীকঃ, বহুকুমারীকঃ।

৪৭। শেষাদ্বিভাষা (পা ৫।৪।১৫৪)

পূর্ব্বোক্ত ভিন্নের উত্তর বিকল্পে কপ্ হয় (গ)। যথা,—বহুযোগিকঃ, বহুযোগী; লব্ধযশস্কঃ, লব্ধযশাঃ; সমানবয়স্কঃ, সমানবয়াঃ; মুণ্ডিতশিরস্কঃ, মুণ্ডিতশিরাঃ; অর্জ্জিতধনকঃ, অর্জ্জিতধনঃ।

দ্বিবচন-বহুবচনান্তেভ্যস্তু শেষাদ্বিভাষেতি (৪৭ সূত্র) বিকল্পেন কপ্। দ্বিপুমান্, দ্বিপুংস্কঃ। —সি, কৌ। অর্থাৎ পুম্‌স্ অনুডুহ্, পয়স্, নৌ এবং লক্ষ্মী শব্দকে একবচনান্ত করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে নিত্য কপ্ প্রত্যয় হয়, কিন্তু দ্বিবচনান্ত অথবা বহুবচনান্ত করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে ৪৭ সূত্রানুসারে বিকল্পে হয়। যথা—দ্বিপুমান্ দ্বিপুংস্কঃ।"

(ক) "ইনঃ স্ত্রিয়াম্" (পা ৫।৪।১৫২)

(খ) ঈ-কারান্ত ও উ-কারান্ত নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের নদী-সংজ্ঞা হয়। "নদ্যৃতশ্চ" (পা ৫।৪।১৫৩)

(গ) অর্থাৎ যে সকল শব্দের উত্তর কোনও সমাসান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের উত্তর বিকল্পে কপ্ হয়। সমাসান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে হয় না। যথা—প্রিয়পথঃ। এখানে পরবর্ত্তী "সর্ব্ব-সমাস-সাধারণ-বিধির" ১ম সূত্রানুসারে ড প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া কপ্ হইল না। প্রিয়ধুরঃ—এখানে উক্ত বিধির ৬ষ্ঠ সূত্রানুসারে অন্ হইয়াছে বলিয়া কপ্ হইল না। সুগন্ধিঃ—এখানে বহুব্রীহি সমাসের ৬৭ সূত্রানুসারে ই প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া কপ্ হইল না।

৪৮। নেয়সুনঃ। (ক)

ঈয়সুন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর **কপ্** হয় না। যথা,—**বহু-প্রেয়ান্ বহুপ্রেয়সী**। (খ)

৪৯। ন প্রশংসায়াং ভ্রাতুঃ। (গ)

প্রশংসা বুঝাইলে **ভ্রাতৃ** শব্দের উত্তর **কপ্** হয় না। যথা,—**সুভ্রাতা, পণ্ডিতভ্রাতা, সাধুভ্রাতা**। অন্যত্র **মূর্খভ্রাতৃকঃ, বহুভ্রাতৃকঃ**।

৫০। ন নাড়ীতন্ত্র্যোঃ স্বাঙ্গে। (ঘ)

স্বাঙ্গ বুঝাইলে **নাড়ী** ও **তন্ত্রী** শব্দের উত্তর **কপ্** হয় না। যথা,—**বহুনাড়িঃ কায়ঃ, বহুতন্ত্রীর্গ্রীবা**। স্বাঙ্গ না বুঝাইলে **বহু-নাড়ীকঃ স্তম্ভঃ, বহুতন্ত্রীকা বীণা**। (ঙ)

৫১। সুপ্রাতাদয়ঃ। (চ)

(ক) " ঈয়সশ্চ" (পা ৫।৪।১৫৬)

(খ) "সমাস সাধারণ নিয়ম" ১১ সূত্র দেখ।

(গ) "বন্দিতে ভ্রাতুঃ" (পা ৫।৪।১৫৭)

(ঘ) "নাড়ীতন্ত্র্যোঃ স্বাঙ্গে" (পা ৫।৪।১৫৯)

(ঙ) ঈ-প্রত্যয়ান্ত-তন্ত্রীশব্দো ধমনীবচনঃ। নাড়ীতি দিনস্য ত্রিংশো ভাগঃ"—গোয়ীচন্দ্র। বহুতন্ত্রী—এস্থলে হ্রস্ব হইল না কেন? (সমাস-সাধারণ-নিয়ম—১০ সূত্র)। "স্ত্রীপ্রত্যয়ান্তত্বাভাবাৎ হ্রস্বো ন"—সি, কৌ। অর্থাৎ ইহা স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত হয় নাই বলিয়া হ্রস্ব হইল না। ইহা ঔণাদিক ঈ-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কিন্তু এই প্রত্যয় স্ত্রী-প্রত্যয়াধিকারে বিহিত হয় নাই বলিয়া ইহা স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত নহে।—তত্ত্ববোধিনী

(চ) সুপ্রাতসুশ্বসুদিবশারিকুক্ষচতুরশ্রৈণীপদাজপদপ্রোষ্ঠপদাঃ" (পা ৫।৪।১২০)

বহুব্রীহি সমাসে সুপ্রাত প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—শোভনং প্রাতরস্য সুপ্রাতঃ (ক), শোভনং দিবাস্য সুদিবঃ (খ), চতস্রোঽস্রয়ঃ অস্য চতুরস্রঃ। (গ)

(ক) "সুপ্রাতমাসাদিতসম্মদং তৎ"—ভট্টি ২।৪৯

(খ) "দিবাশব্দোঽয়ং স্বভাবাদধিকরণার্থপ্রধানোঽব্যয়ম্। শোভনং দিবা অস্যেতি শোভনমিতি কর্ম্মণো বিশেষণম্, শোভনং দিবাকালে কর্ম্মাস্য ইত্যর্থঃ"—গোয়ীচন্দ্র। অর্থাৎ দিবা-শব্দটী অধিকারণ-বাচক অব্যয়; শোভন শব্দটী কর্ম্মের বিশেষণ, অতএব দিবাকালে যাহার কর্ম্ম শোভন—এইরূপ অর্থ হইবে। "সুদিবেবাঽরবিন্দিনী"—ভট্টি ৫।৭০

(গ) অস্রিঃ কোটিঃ। "বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন"—কুমার। "মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানম্"—রঘু ৬।১০। এণীপদঃ, অজপদঃ, প্রোষ্ঠপদঃ ইত্যাদিও ইহার অন্তর্গত।

প্রশ্ন (বহুব্রীহি-সমাস)

১। 'বহুব্রীহি সমাস' কাহাকে কহে? উদাহরণ দাও।

২। বহুব্রীহি সমাসে পুংবদ্ভাবের নিয়মগুলি বিস্তৃতভাবে লিখ এবং উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। বহুব্রীহি সমাসে যে যে শব্দের উত্তর সমাসান্ত হয়, তাহাদের বিশেষ বিবরণ ও উদাহরণ দাও।

৪। বহুব্রীহি সমাসে ধর্ম্ম ও গন্ধ শব্দের উত্তর যে সমাসান্ত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও উদাহরণ দাও।

৫। বহুব্রীহি সমাসে কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কপ্ হয়? উদাহরণ দাও।

৬। নিম্ন-লিখিত পদগুলির সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ, এবং বিশেষ নিয়ম কিছু থাকিলে তাহারও উল্লেখ কর।

দ্বিত্রাঃ, সানুজঃ, কেশাকেশি, শীতগুঃ, কল্যাণীপঞ্চমা রাত্রয়ঃ, অচতুরঃ, পদ্মনাভঃ, বিশালাক্ষী, পঞ্চাঙ্গুলং দারু, দ্বিমূর্দ্ধঃ, অপ্রজাঃ, অল্পমেধাঃ, অর্জ্জিতধর্ম্মা, প্রজ্ঞুঃ, উর্দ্ধজ্ঞুঃ, প্রণসঃ, বিগ্রঃ, যুবজানিঃ, সুগন্ধিঃ, চতুষ্পাৎ, একপদী, সুহৃৎ, সোপানৎকঃ, সুপ্রাতঃ, চতুরস্রঃ।

৭। সমাস কর :—

দশানাং সমীপে যে তে, উত্তরস্যাঃ পশ্চিমায়াশ্চ দিশোরন্তরালম্, দণ্ডৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং, দৃঢ়া ভক্তির্যস্য, শীতা গৌর্যস্য, বামোরূর্ভার্য্যা যস্য, রসিকা ভার্য্যা যস্য, একা ভার্য্যা যস্য, গঙ্গা ভার্য্যা যস্য, পঞ্চমী ভার্য্যা যস্য, ব্রাহ্মণী ভার্য্যা যস্য, কৃশাঙ্গী ভার্য্যা যস্য, শোভনা প্রিয়া যস্য, সুলোচনা কান্তা যস্য, স্ত্রী প্রমাণী যেষাং তে, দ্বৌ মূর্দ্ধানৌ যস্য, নাস্তি প্রজা যস্য, শুভো ধর্ম্মো যস্য, উর্দ্ধে জানুনী যস্য, সুন্দরী জায়া যস্য, পদ্মস্যেব গন্ধো যস্য, বহবো ধনিনো যস্যাং সা, লব্ধং যশো যেন, বহ্ব্যঃ প্রেয়স্যো যস্য, পণ্ডিতো ভ্রাতা যস্য, মূর্খো ভ্রাতা যস্য।

৮। সংশোধন কর :—

চৌরো ভ্রাতা যস্য চৌরভ্রাতা, বীরো ভ্রাতা যস্য বীরভ্রাতৃকঃ, মৃতা পত্নী যস্য মৃতপত্নিঃ, বহুবাগ্মিনী সভা, বিশালোরসৌ, ব্যাঘ্রপাদঃ, হস্তিপাৎ, দুর্গন্ধিঃ বায়ুঃ, পালিতধর্ম্মঃ, সুমেধানাম্, সুপ্রজানাম্, পঞ্চমূর্দ্ধঃ, দীর্ঘসক্থং শকটম্, সুকেশভার্য্যাঃ, পঞ্চভার্য্যঃ, বামোরুভার্য্যঃ।

৯। 'কল্যাণপঞ্চমা রাত্রয়ঃ,' 'কল্যাণপঞ্চমীকঃ পক্ষঃ।'—এই দুইটি উদাহরণের অর্থগত প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

১০। সুহৃৎ, সুহৃদয়ঃ—এই দুইটী উদাহরণের অর্থগত প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

১১। অর্জ্জিতধনঃ, উর্দ্ধজানুঃ, অসক্থঃ, সভৃত্যঃ—ইহাদের বিকল্প-পক্ষে আর কি কি পদ হয়? 'সতীর্থঃ' ও 'সতীর্থ্যঃ',—এই দুইটী পদের অর্থগত প্রভেদ থাকিলে তাহা দেখাও।

১২। বহুব্রীহি সমাসে অক্ষি, মেধা, প্রজা, ধর্ম্ম ও গন্ধ শব্দের প্রয়োগ করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর।

১। **দ্বন্দ্বঃ।** (ক)

এই প্রকরণে যে সমাস বিহিত হইতেছে, তাহার নাম **দ্বন্দ্ব**।

২। **পরলিঙ্গং দ্বন্দ্বে।**

দ্বন্দ্ব সমাস হইলে সমস্ত ভাগ পরপদের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

৩। **ইতরেতরযোগে।**

পরস্পর যোগ বুঝাইলে **দ্বন্দ্ব** সমাস হয়। যথা,—**হরিশ্চ হরশ্চ হরিহরৌ, রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ রামলক্ষ্মণৌ, ভীমশ্চ অর্জ্জুনশ্চ ভীমার্জ্জুনৌ, ধবশ্চ খদিরশ্চ পলাশশ্চ ধবখদিরপলাশাঃ, কন্দশ্চ মূলঞ্চ ফলঞ্চ কন্দমূলফলানি, শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চ গন্ধশ্চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ।** **হরিহরৌ**,—এ স্থলে হরি-পদার্থ ও হর-পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে। **ধবখদির-পলাশাঃ**, এ স্থলে ধব-পদার্থ, খদির-পদার্থ ও পলাশ-পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝাইতেছে।

৪। **সমাহারে চ।**

দুই বা বহু পদার্থের সমাহার (খ) বুঝাইলে **দ্বন্দ্ব** সমাস হয়।

(ক) "চার্থে দ্বন্দ্বঃ সমাহার ইতরেতরযুক্ চ সঃ"—প্র-র-মা।

(খ) "সমূহঃ সমাহারঃ"—সি, কৌ। ইতরেতর যোগে অবয়বই প্রধান, কিন্তু সমাহারে সংহতিই প্রধান—দুর্গাদাস। সমাহার হইলে সমস্ত পদটী ক্লীবলিঙ্গ ও এক-বচনান্ত হয়। "ক্লীবলিঙ্গঃ সমাহারস্তু নিত্যৈকবচনান্তঃ"—প্র-র-মা।

৫। দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণি-তূর্য্য-সেনাঙ্গানাম্ (পা ২।৪।২)

দ্বন্দ্ব-সমাসে প্রাণ্যঙ্গ, তূর্য্যাঙ্গ ও সেনাঙ্গ-বাচক পদের সমাহার হয়। যথা, প্রাণ্যঙ্গ—পাণী চ পাদৌ চ পাণিপাদম্, করৌ চ চরণৌ চ করচরণম্, দন্তাশ্চ ওষ্ঠৌ চ দন্তৌষ্ঠম্, কর্ণৌ চ নাসিকা চ কর্ণনাসিকম্ (ক); ভ্রুবৌ চ ললাটঞ্চ ভ্রূললাটম্, পৃষ্ঠঞ্চ উদরঞ্চ পৃষ্ঠোদরম্। তূর্য্যাঙ্গ—পণবশ্চ মৃদঙ্গশ্চ পণবমৃদঙ্গম্, শঙ্খশ্চ দুন্দুভিশ্চ শঙ্খদুন্দুভি, ভেরী চ পটহশ্চ ভেরীপটহম্, ঋষভশ্চ গান্ধারশ্চ ঋষভগান্ধারম্, ধৈবতশ্চ পঞ্চমশ্চ ধৈবতপঞ্চমম্, ষড়্‌জশ্চ মধ্যমশ্চ ষড়্‌জমধ্যমম্ (খ)। সেনাঙ্গ—

(ক) ক্লীবলিঙ্গ হইলে অন্তস্থিত দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব হয়। এইজন্য নাসিকা শব্দ নাসিক হইল। কখন কখন প্রাণ্যঙ্গের সহিত অপ্রাণ্যঙ্গেরও সমাহার হয়। যথা—বাক্ চ ত্বক্ চ বাক্‌ত্বচম্। "বাক্‌ত্বচেনাতিসর্ব্বেণ"—ভট্টি। কোন কোন পাণিনীয়-মতাবলম্বী বৈয়াকরণের মতে—"সর্ব্বো হি দ্বন্দ্বো বিভাষয়া একবদ্ভবতি" (অর্থাৎ সকল দ্বন্দ্বই বিকল্পে সমাহার হইতে পারে। অতএব তাঁহাদের মতে বাক্‌ত্বচম্ এইপদে সমাহার হইবার কোন বাধা নাই। "প্রাণ্যঙ্গতূর্য্যকাঙ্গানাং সেনাঙ্গানান্তু ভূমনি।"—প্র-র-মা

(খ) মূলে তূর্য্যাঙ্গের যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইল, তাহা সংক্ষিপ্তসার-সম্মত। সিদ্ধান্তকৌমুদী, কাশিকা, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাসের মতে উদাহরণ—মার্দ্দঙ্গিক-পাণবিকম্। "অত্র প্রাণিসেনয়োরঙ্গং নাম অবয়বঃ, তূর্য্যস্য তু অঙ্গং নাম উপকারকং বোধ্যম্"—তত্ত্ববোধিনী। অর্থাৎ প্রাণ্যঙ্গ ও সেনাঙ্গ শব্দে অঙ্গ-শব্দের অর্থ অবয়ব, কিন্তু তূর্য্যাঙ্গ শব্দে অঙ্গ-শব্দের অর্থ উপকারক। মৃদঙ্গবাদনং শিল্পমস্য মার্দ্দঙ্গিকঃ, এইরূপ পাণবিকঃ। অতএব তত্ত্ববোধিনী, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাসের মতে তূর্য্যাঙ্গবাদকের সমাহার হয়। "জাতিরপ্রাণিনাম্" (পা—২।৪।৬)। অর্থাৎ প্রাণি-ভিন্ন জাতি-বাচক শব্দের সমাহার হয়। যথা আরা চ শস্ত্রী চ আরাশস্ত্রি। পণবমৃদঙ্গ প্রভৃতি উদাহরণ এই সূত্রানুসারেই সিদ্ধ হইতে পারে।

রথিকাশ্চ অশ্বারোহাশ্চ রথিকাশ্বারোহম্, শাক্তীকাশ্চ যাষ্টীকাশ্চ শাক্তীকযাষ্টীকম্, পরশবশ্চ করবালাশ্চ পরশ্বকরবালম্, ধনূংষি চ শরাশ্চ ধনুঃশরম্, শরাশ্চ তূণীরাশ্চ শরতূণীরম্ (৬৭)।

৬। নদীবাচিনাং লিঙ্গভেদে। (ক)

লিঙ্গের ভেদ থাকিলে নদী-বাচক পদের **সমাহার** হয়। যথা, —**গঙ্গা চ শোণশ্চ গঙ্গাশোণম্, উদ্ধ্যশ্চ ইরাবতী চ উদ্ধ্যেরাবতি, ব্রহ্মপুত্রশ্চ চন্দ্রভাগা চ ব্রহ্মপুত্রচন্দ্রভাগম্।** লিঙ্গ-ভেদ না থাকিলে হয় না। যথা,—**গঙ্গা চ যমুনা চ গঙ্গাযমুনে, সরস্বতী চ দৃষদ্বতী চ সরস্বতীদৃষদ্বত্যৌ।**

৭। দেশবাচিনাঞ্চ। (খ)

লিঙ্গের ভেদ থাকিলে দেশ-বাচক পদের **সমাহার** হয়। যথা,—**কুরবশ্চ কুরুক্ষেত্রঞ্চ কুরুকুরুক্ষেত্রম্, কুরবশ্চ জাঙ্গলঞ্চ কুরুজাঙ্গলম্, মথুরা চ পাটলিপুত্রঞ্চ মথুরাপাটলিপুত্রম্।** লিঙ্গ-ভেদ না থাকিলে হয় না। যথা,—**মদ্রাশ্চ কৈকয়াশ্চ মদ্রকৈকয়াঃ, বিদেহাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ বিদেহকলিঙ্গাঃ।** গ্রাম-বাচক

---

(৬৭) সেনাঙ্গ-বাচক পদের কেবল বহুবচনে সমাহার হয়, অন্য বচনে হয় না। যথা,—শরশ্চ তূণীরশ্চ শরতূণীরৌ, শক্তিশ্চ পরশুশ্চ করবালশ্চ শক্তিপরশুকরবালাঃ।

(ক) "বিশিষ্টলিঙ্গো নদীদেশোঽগ্রামাঃ" (পা ২।৪।৭)

(খ) বিশিষ্টলিঙ্গো নদীদেশোঽগ্রামাঃ" (পা ২।৪।৭) "গ্রামবাচিনাং নগরবাচিনা সহ, নগরবাচিনাং চ গ্রামবাচিনা সহ ন স্যাৎ"—শ্রীরাম। "জাম্ববং নগরং, শাল্কিনী গ্রামঃ"—সি, কৌ। "দেশোঽত্র জনপদাখ্যঃ, তেন কৈলাসশ্চ গন্ধমাদনঞ্চ কৈলাসগন্ধমাদনে ইত্যাদৌ ন স্যাৎ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

পদের সহিত নগর-বাচক পদের সমাহার হয় না। যথা,—**জাম্ববশ্চ শালূকিনী চ জাম্ববশালূকিন্যৌ।**

৮। বা পশু-শকুনি-ক্ষুদ্রজন্তুবাচিনাং বহু-বচনে। (ক)

বহুবচনে পশু-বাচক, শকুনি-বাচক ও ক্ষুদ্রজন্তু-বাচক পদের বিকল্পে সমাহার হয়। যথা, পশু-বাচক—**গাবশ্চ মহিষাশ্চ গোমহিষম্, গোমহিষাঃ; বৃকাশ্চ কুরঙ্গাশ্চ বৃককুরঙ্গম্ বৃক-কুরঙ্গাঃ; গোমায়বশ্চ গর্দ্দভাশ্চ গোমায়ুগর্দ্দভম্, গোমায়ুগর্দ্দভাঃ** (খ)। শকুনি-বাচক—**হংসাশ্চ সারসাশ্চ হংসসারসম্, হংস-সারসাঃ; বকাশ্চ চক্রবাকাশ্চ বকচক্রবাকম্, বকচক্রবাকাঃ; কোকিলাশ্চ ময়ূরাশ্চ কোকিলময়ূরম্, কোকিলময়ূরাঃ।** ক্ষুদ্র-জন্তু-বাচক—**দংশাশ্চ মশকাশ্চ দংশমশকম্, দংশমশকাঃ; যূকাশ্চ মক্ষিকাশ্চ যূকমক্ষিকম্, যূকমক্ষিকাঃ; মৎকুণাশ্চ পিপী-লিকাশ্চ মৎকুণপিপীলিকম্, মৎকুণপিপীলিকাঃ।** (গ)

(ক) "বিভাষা বৃক্ষমৃগতৃণধান্যব্যঞ্জনপশুশকুন্যশ্ববড়বপূর্ব্বাপরাধরোত্তরাণাম্" (পা ২।৪।১২); "ক্ষুদ্রজন্তবঃ" (পা ২।৪।৮); "ফলসেনাবনস্পতিমৃগশকুনিক্ষুদ্রজন্তুধান্য-তৃণানাং বহুপ্রকৃতিরেব দ্বন্দ্ব ইতি একবদিতি বাচ্যম্" (বা ১৫৪০)

(খ) "মৃগবাচিনাং পশ্বন্তরবাচিনা সহ ন স্যাৎ, তেন রুরুমহিষা ইত্যাদি"—শ্রীরাম

(গ) "ক্ষুদ্রজন্তুরণস্থিঃ স্যাদথবা ক্ষুদ্র এব সঃ। শতং বা প্রসৃতৌ যেষাং কেচিদা নকুলাদপি"। অর্থাৎ যাহার অস্থি নাই, অথবা যে ক্ষুদ্র অর্থাৎ অতিযত্নে যাহাকে দেখিতে হয়, অথবা যাহাদের শতসহস্র করকোষে থাকিতে পারে, তাহাকেই ক্ষুদ্র জন্তু বলে। কেহ কেহ বলেন নকুল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জন্তুর অন্তর্গত। গোয়ীচন্দ্র এই শেষোক্ত লক্ষণেরই সমাদর করিয়াছেন। যূক—উকুন্।

৯। ফল-তৃণ-তরুবাচকানাঞ্চ।

বহুবচনে ফল-বাচক, তৃণ-বাচক ও তরু-বাচক পদের বিকল্পে সমাহার হয়। যথা, ফল-বাচক—বদরাণি চ আমলকানি চ বদরামলকম্, বদরামলকানি; খর্জ্জূরাণি চ নারিকেলানি চ খর্জ্জূরনারিকেলম্, খর্জ্জূরনারিকেলানি; ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চ ব্রীহিযবম্ (ক), ব্রীহিযবাঃ; মুদ্গাশ্চ মাষাশ্চ মুদ্গমাষম্, মুদ্গমাষাঃ। তৃণ-বাচক—কুশাশ্চ কাশাশ্চ কুশকাশম্, কুশ-কাশাঃ। তরু-বাচক—অশ্বত্থাশ্চ ন্যগ্রোধাশ্চ অশ্বত্থন্যগ্রোধম্, অশ্বত্থন্যগ্রোধাঃ।

১০। নিত্যং নিত্যবিরোধিনাম্। (খ)

যে সকল জন্তু পরস্পর নিত্য-বিরোধী, বহুবচনে তদ্বাচক পদের নিত্য সমাহার হয়। যথা,—অহয়শ্চ নকুলাশ্চ অহিনকুলম্, কাকাশ্চ উলূকাশ্চ কাকোলূকম্, মার্জ্জারাশ্চ মূষিকাশ্চ মার্জ্জার-মূষিকম্। (গ)

(ক) "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ"—মহাভারত।

(খ) "যেষাঞ্চ বিরোধো শাশ্বতিকঃ" (পা ২।৪।৯)

(গ) "বিরোধো বৈরং, ন তু সহানবস্থানম্; তেনেহ ন—ছায়াতপৌ"—তত্ত্ববোধিনী। অর্থাৎ এস্থলে বিরোধ শব্দে শত্রুতা বুঝিতে হইবে। ছায়া ও আতপ একত্র থাকে না; সেই হেতু তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও শত্রুতা নাই। অতএব ছায়াতপৌ—এস্থলে সমাহার হইল না। দেবাসুরাঃ, কুরুপাণ্ডবাঃ প্রভৃতি স্থলে বিরোধ অর্থাৎ শত্রুতা থাকিলেও ইহা নিত্য বিরোধ নহে—কোনও বিশেষ কারণে কিছুকালের জন্য। এই হেতু সমাহার হইল না।

১১। গবাশ্বপ্রভৃতীনাঞ্চ। (ক)

গবাশ্ব (৬৮) প্রভৃতির নিত্য **সমাহার** হয়। যথা,—**গাবশ্চ অশ্বাশ্চ গবাশ্বম্ (ক), অজাশ্চ অবিকাশ্চ অজাবিকম্, পুত্ত্রাশ্চ পৌত্ত্রাশ্চ পুত্ত্রপৌত্ত্রম্।**

১২। বিভাষা পূর্ব্বাপরাদীনাম্।

পূর্ব্বাপর প্রভৃতির বিকল্পে **সমাহার** হয়। যথা,—**পূর্ব্বঞ্চ অপরঞ্চ পূর্ব্বাপরম্, পূর্ব্বাপরে ; অধরং চ উত্তরং চ অধরোত্তরম্, অধরোত্তরে ; দধি চ ঘৃতং চ দধিঘৃতম্, দধিঘৃতে।**

১৩। বিরুদ্ধানামবিশেষণানাঞ্চ। (খ)

পরস্পর-বিরুদ্ধ (খ) পদার্থের বিকল্পে **সমাহার** হয়। যথা,—

(ক) "গবাশ্বপ্রভৃতীনি চ" (পা ২।৪।১১) ''গবাশ্বমিত্যাদি নির্দ্দেশাৎ গোঽশ্বং গোঽশ্বৌ ইত্যাদৌ পশুত্বাদ্বিকল্পঃ" (৮ সূত্র)—শ্রীরাম তর্কবাগীশ

(৬৮) গবাশ্বম্, গবাবিকম্, গবৈডকম্, অজাবিকম্, অজৈডকম্, কুব্জবামনম্, কুব্জকিরাতম্, পুত্ত্রপৌত্ত্রম্, শ্বচণ্ডালম্, স্ত্রীকুমারম্, দাসীমাণবকম্, শাটীপটীরম্, শাটীপ্রচ্ছদম্, শাটীপট্টিকম্, উষ্ট্রখরম্, উষ্ট্রশশম্, মূত্রশকৃত্, মূত্রপুরীষম্, যকৃন্মেদঃ, মাংসশোণিতম্, দর্ভশরম্, দর্ভপূতিকম্, অর্জ্জুনপুরুষম্ অর্জ্জুনপুরুষম্, তৃণোপলম্,, দাসীদাসম্, কুটীকুটম্, ভাগবতীভাগবতম্।

"গবাশ্বাদৌ গবাশ্বং স্যাৎ পুত্ত্রপৌত্ত্রং গবাবিকম্। শকৃন্মেদঃ শ্বচাণ্ডালং গবৈড়কমজৈড়কম্। তৃণোলুপং স্ত্রীকুমারং দাসীদাসং কুটীকুটম্। ভাগবতীভাগবতং দর্ভাত্তু শরপূতিকম্। কুব্জবামনকৈরাত মুষ্ট্রাৎ খরশশৌ তথা। মাংসাত্তু শোণিতং শাট্যাঃ পিচ্ছটং পুরুষোঽর্জ্জুনাৎ। শকৃৎপুরীষং মূত্রাচ্চ শেষং জ্ঞেয়ং প্রয়োগতঃ।"—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(খ) ''বিপ্রতিষিদ্ধং চানধিকরণবাচি" (পা ২।৪।১৩)। যাহারা একত্র থাকে না, তাহারাই এস্থলে বিরুদ্ধ। অতএব 'কামক্রোধৌ' এস্থলে হইল না, কারণ কাম ও ক্রোধ

শীতস্য উষ্ণস্য শীতোষ্ণম্, শীতোষ্ণে; সুখস্য দুঃখস্য সুখ-দুঃখম্, সুখদুঃখে; জন্ম চ মরণঞ্চ জন্মমরণম্, জন্মমরণে; আলোকস্য অন্ধকারস্য আলোকান্ধকারম্, আলোকান্ধকারৌ। বিশেষণ হইলে হয় না। যথা,—শীতোষ্ণে পয়সী।

১৪। শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্ (পা ২।৪।১০)

শূদ্র-বাচক পদের নিত্য সমাহার হয়। যথা,—গোপাশ্চ নাপিতাশ্চ গোপনাপিতম্, কর্ম্মারাশ্চ কুম্ভকারাশ্চ কর্ম্মারকুম্ভকারম্, তাম্বূলিকাশ্চ তন্তুবায়াশ্চ তাম্বূলিকতন্তুবায়ম্। নিরবসিত (৬৯) শূদ্রের হয় না। যথা—চণ্ডালাশ্চ মৃতপাশ্চ চণ্ডালমৃতপাঃ।

১৫। ন দধিপয়ঃপ্রভৃতীনাম্। (ক)

একত্র থাকিতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন—"বিশেষণ হইলে হয় না"। কিন্তু বৈয়াকরণদিগের মতে "দ্রব্যবাচক হইলে হয় না"; অতএব স্বর্গনরকৌ—এস্থলে হইল না। দ্রব্যবাচক বলিলে বিশেষণও ইহার অন্তর্গত হইল। কিন্তু বিশেষণ বলিলে 'স্বর্গনরকৌ' এখানেও সমাহার হইয়া যায়, কারণ স্বর্গ ও নরক বিশেষণ নহে। "বিরুদ্ধ-মদ্রব্যং বা"—সংক্ষিপ্তসার ৩৬৮ সূত্র।

(৬৯) যৈর্ভুক্তে পাত্রং সংস্কারেণাপি ন শুদ্ধ্যতি তে নিরবসিতাঃ।

"ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যম্"—স্মৃতি। অর্থাৎ কাংস্যপাত্রে যদি কোন শূদ্র ভোজন করে, তাহা হইলে ঐ পাত্র ভস্মযোগে শুদ্ধ হয়। কিন্তু চণ্ডাল প্রভৃতি কতকগুলি জাতি আছে, তাহারা যদি ঐরূপ পাত্রে ভোজন করে, তাহা হইলে ভস্মযোগেও তাহা শুদ্ধ হয় না; পুনরায় গঠন না করিলে ঐরূপ পাত্র আর শুদ্ধ হইতে পারে না। চণ্ডাল প্রভৃতি ঐ সকল জাতিকে নিরবসিত অর্থাৎ 'বহিষ্কৃত শূদ্র' বলে। ঐরূপ শূদ্রের সমাহার হয় না। "নিরবসিতো বহিষ্কৃতঃ। কুতো বহিষ্কৃতঃ? পাত্রাৎ"—গৌরীচন্দ্র।

(ক) "ন দধিপয়আদিনি" (পা ২।৪।১৪)

দধিপয়স্ (১০) প্রভৃতির সমাহার হয় না। যথা,—দধিপয়সী, সর্পির্মধুনী, শুক্লকৃষ্ণৌ, দীক্ষাতপসী, উলূখলমুসলে।

১৬। অষ্ব্বর্গ-দ-ষ-হান্তাত্ সমাহারে। (ক)

সমাহার-দ্বন্দ্বে চ্-বর্গান্ত, দ্-কারান্ত, ষ্-কারান্তও হ্-কারান্ত শব্দের উত্তর অ হয়। যথা,—বাক্ত্বচম্ (ক), শ্রীস্রজম্, শমীদৃষদম্, সম্পদ্বিপদম্, বাক্ত্বিষম্, বাগ্বিপ্রুষম্, ছত্রোপানহম্, ধেনুগোদুহম্। সমাহার না হইলে হয় না। যথা,—শ্রীস্রজৌ, প্রাবৃট্শরদৌ।

১৭। ঋদন্তাদ্দন্তে ঙা বিদ্যাগোত্রসম্বন্ধে। (খ)

বিদ্যা-সম্বন্ধ ও গোত্র-সম্বন্ধ থাকিলে এবং ঋ-কারান্ত শব্দ পরবর্ত্তী

---

(১০) দধিপয়স্, সর্পির্মধু, মধুসর্পিস্, ব্রহ্মপ্রজাপতি, শিববৈশ্রবণ, স্কন্দবিশাখ, পরিব্রাট্কৌশিক, প্রবর্গ্যোপসদ, শুক্লকৃষ্ণ, ইধ্মবর্হিস্, দীক্ষাতপস্, শ্রদ্ধাতপস্, মেধাতপস্, অধ্যয়নতপস্, উলূখলমুসল, আদ্যবসান, শ্রদ্ধামেধা, ঋক্সাম, বাঙ্মনস।

(ক) "দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎ সমাহারে" (পা ৫।৪।১০৬)। "বহূনাং দ্বন্দ্বে তু বাক্ত্বক্স্রজম্। দ্বন্দ্বগর্ভে দ্বন্দ্বে তু বাক্ত্বচস্রজম্"—তত্ত্ববোধিনী। অর্থাৎ চ-বর্গান্ত প্রভৃতি শব্দগুলি যদি সমাসের অন্ত্য অবয়ব হয়, তাহা হইলেই অ প্রত্যয় হইবে। অতএব বাক্ চ ত্বক্ চ স্রক্ চ এই বাক্যে সমাহার-দ্বন্দ্বে বাচ্ বা ত্বচ্ শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হইবে না। কিন্তু যদি প্রথমে বাক্ চ ত্বক্ চ এই বাক্যে সমাহার-দ্বন্দ্ব করা যায়, তাহা হইলে অ প্রত্যয় হইবে এবং "বাক্ত্বচম্' এইরূপ পদ হইবে। তৎপরে বাক্ত্বচং চ স্রক্ চ এই বাক্যে পুনরায় সমাহার-দ্বন্দ্ব করিলে 'বাক্ত্বচস্রজম্" হওয়ার কোনই বাধা হইবে না।

(খ) "আনঙ্ ঋতো দ্বন্দ্বে" (পা ৬।৩।২৫)

হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋ-কারান্ত শব্দের উত্তর ঙা হয়; ঙ্ ইৎ, আ থাকে। যথা, বিদ্যা-সম্বন্ধে—হোতা চ পোতা চ হোতাপোতারৌ, নেষ্টা চ উদ্গাতা চ নেষ্টোদ্গাতারৌ। গোত্র-সম্বন্ধে—মাতা চ পিতা চ মাতাপিতরৌ।

১৮। পুত্রে চ। (ক)

পুত্র-শব্দ পরে থাকিলে ঋদন্ত. শব্দের উত্তর ঙা হয়। যথা,—পিতা চ পুত্রশ্চ পিতাপুত্রৌ, মাতা চ পুত্রশ্চ মাতাপুত্রৌ।

১৯। দেবতাবাচিনাং পূর্ব্বাৎ। (খ)

দেবতা-বাচক পদের দ্বন্দ্ব হইলে পূর্ব্বপদের উত্তর ঙা হয়। যথা,—ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চ ইন্দ্রাবরুণৌ, মিত্রশ্চ বরুণশ্চ মিত্রাবরুণৌ (গ), সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ, অগ্নিশ্চ বিষ্ণুশ্চ অগ্নাবিষ্ণূ।

২০। ন ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদেঃ।

ব্রহ্মপ্রজাপতি প্রভৃতির উত্তর ঙা হয় না। যথা,—ব্রহ্মা চ প্রজাপতিশ্চ ব্রহ্মপ্রজাপতী, অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ অগ্নিবায়ূ, বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ বায্বগ্নী, বায়ুশ্চ সোমশ্চ বায়ুসোমৌ। (ঘ)

(ক) "পুত্রেঽন্যতরস্যাম্" (পা ৬।৩।২২); "ইত্যতো ষষ্ঠ্যন্তপ্রদ্ভ্যা পুত্র ইত্যনুবৃত্তেঃ। পিতাপুত্রৌ"—(ভট্টোজি)

(খ) "দেবতাদ্বন্দ্বে চ" (পা ৬।৩।২৬)। "অবায়োর্দেবতাদ্বন্দ্বে প্রাক্‌পদান্তস্য দীর্ঘতা।" প্র—র—মা

(গ) "ইতঃ স্ম মিত্রাবরুণৌ কিমেতৌ"—ভট্টি।

(ঘ) বেদে যে সকল দেবতা একত্র স্তুত হইয়াছেন, কেবল সেই সকল দেবতা-বাচক

২১। ईद्ग्नेः सोमवरुणयोः (पा ६।३।२७)

সোম ও **বরুণ** শব্দ পরে থাকিলে **অগ্নি** শব্দের উত্তর **ঈৎ** হয়; ৎ ইৎ, ঈ থাকে। যথা,—**অগ্নিশ্চ সোমশ্চ অগ্নীষোমৌ, অগ্নিশ্চ বরুণশ্চ অগ্নীবরুণৌ।**

২২। दिवो द्यावा (पा ६।३।२९)

পূর্ব্ববর্ত্তী দিব্ স্থানে দ্যাবা হয়। যথা,—**দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ দ্যাবা-ভূমী, দ্যৌশ্চ ক্ষমা চ দ্যাবাক্ষমে।** (ক)

২৩। दिवस् च पृथिव्याम्। (খ)

পৃথিবী-শব্দ পরে থাকিলে **দিব্** স্থানে **দ্যাবা** ও **দিবস্** হয়। যথা,—**দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দিবস্পৃথিব্যৌ।**

২৪। मातरपितरौ। (গ)

নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**মাতা চ পিতা চ মাতরপিতরৌ।**

২৫। दम्पती जम्पती वा। (ঘ)

শব্দেরই হইবে। অতএব ব্রহ্মপ্রজাপতী, শিববৈশ্রবণৌ, স্কন্দবিশাখৌ, রবিচন্দ্রৌ ইত্যাদি স্থলে হয় না। বায়ু শব্দের সহিত সমাসেও হয় না।

(ক) যদি দিব্ শব্দের পরে একটিমাত্র পদ থাকে, তাহা হইলেই 'দ্যাবা' হয়। দ্যুভূমিস্মূর্ধ্যা:—এস্থলে দিব্ শব্দের পরে দুইটী শব্দ আছে বলিয়া 'দ্যাবা' হইল না—গোয়ীচন্দ্র ও শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(খ) "দিবসশ্চ পৃথিব্যাম্" (পা ৬।৩।৩০)। "দেবদ্বন্দ্বে দিবো দ্যাবা পৃথিব্যাঃ দিবসিত্যপি।"—প্র—র—মা

(গ) "মাতরপিতরাবুদীচাম্" (পা ৬।৩।৩২)

(ঘ) "ধর্ম্মাদিষনিয়মঃ" (বা ১৪১৮); "জায়াশব্দস্য জম্ভাবো দম্ভাবশ্চ বা নিপাত্যতে"—ভট্টোজিঃ। "পত্যৌ জং দঞ্চ জায়ায়া জম্পতী দম্পতী যথা।"—প্র—র—মা .

জায়া ও পতি শব্দে সমাস হইলে, বিকল্পে দম্পতি ও জম্পতি হয়। যথা,—জায়া চ পতিশ্চ জায়াপতী, দম্পতী, জম্পতী।

২৬। নিত্যং স্ত্রীপুংসাদয়:। (ক)

দ্বন্দ্ব-সমাস হইলে স্ত্রীপুংসৌ (৭১) প্রভৃতি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ (ক), বাক্ চ মনশ্চ বাঙ্মনসে, নক্তঞ্চ দিবা চ নক্তন্দিবম্, রাত্রী চ দিবা চ রাত্রিন্দিবম্ (খ), অহনি চ দিবা চ অহর্দিবম্, অহশ্চ রাত্রিশ্চ অহোরাত্র:।

একশেষ প্রকরণ। (গ)

(ক) "অচতুর...বিচতুর" (পা ৫।৪।৭৭) "স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া"—কুমার ২।৮

(৭১) স্ত্রীপুংসৌ, ধেন্বনডুহৌ ঋক্সামে, বাঙ্মনসে, অক্ষিভ্রুবম্, দারগবম্, ঊর্ব্বষ্ঠীবম্, পদষ্ঠীবম্, নক্তন্দিবম্, রাত্রিন্দিবম্, অহর্দিবম্, ঋগ্যজুষম্, অহোরাত্র:।

(খ) "রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি"—শকুন্তলা

(গ) সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে একশেষ একটী বৃত্তিমাত্র, সমাস নহে। বৃত্তি পাঁচ প্রকার। যথা,—কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদ্যন্ত ধাতুরূপ। "পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ"—সি, কৌ। প্রত্যয়ের অথবা অপর পদার্থের অন্তর্ভাবের দ্বারা যে বিশিষ্ট অর্থ, তাহাই পরার্থ; সেই পরার্থ যাহা কর্ত্তৃক অভিহিত হয়, তাহাই পরার্থাভিধান—তত্ত্ববোধিনী। "পরস্য শব্দস্য যোঽর্থস্তস্যাভিধানং—শব্দান্তরেণ যত্র সা বৃত্তিরিত্যর্থঃ"—কৈয়ট। গৌরীচন্দ্র ও শ্রীরামতর্কবাগীশ বলেন যে, একশেষকে দ্বন্দ্ব সমাস বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে পথিভ্যাম্, স্রগ্ভ্যাম্ প্রভৃতি পদে সমাসান্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অসম্ভব। "দ্বঃ সরূপবিরূপৈকশেষঃ পাণিনিসম্মতঃ। চান্দ্রাঃ প্রকৃতিবৃত্তিভ্যাং সিদ্ধৌ তন্নামুমেনিরে।"—প্র—র—মা

২৭। সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ (পা ১।২।৬৪)

এক বিভক্তি হইলে সমানাকার অনেক পদের একমাত্র অবশিষ্ট থাকে। দ্বি-পদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ **দ্বি**-বচনান্ত, বহু-পদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ বহু-বচনান্ত হয়। যথা,—**নরশ্চ নরশ্চ নরৌ, নরশ্চ নরশ্চ নরশ্চ নরাঃ, ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলে, ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলঞ্চ ফলানি।**

২৮। পুমান্ স্ত্রিয়া (পা ১।২।৬৭) (ক)

সমানাকার স্ত্রী-বাচক পদের সহিত সমাস হইলে পুরুষ-বাচক পদ অবশিষ্ট থাকে। যথা,—**ব্রাহ্মণী চ ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণৌ, কুক্কুটী চ কুক্কুটশ্চ কুক্কুটৌ।** স্ত্রীলিঙ্গ-নিমিত্তক **আপ্, ঈপ্** প্রভৃতি বিশেষ ব্যতিরিক্ত অন্যান্য অংশে সমানাকার হওয়া আবশ্যক, শব্দের স্বরূপ-গত বৈলক্ষণ্য থাকিলে হয় না। (খ) যথা,—**হংসশ্চ সারসী চ হংসসারস্যৌ।** (গ)

২৯। ন ব্যক্তিসংজ্ঞানাম্।

ব্যক্তি-বিশেষের সংজ্ঞা-বাচক পদের একশেষ হয় না। যথা,—**ইন্দ্রশ্চ ইন্দ্রাণী চ ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যৌ, ভবশ্চ ভবানী চ ভবভবান্যৌ।**

(ক) "পুমান্ স্ত্রীপ্রত্যয়ান্তেন বৃদ্ধো যুনাঽবিষ্যতে।"—প্র—র—মা।

(খ) অর্থাৎ একই শব্দের কেবল লিঙ্গগত প্রভেদ থাকিলেই এই সূত্রানুসারে একশেষ হয়, শব্দগত প্রভেদ থাকিলে হয় না।

(গ) "ঋক্‌পূরব্‌ধূঃপথামানক্ষে (পা ৫।৪।৭৪) তদ্ধিত—২৮৫ সূত্র। দক্ষিণ+ আং=দক্ষিণা।

৩০। ভ্রাতৃ-পুত্রৌ স্বসৃ-দুহিতৃভ্যাম্ (পা ১।২।৬৮)

স্বসৃ-শব্দের সহিত ভ্রাতৃ-শব্দের এবং দুহিতৃ-শব্দের সহিত পুত্র-শব্দের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে। যথা,—ভ্রাতা চ স্বসা চ ভ্রাতরৌ, পুত্রশ্চ দুহিতা চ পুত্রৌ। (ক)

৩১। বিভাষা পিতা মাত্রা। (খ)

মাতৃ-শব্দের সহিত সমাস হইলে পিতৃ-শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে। যথা,—মাতা চ পিতা চ পিতরৌ (খ), মাতাপিতরৌ।

৩২। শ্বশুরঃ শ্বশ্র্বা (পা ১।২।৭১)

শ্বশ্রূ-শব্দের সহিত সমাস হইলে শ্বশুর-শব্দ বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে। যথা,—শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ শ্বশুরৌ, শ্বশ্রূশ্বশুরৌ।

৩৩। নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচনং বা।

নপুংসক ভিন্ন শব্দের সহিত নপুংসক-শব্দের সমাস হইলে নপুংসক-শব্দ অবশিষ্ট থাকে, এবং তদুপলক্ষে বিকল্পে একবচন হয়। যথা,— শুক্লশ্চ শুক্লা চ শুক্লঞ্চ শুক্লম্, শুক্লানি (গ)। নপুংসক-শব্দের সহিত সমাস হইলে একবচন হয় না। যথা,—শুক্লঞ্চ শুক্লঞ্চ শুক্লঞ্চ শুক্লানি।

(ক) "মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিঃ"—কুমার ১।২৭

(খ) "পিতা মাত্রা" (পা ১।২।৭০)। "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ"—রঘু ১।১

(গ) ভাস্বন্তি চ ভাস্বত্যশ্চ ভাস্বন্তি। "ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ"—কুমার-সম্ভব ১।২। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হইলে হয় না। যথা—সিতধবলশুক্লানি।

প্রশ্ন (দ্বন্দ্ব-সমাস)

১। দ্বন্দ্ব-সমাসে সমস্ত পদ কোন্ লিঙ্গ হয় ?

২। দ্বন্দ্ব-সমাস কয় প্রকার এবং কি কি ? উভয় প্রকারের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। সমাহার-দ্বন্দ্ব কোন্ কোন্ স্থলে নিত্য এবং কোন্ কোন্ স্থলে বিকল্পে হয় ? এবং কোন্ কোন্ স্থলেই বা হয় না ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। কিরূপ হলন্ত শব্দ সমাহার-দ্বন্দ্বে অ-কারান্ত হয় ? উদাহরণ দাও।

৫। দ্বন্দ্ব-সমাসে কিরূপ স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋ-কারান্ত শব্দ আ-কারান্ত হয় ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। দ্বন্দ্ব-সমাসে ৫টী নিপাতন-সিদ্ধ পদের নাম কর।

৭। "একশেষ-দ্বন্দ্ব" কাহাকে কহে ? ইহাকে সমাস বলা যায় কি না ? কারণ দেখাইয়া উত্তর লিখ। কোন্ কোন্ স্থলে একশেষ হয় ? উদাহরণ দাও।

৮। নিম্ন-লিখিত বাক্যে কিরূপ হইবে ও তাহাদের বিশেষ নিয়ম কি ? শুক্লশ্চ শুক্লা চ শুক্লঞ্চ, শুক্লঞ্চ শুক্লঞ্চ শুক্লঞ্চ, শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ, মাতা চ পিতা চ, পুত্রশ্চ দুহিতা চ, ভ্রাতা চ স্বসা চ, হংসী চ হংসশ্চ, হংসশ্চ সারসী চ, অহশ্চ রাত্রিশ্চ, বাক্ চ মনশ্চ, জায়া চ পতিশ্চ, দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ, দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ, অগ্নিশ্চ সোমশ্চ, ইন্দ্রশ্চ সোমশ্চ, অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ, পিতা চ পুত্রশ্চ, সম্পচ্চ বিপচ্চ, বাক্ চ ত্বক্ চ, দধি চ পয়শ্চ, গোপাশ্চ নাপিতাশ্চ, সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ, পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ, মার্জ্জারাশ্চ মূষিকাশ্চ, মুদ্গাশ্চ মাষাশ্চ, দংশাশ্চ মশকাশ্চ, গঙ্গা চ শোণশ্চ, ধনুংষি চ শরাশ্চ।

৯। সংশোধন কর ও কারণ দেখাও—

গঙ্গাযমুনম্, বিদেহকলিঙ্গম্, অহিনকুলাঃ, পুত্রপৌত্রাঃ, শুক্লকৃষ্ণম্, দীক্ষাতপঃ, বাক্ত্বচা, ইন্দ্রবরুণৌ অগ্নিসোমৌ, স্ত্রীপুমাংসঃ, বাঙ্মনসা।

১০। "দেবাসুরাঃ"—এস্থলে সমাহার হইল না কেন ?

১। পথো ভঃ সমাসে। (ক)

সমাস হইলে সমস্তের অন্তস্থিত **পথিন্** শব্দের উত্তর **ভ** হয়; ড্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**পথঃ সমীপম্ উপপথম্, জলে পন্থাঃ জলপথঃ, দক্ষিণস্যাং দিশি পন্থাঃ দক্ষিণাপথঃ** (ক), **মহান্ পন্থাঃ মহাপথঃ, ত্রয়াণাং পথাং সমাহারঃ ত্রিপথম্, চতুর্ণাং পথাং সমাহারঃ চতুষ্পথম্, রম্যঃ পন্থাঃ অস্মিন্ রম্যপথং নগরম্, চৌরস্য পন্থাশ্চ চৌরপথো।** অব্যয়ের পরবর্ত্তী হইলে নপুংসক হয়। যথা,—**বিরুদ্ধঃ পন্থাঃ বিপথম্** (খ), **গর্হিতঃ পন্থাঃ উত্পথম্, অপক্রষ্টঃ পন্থাঃ অপপথম্।**

(ক) "ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে" (পা ৫।৪।৭৪)। তদ্ধিত—২৮৫ সূত্র। দক্ষিণ+আৎ=দক্ষিণা।

অতিরিক্ত—"গ্রাম্যপশুসংঘেষতরুণেষু স্ত্রী" (পা ১।৩।৭৩)।—বিভক্ত-খুর-বিশিষ্ট ও অতরুণবয়স্ক এরূপ একশব্দোৎপন্ন বিভিন্ন-লিঙ্গ বহুবচনান্ত গ্রাম্যপশুর সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ অবশিষ্ট থাকে। যথা—ইমে অজাশ্চ ইমা অজাশ্চ ইমা অজাঃ ("অজারজঃ খররজঃ"—লক্ষ্মীচরিত্র); ইমে গাবশ্চ ইমা গাবশ্চ ইমা গাবঃ। গ্রাম্য পশু না হইলে—ইমে রুরবশ্চ ইমা রুরবশ্চ ইমে রুরবঃ। বহুবচনান্ত না হইলে—গৌশ্চেয়ং গৌশ্চায়ম্ ইমৌ গাবৌ। অবিভক্ত-খুর-বিশিষ্ট হইলে—ইমে অশ্বাশ্চ ইমা অশ্বাশ্চ ইমে অশ্বাঃ। তরুণ-বয়স্ক হইলে—ইমে বৎসাশ্চ ইমা বৎসাশ্চ ইমে বৎসাঃ।

(খ) "বিশিষ্টঃ পন্থাঃ বিপথম্"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "বিরূপঃ পন্থাঃ বিপথম্"—সিঃ,কৌ। "বিরুদ্ধার্থ-বিশব্দাৎ কুশব্দাচ্চান্তথেতি চান্দ্রাঃ। তথা চ "ব্যধ্বো দুরধ্বো বিপথঃ কদধ্বা

২। অনপঃ।

সমাস হইলে সমস্তের অন্তস্থিত **অপ্** শব্দের উত্তর **অন্** হয়; ন্ ইৎ, অ থাকে। যথা,—**বিমলা আপোऽস্মিন্ বিমলাপং সরঃ**, **ভভূতা আপোऽস্মাৎ ভভূতাপঃ কূপঃ**, **কূপস্যাপঃ কূপাপঃ**, **নির্ম্মলা আপঃ নির্ম্মলাপঃ**। (ক)

৩। দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোऽপ ঈঃ।

দ্বি, অন্তর্ ও উপসর্গের পরবর্ত্তী **অপ্**-শব্দের অ-কার-স্থানে **ঈ** হয়। যথা,—**দ্বয়োর্দিশোঃ আপোऽস্য দ্বীপম্**। এইরূপ **অন্তরীপম্** (খ), **সমীপম্** (গ), **প্রতীপম্**, **অন্বীপম্**।

কাপথঃ সমা" ইত্যমরঃ—শ্রীরাম। চন্দ্রমতে 'বিরুদ্ধঃ পন্থাঃ' এই বাক্যে 'বিপথঃ' অর্থাৎ পুংলিঙ্গ হইবে। তাহারই প্রমাণ স্বরূপ অমরকোষ হইতে পূর্ব্বোক্ত অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরামতর্কবাগীশও এই মতের অনুসরণ করিয়া 'বিশিষ্টঃ পন্থাঃ' এইরূপ বাক্যে ক্লীবত্ব বিধান করিয়াছেন। অমরকোষের ঐ অংশটী লক্ষ্য করিয়া তত্ত্ববোধিনীতে উক্ত হইয়াছে—"প্রমাদ এবায়মিতি বহবঃ।" মনোরমা-মতে অ-কারান্ত 'পথ' শব্দও আছে। তাহা হইতে 'বিপথঃ' এইরূপ পুংলিঙ্গ শব্দ হইতে পারে। যথা—"বাটঃ পথশ্চ মার্গঃ স্যাৎ"—ত্রিকাণ্ডশেষ। ভরত-মতে বিপথ ও কাপথ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথের মতে 'বিপথঃ'—ইহা অ-কারান্ত পথ-শব্দ-নিষ্পন্ন।

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল পুস্তকে "কূপাপাঃ" ও "নির্ম্মলাপাঃ" এইরূপ উদাহরণ আছে। কিন্তু অপ্ শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় হওয়ায় যখন 'অপ' শব্দ হইল, তখন তাহার স্ত্রীত্ব ও বহুত্ব সম্ভবপর নহে। "পোপধঃ। অদন্তঃ পুংসি" এই পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসন-সূত্র দ্বারা এবং "প—থ—ন—স—টোপান্তাঃ" এই অমরোক্তি দ্বারা ইহারা পুংলিঙ্গই হইবে।

(খ) "অন্তর্গতা আপো যত্র"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "অন্তর্গতাঃ প্রতিকূলাঃ আপঃ অস্মিন্"—তত্ত্ববোধিনী।

(গ) "সম্যগাপো যত্র"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "শোভনা আপো যত্র"—দুর্গাদাস। "সঙ্গতা আপঃ অস্মিন্"—তত্ত্ববোধিনী।

৪। অবর্ণাদ্বিভাষা।

অ-বর্ণান্ত উপসর্গের পরবর্ত্তী হইলে বিকল্পে। যথা,—**প্রেপম্, প্রাপম্; পরীপম্, পরাপম্; অপাং সমীপম্ উপেপম্, উপাপম্।**

৫। সমাপানূপৌ।

সমাপ ও **অনূপ** শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—**সমাপো দেবযজনম্, অনূপো দেশঃ।**

৬। ধুরোঽনক্ষস্য। (ক)

সমাস হইলে সমস্তের অন্তস্থিত **ধুর্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**রাজ্ঞো ধূঃ রাজধুরা, মহতী ধূঃ মহাধুরা, দৃঢ়া ধূরনেন দৃঢ়ধুরঃ।** অক্ষ শব্দের সম্বন্ধ থাকিলে হয় না। যথা,—**অক্ষস্য ধূঃ অক্ষধূঃ, দৃঢ়া ধূরস্মিন্ দৃঢ়ধূঃ অক্ষঃ।**

৭। ঋচশ্চ।

সমস্তের অন্তস্থিত **ঋচ্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**অর্দ্ধম্ ঋচঃ অর্দ্ধর্চ্চঃ (৭২), অধিগতা ঋক্ অনেন অধিগতর্চ্চঃ।**

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয় সূত্রটি এইরূপ করিয়াছিলেন—"ধুরোঽনক্ষ"। এরূপ সূত্র হইতে অভিপ্রেত অর্থ কিরূপে আসিতে পারে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা ইহার পরিবর্ত্তে মুগ্ধবোধের সূত্র সন্নিবেশিত করিলাম।

পুর্-শব্দও সমাসে অ-কারান্ত হয়। যথা—বিষ্ণোঃ পূঃ বিষ্ণুপুরম্।

(৭২) পুংলিঙ্গ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় "পুলিঙ্গ হয়" কেবল ইহাই লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হইতে পারে। "অর্দ্ধর্চ্চাঃ পুংসি চ"—(পা ২।৪।৩১)। "অর্দ্ধর্চ্চাদয়ঃ ক্লীবে চ"—(সংক্ষিপ্তসার, সমাসে ৩৮৩ সূত্র)। মুগ্ধবোধে 'ক্লীবলিঙ্গ' উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৮। **नञो माणवके।**

মাণবক বুঝাইলে নঞের পরবর্ত্তী **ঋচ্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**অনৃচো মাণবকঃ** (ক)। অন্যত্র **অনৃক্ সাম**। (খ)

৯। **बह्वोश्चरणे।**

চরণ বুঝাইলে বহু-শব্দের পরবর্ত্তী **ঋচ্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**বহ্বৃচশ্চরণঃ** (গ)। অন্যত্র **বহ্বৃক্ সূক্তম্**। (ঘ)

১০। **प्रत्यन्ववेभ्यो लोम्नः।**

প্রতি, অনু, অব এই তিন উপসর্গের পরবর্ত্তী **লোমন্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**প্রতিলোমম্, অনুলোমম্, অবলোমম্**। (ঙ)

১১। **साम्नश्च।**

প্রতি, অনু, অব, এই তিন উপসর্গের পরবর্ত্তী **সামন্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**প্রতিসামম্, অনুসামম্, অবসামম্**। (চ)

১২। **कृष्णोदक्पाण्डुसंख्यापूर्वाया भूमेरच्**

(वा ५०४६)

কৃষ্ণ, উদক, পাণ্ডু ও সংখ্যা-বাচক শব্দের পরবর্ত্তী **ভূমি** শব্দের

(ক) নাস্তি ঋক্ যস্যাসৌ অনৃচো মাণবকঃ (বটুঃ)।

(খ) ন ঋক্ অনৃক্ সাম (বেদাংশ-বিশেষঃ)

(গ) বহ্ব্যঃ ঋচো যত্র স বহ্বৃচশ্চরণঃ। চরণ—বেদশাখা।

(ঘ) সূক্ত—বেদাংশ-বিশেষঃ।

(ঙ) প্রতিগতং লোম—প্রাদি সমাস। অথবা প্রতিগতং লোম যস্য—বহুব্রীহি।—শ্রীরামতর্কবাগীশ। অন্যগুলিতেও এইরূপ। "লোম লোম প্রতি প্রতিলোমম্"—দুর্গাদাস।

(চ) লোমন্ শব্দের মত সমাস।

উত্তর অ হয়। যথা,—কৃষ্ণভূমঃ, উদগ্‌ভূমঃ, পাণ্ডুভূমঃ, দ্বিভূমঃ, চতুর্ভূমঃ। (ক)

১৩। ব্রহ্ম-হস্তি-পল্য-রাজভ্যো বর্চ্চসঃ। (খ)

ব্রহ্মন্‌, হস্তিন্‌, পল্য, রাজন্‌, এই চারি শব্দের পরবর্ত্তী বর্চ্চস্‌ শব্দের উত্তর অ হয়। যথা,—ব্রহ্মবর্চ্চসম্‌ (খ), হস্তিবর্চ্চসম্‌, পল্যবর্চ্চসম্‌ (গ), রাজবর্চ্চসম্‌।

১৪। অব-সমন্ধেভ্যস্তমসঃ (পা ৫।৪।৭৯)

অব, সম্‌, অন্ধ, ইহাদের পরবর্ত্তী তমস্‌-শব্দের উত্তর অ হয়। যথা,—অবতমসম্‌, সন্তমসম্‌, অন্ধতমসম্‌। (ঘ)

১৫। অন্বব-তপ্তাদ্রহসঃ (পা ৫।৪।৮১)

(ক) "কৃষ্ণোদক্‌পাণ্ডুপূর্ব্বায়া ভূমেরচ্‌ প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ। গোদাবর্য্যাশ্চ নদ্যাশ্চ সংখ্যায়া উত্তরে যদি।"—ইতি কাশিকা। মুগ্ধবোধ ও কাতন্ত্রের মতে 'কৃষ্ণ' স্থানে 'কৃষ্ট' এইরূপ পাঠ। পাণিনীয় বার্ত্তিক, কাশিকা ও সংক্ষিপ্তসারের মতে 'কৃষ্ণ' এইরূপ পাঠ। 'কৃষ্ণা শ্যামা ভূমির্যস্মিন্‌, উদীচী উদগতা ভূমির্যস্মিন্‌, পাণ্ডু ভূমির্যস্মিন্‌, দ্বে ভূমী যস্য স দ্বিভূমঃ প্রাসাদঃ"—দুর্গাদাস।

(খ) "ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চ্চসঃ" (পা ৫।৪।৭৮); "পল্যরাজভ্যাং চেতি বক্তব্যম্‌" (বা ৩০৫২)। ব্রহ্মণো বর্চ্চঃ তেজঃ। "যস্মদীয়া প্রজাস্তস্য হেতুস্ত্বদ্‌ব্রহ্মবর্চ্চসম্‌"—রঘু ১।৬২

(গ) "পলং মাংসমর্হতি ইতি পল্যো মাংসভোজী, তদীয়ং বর্চ্চঃ পল্যবর্চ্চসম্‌" —তত্ত্ববোধিনী। দুর্গাদাস ও কাতন্ত্র মতে 'পল্য' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পণ্য' এইরূপ পাঠ।

(ঘ) অবহীনং তমঃ অবতমসম্‌। সন্ততং ব্যাপ্তং তমঃ সন্তমসম্‌। "অন্ধয়তীত্যন্ধং পচাদ্যচ্‌, অন্ধং তমঃ অন্ধতমসম্‌"—সি, কৌ। 'যৎ তমঃ অন্ধং করোতি তদুচ্যতে'—গোয়ীচন্দ্র। অ-কারান্ত 'তমস' শব্দও আছে, তথাপি 'সন্তমঃ' এরূপ পদ হইবে না, সেই জন্যই সূত্র করা হইল—গোয়ীচন্দ্র। "ধ্বান্তে গাঢ়েঽন্ধতমসং ক্ষীণেঽবতমসন্তমঃ। বিষক্‌ সন্তমসম্‌"—ইত্যমরঃ।

অনু, অব, তপ্ত, ইহাদের পরবর্ত্তী **রহস্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**অনুরহসম্, অবরহসম্, তপ্তরহসম্।** (ক)

১৬। **উপসর্গাদধ্বনঃ** (পা ৫।৪।৮৫)

উপসর্গের পরবর্ত্তী **অধ্বন্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**প্রগতঃ অধ্বানম্ প্রাধ্বো রথঃ, অধ্বনোঽভাবঃ নিরধ্বম্, অধ্বানং প্রতি প্রত্যধ্বম্।** অন্যত্র **উত্তমোঽধ্বা উত্তমাধ্বা।**

১৭। **শ্বসো বসীয়ঃশ্রেয়সঃ** (পা ৫।৪।৮০)

শ্বস্ শব্দের পরবর্ত্তী **বসীয়স্** ও **শ্রেয়স্** শব্দের উত্তর **অ** হয়। যথা,—**শ্বোবসীয়সম্, শ্বঃশ্রেয়সম্।** (খ)

১৮। **ন প্রশংসায়াং স্বতিভ্যাম্।** (গ)

প্রশংসা-বাচক **সু** ও **অতি** শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে সমাসান্ত বিধি হয় না। যথা,—**শোভনো রাজা সুরাজা, অতিশয়েন রাজা**

(ক) "অনুগতমবহীনঞ্চ রহঃ ইতি প্রাদি-সমাসঃ। অনুগতং রহোঽস্মিন্ ইত্যাদি বহুব্রীহির্বা। তপ্তঞ্চ তৎ রহশ্চেতি তপ্তরহসং, পরেণ অনধিগম্যম্ ইত্যর্থঃ"—তত্ত্ববোধিনী। "অকথ্যং যত্তবেৎ বাক্যং তৎ তপ্তরহসং বিদুঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(খ) "বসু-শব্দঃ প্রশস্তবাচী, তত ঈয়সুনি বসীয়ঃ। শ্বস্ শব্দ উত্তরপদার্থপ্রশংসায় আশীর্ব্বিষয়মাহ। ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ"—সি, কৌ। শ্বঃ—আগামী কল্য, বসীয়ঃ (বসুমৎ+ঈয়সু)—শ্রেয়ঃ; শ্বোবসীয়—শুভ (শ্রীরামতর্কবাগীশ)। দুর্গাদাস ও কাতন্ত্রের মতে অবসীয়স্ শব্দ। "অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ শ্বঃ শোভনং অবসীয়ঃ শ্বোঽবসীয়সং কল্যাণম্"। শ্বঃ শোভনং শ্রেয়ঃ শ্বশ্রেয়সং কল্যাণম্।"—দুর্গাদাস।

(গ) "ন পূজনাৎ" (পা ৫।৪।৬৯); "স্বতিভ্যামেব" (বা ৩৩৪৬)। সকৃথি অক্ষি প্রভৃতি শব্দের উত্তর হয়। যথা—সুসক্থঃ, অত্যক্ষঃ, স্বক্ষঃ।

অতিরাজা। এইরূপ **সুসখা, অতিসখা, সুগৌঃ, অতিগৌঃ, সুপন্থাঃ, খধ্বা।**

১৯। ন কিমঃ কুৎসায়াম্। (ক)

কুৎসা-বাচক **কিম্**-শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে সমাসান্ত বিধি হয় না। যথা,—**কুৎসিতো রাজা কিংরাজা, কুৎসিতঃ সখা কিংসখা, কুৎসিতঃ পন্থাঃ অস্মিন্ কিম্পন্থাঃ দেশঃ।** (ক)

২০। ন নঞস্তৎপুরুষে। (খ)

তৎপুরুষ-সমাসে **নঞ্** পূর্ব্বে থাকিলে সমাসান্ত বিধি হয় না। যথা,—**অরাজা, অসখা, অগৌঃ।** (খ)

২১। পথো বিভাষা (পা ৫।৪।৭২)

নঞ্-পূর্ব্বক পথিন্ শব্দের উত্তর বিকল্পে সমাসান্ত বিধি হয়; সমাসান্ত পক্ষে নপুংসক লিঙ্গ হয়। যথা,—**অপথম্, অপন্থাঃ।** (গ)।

২২। স: সমানস্য গোত্রাদৌ। (ঘ)

(ক) "কিমঃ ক্ষেপে" (পা ৫।৪।৭০)। "কিংরাজা যো ন রক্ষতি প্রজাঃ। কিংগৌর্যো ন বহতি ভারম্"—দুর্গাদাস। "স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপম্"—ভারবি। নিন্দা না বুঝাইলে সমাসান্ত হয়। যথা—কেষাং রাজা কিংরাজঃ।

(খ) "নঞস্তৎপুরুষাৎ" (পা ৫।৪।৭১)। বহুব্রীহি অথবা অব্যয়ীভাব সমাসে সমাসান্ত হয়। যথা—অনপং সরঃ, অধুরম্।

(গ) কেবল তৎপুরুষ সমাসেই বিকল্পে হয়। বহুব্রীহি অথবা অব্যয়ীভাব সমাসে নিত্য সমাসান্ত হয়। যথা—অপথো দেশঃ, অপথং বর্ত্ততে। "ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে"—শকুন্তলা। "অপন্থানন্তু গচ্ছন্তং সোদরোঽপি বিমুঞ্চতি"—অনর্ঘরাঘব।

(ঘ) "জ্যোতির্জনপদরাত্রিনাভিনামগোত্ররূপস্থানবর্ণবয়োবচনবন্ধুষু"। (পা ৬।৩।৮৫),

সমাসে গোত্র প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে সমান-শব্দ-স্থানে স হয়। যথা,—সমানং গোত্রমস্য সগোত্রঃ। এইরূপ সরূপঃ, সবর্ণঃ, সপক্ষঃ, সনাভিঃ, সপিণ্ডঃ, সনামা, সবয়াঃ, সতীর্থ্যঃ, সস্থানঃ, সবন্ধুঃ, সবচনঃ, সরাত্রিঃ, সজ্যোতিঃ, সজনপদঃ, সব্রহ্মচারী।

২৩। বিভাষা ধর্ম্মোদর্য্য-জাতীয়েষু। (ক) ধর্ম্ম, উদর্য্য ও জাতীয় শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা,—

"সমানস্য ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু" (পা ৬।৩।৮৪)। অত্র ভট্টোজিদীক্ষিতঃ—"সমানস্যেতি যোগে বিভজ্যতে। তেন সপক্ষঃ, সাধর্ম্ম্যম্, সজাতীয়ম্, ইত্যাদি সিদ্ধমিতি" কাশিকা—" "তীর্থে যে" (পা ৬।৩।৮৭)

বোপদেব-মতে জ্যোতিঃ, জনপদ, রাত্রি, নাভি, বন্ধু, গন্ধ, পিণ্ড, লোহিত, কুক্ষি, বেণী, ব্রহ্মচারী, তীর্থ, পত্নী ও পক্ষ শব্দ পরে থাকিলে সমান-শব্দ-স্থানে নিত্য স হয়, এবং রূপ, নাম, গোত্র, স্থান, বর্ণ, বয়ঃ, বচন, ধর্ম্ম, জাতীয় এবং উদর্য্য শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে হয়। পাণিনি-মতে কেবল উদর্য্য শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে হয়; গন্ধ, পিণ্ড, লোহিত, কুক্ষি, বেণী—এই পাঁচটির কোনই উল্লেখ নাই। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত শব্দ পরে থাকিলে নিত্য। সংক্ষিপ্তসারে পিণ্ড শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু গন্ধ প্রভৃতি ৪টীর উল্লেখ নাই।

সতীর্থ্যঃ— "সমানতীর্থে বাসী" (পা ৪।৪।১০৭)। "সমানে তীর্থে গুরৌ বসতীতি সতীর্থ্যঃ একগুরুঃ; সমানতীর্থ-শব্দাৎ তত্র বাসিনি ইত্যর্থে য্য প্রত্যয়ে (য) সমানস্য সঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "নির্যকারে তীর্থে ন স্যাৎ। তেন সমানং তীর্থং গঙ্গাতীরাদি যেষাং তে সমানতীর্থাঃ"—দুর্গাদাস। সব্রহ্মচারী,—ব্রহ্ম বেদঃ, "তদধ্যয়নার্থং যদ্ব্রতং তদপি ব্রহ্ম, তৎ চরতীতি ব্রহ্মচারী, সমানো ব্রহ্মচারী সব্রহ্মচারী, তস্যৈব বেদাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সদৃশং ব্রতং চরতীত্যর্থঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী ও শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(ক) "বিভাষোদরে"—(পা ৬।৩।৮৮)

সধর্ম্মা, সমানধর্ম্মা ; সোদর্য্যঃ, সমানোদর্য্যঃ ; সজাতীয়ঃ, সমানজাতীয়ঃ।

२४। दुरन्यादाशीरादिषु। (क)

আশিস্ প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে অন্য শব্দের উত্তর দুক্ হয় ; উ ইৎ, দ্ থাকে। যথা,—**অন্যা আশীঃ অন্যদাশীঃ, অন্যস্মিন্ আশা অন্যদাশা, অন্যস্মিন্ আস্থা অন্যদাস্থা, অন্যস্মিন্ আস্থিতঃ অন্যদাস্থিতঃ, অন্যস্মিন্ উৎসুকঃ অন্যদুৎসুকঃ, অন্যস্মিন্ রাগঃ অন্যদ্রাগঃ, অন্যঃ কারকঃ অন্যৎকারকঃ।**

२५। न तृतीया-षष्ठ्योः। (क)

তৃতীয়ান্ত ও ষষ্ঠ্যন্তের হয় না। যথা,—**অন্যেন আশীঃ অন্যাশীঃ, অন্যস্যাশীঃ অন্যাশীঃ।**

२६। अर्थे विभाषा (पा ६।३।१००)

অর্থ-শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা,—**অন্যস্যার্থঃ অন্যদর্থঃ, অন্যার্থঃ।**

२७। कोः कत् स्वरे तत्पुरुषे। (খ)

(ক) "অষষ্ঠ্যতৃতীয়াস্থস্যান্যস্য দুগাশীরাশাস্থাস্থিতোৎসুকোতিকারকরাগচ্ছেষু (পা ৬।৩।৯৯)। "দুগাগমোঽবিশেষেণ বক্তব্যঃ কারকচ্ছয়োঃ। ষষ্ঠীতৃতীয়য়োর্নেষ্ট আশীরাদিষু সপ্তসু"—কাশিকা।

(খ) "কোঃ কত্তৎপুরুষেঽচি" (পা ৬।৩।১০১)। কর্ম্মধারয় ভিন্ন অন্য সমাসে হয় না। যথা—কুৎসিত উষ্ট্রো যস্য স কূষ্ট্রো রাজা। পৃথ্বী-বাচক কু-শব্দের হয় না। যথা—কোঃ পৃথিব্যা উত্থিতঃ কূত্থিতঃ—দুর্গাদাস।

তৎপুরুষ-সমাসে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কু-শব্দ-স্থানে কৎ হয়। যথা,—কুৎসিতোঽশ্বঃ কদশ্বঃ, কুৎসিতঃ উষ্ট্রঃ কদুষ্ট্রঃ, কুৎসিতমন্নং কদন্নম্, কুৎসিতঃ আচারঃ কদাচারঃ, কুৎসিতমুদকং কদুদকম্।

২৮। ত্রি-রথ-বদেষু।

ত্রি, রথ ও বদ শব্দ পরে থাকিলে কু-শব্দ-স্থানে কৎ হয়। —কুৎসিতাস্ত্রয়ঃ কত্রয়ঃ, কুৎসিতো রথঃ কদ্রথঃ, কুৎসিতং বদতি কদ্বদঃ।

২৯। কা পথ্যক্ষয়োঃ (পা ৬।৩।১০৪)

পথিন্ ও অক্ষ শব্দ পরে থাকিলে কা হয়। যথা,—কুৎসিতঃ পন্থাঃ কাপথম্ কাপথো বা ; কুৎসিতমক্ষি অস্য কাক্ষঃ। (ক)

৩০। ঈষদর্থে (পা ৬।৩।১০৫)

ঈষৎ অর্থ বুঝাইলে কু-শব্দ-স্থানে কা হয়। যথা,—কামধুরম্, ঈষন্মধুরমিত্যর্থঃ ; কালবণম্ ঈষল্লবণমিত্যর্থঃ। (খ)

৩১। বিভাষা পুরুষে (পা ৬।৩।১০৬)

পুরুষ শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা,—কাপুরুষঃ, কুপুরুষঃ। (গ)

(ক) বোপদেব-মতে পথিন্ শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে হয়। যথা—কাপথম্, কুপথম্। "অক্ষ-শব্দেন তৎপুরুষঃ। অক্ষি-শব্দেন বহুব্রীহিণা।"—সি, কৌ।

(খ) ঈষজ্জলং কাজলম্ ; এইরূপ—কাম্লম্, কান্নম্। ঈষদাকারো যস্য স কাকারঃ। কাতন্ত্রম্ ইত্যাদি।

(গ) কুৎসিতঃ পুরুষঃ কাপুরুষঃ, কুপুরুষঃ। ঈষদর্থে পূর্ব্বসূত্রানুসারে নিত্য।

৩২। ক্বা-কৎ-কবান্যুষ্ণে। (ক)

উষ্ণ শব্দ পরে থাকিলে কু-শব্দ-স্থানে কা, কৎ ও কব হয়। যথা,—কোষ্ণম্, কদুষ্ণম্, কবোষ্ণম্। (ক)

৩৩। বিশ্বামিত্রাদয়ঃ। (খ)

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—বিশ্বস্য মিত্র' বিশ্বামিত্রঃ। এইরূপ বিশ্বাবসুঃ, বিশ্বানরঃ, অষ্টাবক্রঃ, অষ্টাগবম্, শ্বাদন্তঃ, শ্বাদংষ্ট্রা, শ্বাকর্ণঃ, শ্বাপুচ্ছঃ, শ্বাপদঃ। (খ)

৩৪। সমোঽন্তলোপঃ কাম-মনসোঃ। (গ)

কাম ও মনস্ শব্দ পরে থাকিলে সম্ এই অব্যয়ের অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। যথা,—সকামঃ, সমনাঃ। (গ)

৩৫। তুমুনশ্চ।

যথা—ঈষৎপুরুষঃ কাপুরুষঃ—সি, কৌ। কিন্তু ভাগবৃত্তি-মতে বিকল্প—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(ক) কবং চোষ্ণে" (পা ৬।৩।১০৭)। বোপদেব-মতে অগ্নি শব্দ পরে থাকিলেও হয়। যথা—ঈষদগ্নিঃ কদগ্নিঃ, কবাগ্নিঃ, কাগ্নিঃ। "ভুবং কোষ্ণেন কুণ্ডোধ্নী"—রঘু ১।৮৪। "কবোষ্ণমুপভুজ্যতে"—রঘু। "শ্বসন্ কদুষ্ণং পুরমাবিবেশ"—ভট্টি ৩।১৮।

(খ) "মিত্রে চর্ষৌ" (পা ৬।৩.১৩০); "অষ্টনঃ সংজ্ঞায়াম্" (পা ৬.৩।১২৫); "নরে সংজ্ঞায়াম্" (পা ৬।৩.১২৯)। "শুনো দন্তদংষ্ট্রাকর্ণকুন্দবরাহপুচ্ছপদেষু দীর্ঘো বাচ্যঃ (বা ৫০৪৯); পদপুচ্ছয়োর্বেতি চান্দ্রাঃ তন্মতে শ্বপদঃ শ্বপুচ্ছ ইত্যপি"—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(গ) "লুম্পেদবশ্যমঃ কৃত্যে তুংকামমনসোরপি। সামা বা হিততয়োর্মাংসস্য পচিযুড্‌ঘঞোঃ"—কাশিকা। সম্যক্ কামো যস্য, সম্যক্ মনো যস্য সঃ। হিত ও তত শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। সহিতঃ, সংহিতঃ, সততঃ, সন্ততঃ।

কাম ও **মনস্** শব্দ পরে থাকিলে **তুমুন্** প্রত্যয়ের অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়। (ক) যথা,—**গন্তুকামঃ, গন্তুমনাঃ।**

২৬। **অবশ্যমঃ কৃত্যে।**

কৃত্য প্রত্যয় পরে থাকিলে **অবশ্যম্** শব্দের অন্ত্য-বর্ণের লোপ হয়। যথা,—**অবশ্যদেয়ম্, অবশ্যভব্যম্, অবশ্য-কর্ত্তব্যম্।** (খ)

অতিরিক্ত।—"ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহুলম্।"—(পা ৬।৩।৬৩)। সংজ্ঞা বুঝাইলে এবং বৈদিক-প্রয়োগে পূর্ব্ব-পদস্থ ঈপ্ ও আপের বহুল হ্রস্ব হয় (অর্থাৎ কোথাও নিত্য হয়, কোথাও বিকল্পে হয়, এবং কোথাও হয় না)। যথা—রেবতিপুত্রঃ ; মন্দুরজঃ অশ্বঃ ; প্রমদবনম্, প্রমদাবনম্ ; নান্দীঘোষঃ ইত্যাদি। "ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য।" (পা ৬।৩।৬১)—সমাসে পূর্ব্বপদের অন্তস্থিত ঈ-কার ও ঊকার বিকল্পে হ্রস্ব হয়। যথা—গ্রামণিপুত্রঃ, গ্রামণীপুত্রঃ। ("নৈব পঞ্চত্বমাপন্নো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্দ্ধনঃ"—রামায়ণ)॥ ঈপ্-প্রত্যয়ের হয় না। যথা—গৌরীপতিঃ। "ইয়ঙ্-উবঙ্-ভাবিনামব্যয়ানাঞ্চ নেতি বাচ্যম্" (বা ৩৯৬৪)। যাহাদের স্থানে ইয়্ উব্ হয়, এমন ঈ-কার ও উ-কারের এবং অব্যয় শব্দের হয় না। যথা—শ্রীমদঃ, ভ্রূভঙ্গঃ শুক্লীভাবঃ। "অভ্রূকুংসাদীনামিতি বক্তব্যম্" (বা ৩৯৬৪)। "অকারোঽনেন বিধীয়তে ইতি ব্যাখ্যান্তরম্।"—সি-কৌ। ভ্রূকুংসঃ, ভ্রুকুংস, ভ্রকুংসঃ ; ভ্রূকুটিঃ, ভ্রুকুটিঃ ভ্রকুটিঃ। সংক্ষিপ্তসারের মতে ভ্রূকুংস ও ভ্রূকুটি শব্দ হয় না। আর্ষ প্রয়োগে ভৃকুটিও দেখা যায়।

(ক) অর্থাৎ তুমের ম-কারের লোপ হয়, তু থাকে। গন্তুং কামো যস্য, গন্তুং মনো যস্য। "অহং জনঃ প্রষ্টুমনাঃ"—কুমার।

(খ) ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ বিকল্পে সমাস। পাক ও পচন শব্দ পরে থাকিলে মাংস শব্দের বিকল্পে আ-কারের লোপ হয়। যথা—মাংস্পাকঃ, মাংসপাকঃ ; মাংস্পচনম্, মাংসপচনম্।

প্রশ্ন (সর্ব্ব-সমাস-সাধারণ-বিধি)

১। কোন্ কোন্ শব্দ সমাসে অ-কারান্ত হইয়া যায়? উদাহরণ দাও।

২। সমাস, ব্যাসবাক্য ও যথাসম্ভব বিশেষ সূত্র লিখ—

দ্বীপম্, রাজধুরা, অর্দ্ধর্চ্চঃ, অনুলোমম্, দ্বিভূমঃ, অন্ধতমসম্, প্রাধ্বঃ, সতীর্থ্যঃ, অন্যদাশীঃ, কদন্নম্, কাপুরুষঃ, কোষ্ণম্, বিশ্বামিত্রঃ, শ্বাপদঃ, সকামঃ, গন্তুমনাঃ।

৩। কোন্ কোন্ স্থলে সমাসান্ত বিধি হয় না? উদাহরণ দাও।

৪। কোন্ কোন্ শব্দের পরে ভূমি, বর্চ্চস্ ও তমস্ শব্দ অ-কারান্ত হয়?

৫। 'সমান' শব্দ স্থানে কোন্ কোন্ স্থলে নিত্য এবং কোন্ কোন্ স্থলে বিকল্পে স আদেশ হয়?

৬। অপথম্, সধর্ম্মা, অন্যদর্থঃ, কাপুরুষঃ, কোষ্ণম্—এই সকল পদের জন্য কি কি বিশেষ সূত্র আছে? ইহাদের বিকল্প-পক্ষে আর কি কি পদ হয়?

৭। 'কু' শব্দ স্থানে কোথায় কিরূপ আদেশ হয়? উদাহরণ দাও।

৮। সংশোধন কর এবং কারণ দেখাও—

রম্যপথি, ধৃতধূঃ, অক্ষধুরা, প্রতিলোমা, কৃষ্ণভূমিঃ, রাজবর্চ্চঃ, অন্ধতমসা, স্বরাজ্যো দেশঃ, গন্তুকামঃ, অনৃক্ মাণবকঃ।

৯। সমাস কর :—

চতুর্ণাং পথাং সমাহারঃ, নির্ম্মলা আপঃ, মহতী ধূঃ, অধিগতা ঋক্ অনেন, অধ্বনোঽভাবঃ, কুৎসিতঃ পন্থাঃ, ন পন্থাঃ, ন সখা, সমানং গোত্রমস্য, অন্যস্মিন্ উৎসুকঃ, অন্যেন উৎসুকঃ, অন্যস্য অর্থঃ, কুৎসিতো রথঃ, কুৎসিতঃ পন্থাঃ, শুনো দন্তঃ।

১০। সমাসে 'পথিন্' শব্দ কোন্ কোন্ স্থলে ক্লীবলিঙ্গ হয়?

অলুক্‌-সমাস।

১। अलुगुत्तरपदे (পা ৬।৩।১)

সমাস হইলে কোনও কোনও স্থলে উত্তর পদ পরে থাকিলে বিভক্তির লোপ হয় না।

২। पञ्चम्याः स्तोकान्तिक-दूरार्थ-कृच्छ्रेभ्यः। (ক)

স্তোকার্থ, অন্তিকার্থ, দূরার্থ ও কৃচ্ছ্র শব্দের পরবর্ত্তী পঞ্চমী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা—स्तोकान्मुक्तः (ক), अल्पान्मुक्तः, अन्तिकादागतः, समीपादागतः, दूरादागतः, विप्रकृष्टादागतः, कृच्छ्रान्मुक्तः। (খ)

৩। ओजःसहोऽम्भस्तमोऽञ्जसस्तृतीयायाः। (গ)

(ক) "পঞ্চম্যাঃ স্তোকাদিভ্যঃ (পা ৬।৩।২)। সমাস হইলে বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তু অলুক্‌-সমাসে সমাস হয়, অথচ বিভক্তির লোপ হয় না। তবে এই সকল স্থলে সমাস করিবার উদ্দেশ্য কি? স্তোকান্মুক্তঃ—এখানে সমাস হওয়ায় একপদ হইল। একপদ হওয়ায় স্তোকান্মুক্তস্যাপত্যং স্তোকান্মুক্তিঃ, স্তোকান্মুক্তায়া অপত্যং স্তোকান্মুক্তেয়ঃ ইত্যাদি সমস্ত পদের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হইল—তত্ত্ববোধিনী। "দ্বিবচন-বহুবচনান্তানাং তু সমাসো নেষ্যতে, অনভিধানাৎ। তেন স্তোকাভ্যাং মুক্ত ইত্যাদৌ বাক্যমেব"—তত্ত্ববোধিনী। "অলুগ্বিধায়কেষু একবচনস্যৈব সমাসঃ"—ইতি ভাষ্যম্।

(খ) 'কৃচ্ছ্রমুক্ত' শব্দটী শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে তৃতীয়া-তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ পরে না থাকিলে হয় না, অর্থাৎ পঞ্চমীর লুক্ হয়। যথা—স্তোকভয়ম্। —শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(গ) "ওজঃসহোঽম্ভস্তমসস্তৃতীয়ায়াঃ (পা ৬।৩।৩)। "অঞ্জস উপসংখ্যানম্" (বা ৩৮৮০)।

ওজস্, সহস্, অম্ভস্, তমস্ ও **অঞ্জস্** শব্দের পরবর্ত্তী **তৃতীয়া** বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**ওজসাকৃতম্, সহসাকৃতম্, অম্ভসাকৃতম্ তমসাকৃতম্, অঞ্জসাকৃতম্**।

৪। পুংসোঽনুজে।

'**অনুজ**' শব্দ পরে থাকিলে **পুমস্** শব্দের পরবর্ত্তী **তৃতীয়া** বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**পুংসানুজঃ**। (ক)

৫। জনুষোঽন্ধে।

'**অন্ধ**' শব্দ পরে থাকিলে **জনুস্** শব্দের পরবর্ত্তী **তৃতীয়া** বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**জনুষান্ধঃ**। (খ)

৬। আত্মনঃ পূরণে।

পূরণ-বাচক শব্দ পরে থাকিলে **আত্মন্** শব্দের পরবর্ত্তী **তৃতীয়া** বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**আত্মনাপঞ্চমঃ, আত্মনাদ্বিতীয়ঃ**। (গ)

এই সকল শব্দ পূর্ব্বপদ না হইলে হয় না। যথা—"সততনৈশতমোবৃতম্"—ভারবি। "উদবদন্তঃপরিপূতমূর্ত্তিঃ"—মাঘ।

(ক) পুংসা—ষষ্ঠীর অর্থে ৩য়া, অথবা হেতু-অর্থে তৃতীয়া; অন্যের অনুজননের প্রতি পূর্ব্বজাত জনের হেতুত্ব আছে—শ্রীরামতর্কবাগীশ। "যস্যাগ্রজঃ পুমান্ স পুংসানুজঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

(খ) "পুংসানুজো জনুষান্ধো বিকৃতাক্ষ ইতি চ"—(বা ৩৮৮১)। জনুস্—জন্ম; জনুষান্ধঃ—জন্মান্ধঃ।

(গ) "আত্মনশ্চ" (পা ৬।৩।৬)। "পূরণ ইতি বক্তব্যম্" (বা ৩৮৮২)। "জনার্দ্দনস্ত্বাত্মচতুর্থ এব"—এস্থলে 'আত্মচতুর্থঃ' কিরূপে হইল? 'আত্মা চতুর্থো যস্য' এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাস—সংক্ষিপ্তসার ও শ্রীরামতর্কবাগীশ

৭। বৈয়াকরণাখ্যায়াং চতুর্থ্যাঃ (পা ৬।৩।৭)

ব্যাকরণের সংজ্ঞা বুঝাইলে **আত্মন্** শব্দের পরবর্ত্তী **চতুর্থী** বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**আত্মনেপদম্, আত্মনেভাষা।** (ক)

৮। পরস্য। (খ)

'**পর**' শব্দের উত্তরও হয় না। যথা,—**পরস্মৈপদম্, পরস্মৈভাষা।**

৯। হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াম্ (পা ৬।৩।৯)

'**সংজ্ঞা**' বুঝাইলে হল্-বর্ণান্ত ও অ-কারান্ত শব্দের পরবর্ত্তী **সপ্তমী** বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**যুধিষ্ঠিরঃ, ত্বচিসারঃ** (গ), **অরণ্যেতিলকাঃ, বনেকিংশুকাঃ, কূপেপিশাচকাঃ।**

১০। অন্ত-মধ্যাভ্যাং গুরৌ। (ঘ)

'**গুরু**' শব্দ পরে থাকিলে **অন্ত** ও **মধ্য** শব্দের পরবর্ত্তী **সপ্তমী** বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—**অন্তেগুরুঃ, মধ্যেগুরুঃ।** (ঙ)

১১। অমূর্দ্ধমস্তকাৎ স্বাঙ্গাদকামে (পা ৬।৩।১২)

(ক) "তাদর্থ্যে চতুর্থী"—সি, কৌ। "আত্মনেপদে ভাষা উক্তিরস্যেতি আত্মনেভাষঃ"—গোরীচন্দ্র ও শ্রীরামতর্কবাগীশ

(খ) "পরস্য চ" (পা ৬।৩।৮)

(গ) "ত্বক্সাররন্ধ্রপরিপূরণলব্ধগীতিঃ"—এস্থলে 'ত্বক্সার' কিরূপে হইল ? "ত্বক্সারোহস্য" ইতি বহুব্রীহি"—গোরীচন্দ্র ও শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(ঘ) "মধ্যাদ্গুরৌ" (পা ৬।৩।১১) ; "অন্তাচ্চ" (বা ৩৮৯৪)

(ঙ) অন্তগুরু ও মধ্যগুরু শব্দে বহুব্রীহি-সমাস।

'स्वाङ्ग-वाचक' শব্দের পরবর্ত্তী सप्तमी বিভক্তির লোপ হয় না। যথা—कण्ठेकालः, उरसिलोमा, शिरसिशिखः। काम শব্দ পরে থাকিলে হয়। যথা,—मुखकामः। मूर्द्धन् ও मस्तक শব্দের উত্তর হয়। যথা,—मूर्द्धशिखः, मस्तकशिखः। (ক)

१२। बन्धे च विभाषा (पा ६।३।१३)

'बन्ध' শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা,—हस्तेबन्धः, हस्तबन्धः ; पदेबन्धः पदबन्धः। (খ)

१३। तत्पुरुषे कृति बहुलम् (पा ६।३।१४)

तत्पुरुष সমাসে कृत्-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ পরে থাকিলে सप्तमी বিভক্তির লুকের নিয়ম নাই ; অর্থাৎ কোনও কোনও স্থলে হয় না, কোনও কোনও স্থলে হয়, এবং কোনও কোনও স্থলে বিকল্পে হয়। যথা, অলুক্—अन्तेवासी, स्तम्बेरमः, कर्णेजपः, पङ्केरुहः, मनसिशयः, प्रावृषिजः, शरदिजः, हृदिस्थः, सव्येष्ठः। লুক্—कुरुचरः, स्थण्डिलशायी, कूटस्थः, गेहस्थः (গ)। বিকল্পে—

(ক) অ-কারান্ত অথবা হলন্ত ভিন্নের পরে হইলে হয় না। যথা—অঙ্গুলিত্রাণঃ, গোচরঃ।

(খ) অ-কারান্ত অথবা হলন্ত ভিন্নের পরে হইলে হয় না। যথা—মণিবন্ধঃ, কারাবন্ধঃ।

(গ) "কণ্ঠেকালঃ কপালেন করস্থেনেন্দুশেখরঃ"—দণ্ডী। "কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী"। সংক্ষিপ্তসার-মতে এই সকল প্রয়োগ অশুদ্ধ। (তন্মতে ১১ সূত্রানুসারে অলুক্-সমাস হইবে)

সরসিজম্, সরোজম্ ; মনসিজ:, মনোজ: ; গ্রামেবাস:, গ্রামবাস: ; গ্রামেবাসী, গ্রামবাসী। (ক)

১৪। ষষ্ঠ্যা আক্রোশে (পা ৬।৩।২১)

'নিন্দা' বুঝাইলে ষষ্ঠী বিভক্তির লুক্ হয় না। যথা,—চৌরস্য-কুলম্, দাসস্যতনয়: । (খ)

১৫। পুত্রে বিভাষা।

'নিন্দা' বুঝাইলে ও 'পুত্র' শব্দ পরে থাকিলে ষষ্ঠী বিভক্তির বিকল্পে লুক্ হয় না। যথা,—দাস্যা: পুত্র: দাসীপুত্র: ; বৃষল্যা: পুত্র: বৃষলীপুত্র: ।

১৬। বাগ্-দিক্-পশ্যদ্ভ্যো যুক্তি-দণ্ড-হরেষু।

যুক্তি, দণ্ড ও হর শব্দ পরে থাকিলে যথাক্রমে বাচ্, দিশ্ ও পশ্যত্ শব্দের পরস্থিত ষষ্ঠী বিভক্তির লুক্ হয় না। যথা—বাচোযুক্তি:, দিশোদণ্ড:, পশ্যতোহর: । (গ)

১৭। দেবাত্ প্রিয়ে। (ঘ)

(ক) শেষোক্ত দুইটী এবং শয় শব্দের জন্য পৃথক্ সূত্র আছে। "শয়-বাস-বাসিষকালাৎ" (পা ৬।৩।১৮)। খেশয়:, খশয়: । কাল-বাচকের পরে হইলে হয় না। যথা—পূর্ব্বাহ্ণশয়: । অ-কারান্ত ও হলন্ত ভিন্নের পরে হয় না। যথা—গুহাশয়:, ভূমিশয়: ।

(খ) নিন্দা না বুঝাইলে লুক্ হয়। যথা—বিপ্রকুলম্, বিপ্রপুত্র: ।

(গ) পশ্যন্তমনাদৃত্য হরতীতি পশ্যতোহর: স্বর্ণকার: । অত্র অনাদরে ষষ্ঠী।

(ঘ) "দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে" (বা ৩৯০০); দেবানাং প্রিয়: মূর্খ ইত্যর্থ: । কেবল 'মূর্খ' অর্থেই অলুক্, অন্যত্র লুক্। যথা—দেবপ্রিয়:—(সি, কৌ)। "য: কশ্চিৎ

'প্রিয়' শব্দ পরে থাকিলে 'দেব' শব্দের পরস্থিত ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—দেবানাম্প্রিয়ঃ।

১৮। শুনঃ শেপ-পুচ্ছ-লাঙ্গূলেষু সংজ্ঞায়াম্।

'সংজ্ঞা' বুঝাইলে এবং শেপ, পুচ্ছ ও লাঙ্গূল শব্দ পরে থাকিলে শ্বন্ শব্দের পরস্থিত ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা— শুনঃশেপঃ, শুনঃপুচ্ছঃ, শুনোলাঙ্গূলঃ। (ক)

১৯। দিবশ্চ দাসে (বা ৩৯০২)

'সংজ্ঞা' বুঝাইলে এবং 'দাস' শব্দ পরে থাকিলে দিব্ শব্দের পরস্থিত ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—দিবোদাসঃ। (খ)

২০। ঋতো বিদ্যা-যোনিসম্বন্ধাৎ। (গ)

বিদ্যা-সম্বন্ধ-বাচক ও গোত্র-সম্বন্ধ-বাচক ঋ-কারান্ত শব্দের পরস্থিত ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—হোতুঃপুত্রঃ হোতুরন্তেবাসী, পিতুঃপুত্রঃ পিতুরন্তেবাসী।

২১। বিভাষা স্বসৃ-পত্যোঃ (পা ৬।৩।২৪)

'স্বসৃ' ও 'পতি' শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে। যথা,— মাতুঃষ্বসা

প্রিয়ো ন স্যাৎ স দেবানাং প্রিয়ো মতঃ"।—প্র-র-মা। "কস্যচিৎ বস্যাপি যো ন প্রিয়ঃ, স দেবানাং প্রিয়ঃ সর্ব্বদ্বেষীতি ষষ্ঠ্যলুক্। দেবানাং প্রিয়শ্ছাগ ইত্যন্যে"—প্রভা-প্রকাশিকা

(ক) এই তিনটী শব্দ ঋষিদিগের তিনটী নাম। "শুনঃশেপঃ শুনঃপুচ্ছো বাচস্পত্যাদিনামনি। ষষ্ঠ্যলুক্"—প্র-র-মা। "শেপপুচ্ছলাঙ্গূলেষু শুনঃ"—(বা ৩৯০১)

(খ) "দিবোদাসঃ নৃপতিবিশেষঃ"—গোয়ীচন্দ্র ও শ্রীরামতর্কবাগীশ।

(গ) "ঋতো বিদ্যাযোনিসম্বন্ধেভ্যঃ" (পা ৬।৩।২৩)

(মাতুঃস্বসা), মাতৃষ্বসা ; পিতুঃষ্বসা (পিতুঃস্বসা), পিতৃষ্বসা ; দুহিতুঃপতি, দুহিতৃপতিঃ ; ননান্দুঃপতিঃ, ননান্দৃপতিঃ ।

২২। পাত্রেসমিতাদয়ঃ কুৎসায়াম্ । (ক)

'কুৎসা' বুঝাইলে পাত্রেসমিত (৭৩) প্রভৃতি শব্দের সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—পাত্রেসমিতাঃ, ভোজনকালে পাত্রে এব সঙ্গতাঃ, ন তু কার্য্যকালে ইত্যর্থঃ (খ)। গেহেশূরঃ, গেহে এব শূরঃ, ন তু অন্যত্র ইত্যর্থঃ।

(ক) "পাত্রেসমিতাদয়শ্চ" (পা ২।১।৪৮)

(৭৩) পাত্রেসমিতাঃ, পাত্রেবহুলাঃ, গেহেশূরঃ, গেহেনর্দ্দী, গেহেক্ষ্বেড়ী, গেহেবিজিতী, গেহেমেহী, গেহেধৃষ্টম্, গর্ভেতৃপ্তঃ, গোষ্ঠেশূর, গোষ্ঠেপটুঃ গোষ্ঠেপণ্ডিতঃ গোষ্ঠেপ্রগল্ভঃ ইত্যাদি।

(খ) "বৃতস্তুঃ পাত্রেসমিতৈঃ"—ভট্টি। পাত্রেসমিতাদির সহিত অন্য কোনও শব্দের বহুব্রীহি-সমাস হইতে পারে, কিন্তু অন্য সমাস হয় না। যথা—"পরমাঃ পাত্রেসমিতাঃ"—এই বাক্যে কর্ম্মধারয় হইবে না; কিন্তু "বহুপাত্রেসমিতাঃ" ইত্যাদি স্থলে বহুব্রীহি-সমাস হইতে পারে—শ্রীরামতর্কবাগীশ।

———

প্রশ্ন (অলুক্-সমাস)

১। অলুক্-সমাস কাহাকে কহে? ইহাকে সমাস না বলিলে কি ক্ষতি হয়?

২। সমাসে কোন্ কোন্ স্থলে ৩য়া বিভক্তির লুক্ হয় না? উদাহরণ দাও।

৩। নিম্ন-লিখিত পদগুলিতে কোন্ কোন্ সূত্রানুসারে অলুক্-সমাস হইয়াছে? দূরাদাগতঃ, সহসাকৃতম্, পুংসানুজঃ, জন্মান্ধঃ, স্বচিসারঃ, উরসিলোমা, হস্তেবন্ধঃ, সরসিজম্, চৌরস্যকুলম্, দাস্যাঃপুত্রঃ, পশ্যতোহরঃ, মাতুঃস্বসা।

৪। ৩য় প্রশ্নোক্ত পদ গুলির মধ্যে কোন্ কোন্ পদের বিকল্পে অলুক্-সমাস হয়?

৫। "তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্"—ইহার অর্থ কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। 'শিরসিশিখঃ'—এখানে বিভক্তির লুক্ হইল না, কিন্তু 'মস্তকশিখঃ'—এখানে লুক্ হইল, ইহার কারণ কি?

৭। 'পাত্রেসমিতাঃ'—ইহার অর্থ কি?

৮। 'দেবানাং প্রিয়ঃ' এবং 'দেবপ্রিয়ঃ' এই উভয়ের মধ্যে অর্থগত প্রভেদ কি?

মধ্যপদলোপি-সমাস।

১। लोपः क्वचिन्मध्यस्य। (क)

'সমাস' হইলে কোনও কোনও স্থলে মধ্যপদের লোপ হয়। যথা,—शाकप्रियः (ख) पार्थिवः शाकपार्थिवः, घृतमिश्रम् ओदनम् घृतौदनम्, पलमिश्रम् अन्नं पलान्नम्, गत एव प्रत्यागतः गतप्रत्यागतः, कण्ठे स्थितः कालोऽस्य कण्ठेकालः (ग), उरसि स्थितानि लोमान्यस्य उरसिलोमा, शिरसि स्थिता शिखास्य शिरसिशिखः, प्रपतितानि पर्णान्यस्मात् प्रपर्णः, अपगतः शोकोऽस्य अपशोकः, निर्गतं मलम् अस्मात् निर्मलः, अभुक्तानि पर्णान्यनया अपर्णा, विगतोऽर्थः अस्मात् व्यर्थः, अनुगतोऽर्थोऽस्मिन् अन्वर्थः, यथाभूतोऽर्थोऽस्मिन् यथार्थः, प्रतिगतमक्षमस्मिन् प्रत्यक्षः, उन्नमितं मुखमनेन उन्मुखः, अधःकृतं मुखमनेन अधोमुखः, निर्नष्टं धनमस्य निर्धनः, विचलितं मनोऽस्य विमनाः, उत्कण्ठितं मनोऽस्य

(ক) "শাকপার্থিবাদীনাং সিদ্ধয়ে উত্তরপদলোপস্যোপসংখ্যানম্" (বা ১৩১০)

(খ) "শাকঃ শক্তিঃ প্রধানং যস্য স শাকপ্রধানঃ ; শাকপ্রধানঃ পার্থিবঃ শাক-পার্থিবঃ"—শ্রীরামতর্কবাগীশ

(গ) অনেকে মধ্যপদলোপি-সমাস বলিলে যে কর্ম্মধারয় সমাসে মধ্যপদের লোপ হয়, সেইরূপ কর্ম্মধারয়ই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু এ সূত্রের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয় প্রভৃতি সমাসে যে যে স্থলে মধ্যপদের লোপ হয়, এই সূত্রে তাহাদেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

উন্মনাঃ, সুস্থিতং মনোঽস্য সুমনাঃ, সুবর্ণবিকারোঽলঙ্কারোঽস্য সুবর্ণালঙ্কারঃ, অবিদ্যমানঃ পুত্রোঽস্য অপুত্রঃ, অবিদ্যমানঃ ক্রোধোঽস্য অক্রোধঃ, একাধিকা বিংশতিঃ একবিংশতিঃ, একাধিকা ত্রিংশৎ একত্রিংশৎ, চতুরধিকা দশ চতুর্দ্দশ, পঞ্চাধিকা দশ পঞ্চদশ, পঞ্চাধিকা বিংশতিঃ পঞ্চবিংশতিঃ, পঞ্চাধিকা ত্রিংশৎ পঞ্চত্রিংশৎ।

২। একস্যৈকা দশনি। (ক)

'দশন্' শব্দ পরে থাকিলে 'এক' শব্দ স্থানে একা হয়। যথা,—একাধিকা দশ একাদশ।

৩। দ্ব্যষ্টনোর্দ্বাষ্টা সংখ্যায়াম্। (খ)

'সংখ্যা-বাচক' শব্দ পরে থাকিলে দ্বি-শব্দ-স্থানে দ্বা ও অষ্টন্-শব্দ-স্থানে অষ্টা হয়। যথা,—দ্ব্যধিকা দশ দ্বাদশ, দ্ব্যধিকা বিংশতিঃ দ্বাবিংশতিঃ, দ্ব্যধিকা ত্রিংশৎ দ্বাত্রিংশৎ; অষ্টাধিকা দশ অষ্টাদশ, অষ্টাধিকা বিংশতিঃ অষ্টাবিংশতিঃ, অষ্টাধিকা ত্রিংশৎ অষ্টাত্রিংশৎ।

৪। ত্রেস্ত্রয়ঃ (পা ৬।৩।৪৮)

ত্রি-শব্দ-স্থানে ত্রয়স্ হয়। যথা,—ত্র্যধিকা দশ ত্রয়োদশ, ত্র্যধিকা বিংশতিঃ ত্রয়োবিংশতিঃ, ত্র্যধিকা ত্রিংশৎ ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

(ক) "আদিতি (আন্মহতঃ, পা ৬।৩।৪৬ ইতি সূত্রে) যোগবিভাগাদাত্বম্ "প্রাগেকাদশভ্যঃ" (পা ৫।৩।৪৯) ইতি নির্দ্দেশাদ্ বা।

(খ) "দ্ব্যষ্টনঃ সংখ্যায়ামবহুব্রীহ্যশীত্যোঃ" (পা ৬।৩।৪৭)

৫। বিভাষা চত্বারিংশৎপ্রভৃতৌ সর্ব্বেষাম্ (পা ৬। ৩।৪৯)

চত্বারিংশৎ প্রভৃতি (৭৪) শব্দ পরে থাকেলে দ্বি-শব্দ-স্থানে দ্বা, ত্রি-শব্দ-স্থানে ত্রয়:, অষ্টন্-শব্দ-স্থানে অষ্টা বিকল্পে হয়। যথা,—দ্ব্যধিকা চত্বারিংশৎ দ্বাচত্বারিংশৎ দ্বিচত্বারিংশৎ; দ্ব্যধিকা পঞ্চাশৎ দ্বাপঞ্চাশৎ, দ্বিপঞ্চাশৎ। এইরূপ ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ, ত্রিচত্বারিংশৎ; ত্রয়:পঞ্চাশৎ, ত্রিপঞ্চাশৎ; অষ্টাচত্বারিংশৎ, অষ্টচত্বারিংশৎ; অষ্টাপঞ্চাশৎ, অষ্টপঞ্চাশৎ।

৬। নাশীতি-শতাদৌ বহুব্রীহৌ।

অশীতি ও শত প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দ পরে থাকিলে অথবা বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য হয় না। যথা,—দ্ব্যশীতি:, ত্র্যশীতি:, দ্বিশতম্, ত্রিসহস্রম্। বহুব্রীহি সমাসে দ্বিত্রা:, ত্রিচতুরা:।

৭। একোনস্যৈকান্নৈকাদ্নৌ বিভাষা। (ক)

একোন-শব্দ-স্থানে বিকল্পে একান্ন ও একাদ্ন হয়। যথা,—একোনবিংশতি:, একান্নবিংশতি:, একাদ্নবিংশতি:। (খ)

---

(৭৪) চত্বারিংশত, পঞ্চাশত, ষষ্টি, সপ্ততি, নবতি।

(ক) "একাদিশ্চৈকস্য চাদুক্" (পা ৬।৩।৭৬)

(খ) পৃষোদরাদীনি যথোপাদিষ্টম্।—পৃষোদর: প্রভৃতি শব্দ সমাসে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা, পৃষং উদরং পৃষোদরম্, পৃষৎ উদরমস্য পৃষোদর:, বারিণো বাহক: বলাহক:, শবানাং শয়নং শ্মশানম্, উর্দ্ধং খমস্য উদুখলম্ উলূখলম্, পিশিতমশ্নাতি পিশাচ:, মহ্যাং রৌতি ময়ূর:, অদ্যৈব ভূতম্ অদ্ভুতম্, কং ন দর্পয়তে কন্দর্প:, কামপি দিশাং ন পশ্যতি কান্দিশীক: ইত্যাদি।

প্রশ্ন (মধ্যপদলোপি-সমাস)

১। সমাস ও ব্যাস-বাক্য লিখ, এবং কোনও বিশেষ সূত্র থাকিলে তাহারও উল্লেখ কর :—পলান্নম্, উরসিলোমা, প্রপর্ণঃ, অপর্ণা, অম্বর্গঃ, প্রত্যক্ষঃ, উন্মনাঃ, পঞ্চদশ, উন্মুখঃ, স্বর্ণালঙ্কারঃ, পঞ্চত্রিংশৎ, যথার্থঃ, ব্যর্থঃ, একান্নবিংশতিঃ।

২। সমাস কর এবং বিশেষ সূত্র থাকিলে তাহারও উল্লেখ কর :—একাধিকা দশ, দ্ব্যধিকা দশ, অষ্টাধিকা বিংশতিঃ, ত্র্যধিকা ত্রিংশৎ, দ্ব্যধিকা পঞ্চাশৎ, দ্ব্যধিকা অশীতিঃ।

৩। নিম্ন-লিখিত পদগুলির বিকল্প-পক্ষে আর কি কি পদ হয় ?
দ্বিচত্বারিংশৎ, ত্রিচত্বারিংশৎ, অষ্টপঞ্চাশৎ, একোনবিংশতিঃ।

৪। নিম্ন-লিখিত সংখ্যাগুলির সংস্কৃত কর :—৩৮, ৩৩, ৫২, ৪৮, ৮২।

৫। চতুর্থ-প্রশ্নোক্ত সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি লইয়া এক একটী বাক্য রচনা কর।

সমাস—পূর্ব্ব-নিপাত-সমাস।

১। উপসর্জ্জনং পূর্ব্বম্ (পা ২।২।৩০)

সমাসে **উপসর্জ্জন** পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়।

২। প্রথমানির্দ্দিষ্টং সমাস উপসর্জ্জনম্ (পা ১।২।৪৩)

সমাস-সূত্রে প্রথমা-বিভক্তির সহযোগে যাহার নির্দ্দেশ থাকে, তাহাকে **উপসর্জ্জন** কহে। অব্যয়ীভাবে অব্যয় প্রভৃতি পদ, তৎপুরুষে দ্বিতীয়াদি-বিভক্ত্যন্ত পদ, কর্ম্মধারয়ে বিশেষণ প্রভৃতি পদ, দ্বিগুতে সংখ্যা-বাচক পদ, **উপসর্জ্জন**। যথা, অব্যয়ী-

ভাবে—কূলস্য সমীপম্ উপকূলম্, স্থানমনতিক্রম্য যথাস্থানম্, বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ অনুবর্ণম্, তৃণমপ্যপরিত্যজ্য সতৃণম্, গ্রামাদ্বহিঃ বহির্গ্রামম্, পাটলিপুত্রাৎ আ আপাটলিপুত্রম্, সমুদ্রস্য পারে পারেসমুদ্রম্। তৎপুরুষে—সুখং প্রাপ্তঃ সুখপ্রাপ্তঃ, অন্নং বুভুক্ষুঃ অন্নবুভুক্ষুঃ, বর্ষং ভোগ্যঃ বর্ষভোগ্যঃ, পিত্রা সমঃ পিতৃসমঃ, অঙ্গেন বিকলঃ অঙ্গবিকলঃ, পাণিনিনা প্রণীতং পাণিনিপ্রণীতম্, ভূতায় বলিঃ ভূতবলিঃ, পুত্রায় হিতম্ পুত্রহিতম্, ব্যাঘ্রাৎ ভয়ম্ ব্যাঘ্রভয়ম্, গৃহাৎ নির্গতঃ গৃহ-নির্গতঃ, তরোঃ ছায়া তরুচ্ছায়া, অগ্নেঃ শিখা অগ্নিশিখা, শাস্ত্রে প্রবীণঃ শাস্ত্রপ্রবীণঃ, পূর্ব্বাহ্ণে কৃতম্ পূর্ব্বাহ্ণকৃতম্। কর্ম্মধারয়ে—নীলং উৎপলম্ নীলোৎপলম্, নবঃ পল্লবঃ নবপল্লবঃ, সন্ পুরুষঃ সৎপুরুষঃ। দ্বিগুতে—পঞ্চভিঃ গোভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগুঃ, ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ ত্রিলোকী, ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ ত্রিভুবনম্।

৩। রাজদন্তাদিষু পরম্ (পা ২।২।৩১)

'রাজদন্ত' প্রভৃতি স্থলে উপসর্জ্জন শব্দের পর-নিপাত হয়। যথা,—দন্তানাং রাজা রাজদন্তঃ, বনস্য অগ্রে অগ্রেবণম্।

৪। বা কড়ারাদয়ঃ কর্ম্মধারয়ে। (ক)

কর্ম্মধারয় সমাসে কড়ার প্রভৃতি (৭৫) পদের বিকল্পে

(ক) "কড়ারাঃ কর্ম্মধারয়ে" (পা ২।২ ৩৮)

(৭৫) কড়ার, খঞ্জ, কাণ, কুণ্ঠ, গৌর, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, পিঙ্গ, পিঙ্গল, তনু, জঠর, বধির, বর্ব্বর ইত্যাদি।

পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—**কড়ারগজঃ, গজকড়ারঃ; খঞ্জ-খিস্তঃ খিস্তখঞ্জঃ; বৃদ্ধপুরুষঃ, পুরুষবৃদ্ধঃ।**

৫। সপ্তমীবিশেষণে বহুব্রীহৌ (পা ২।২।৩৫)

বহুব্রীহি-সমাসে **সপ্তম্যন্ত** ও **বিশেষণ** পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা, সপ্তম্যন্ত—**কণ্ঠেকালঃ, উরসিলোমা**। বিশেষণ—**দীর্ঘবাহুঃ, মহাবলঃ।**

৬। বা প্রিয়স্য (বা ১৪২০)

'প্রিয' শব্দের বিকল্পে পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা, **গুড়প্রিয়ঃ, প্রিয়গুড়ঃ।**

৭। গড্বাদিঃ পরা সপ্তমী (বা ১৪২১)

'গড়ু' প্রভৃতি পদের যোগে **সপ্তম্যন্ত** পদের পর-নিপাত হয়। যথা,—**গড়ুঃ কণ্ঠে যস্য গড়ুকণ্ঠঃ; গড়ুঃ শিরসি যস্য গড়ুশিরাঃ।** (ক)

৮। প্রহরণার্থেভ্যশ্চ। (খ)

প্রহরণ-বাচক পদের যোগে **সপ্তম্যন্ত** পদের পর-নিপাত হয়। যথা,—**শস্ত্রং পাণৌ যস্য শস্ত্রপাণিঃ, দণ্ডঃ পাণৌ যস্য দণ্ডপাণিঃ, খড়্গঃ করে যস্য খড়্গকরঃ, ধনুর্হস্তে যস্য ধনুর্হস্তঃ।**

(ক) গড়ুর্গলগণ্ডঃ।

(খ) "প্রহরণার্থেভ্যঃ পরে নিষ্ঠাসপ্তম্যৌ (বা ১৪২৫)

৯। निष्ठा पूर्व्वा। (ক)

নিষ্ঠা-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয় (খ)। যথা,—**कृतकर्म्मा, अधीतव्याकरणः, भक्षितौदनः, धृतायुधः, उद्धृतदण्डः, भग्नरथः, पक्वकेशः।**

১০। वाहिताग्न्यादिषु (पा २।२।३७)

'आहिताग्नि' প্রভৃতি স্থলে নিষ্ঠা-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের বিকল্পে পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—**आहिताग्निः, अग्न्याहितः ; जातसुखः सुखजातः** (গ) ; **जातपुत्रः, पुत्रजातः ; जातदन्तः, दन्तजातः ; जातश्मश्रुः, श्मश्रुजातः ; तैलपीतः, पीततैलः ; घृतपीतः, पीतघृतः ; मद्यपीतः, पीतमद्यः ; सुरापीतः, पीतसुरः ; भार्य्योढ़ः, ऊढ़भार्य्यः** (ঘ) ; **अर्थगतः, गतार्थः ; ग्रामकालः, कालग्रामः ; अस्युद्यतः, उद्यतासिः।**

১১। अल्पस्वरं द्वन्द्वे। (ঙ)

(ক) "নিষ্ঠা" (পা ২।২।৩৬) : "জাতিকালসুখাদিভ্যঃ পরা নিষ্ঠা বাচ্যা" (বা ১৪২২)

(খ) নিষ্ঠা—ক্ত ও ক্তবতু।

(গ) "সুখজাতঃ সুরাপীতো নৃজগ্ধো মাল্যধারয়ঃ"—ভট্টি ৫.৩৮

(ঘ) "ভার্য্যোঢ়ং তমবজ্ঞায় তস্থে সৌমিত্ররেহসকৌ"—ভট্টি ৪।১৫

(ঙ) "অল্পাচ্ তরম্" (পা ২।২।৩৪)। পাণিনি এইরূপ নিয়ম করিয়া স্বয়ং সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন। যথা—"লক্ষণ-হেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ"—(পা ৩।২।১২৬)। "হেতুলক্ষণয়োঃ" এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,

দ্বন্দ্ব-সমাসে অপেক্ষাকৃত অল্প-স্বর-বিশিষ্ট পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—नलिनमाल्यौ, गजतुरङ्गौ, शङ्खदुन्दुभी, भ्रातृभगिन्यौ, गोमहिषौ, दंशमशकौ, हंससारसौ, काककोकिलौ, अम्लमधुरौ, तिक्तकषायौ।

१२। स्वराद्यदन्तं साम्ये। (ক)

স্বর-সাম্য-স্থলে স্বরাদি অ-কারান্ত পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—अश्वगजौ, अम्लतिक्तौ, अनलपवनौ, अच्युतमहेशौ, अचलसमुद्रौ, इन्द्रवह्नी, ईशभवौ, उष्ट्रखरौ, ऊर्द्ध्वनिम्ने।

१३। इदुदन्तश्च।

স্বর-সাম্য-স্থলে ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—हरिहरौ, रविबुधौ, पटुमृद्वौ, मृदुदृढौ।

१४। अभ्यर्हितञ्च (वा १४।२)

অভ্যর্হিত (খ) বোধক পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—मातापितरौ (গ), तापसयाचकौ।

१५। लघ्वक्षरञ्च। (ঘ)

এই নিয়ম যে সর্ব্বত্র অবশ্যই পালন করিতে হইবে, তাহা নহে। এই জন্যই বোপদেব মুগ্ধ-বোধে এইরূপ কোন সূত্রই করেন নাই।

(ক) "অজাদ্যদন্তম্" (পা ২।২।৩৩)

(খ) অভ্যর্হিত=পূজিত বা সম্মানিত।

(গ) "গর্ভধারণপোষাভ্যাং তাতান্মাতা গরীয়সী"। গর্ভধারণ এবং পোষণ—এই দুই কারণে পিতা অপেক্ষাও মাতা অধিক পূজনীয়া।

(ঘ) "লঘ্বক্ষরং পূর্ব্বম্" (বা ১৪।১৩)

লঘু-বর্ণ-বিশিষ্ট পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—**কুশকাশম্, নলনীলৌ**।

১৬। ভ্রাতা চ জ্যায়ান্। (ক)

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-বাচক পদের পূর্ব্ব-নিপাত হয়। যথা,—**যুধিষ্ঠিরার্জ্জুনৌ, ধৃতরাষ্ট্রপাণ্ডূ, বলদেবকৃষ্ণৌ**।

১৭। ঋতু নক্ষত্রাণামানুপূর্ব্ব্যেণ। (খ)

ঋতু-বাচক ও নক্ষত্র-বাচক পদের আনুপূর্ব্ব্যানুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ম। যথা, ঋতু-বাচক—**হেমন্তশিশিরৌ, শিশিরবসন্তৌ, বসন্তনিদাঘৌ**; নক্ষত্র-বাচক—**অশ্বিনীভরণ্যৌ**। অক্ষর-সাম্য-স্থলে এই নিয়ম।

১৮। বর্ণানাঞ্চ। (গ)

ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ-বাচক পদের আনুপূর্ব্ব্যানুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য-নিয়ম। যথা—**ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ**।

১৯। ধর্ম্মাদিষ্বনিয়মঃ (বা ১৪১৮)

ধর্ম্ম-প্রভৃতির প্রয়োগে পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়ম নাই। যথা,—**ধর্ম্মার্থৌ, অর্থধর্ম্মৌ; কামার্থৌ অর্থকামৌ; শব্দার্থৌ,**

(ক) "ভ্রাতুর্জ্যায়সঃ (বা ১৪১৬)

(খ) "ঋতুনক্ষত্রাণাং সমাক্ষরাণামানুপূর্ব্ব্যেণ" (বা ১৪২১)

(গ) বর্ণানামানুপূর্ব্ব্যেণ" (১৪১৫)

অর্থশব্দৌ ; বরবধ্বৌ, বধূবরৌ ; সর্পির্মধুনী, মধুসর্পিষী ; আদ্যন্তৌ, অন্তাদী ; গুণবৃদ্ধী, বৃদ্ধিগুণৌ । (ক)

(ক) "মুষলাদেরুলূখলাদিঃ"। দ্বন্দ্ব-সমাসে উদূখলাদি শব্দ মুষলাদি শব্দের পূর্ব্বে বসে। যথা—উদূখলমুষলে, জায়াপতী, ভার্য্যাপতী, পুত্রপশ্বো, কেশশ্মশ্রু, বিশেষণবিশেষ্যে ইত্যাদি। ' '' ব্যবিশেষণে ইত্যসাধু।—সংক্ষিপ্তসার

প্রশ্ন (পূর্ব্ব-নিপাত-সমাস)

১। 'উপসর্জ্জন' কাহাকে কহে ? ইহা কোথায় বসে ?

২। কোন্ কোন্ সমাসে কোন্ কোন্ পদ উপসর্জ্জন হয় ? উদাহরণ দাও।

৩। সমাসে কোন্ কোন্ স্থলে পূর্ব্ব-নিপাত হয় ? উদাহরণ দাও।

৪। সমাসে কোন্ কোন্ স্থলে পর-নিপাত হয় ? উদাহরণ দাও।

৫। সমাসে কোন্ কোন্ স্থলে বিকল্পে পূর্ব্ব-নিপাত হয় ? উদাহরণ দাও।

৬। সমাস কর :—

দন্তানাং রাজা, বনস্য অগ্রে, পাণৌ শস্ত্রং যস্য, কণ্ঠে গড়ুর্যস্য, পীতা সুরা যেন, ঊঢ়া ভার্য্যা যেন।

৭। নিম্ন-লিখিত পদ গুলির সমাস ও ব্যাস-বাক্য লিখ—

শিশুখঞ্জঃ, পুরুষবৃদ্ধঃ, গুড়প্রিয়ঃ, অস্মাদাদ্যঃ, সুখজাতঃ।

৮। সপ্তম-প্রশ্নোক্ত পদগুলির বিকল্প-পক্ষে যে যে পদ হয়, তাহা লিখ।

৯। দ্বন্দ্ব-সমাসে পূর্ব্ব-নিপাতের নিয়ম লিখ এবং উদাহরণ দাও।

১০। দ্বন্দ্ব-সমাসে বিকল্পে পূর্ব্ব-নিপাত হয়, এরূপ ৩টী শব্দের উল্লেখ কর।

সমাস—সর্ব্ব-সমাস-শেষ।

১। সমাসশ্চতুর্বিধঃ। (ক)

পাণিনি-মতে সমাস চতুর্বিধ। যথা,—**অব্যয়ীভাব**, **তৎপুরুষ**, **বহুব্রীহি**, **দ্বন্দ্ব**। **কর্ম্মধারয়** ও **দ্বিগু** স্বতন্ত্র সমাস বলিয়া পরিগণিত নহে,—ইহারা তৎপুরুষের অন্তর্ভূত। কোনও কোনও মতে **কর্ম্মধারয়** ও **দ্বিগু** স্বতন্ত্র সমাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; তন্মতে সমাস ষড়্‌বিধ।

২। পূর্ব্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ।

অব্যয়ীভাব-সমাসে পূর্ব্ব-পদের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান হয়। **উপগঙ্গম্**, **যথাশক্তি**,—ইত্যাদি স্থলে **উপ**, **যথা** প্রভৃতি পূর্ব্ব-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

৩। উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ।

তৎপুরুষ-সমাসে উত্তর-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান

(ক) "সমাসশ্চতুর্বিধঃ ইতি তু প্রায়ো বাদঃ। অব্যয়ীভাবতৎপুরুষবহুব্রীহিদ্বন্দ্বাধিকারবহির্ভূতানামপি সহসুপেতি সমাসবিধানাৎ। পূর্ব্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ। উত্তরপদপ্রধানস্তৎপুরুষঃ। অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ। উভয়পদপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ। ইত্যপি প্রাচাং বাদঃ প্রায়োঽভিপ্রায়ঃ। সূপপ্রতি উন্মত্তগঙ্গম্ ইত্যাদ্যব্যয়ীভাবে অতিমালাদিতৎপুরুষে দ্বিত্রা ইত্যাদি বহুব্রীহৌ দন্তোষ্ঠমিত্যাদি দ্বন্দ্বে চাভাবাৎ। তৎপুরুষবিশেষঃ কর্ম্মধারয়ঃ। তদ্বিশেষো দ্বিগুঃ। অনেকপদত্বং দ্বন্দ্ববহুব্রীহ্যোরেব তৎপুরুষস্ত ক্বচিদেব ইত্যুক্তম্"—ভট্টোজিদীক্ষিতঃ

হয়। **নবচ্ছায়া, গঙ্গাজলম্** ইত্যাদি স্থলে **ছায়া, জল** প্রভৃতি পর-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

৪। অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ।

বহুব্রীহি-সমাসে সমস্যমান কোনও পদেরই অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া তদুপলক্ষিত অন্য-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয়। **বহুধনঃ, দীর্ঘবাহুঃ** ইত্যাদি স্থলে **বহু, ধন, দীর্ঘ, বাহু** প্রভৃতি কোনও পদেরই অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু বহু-ধন-যুক্ত ও দীর্ঘ-বাহু-বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ অন্য-পদের অর্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

৫। উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ।

দ্বন্দ্ব-সমাসে সমস্যমান উভয় পদের অর্থই প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয়। **অশ্বগজৌ, তালতমালৌ** ইত্যাদি স্থলে **অশ্ব, গজ, তাল, তমাল** প্রভৃতি যাবতীয় পদের অর্থই প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

কিন্তু সকল স্থলে এই সকল লক্ষণের সমাবেশ হয় না। স্থল-বিশেষে ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে। **সপ্তগোদাবরম্, উন্মত্তগঙ্গম্** ইত্যাদি অব্যয়ীভাবে পূর্ব্ব-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া অন্য-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। **অকিঞ্চনঃ, আপন্নজীবিকঃ** ইত্যাদি তৎপুরুষে উত্তর-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া অন্য-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয়। **দ্বিত্রাঃ, পঞ্চষাঃ** ইত্যাদি বহুব্রীহিতে

অন্য-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া উভয়-পদার্থই প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয়। **হংসমারসম্, দংশমশকম্** ইত্যাদি দ্বন্দ্বে উভয়-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান না হইয়া তৎ-সমাহার-রূপ অন্য-পদার্থ প্রধান-ভাবে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রায়িক অভিপ্রায়ে নির্দ্দিষ্ট; অর্থাৎ প্রায় সকল স্থলে তত্তৎ লক্ষণের সমাবেশ হয়, কোনও কোনও স্থলে হয় না,—ইহাই তাৎপর্য্য। এজন্য অনেকে **প্রায়েণ পূর্ব্ব-পদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ, প্রায়েণোত্তরপদার্থপ্রধানঃ তৎপুরুষঃ, প্রায়েণান্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ, প্রায়েণোভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ,** এই রূপে অব্যয়ীভাব প্রভৃতির লক্ষণে **প্রায়েণ** এই পদের যোজনা করিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ তত্তৎ-সমাসের অধিকারে যে সমস্ত সমাস বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্তৎ-সমাস-সংজ্ঞা-ভাজন; অর্থাৎ অব্যয়ী-ভাব-প্রকরণে যে সমস্ত সমাস বিহিত হইয়াছে, তাহাদের নাম অব্যয়ীভাব; তৎপুরুষ-প্রকরণে যে সমস্ত সমাস বিহিত হইয়াছে, তাহাদের নাম তৎপুরুষ; দ্বন্দ্ব-প্রকরণে যে সমস্ত সমাস বিহিত হইয়াছে, তাহাদের নাম দ্বন্দ্ব।

উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ,—এই লক্ষণে উভয় শব্দ সম্যক্ সংলগ্ন নহে। উভয় পদের যেরূপ দ্বন্দ্ব সমাস হয়, বহু পদেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। ফলত কেবল অব্যয়ীভাব সমাস দুই পদে হয়, দ্বন্দ্ব ও বহুব্রীহি দুই পদে ও বহু পদে, তৎপুরুষ প্রায় সকল স্থলে দুই পদে হইয়া থাকে, কোনও কোনও স্থলে বহু

পদেও দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ দ্বন্দ্ব-লক্ষণে উভয়-শব্দ-স্থলে 'অনেক'-শব্দ-নিবেশ আবশ্যক।

৬। **বহুব্রীহির্দ্বিবিধস্তদ্গুণসংবিজ্ঞানোঽতদ্গুণসংবিজ্ঞানশ্চ।**

বহুব্রীহি দ্বিবিধ,—**তদ্গুণসংবিজ্ঞান** ও **অতদ্গুণসংবিজ্ঞান**। যে স্থলে সমাস-বোধিত অন্য-পদার্থের মত সমস্যমান-পদার্থেরও পরম্পরায় ক্রিয়া-প্রভৃতির সহিত অন্বয় হয়, তাহাকে **তদ্গুণসংবিজ্ঞান** এবং যে স্থলে সমস্যমান-পদার্থের ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় না, তাহাকে **অতদ্গুণসংবিজ্ঞান** বলে। **লম্বকর্ণমানয** ইত্যাদি স্থলে আনয়ন-ক্রিয়াতে লম্ব-কর্ণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্বয় হইতেছে, কিন্তু লম্ব-কর্ণেরও পরম্পরায় অন্বয় আছে, এজন্য ইহা **তদ্গুণসংবিজ্ঞান**; এবং **দৃষ্টসমুদ্রমানয** ইত্যাদি স্থলে আনয়ন-ক্রিয়াতে দৃষ্ট-সমুদ্র ব্যক্তির অন্বয় আছে, কিন্তু সমুদ্রের নাই, এজন্য ইহা **অতদ্গুণসংবিজ্ঞান**।

৭। **সমানাধিকরণপদঘটিতো ব্যধিকরণপদঘটিতশ্চ।** (ক)

বহুব্রীহি-সমাস প্রকারান্তরে দ্বিবিধ,—**সমানাধিকরণপদঘটিত** ও **ব্যধিকরণপদঘটিত**। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে যে বহুব্রীহি

(ক) "বহুব্রীহিঃ সমানাধিকরণানামিতি বক্তব্যম্" (বা ?)। "অব্যয়ো ব্যধিকরণো বহুব্রীহির্ব্যধিকরণো জন্মাদ্যুত্তরপদঃ" ইতি কাব্যালঙ্কার-সূত্রে বামনঃ।

সমাস হয়, তাহা **সমানাধিকরণপদঘটিত**। যথা,—**নীলাম্বরঃ**, **দীর্ঘবাহুঃ**, **কৃষ্ণকায়ঃ** ইত্যাদি। যে স্থলে অন্যবিধ পদে বহুব্রীহি হয়, তাহাকে **ব্যধিকরণপদঘটিত** বলে। যথা,—**দণ্ডপাণিঃ**, **ধনুর্হস্তঃ** ইত্যাদি।

প্রশ্ন (সর্ব্ব-সমাস-শেষ)

১। সমাস কয় প্রকার এবং কি কি? এ বিষয়ে কিরূপ মতভেদ আছে? এইরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি?

২। কোন্ সমাসে কোন্ পদের অর্থ প্রধান হয়? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও; যদি কোনও স্থলে ইহার ব্যভিচার লক্ষিত হয়, তাহারও উল্লেখ কর।

৩। "উভয়পদার্থপ্রধানো দ্বন্দ্বঃ"—এই লক্ষণে কি দোষ আছে, তাহা বুঝাইয়া দাও।

৪। বহুব্রীহি-সমাসের লক্ষণ কি? ইহা কয় প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ ও উদাহরণ লিখ।

৫। 'সমানাধিকরণ' ও 'ব্যধিকরণ' বহুব্রীহি কাহাকে কহে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৬। 'সমাহার-দ্বন্দ্ব' ও 'সমাহার-দ্বিগু" সমাসে প্রভেদ কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৭। সমস্ত করিয়া লিখ—

(১) প্রিয়ঃ সখা যস্য সঃ, প্রিয়ঃ সখা। (২) মৃতঃ পিতা যস্য সঃ; মৃতঃ পিতা। (৩) মহান্তৌ ভুজৌ যস্য সঃ; মহতঃ ভুজৌ। (৪) ব্যাঘ্রস্যেব পাদৌ যস্য সঃ; হস্তিন ইব পাদৌ যস্য সঃ। (৫) গৃহীতং ধনুর্যেন সঃ; কুসুমময়ং ধনুর্যস্য সঃ। (৬)

ধনুংষি চ শরাশ্চ; ধনুশ্চ শরশ্চ। (৭) মাতা চ পিতা চ; জায়া চ পতিশ্চ। (৮) ব্রাহ্মী ভার্য্যা যস্য সঃ; ব্রাহ্মী ভার্য্যা। (৯) সুকেশী ভার্য্যা যস্য সঃ; সুকেশা ভার্য্যা যস্য সঃ। সুকেশী ভার্য্যা, সুকেশা ভার্য্যা। (১০) গঙ্গা ভার্য্যা যস্য সঃ, গঙ্গা ভার্য্যা। (১১) তস্যাঃ পুত্রঃ; বিমলাভ্যঃ অন্ত্যঃ। (১২) পণ্ডিতানাং রাজা; দন্তানাং রাজা। (১৩) রাজ্যস্য ধূঃ; অক্ষস্য ধূঃ। (১৪) শোভনো ধর্ম্মঃ যস্য সঃ; শোভনো গন্ধো যস্য সঃ। (১৫) ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ; ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহারঃ। (১৬) পুরুষঃ ব্যাঘ্র ইব; পুরুষো ব্যাঘ্র ইব শূরঃ। (১৭) গ্রামস্য অর্দ্ধঃ, গ্রামস্য অর্দ্ধম্। (১৮) সপ্তানাং গোদাবরীণাং সমাহারঃ। (১৯) পূর্ব্বমহ্নঃ; পূর্ব্বাহ্নঃ; পুণ্যাহঃ। (২০) তিসৃণাং রাত্রীণাং সমাহারঃ; ত্রয়াণামহ্নাং সমাহারঃ। (২১) ত্রয়ো মূর্দ্ধানো যস্য সঃ; চত্বারো মূর্দ্ধানো যস্য সঃ। (২২) বিঘ্নস্যাভাবঃ; ন বিঘ্নঃ। (২৩) দ্বৌ বা ত্রয়ো বা; ত্রয়ো বা চত্বারো বা; পঞ্চ বা ষড্ বা। (২৪) সমুদ্রস্য পারে; গঙ্গায়া মধ্যে। (২৫) শক্তিমনতিক্রম্য; তৃণমপ্যপরিত্যজ্য; শুনঃ সমীপম্। (২৬) শোভনাঃ প্রজাঃ যস্য সঃ; বিদুষ্যঃ প্রজাঃ যস্য সঃ। (২৭) যুবতির্জায়া যস্য সঃ।

৮। সংশোধন কর—

(ক) ধৃতধনুষং রঘুনন্দনং স্মরামি।

(খ) মে প্রিয়সখ্যুঃ রাজহংসস্য সুমেধাঃ ত্রয়ো পুত্রা আসন্।

(গ) অহং রণে বিমূর্দ্ধানং জঘান।

(ঘ) সুরাজানং তমহমপশ্যম্।

(ঙ) গোকৃষ্ণা বহুক্ষীরা।

৯। কোন্ কোন্ স্থলে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস হইবে না?

১০। কোন্ কোন্ স্থলে সমাসান্ত বিধির প্রতিষেধ করা হইয়াছে?

সম্পূর্ণ।

শেষোক্তিঃ ।

(১)

যস্যাঃ পীনপয়োধরে চ গরিমা দেহে পুনঃ কান্তিমা
শ্রোণ্যাং চ প্রথিমা গতৌ চ লঘিমা নেত্রে পুনর্বঙ্কিমা ।
মধ্যে চ কৃশিমা সুবাচি পটিমা হাস্যে পুনঃ শ্বেতিমা
তস্যাঃ শ্রীমুখচন্দ্রমাঃ স্ফুরতু মে যাতায় হৃৎকালিমা ॥

(২—৩)

জনকঃ কৃষ্ণচন্দ্রো মে জননী বিন্ধ্যবাসিনী ।
পিতামহো রামচন্দ্রঃ সার্থকঃ প্রপিতামহঃ ॥
শ্রীভারাম ইতি খ্যাতস্তস্য তাতো মহামতিঃ ।
'দে'-বংশখ্যাতিসম্পন্না ইমে মে পূর্ব্বপুরুষাঃ ॥

(৪)

সংসারেঽসারসারে কলিকলুষহরে ভাস্বরে সৌধনীরে
সর্ব্বস্যানেকসারে সকলসুখকরে জাহ্নবীপুণ্যতীরে ।
যস্যাং ভূতালিপালী নিবসতি নিতরাং লিঙ্গশালী কপালী
হুগ্‌লীজিলান্তরে সা মম সুজননভূ'র্ভদ্রকালী' সুখালিঃ ॥

(৫)

শ্রীপূর্ণচন্দ্রকবিভূষণকাব্যরত্নঃ
শ্রীকৌমুদীং ব্যতনুতেহষ্টসাগরাখ্যঃ
শাকেঽতুলাং পৃথুকচিত্তবিকাশনায়
শৌরে তপস্যহিগুণাক্ষশরাক্ষমানে ॥

কবিভূষণ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ.

প্রণীত, সংগৃহীত, অনূদিত বা সম্পাদিত পুস্তকাবলী ঃ—

১। "ব্যাকরণ-কৌমুদী" (চতুর্থ-ভাগ) (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত)। বিভক্তি-নির্ণয় ও কারক, তদ্ধিত-প্রত্যয়, স্ত্রী-প্রত্যয় ও সমাস,—এই ৪টী প্রকরণ লইয়াই এই পুস্তক খানি লিখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূল গ্রন্থে যাহা ছিল, তাহা সমস্তই আছে। যে যে স্থানে অসঙ্গতি ছিল, তাহাও সুসঙ্গত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অষ্টাধ্যায়ী, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, কলাপ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, সারস্বত, মুগ্ধবোধ, প্রয়োগ-রত্ন-মালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তাহাদের টীকার সার কথা গুলি ফুট্‌নোটে প্রদত্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিভিন্ন ব্যাকরণের মত ও বিচার দিতেও ত্রুটী করা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন এই কয়েকটী বিষয় বক্তব্য :—(১) সংস্কৃত সূত্র গুলি বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রমাণ-স্বরূপ মহাকাব্য প্রভৃতি হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। (২) বিভক্তি ও কারকের সংস্কৃত কারিকা গুলি "প্রয়োগ-রত্ন-মালা" নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। (৩) স্ত্রী-প্রত্যয়-প্রকরণের ৬৫ হইতে ৭০ সূত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। (৪) বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যেক প্রকরণে যে যে সূত্র অষ্টাধ্যায়ী বা বার্ত্তিক-সূত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহা 'সংখ্যা' সহ উল্লেখ করিয়া দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন তিনি যে যে সূত্র স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কোন্ কোন্ পাণিনীয় বা বার্ত্তিক সূত্রের অন্তর্গত, তাহাও 'সংখ্যা' সহ যথাযথ নির্দ্দেশ করিয়াছি। (৫)

প্রত্যেক বিষয়ের নিম্ন-ভাগেই প্রচুর-পরিমাণে ‘প্রশ্ন’ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৪০০ পৃষ্ঠে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ (এক) টাকা মাত্র।

২। “ব্যাকরণ কৌমুদী” (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ) (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত)। চতুর্থ-ভাগের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিত। (১) সাধারণ-নিয়মের অনেক স্থলে উদাহরণ ছিল না, আমি তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছি। (২) প্রত্যেক ধাতুর নিম্নে “অনুবাদ” ও “সংশোধনের” ‘প্রশ্ন’ বহুল-পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে। (৩) যে যে ধাতু অসম্পূর্ণ ছিল, তাহাও পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। (৪) প্রত্যেক প্রকরণের অব্যবহিত পরেই কয়েকটী করিয়া ‘প্রশ্ন’ দেওয়া হইয়াছে। (৫) গ্রন্থশেষে প্রচলিত ধাতু-সমূহের অ-কারাদি-ক্রমে গণ ও অর্থ নিরূপণ সহ একটী সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি ৪৪০ পৃষ্ঠে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ (এক) টাকা মাত্র।

৩। “ব্যাকরণ-কৌমুদী” (প্রথম-ভাগ) (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত)। “ব্যাকরণ-কৌমুদী” (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) এবং (চতুর্থ-ভাগের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিত। মূল্য ।৶০ (দশ) আনা মাত্র।

৪। সমগ্র বিশুদ্ধ “ব্যাকরণ-কৌমুদী” (চারি ভাগ একত্র) (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত)। ইহাতে বহু-সংখ্যক প্রশ্ন এবং ফুটনোটে পাণিনীয় ও বার্ত্তিক সূত্র আছে। মূল্য ১॥০ (দেড়) টাকা।

৫। “উপক্রমণিকা ব্যাকরণ” (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত)। সম্পূর্ণ সংশোধিত ও বহু-প্রশ্ন-সহিত। মূল্য ॥০ (আট) আনা মাত্র।

৬। “উদ্ভট-সাগরঃ” (প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-প্রবাহ-সমন্বিত) এই সংস্কৃত গ্রন্থখানি গত বৎসর (১৯১৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে সংস্কৃত প্রথম, দ্বিতীয় ও উপাধি পরীক্ষায় কাব্য ও ব্যাকরণে পাঠ্য-পুস্তক

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "প্রথম-প্রবাহ" প্রথম-পরীক্ষার, "দ্বিতীয়-প্রবাহ" দ্বিতীয়-পরীক্ষার এবং "তৃতীয়-প্রবাহ" উপাধি-পরীক্ষার জন্য "কলিকাতা সংস্কৃত-পরীক্ষা-বোর্ড" কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই বৎসর (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ) হইতে এই সংস্কৃত-পরীক্ষা-সভার নাম "কলিকাতা-সংস্কৃত-এসোসিয়েষণ" হইল। উক্ত ৩টী প্রবাহই একত্র বদ্ধ। ইহাতে নানা-বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত জ্ঞানগর্ভ "উদ্ভট-শ্লোক" আছে। পাঠার্থিগণের সুবিধার জন্য শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, এবং সংস্কৃত টীকা, টিপ্পনীও প্রদত্ত হইয়াছে। এ বৎসরে এই গ্রন্থ হইতে প্রত্যেক পরীক্ষায় 'প্রশ্ন' দেওয়া হইয়াছিল। আগামী ও তৎপরবর্ত্তী বৎসরেও এই গ্রন্থ হইতে 'প্রশ্ন' দেওয়া হইবে। উচ্চ-কবিতার পরীক্ষায় উদ্ধস্থানাধিকারী ছাত্রগণকে কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা সুবর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার দিবেন। এই গ্রন্থ ম্যাট্রিকিউলেসন ছাত্রগণেরও "আন্‌সিন্ প্যাসেজের" জন্য বিশেষ উপযোগী। কাগজ-বদ্ধের মূল্য দুই টাকা; বস্ত্র-বদ্ধের মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

৭। "উদ্ভট-শ্লোক-মালা" বহু প্রাচীন স্ত্রী-কবি ও পুরুষ-কবির রচিত প্রায় ৪৫০টী সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা, বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহিত। মূল্য দেড় টাকা।

৮। "প্রবন্ধ-পাঠ" হাই স্কুলে ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য। রচনাগুলি বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত ও ম্যাট্রিকিউলেসন ক্লাসের উপযোগী। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

৯। "সীতার বনবাস" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত)। ফুটনোট, শব্দার্থ ও ব্যাকরণ-গত বিষয় এবং ৫০০ প্রশ্ন সমন্বিত। ইহার মত বিশুদ্ধ ও মনোহর সংস্করণ আর নাই। মূল্য বার আনা।

১০। শকুন্তলা" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত)। ফুটনোটে শব্দার্থ ও ব্যাকরণ-গত বিষয়। বিশুদ্ধ ও মনোহর সংস্করণ। মূল্য আট আনা।

১১। "প্রশ্নোত্তর-মণিরত্নমালা" (শঙ্করাচার্য্য), "প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা" (বিমল), "প্রশ্নোত্তর রত্নমালিকা" (কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী)। সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহিত। তিন খানি গ্রন্থ একত্র বদ্ধ। মূল্য ছয় আনা।

১২। "পাণ্ডব-গীতা" (পাণ্ডব-কৃতা)। সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহিত। মূল্য আট আনা।

১৩। "মোহ-মুদ্গার" ও "মোহকুঠার" (শঙ্করাচার্য্য)। একত্র বদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের জীবন-চরিত ও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহিত। মূল্য চারি আনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী।
৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।